স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ

※ হুসাইন বিন সোহরাব
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনাহ্, সৌদী আরব

তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ

※ শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান
মুদার্‌রিস শারী'আহ্ বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনাহ্, সৌদী আরব

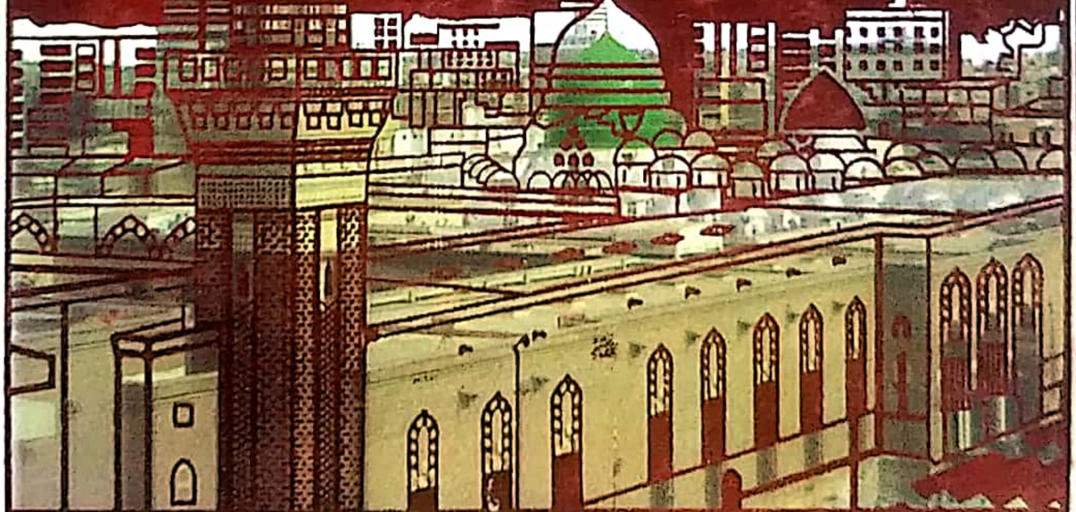

স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ

হুসাইন বিন সোহ্রাব
হাদীস বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।

তাহ্ক্বীক্ব ও তাখরীজ
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহ্মান
মুমতায শারী'আহ্ বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
সাবেক শিক্ষক- উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট,
জামঈয়াতু ইহ্ইয়া ইত্তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত।
বর্তমান মুদার্‌রিস- মাদ্‌রাসাহ্ মুহাম্মাদীয়্যাহ্ আরাবীয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ
হুসাইন বিন সোহ্‌রাব

প্রকাশনায় :
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
* ৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা-১১০০,
☎ : 7114238, মোবাইল : 01915-706323
* ১১, ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং- ৪১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: 01913-009032, 01911-725920, 01817-518409
www.hossainalmadani.com / E-mail : info@hossainalmadani.com

৮ম প্রকাশ :
মার্চ: ২০১৩ ইংরেজী

মুদ্রণে :
হেরা প্রিন্টার্স
৩২/২, হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা-১১০০

বাঁধাই :
আল-মাদানী বাঁধাইখানা
আল-মাদানী ভবন
১৪২/আই/৫,বংশাল রোড, মুকিম বাজার, দক্ষিন(পাকিস্তান মাঠ)
ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ২৫১/= টাকা মাত্র

Published by **Hussain Al-Madani Prokashoni**, Dhaka, Bangladesh.
8th Edition : March : 2013. Price Tk- 251/=. US $: 11.
ISBN NO. 984-605-008-1

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অভিমত

বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম

পাক-পবিত্র থাকা ফরয। শরীর ও পোষাকাদি কিভাবে নাপাক হয় আর কেমন করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে। এর মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা মা-বাপ থাকলে ছেলে মেয়েদের সামনে, ছেলে মেয়েরা থাকলে মা-বাপের সামনে, শ্বশুর-শাশুড়ী থাকলে জামাই-এর সামনে, বউ-মায়ের সামনে, বিবাহিতরা থাকলে অবিবাহিতদের সামনে বলা চলে না কিন্তু লিখে বই আকারে প্রচার করে দিলে পড়ে-শুনে সবাই জেনে নিতে পারে। আমি দেখেছি এ বইয়ে তাই করা হয়েছে। আমার স্নেহভাজন, মাদীনাহ্ ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত, হাফিযে কুরআন, সমাজের একনিষ্ঠ খাদেম, শাইখ হুসাইন বিন সোহ্রাব খুব সহজ, সরল ও খোলাসাভাবে পাকী-নাপাকীর মাসআলাগুলোকে এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। একেবারে কম লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষেও বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না। যেখানে পাক-পবিত্রতার উপর 'ইবাদাত বন্দেগী নির্ভর করছে, সেখানে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফার্‌য। তাই আমি আশা করব–এ বই যেন বাংলার প্রতিটি মুসলিমের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবূ তাহের বর্ধমানী (রহঃ)
প্রাক্তন খাতীব– বংশাল বড় মাসজিদ, ঢাকা।
প্রাক্তন সম্পাদক– সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অভিমত

বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম

স্বামী-স্ত্রীর মিলন বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নি'আমাত। বিয়ে-শাদী ও স্ত্রী মিলনে রয়েছে বিশ্ব শান্তির মুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি।

আদম ('আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত যত নাবী ও রাসূল পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন তাদের প্রায় সকলেরই বিয়ে-শাদী ও স্ত্রী মিলন ঘটেছে। তাই উক্ত বইতে হাফেয হোসেন সাহেব সুন্দরভাবে, সঠিক পদ্ধতিতে স্ত্রী মিলন ও এর তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৫ কোটি বাংলা ভাষী মুসলিম বাংলাদেশে। কিন্তু এ দেশে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নির্ভরযোগ্য সুলিখিত গ্রন্থ আজ পর্যন্ত অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। এ অভাব দূরীকরণে এগিয়ে এসেছেন আমাদের স্নেহভাজন সুবিজ্ঞ লেখক-শাইখ হাফেয হোসেন। এজন্য আমি এ তরুণ লেখককে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থরাজির মধ্যে এটি হবে এক মূল্যবান সংযোজন এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আমি সকলের মধ্যে এ পুস্তিকার বহুল প্রচার একান্ত কামনা করি।

বিনীত

আহমাদুল্লাহ্ রহমানী

অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
৭৮/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহাম্‌দুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এবং দরূদ ও সালাম প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে **"স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ"** বইখানা প্রকাশিত হলো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "নিঃসন্দেহে, যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়াতের কথা অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও।"

(সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ১৫৯)

অন্যান্য অভিসম্পাতকারী অর্থাৎ, ফেরেশ্‌তাগণ ও সমস্ত প্রাণীর অভিশাপও তাদের উপর রয়েছে।

দ্বীনের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম। উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, শারী'আতের কোন বিষয় গোপন করা পাপ, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেও অভিসম্পাত করে থাকেন।

যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম এবং কঠিন 'আযাবের কারণ।

এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমার পড়াশুনা, চিন্তা-গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ অবিশ্রান্তভাবে চলতে থাকে। অতঃপর এ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাদি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে এ গ্রন্থে পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়ে যায়।

বইটি বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী করে লেখা হলো। তাই এ বইটিকে যারা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করবেন, তাদেরকে জানাচ্ছি অশেষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা হক বিষয় বর্ণনা করতে লজ্জা বোধ করেন না।" (আহমাদ)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিষয় ব্যক্ত ও প্রকাশ করতে বাদ দেন না।

হাদীসের শুরুতে উক্ত বাক্য বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কাজটি অত্যন্ত লজ্জাকর। মুখে উচ্চারণ করার যোগ্য নয়। কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধানের প্রয়োজনে না বলে উপায় নেই। তাই উক্ত বইতে হক এবং সত্যকে খোলাখুলি উল্লেখ করা হলো।

বইটিতে অতিরিক্ত আরো কিছু কথা ও প্রমাণাদি উল্লেখ করা হলো।

গ্রন্থখানি প্রকাশনার ব্যাপারে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইতোপূর্বে এর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি বলে আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এ গ্রন্থে পারিবারিক জীবন, তার শান্তি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনের ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের দিকগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সর্বশেষে তালাক্বের বিপর্যয়ের দিকগুলোও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও বর্তমনে বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপায় ও ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে যা কিছু বলা হয়েছে তা আমার নিজের মন মতো নয় বরং অকাট্য যুক্তি ও দলীল প্রমাণে তা প্রমাণিত হয়েছে। অবশেষে উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণের মধ্যে কোনরূপ দুর্বলতা কিংবা অসামঞ্জস্যতা কারো নজড়ে পড়লে এবং অবহিত করলে তা সাদরে গৃহীত এবং যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে।

পাঠকবৃন্দের সহযোগিতা পেলে যে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে –**ইনশাআল্লাহ্**। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট মার্জনা ও নিরাপত্তা কামনা করি এবং তাঁর নিকট সঠিক পথে চলার তাওফীক্ব কামনা করি। –আমীন ॥

খাদিম

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাফেয হোসেন)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

বীর্য পরিচিতি ১১
মযী বের হবার বিবরণ ১৪
"মনী" বের হবার বিবরণ ১৮
প্রস্রাব ও আযাব ২৮
পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার ৩১
স্ত্রী মিলনের স্থান একটিই ৪৪
সহবাসের প্রকৃত নিয়ম ৫০
স্বামী-স্ত্রী মিলিত হলে কি করতে হবে? ৫৪
স্বামী-স্ত্রীর প্রসঙ্গে কয়েকটি জরুরী দু'আ ৫৯
নব দম্পতির জন্য দু'আ ৫৯
স্বামীর প্রথম সাক্ষাতে স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দু'আ ৫৯
স্ত্রী সহবাসের দু'আ ৫৯
সন্তান লাভের দু'আ ৬০
প্রসব বেদনায় আক্রান্ত হলে যে সকল দু'আ পড়তে হয় ৬০
স্ত্রী সন্তানের মঙ্গলের জন্য দু'আ ৬১
স্ত্রীর অধিকার ৬২
মু'মিন অপবিত্র হয় না ৬৪
স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে কি করতে হবে? ৭০
সহবাস ও গোসল ৭২
স্বপ্ন ও গোসল ৭৫
রামাযান মাসে স্ত্রী সহবাস ৮০
ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম বর্জন ৮৪
মানবদেহে যৌবন ৮৬
নর-নারীর যৌন লক্ষণ ৯৬

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে হস্তমৈথুন ৯৮
হস্তমৈথুনের ফলাফল ১০৫
যৌন অক্ষমতার সঠিক চিকিৎসা ১০৯
বিয়ের পূর্বে কনে দেখা ১১৬
নেককার স্ত্রী নির্বাচন ১২৪
স্ত্রী নির্বাচনে সমতা রক্ষা ১২৯
সতীচ্ছদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ১৩৩
যৌন মিলনে প্রকৃত জ্ঞান ১৩৭
যৌন মিলন ১৪৩
ইসলাম পূর্বকালে স্ত্রীদের উপর নির্যাতন ও কু-প্রথার রীতি ১৪৪
স্বামী-স্ত্রীর কলহ ১৪৯
স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব ১৫২
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাৎনা ১৫৫
হাদীসের দৃষ্টিতে খাৎনা ১৫৬
মহিলাদের খাৎনা ১৫৮
খাৎনা সম্পর্কে 'আল মুগনী' গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে ১৬০
খাৎনার হুকুম ১৬৩
খাৎনার হুকুম সম্পর্কে "তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম" -এর লেখক-এর মত ১৬৫
মাজমূ' ফাতাওয়ার শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ্ এ মর্মে যা উল্লেখ করেছেন ১৬৫
খাৎনা সম্পর্কে হিন্দু লেখকগণের বক্তব্য ১৬৭
যৌন কেশ মুণ্ডনের গুরুত্ব ও বিধান ১৬৯

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

মুণ্ডন করার মেয়াদ ১৭১

নপুংসক বা হিজড়াদের বিবাহ প্রসঙ্গ ১৭৩

বিয়ের গুরুত্ব ১৭৮

বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তি অভাবী হলে ১৮৪

বিবাহে প্রচলিত কুপ্রথা ১৯২

বিবাহের মুহরানা ১৯৫

মুহর দিতে হবে খুশি মনে ১৯৭

মুহরানার পরিমাণ ২০০

কাফির স্বামী মুসলিম স্ত্রীর জন্য হালাল নয় ২০৫

মুসলিমদের জন্য কাফির নারী বিবাহ করা হারাম ২১০

নতুন বর-বধূর জন্য দু'আ ২১৬

স্বামীর প্রথম সাক্ষাতে স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দু'আ ২১৬

স্ত্রী সহবাসের দু'আ ২১৭

সহবাসের নিয়ম ২১৭

ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা ২১৯

সহবাসের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত ২২১

যৌন মিলনের আহ্বানে সাড়া না দেয়ার পরিণতি ২২৩

সহবাসের পরবর্তীতে করণীয় ২২৭

ইহ্রাম অবস্থায় সহবাস হারাম ২২৯

ঋতু অবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ ২৩০

উলঙ্গ হয়ে গোসল করা ২৩৫

স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকার ২৩৯

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা ২৪২

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ২৪৬

স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার ২৫০

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

সঙ্গম না করার কসম করা ২৫৫
নারীদের অমর্যাদা ২৫৮
স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ২৬০
বিয়ে ও তালাক্বকে খেলায় পরিণত করা নিষিদ্ধ ২৬৭
নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক্ব ২৭১
যিহার দ্বারা স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা ২৭৩
স্ত্রী খোলা তালাক্ব যেভাবে নিবে ২৭৮
তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়েতে বাধা দেয়া হারাম ২৮১
তিন তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা যেভাবে জায়িয ২৮৩
বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া ২৮৬
ইদ্দত কাল ২৯০
বিধবার শোক পালন করা ওয়াজিব ২৯৪
স্ত্রীর প্রতি অপবাদ ২৯৫
অভিভাবকের মাধ্যমে মেয়ে মানুষের বিবাহ ২৯৮
স্বামীর আনুগত্য করা ৩০৩
মেয়ে মানুষের অসদাচরণ ৩০৬
মেয়ে মানুষের বক্রতা ৩০৯
মানুষ ও মেয়ে মানুষের পারস্পরিক সমঝোতা ৩১৫
বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা ৩২২
মেয়ে মানুষের পারস্পরিক হিংসা ৩২৭
মেয়ে মানুষের দুর্বলতা ৩৩১
গর্ভ সঞ্চার ৩৪০
মানুষ ও মেয়ে মানুষের মর্যাদার পার্থক্য ৩৪৩
মেয়ে মানুষের প্রতি শাসন ৩৪৫
আদর্শ মেয়ে মানুষ ৩৫১
মেয়ে মানুষের গুণের স্বীকৃতি ৩৫৯
জাহান্নামীদের অধিকাংশই মেয়ে মানুষ ৩৬৩

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বীর্য পরিচিতি

মানুষ যখন তার মধ্যে অদ্ভূত সব পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করে, যখন নিজের শরীরে আশ্চর্য এক আবেগ অনুভব করে, অর্থাৎ, তের চৌদ্দ বছর বয়সে যখন ঋতুস্রাব বা বীর্যপাতের বয়স পুলক অনুভব করতে শুধু করে। তখন বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দেয় মনে। ভীষণ ইচ্ছে করে গোপনীয় অনেক তথ্য, হুকুম আহকাম, নিয়ম পদ্ধতি জানতে। খোলাখুলি কোন কথা জিজ্ঞেস করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে মহিলাদের যেন লজ্জা! লজ্জা!! লজ্জা!!! আর কানাঘুষা, ফিস্‌ফিস করে চেপে রাখা। তার চেয়ে খোলাখুলি জানিয়ে দেয়াই ভাল না? আজ আমি ভাবছি একজন সাধারণ লোকেরও যৌন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও এসব বিষয়ে আলোচনা করে, প্রশ্ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। কারণ লজ্জা! তাই মনের প্রশ্ন মনেই চাপা দিয়ে রাখতে হয়। স্কুল কলেজে এসব ব্যাপারে সুশিক্ষা দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার হক এবং সত্যকে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ না করে পরিষ্কারভাবে, খোলাখুলি এমন কিছু তথ্য উল্লেখ করতে চাই যা সাধারণ লোকের কাছে অবাক লাগলেও তা সত্য, সঠিক এবং সহীহ হাদীস থেকেই প্রমাণিত।

আমি চাই না আমাদের সন্তান অশিক্ষিত লোকদের কাছে থেকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কুশিক্ষা গ্রহণ করুক, আমি চাই না আমাদের সন্তান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করুক। আমি চাই না আমাদের সন্তান যৌন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার শিকার হোক। জীবনের এ দিকটায় যদি ভুল থেকে যায় তাহলে আজীবন নামায, রোযা ইত্যাদি 'ইবাদাত বন্দেগীতেও ভুল থেকে যাবে। পরকালে নাযাত পাওয়া যাবে না। আর 'ইবাদাত বন্দেগী ত্রুটিপূর্ণ হলে পরকালে নাযাত পাওয়া যাবে না। আর 'ইবাদাত বন্দেগী ত্রুটিপূর্ণ হলে পরকালে নাযাত পাওয়া যায় কিভাবে?

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এ বইতে ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করা হবে কিসে কি হয়? কেন হয়? কোন্‌টি ভুল, কোন্‌টি সঠিক।

আমি আশা করি ছেলে মেয়েরা এ বই পড়লে তাদেরকে অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে গেলে যে লজ্জায় পড়তে হয় সে রকম বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে না– যদি সু-শিক্ষা লাভের জন্য বইটি পাঠ করে।

ধাতু বের হলে বা ঋতুস্রাবে (হায়িযে) কিভাবে কি করতে হয়, এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে। মানসিক যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবে। ওরা এখানে ওখানে খুঁজবে না, আজে বাজে লোকের মুখে ভুল তথ্য শুনতে হবে না যে, এক ফোঁটা মযী বের হলে গোসল করতে হয়। আবার কারও ধারণা হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে (নাজায়িয) হস্তমৈথুনে বীর্যপাত ঘটালে গোসল করার প্রয়োজন নেই–ইত্যাদি নানান রকমের মারাত্মক ভুল।

মানুষ যখন বালেগ হয় তখন তাদের দু'প্রকারের ধাতু বের হয়।

১. মযী ঃ যা সঙ্গমের পূর্বক্ষণে যখন নারী ও পুরুষ উভয় উভয়কে জড়িয়ে ধরে, গায়ে গা লাগে, অথবা অনেক সময় পরস্পরে গা ঘেঁষাঘেঁষি বা চুম্বন অথবা মনে মনে যৌন মিলনের জল্পনা-কল্পনা করে, বা এমনিতে লিঙ্গোত্থান বা লিঙ্গ যৌন উত্তেজিত হলে যাকে সেক্স বা কামভাব বলে সে অবস্থায় যে পাতলা আঠালো পানি বের হয় সেটাকেই মযী বলে। তাতে মূল ধাতু বা বীর্যের দুর্গন্ধ থাকে না।

ইমাম শাওকানী তার "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে মযীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَالْمَذِىُّ مَاءٌ رَقِيْقٌ اَبْيَضُ لِزَوْجٍ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ بِلَا شَهْوَةٍ وَلَا تَدَفُّقٍ

وَلَا يَعْقُبُهُ فُتُوْرٌ وَرُبَّمَا لَا يُحِسُّ بِخُرُوْجِهٖ .

মযী হচ্ছে চটচটে সাদা অতি তরল পানি যা উত্তেজনায় এবং বিনা উত্তেজনায় বের হয় কিন্তু টপকে-টপকে পড়ে না এবং এরপরে অবসাদ ক্লান্তি আসে না। কখনো কখনো যে ব্যক্তির মযী বের হয় সে বের হবার সময় তা অনুভব করতে পারে না।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

২. মনী ঃ মনী বলে ঘন গাঢ় বীর্যকে, সেটা মযীর তুলনায় অত্যন্ত বেশী আঠালো এবং ধবধবে সাদা যা স্ত্রী মিলনের শেষ মুহূর্তে সেক্স বা কামভাবের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এটা লিঙ্গের চরম উত্তেজনার সময় কয়েক ঝাঁকুনিতে পাঁচ-ছয় দফায় টপকে টপকে বের হয় এবং তাতে এক প্রকার গন্ধ থাকে। "মনী" এমন পরিমাণ বের হয় যে, কাপড়ের বেশ কিছু অংশ ভিজে যায়।

অনেকেই তাদের উঠতি বয়সে যৌবনের শুরুতে যখন মযী বা পাতলা আঠালো পানি বের হতে দেখে তখন গোসল ফরয হয়েছে বলে মনে করে গোসল করে। তাদের এ গোসল করাটা অনর্থক কষ্ট ছাড়া আর কিছুই না। যার প্রমাণাদি গোসলের অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে।

এ ছাড়া স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর অনেক স্ত্রীকেই তাদের পরিধানের কাপড়, বিছানার চাদর, বালিশের কভার ইত্যাদি খুব ভালভাবে ধৌত করে, তাদের ধারণা সহবাসের কারণে যে ধাতু বের হয়েছে তা সম্পূর্ণই নাপাক আর সহবাসের পর বিছানার চাদরে অথবা বালিশের কভারে অথবা অন্য কোন কাপড় খাটে থাকলে তাতে এক-আধটু লেগে গিয়েছে সন্দেহে সমস্তই খুব ভালভাবে ধৌত করে ফেলে। কিন্তু তাদের এ ধৌত করাটা অনর্থক কষ্ট ছাড়া আর কিছুই না। যার প্রমাণাদি মনী ও মযীর অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মযী বের হবার বিবরণ

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ : لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ .

'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অধিক পরিমাণে "মযী" বের হতো। আমি একজনকে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে অনুরোধ করি। কেননা তাঁর কন্যা (ফাতিমাহ্) আমার স্ত্রী, আমার অধীনে ছিল। ঐ লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ওযূ করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে।

(বুখারী–১ম খণ্ড, আল-মাদানী প্রকা. হা. ২৬৯, পৃ. ১২৮)

আত্-তিরমিযী থেকে আরো প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذِيِّ فَقَالَ مِنَ الْمَذِيِّ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ .

'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তদুত্তরে তিনি বলেন ঃ মযী বের হলে ওযূ করতে হবে। আর মনীতে (বীর্যপাত হলে) গোসল করতে হবে।

(সহীহ, আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকা. হা. ১১৪)

'আলী (রাযিঃ) কর্তৃক নাবী ﷺ হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মযী বা পাতলা আঠালো পানি দু' এক ফোঁটা বা আরও অধিক পরিমাণে বের হলেও গোসল করতে হবে না, বরং ওযূ করলেই যথেষ্ট হবে। আর মনী (ঘন গাঢ় বীর্য) বের হলে গোসল করতে হবে।

আবূ দাউদের আরও একটি হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اَغْتَسِلُ حَتّٰى تَشَقَّقَ ظَهْرِيْ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوْذُكِرَلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ اِذَا رَاَيْتَ الْمَذِيَّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ وَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ .

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

'আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার প্রায়ই মযী নির্গত হতো এবং গোসল করতাম। এমনকি এ কারণে (ঠাণ্ডায়) আমার পিঠে ব্যথা হতো। অতঃপর আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে উল্লেখ করি। (রাবী' বলেন) কিংবা অন্য কারো দ্বারা বলানো হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি এরূপ করবে না, বরং যখনই তুমি মযী বরে হয়েছে দেখবে, তখনই তা ধৌত করবে এবং নামায আদায়ের জন্য যে ওযূ করো সেভাবে ওযূ করে নিবে। অবশ্য যদি উত্তেজনাবশতঃ বীর্য (মনী) বের হয়ে যায় তাহলে গোসল করবে। (সহীহঃ আবূ দাউদ, আল-মা.প্র. হা. ২০৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ মযী কাপড়ে লেগে তা ধৌত করার কোন প্রয়োজন হয় না বরং মযী লেগে যাওয়ার স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয়।

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ اَلْقَى مِنَ الْمَذِىِّ شِدَّةً وَعَنَاءً فَكُنْتُ اُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَاَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَالِكَ الْوَضُوْءُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِىْ مِنْهُ قَالَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَاْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهُ اَصَابَ مِنْهُ .

সাহ্ল বিন হুনাইফ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমার অত্যধিক লিঙ্গোত্থানের জন্য বারবার মযী বের হতো। ফলে আমি বারবারই গোসল করতাম। এ কথা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে জিজ্ঞেস করলাম– তদুত্তরে তিনি বলেন ঃ এ কারণে তোমরা ওযূ করাই যথেষ্ট হবে। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার কাপড়ে মযী লেগে গেলে কি করব? তিনি বললেন ঃ তুমি পানি নিয়ে যেখানে তোমার কাপড়ে মযী লেগেছে সেখানে ছিটিয়ে দিবে। (হাসানঃ আত্-তিরমিযী– হা. ১১৫; আবূ দাউদ– হা. ২১০; ইবনু মাযাহ্– হা. ৫০৬)

উক্ত হাদীস থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় ঃ মযী বা পাতলা আঠালো পানি কাপড়ে লেগে গেলে উক্ত কাপড় ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং কাপড়ের ঐ মযী লেগে যাওয়ার স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

হবে। তাছাড়া মযী লেগে আছে এ দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি ছিটিয়ে দিতে বলেছেন। বিশেষ করে প্রত্যেক ওযূর শেষে লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই পেশাব করতেন ওযূ করতেন এবং লজ্জাস্থানে পানি ছিটা দিতেন। **(সহীহঃ আবূ দাউদ, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১৬৬, ১৬৮)**

ইমাম আশ্ শাওকানী তার "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন ঃ

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِى طَالِبْ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ، اَخْرَجَاهُ. وَلِمُسْلِمٍ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. وَلِاَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاوُدَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَاُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ .

'আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি অত্যধিক মযী বিশিষ্ট লোক ছিলাম। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করলাম। মিক্বদাদ বিন আসওয়াদকে বললাম যেন, রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে। অতঃপর মিক্বদাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে ওযূ করতে হবে।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে– নিজের লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং ওযূ করবে। **(বুখারী; মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৬০২)**

আহ্মাদ এবং আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে– নিজ লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষদ্বয় ধুবে এবং ওযূ করবে। **(নাইলুল আওতার– ১ম খণ্ড, ৫১ পৃ.)**

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ ذَالِكَ مِنَ الْمَذِيِّ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِيْ. فَتَغْسِلُ مِنْ ذَالِكَ فَرْجَكَ وَاُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْئَكَ لِلصَّلَاةِ *

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি "পানির পর পানি" (অর্থাৎ– পেশাবের পর মযী বের হওয়া) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, সেটা মযীর কারণে। প্রত্যেক যুবকেরই মযী বের হয়। এ রকম হলে তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষদ্বয় ধুবে এবং নামাযের জন্যে ওযূ করবে। (সহীহঃ আবূ দাঊদ, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ২১১)

মযী বের হওয়ার হুকুম সম্পর্কে "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِاَحَادِيْثِ الْبَابِ عَلٰى اَنَّ الْغَسْلَ لَايَجِبُ لِخُرُوْجِ الْمَذِيِّ قَالَ فِى الْفَتْحِ وَهُوَ اِجْمَاعٌ وَعَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ بِالْوُضُوْءِ مِنْهُ كَالْاَمْرِبِالْوُضُوْءِ مِنَ الْبَوْلِ وَعَلٰى اَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ فِى تَطْهِيْرِهِ لِقَوْلِهِ كَفًّا مِنْ مَاءٍ وَحَفْنَةً مِنْمَاءٍ *

গ্রন্থকার এ অধ্যায়ের হাদীসগুলো দ্বারা এ মর্মে প্রমাণ করেছেন যে, মযী বের হলে গোসল ফরয হয় না। ফাত্হের গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এটাই সর্বসম্মত অভিমত। তিনি আরও দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মযীর ফলে ওযূ করার নির্দেশটি প্রস্রাবের ফলে ওযূ করার নির্দেশের মতো মযী পবিত্র করতে পানি লাগবে। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে– "এক অঞ্জলী পানি হাতে ছিটানো।" (নাইলুল আওতার– ১ম খণ্ড, ৫২ পৃ.)

যেমনিভাবে প্রস্রাব করলে ওযূ ভেঙ্গে যায়, আবার নতুন ওযূ করে নামায আদায় করতে হয়। তেমনিভাবে মযী বের হলেও ওযূ ভেঙ্গে যায়। তবে মযী যেমন কাপড়ে লেগে গেলে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয়, তেমনিভাবে প্রস্রাবের ছিটা কাপড়ে লেগে গেলে পানির ছিটা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং উত্তমরূপে প্রস্রাবের ছিটা ধৌত করা অপরিহার্য।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

“মনী” বের হবার বিবরণ

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيْهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحْيَي أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ وَ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِأَصَابِعِيْ *

হাম্মাম বিন হারিস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর ঘরে একজন মেহমান আগমন করেন। মা ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ) তার বিছানায় একটি হলুদ রং-এর চাদর বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। মেহমান ঐ বিছানায় শুয়ে পড়লে স্বপ্নদোষ হওয়ায় বিছানায় বীর্য লেগে যায়। মেহমান বীর্যের চিহ্নসহ চাদরটাকে তাঁর [‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর] কাছে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। তাই তিনি চাদরটাকে পানিতে ধুয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। এটা দেখে তিনি [‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ)] বলেন ঃ মেহমান আমাদের কাপড়টাকে কেন ধুয়েছেন? আঙ্গুল দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বীর্যকে উঠিয়ে ফেললেই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। কেননা আমি কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে (শুকনা বীর্যকে) আঙ্গুল দিয়ে খুঁটিয়ে ফেলে দিতাম। **(সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১১৬)**

সহীহ্ মুসলিম থেকে এ বিষয়ে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ *

‘আলকামাহ্ ও আসওয়াদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর মেহমান হয়ে আসলেন। অতঃপর সকালে সে তার

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কাপড় ধুতে লাগল তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন ঃ তুমি যদি কাপড়ে বীর্য দেখতে পাও তবে তোমার জন্য শুধু সে জায়গাটা ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তা না দেখ তবে তার আশেপাশে পানি ছিটিয়ে দিবে। আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা আঁচড়ে উঠিয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পড়ে নামায আদায় করতেন। (মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৫৭৫)

মনী (বীর্য) যা ঘন গাঢ় এবং স্বপ্নদোষ হলে অথবা স্ত্রী মিলনের শেষ মুহূর্তে টপকে টপকে বের হয়ে কাপড় ভিজে যায় এবং সেটা শুকিয়ে গেলে ধোয়ার আর প্রয়োজন হয় না বরং হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে উঠিয়ে ফেললেই যথেষ্ট হয়। হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সকল 'আলিমের মতেই মনীর চিহ্নকে আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে ফেলা বৈধ। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে সেগুলো ধুয়ে ফেলা উত্তম। 'আলিমদের মতে মনী (বীর্য) নাপাক নয়। যদিও কেউ কেউ নাপাক বলেছেন তবুও তারা "নাপাকে হুকমী" বলে অভিমত করেছেন। তাদেরও মতে বীর্য ভিজা থাকলে ধুয়ে ফেলতে হবে। আর শুকনো অবস্থায় খুঁটে ফেলে দিতে হবে।

এমদাদিয়া পুস্তকালয় লিঃ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত, মিশকাত-এর ২য় খণ্ডে "নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ও তার পক্ষে যা মুবাহ্"-এর প্রথম পরিচ্ছেদে ১০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

যেমন একজন পুরুষ মানুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় ব্যবহার করা হারাম তাই বলে ঐ পুরুষ লোক স্বর্ণ অথবা রেশমী কাপড়ে হাত দিলেই সে নাপাক হয়ে যাবে না। যেমন ঘরে কোন প্রাণীর ছবি রাখা হারাম তাই বলে ঐ ছবিটায় হাত দিলেই কেউ নাপাক হয়ে যায় না। যা আসলেই নাপাক যথা- মলমূত্র ইত্যাদি এরূপ বস্তুকে বলে "নাযাসে আইন।" "নাযাসে আইন" হতে পবিত্র হওয়া যায় ধৌত করার দ্বারা, কিন্তু বীর্য বের হলে যে নাযাস হয় সেটা সত্যিই নাপাক হলে শুধুমাত্র বীর্য ও শরীরের যে সমস্ত জায়গায় বীর্য লেগেছে ঐ জায়গা ধুলেই পাক-পবিত্র হওয়া যেত। কিন্তু মূলত বীর্য ধোয়া এক ব্যাপার, গোসল করা আরেক ব্যাপার। এ গোসলের সাথে "বীর্য"-এর পাক-নাপাক হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যদি কোন লোক বাথরুমে বসে অবৈধভাবে অর্থাৎ শারীয়াত সমর্থন করে না যা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটায় আর বীর্যগুলো খুব সাবধানে বাইরে ফেলে দেয় যেন তার শরীরে বা কাপড়ে না লাগে এবং পরে তার হাত ও লজ্জাস্থান খুব ভালভাবে ধুয়ে ফেলে আর সে মনে করে বীর্য নাপাকীর জন্যই তো গোসল। কিন্তু আমি যেভাবে বীর্য বাইরে ফেলে হাত ও লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলেছি তাতে নিঃসন্দেহে আমার শরীর বা কাপড়ে বীর্য লাগেনি। তাই আমার আর গোসল করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? কিন্তু সাবধান! তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে এবং এমনভাবে গোসল করতে হবে যাতে শরীরের এক চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে। আর এ গোসলও ঠিক ফরয গোসলের নিয়মে করতে হবে।

এ গোসল যদি বীর্য নাপাকের কারণেই ফরয হতো তাহলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড়ে বীর্য লেগে থাকা অবস্থায় নামায কোনদিনই আদায় করতেন না।

এ বিষয়ে সহীহ্ মুসলিম থেকে সহীহভাবে আরও প্রমাণিত হয়।

عَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَوَاهُ مُسْلِمْ. وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهٗ وَفِيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ *

আসওয়াদ ও হাম্মাম 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় হতে মনী (বীর্য) খুঁটে ফেলতাম। (মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৫৭৬)

'আলকামাহ্ ও আসওয়াদের রিওয়ায়াতে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে এরূপ বর্ণনার পর তাতে এটিও রয়েছে যে, "অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে নামায পড়তেন।" (মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৫৭৫)

এ থেকে বুঝা গেল যে, মনী (বীর্য) কাপড়ের উপর জমাট অবস্থায় শুকিয়ে গেলে খুঁটে দূর করাই যথেষ্ট। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ্ঃ) বলেন ঃ বীর্য কাপড়ে জমাট না হয়ে তরল থাকলে তা ধুতে হবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আসলে বীর্যের সমতুল্য বস্তু হচ্ছে নাক দিয়ে শিকনি (পুরান ঢাকার কথ্য ভাষায় হিংগাইল) ও মুখ দিয়ে কফ বের হওয়ার মতো। যদি কেউ বলতে চায় যে, যদি বীর্য কাপড়ে লাগা অবস্থায় নামায পড়া বৈধই হয় তাহলে কেনই বা মানুষ কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নামায আদায় করে? এর উত্তরে এতটুকুই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যাক্তি নামায আদায়ের জন্য মাসজিদের দিকে রওনা হওয়াতে বেশ কয়েকজন লোক তাদের মুখ থেকে কাশ জমা করে সবাই একত্রে এ নামাযীর কাপড়ে থু-থু দিয়ে এবং কাশের পরিমাণ একবার বীর্যপাত হলে যে পরিমাণ বীর্য (মনী) বের হয় ঠিক ঐ পরিমাণ। এমতাবস্থায় ঐ নামাযী ব্যাক্তি তার কাপড় পরিবর্তন না করে শরীর না ধুয়ে কোন দিনই মাসজিদে প্রবেশ করবে না। অথচ এ মুখের কাশগুলো মোটেই নাপাক নয় তা সত্ত্বেও কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন আসে? কেনই বা ঐ অবস্থায় একজন লোক নামায আদায় করতে সঙ্কোচবোধ করে? এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ .

অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।

(মুসলিম; ফাইযুল ক্বাদীর– হা. ২/২২৪)

অন্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ .

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সর্বাপেক্ষা উত্তম, উত্তমকেই পছন্দ করেন। (তিনি) পরিষ্কার, আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন।

(য'ঈফঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ২৭৯৯)

উক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকারই নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মনী (বীর্য) কাপড় থেকে সম্পূর্ণভাবে না ধুয়ে খুঁটিয়ে ফেলে ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করেছেন।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

প্রথমতঃ বলা যেতে পারে যে, মনী (বীর্য) নাপাক নয় বলেই সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই তিনি উক্ত কাপড় পড়ে নামায আদায় করেছেন। **দ্বিতীয়তঃ** যদি বীর্য মুখের কফ সমতুল্য হয় তবুও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ধৌত করা অপরিহার্য ছিল, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা তা ধৌত করেননি। হতে পারে এর প্রধান কারণ পানির তীব্র অভাব। আমরা সবাই জানি ঐ মরুদেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে পানির ভয়ানক অভাব ছিল। ছিল না তখন সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদ অথবা বাসা থেকে সেই "বীরে 'উসমান" অর্থাৎ– 'উসমান (রাযিঃ) যে কুপটি খরিদ করে মুসলিমদের ব্যবহারের জন্য ওয়াক্ফ করেছিলেন তা প্রায় ৫/৭ মাইল দূরে অবস্থিত। মাদীনার মহিলারা সেখান থেকে পানি নিয়ে এসে ব্যবহার করতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদাই কাপড় থেকে বীর্য খুঁটিয়ে ফেলে দিয়ে ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করেছেন এমন নয়। বরং সহীহ হাদীস থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, তিনি বীর্য ধৌত করেও নামায আদায় করতেন।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيْ ثَوْبِهِ .

সুলাইমান বিন ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে কাপড়ে যে বীর্য লেগে থাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় ধুতাম। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য বের হতেন অথচ ধোয়ার চিহ্ন তাঁর কাপড়ে থাকত।

(বুখারী– ১ম খণ্ড, আল-মাদানী প্রকা. হা. ২৩০, পৃ. ১১৬; মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলা যখন মেহেরবানী করে আমাদের দেশে প্রচুর পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সরকারীভাবে পানি সরবরাহ হয়ে বাড়িতে বাড়িতে পানি পৌঁছেছে। তখন সে অবস্থায় কেন আমরা উত্তমভাবে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হব না এবং কাপড় থেকে উত্তমরূপে সাবান দিয়ে বীর্য ধুয়ে পরিষ্কার করব না। তবে একান্তই যদি এ যুগেও কারও পানি অথবা সাবানের অভাব দেখা দেয় তাহলে অন্তত তার উচিত হবে বীর্য কাপড়ে লাগা অংশটুকু ধুয়ে ফেলা। এজন্য সম্পূর্ণ কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে সে যদি কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলে দিয়ে উক্ত কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করে তাতে কোনই দোষ হবে না।

ইমাম আশ্ শাওকানী (রাহ্ঃ) তার "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيبَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّيْ فِيْهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ اِلَّا الْبُخَارِيَّ وَلِاَحْمَدَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْاِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ .

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর কাপড় থেকে মনী (শুকনা ধাতু) উঠিয়ে ফেলতাম তারপর তিনি চলে যেতেন এবং তা পরেই নামায আদায় করতেন। (মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৫৭৫; আবূ দাউদ– হা. ৩৭২; নাসায়ী; আত্-তিরমিযী; ইবনু মাযাহ্)

ইমাম আহ্মাদ হাদীসটি এভাবে বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইযখিরের (এক প্রকার ঘাস) ডগা দিয়ে নিজের কাপড় থেকে ধাতু ছুটিয়ে ফেলতেন তারপর তাতে নামায পড়তেন। শুকনো অবস্থায় সে ধাতু কাপড় থেকে খুঁটে ফেলে দিয়ে তাতে নামায পড়তেন।

وَلِلدَّارَقُطْنِيْ عَنْهَا : كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَابِسًا وَاَغْسِلُهُ اِذَا كَانَ رَطْبًا قُلْتُ فَقَدْ بَانَ مِنْ مَجْمُوْعِ النُّصُوْصِ جَوَازُ الْاَمْرَيْنِ .

দারাকুতনীতে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। (তিনি বলেন,) আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাপড় হতে মনী (ধাতু) শুকনো থাকলে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

খুঁটে উঠিয়ে ফেলতাম এবং ভেজা থাকলে ধুয়ে ফেলতাম। আমি বলি যে, বিভিন্ন বর্ণনায় এ দু' অবস্থার বৈধতা প্রকাশ পায়।

(নাইলুল আওতার– ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِ لَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُصَاقِ وَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ اَوْ بِاِذْ خِرَةٍ .

ইব্‌নে 'আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ কাপড়ে লেগে যাওয়া মনী (ধাতু) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, এটি তো নাকের শিক্‌নি ও মুখের থুথুর পর্যায়ভুক্ত। এটা এক টুকরো কাপড় অথবা ইযখির গাছের জাল দিয়ে মুছে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

(দারাকুতনী; নাইলুল আওতার– ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.)

وَلَفْظُ التِّرْمِذِىِّ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَصَابِعِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنِّىْ لَاَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفْرِىْ .

وَاَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ و ابْنُ حِبَّانٍ و الْبَيْهَقِىُّ وَ الدَّارَقُطْنِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ .

وَاَخْرَجَ اَبُوْعَوَانَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ وَ اَبُوْ بَكْرٍ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَابِسًا وَاَغْسِلُهُ اِذَا كَانَ رَطْبًا

আত্-তিরমিযীর শব্দ হচ্ছে, আমি সেটা নিজ আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাপড় থেকে উঠিয়ে ফেলেছি। (হাসানঃ আত্-তিরমিযী– হা. ১১৫)

অপর এক বর্ণনায় আছে, নিশ্চয়ই আমি শুকনো অবস্থায় তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে আমার নখ দ্বারা ছাড়িয়ে ফেলি।

(মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৫৮১)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ইবনু খুযাইমাহ্, ইবনু হিব্বান, বাইহাক্বী ও দারাকুতনীতে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে এভাবে বর্ণিত রয়েছে "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নামাযরত অবস্থায় তিনি তাঁর কাপড় থেকে ধাতু ছাড়িয়ে ফেলতেন।"

(নাইলুল আওত্বার– ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.)

আবূ 'আওয়ানাহ্ বিশুদ্ধভাবে এবং আবূ বাক্র আল-বায্যার 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেন। [মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় হতে ধাতু খুঁটে ফেলতাম যখন সেটা শুকনা থাকত এবং ধুয়ে ফেলতাম যখন সেটা ভিজা থাকত।

(নাইলুল আওত্বার– ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.)

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَجْنَبَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ بِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ. قَالَ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِغُسْلِهِ فَلَا أَصْلَ لَهُ .

হাম্মাম বিন হারিস (রাযিঃ) বলেন ঃ মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর ঘরে একজন মেহমান ছিলেন। তার ফরয গোসলের প্রয়োজন হলে তিনি কাপড়ের যে স্থানে ধাতু লেগেছে তা ধুলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা ছাড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন।

(সহীহঃ ইবনু জারূদ; নাইলুল আওত্বার– ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃ.)

বর্ণনাকারী বলেন ঃ সেটা ধুয়ে ফেলার নির্দেশের কোন ভিত্তি নেই।

وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِمَا فِى الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ يَكْتَفِىْ فِى إِزَالَةِ الْمَنِىِّ مِنَ الثَّوْبِ بِالْغُسْلِ أَوِ الْفَرْكِ أَوِ الْحَتِّ .

এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস থেকে গ্রন্থকার এ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কাপড় থেকে ধাতু দূর করার জন্য ধুয়ে অথবা ছাড়িয়ে অথবা মুছে ফেলাই যথেষ্ট।

"নাইলুল আওতা"-এ এ বিষয়ে শেষ কথাটি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

صَرَّحَ الْحَافِظُ فِى الْفَتْحِ : بِاَنَّهُ لَامُعَارَضَةَ بَيْنَ حَدِيْثِ الْغَسْلِ وَالْفَرْكِ لِاَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَةِ الْمَنِيِّ بِاَنْ يُحْمَلَ الْغَسْلُ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ لِلتَّنْظِيْفِ لَا عَلَى الْوُجُوْبِ قَالَ هٰذِهٖ طَرِيْقَةُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَكَذَا الْجَمْعُ مُمْكِنٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهٖ بِاَنْ يُحْمَلَ الْغَسْلُ عَلٰى مَا كَانَ رُطَبًا وَالْفَرْكَ عَلٰى مَا كَانَ يَابِسًا هٰذِهٖ طَرِيْقَةُ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ وَالطَّرِيْقَةُ الْاُوْلٰى اَرْجَحُ لِاَنَّ فِيْهَا الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ مَعًا لِاَنَّهُ لَوْكَانَ نَجِسًا لَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوْبُ غَسْلِهٖ .

ফাতে্হ গ্রন্থে হাফিয বলেন যে, ধোয়ার হাদীস ও উঠিয়ে ফেলার হাদীসে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ ধাতু পবিত্র এ কথা বলার সময় উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে বলা হবে যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ধোয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। তিনি বলেন, এ হচ্ছে শাফি'ঈ, আহ্‌মাদ এবং আসহাবে হাদীসের তরীকা। তেমনিভাবে ধাতুকে নাপাক বা অপবিত্র মানলে সে ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। তখন বলা হবে যে, ভিজা থাকলে ধুতে হবে এবং শুকনা থাকলে উঠিয়ে ফেলতে হবে। এটি হানাফীদের তরীকা। তিনি বলেন ঃ প্রথম তরীকাটি উত্তম ও অগ্রগণ্য, কারণ এ ক্ষেত্রে একই সাথে খবর ও ক্বিয়াসের উপর 'আমাল করা যায়। কারণ ধাতু যদি নাপাক হত তাহলে ক্বিয়াসের চাহিদা মতো সেটা ধোয়া ওয়াজিব হত। **(নাইলুল আওতার– ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃ.)**

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ دَاوٗدُ هُوَ اَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَحْمَدَ بِطَهَارَتِهٖ وَنَسَبَهُ النَّوَوِيُّ اِلَى الْكَثِيْرِيْنَ وَ اَهْلُ الْحَدِيْثِ قَالَ وَرُوِىَ ذَالِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ইমাম শাফী'ঈ ও দাউদ ইমাম আহ্মাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সেটা পাক হওয়ার কথা বলেছেন। এটা দু' বর্ণনার মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ। নাবী এটাকে অনেকের সাথে এবং আহলে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন, এটা 'আলী বিন আবূ তালিব সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস, ইবনু 'উমার এবং মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(নাইলুল আওতার– ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃ.)

বীর্যের ধাতুর দ্বারাই দেহের বল ও কামোত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এটা শরীর হতে নির্গত হলে অন্যান্য নোংরা, নাপাক বস্তুর ন্যায় ঘৃণিত বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এমনি মহিমা ও শক্তি যে, এটাই আবার শ্রেষ্ঠ মানবের সৃষ্টির উপাদান। যে বীর্যকে নাপাক মনে করে থাকি, সে বীর্য হতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন। আরও সৃষ্টি করেছেন তাঁরই সমস্ত 'আম্বিয়াহ্ ('আঃ) ও ওলী-আওলিয়াদেরকে। বীর্য নাপাক বলে গোসল ফরয হয়ে যায় এমন নয় বরং শরীরের ক্লান্তিভাব দূর করার জন্য এবং অন্যবিধ কারণে যা আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত, গোসল ফরয হয়ে যায়। যাতে করে সুস্থ পূর্ণসুস্থতা লাভ করে প্রফুল্লচিত্তে ও নির্দিষ্ট মনে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাতে লিপ্ত হতে পারে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

প্রস্রাব ও আযাব

যদি কোন ব্যক্তি প্রস্রাব করতে এ ধারণা পোষণ করে যে, বীর্য কাপড়ে লাগা অবস্থায় নামায আদায় করা যখন চলবে, তখন প্রস্রাবের সামান্য একটু-আধটু ছিটা কাপড়ে লাগালেই বা কি আসে যায়। কিন্তু না, সাবধান! প্রস্রাব নাপাক এবং এ থেকে নিজেকে রক্ষা না করলে পরকালে সে আযাব হওয়ার তাতো হবেই বরং ক্ববরেও এর জন্যে কঠিন আযাব হবে বলে সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا .

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ একদা দু'টি ক্ববরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এ ক্ববর দু'টিতে 'আযাব হচ্ছে। খুব একটা ব্যাপারে 'আযাব দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রস্রাব করার সময় নিজেকে রক্ষা করত না। ফলে প্রস্রাব তার গায়ে (একটু-আধটু) ছিটকে আসত। অপরজন চোখলখোরী করত (একজনের কথা অন্যের কাছে ক্ষতির উদ্দেশ্যে লাগাত)। তারপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে দু' টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক ক্ববরের উপর একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি এরূপ করলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, হয়ত আল্লাহ্ এর কারণে ডাল দু'টি শুকনো না হওয়া পর্যন্ত 'আযাব হালকা করতে পারেন।

(বুখারী– ১ম খণ্ড, আল-মাদানী প্রকা. হা. ২১৮, পৃ. ১১৩-১১৪)

"লোক দু'টি কোন বড় ব্যাপারে 'আযাব ভোগ করছে না।"

এর অর্থ এ নয় যে, এ গুনাহ্ দু'টি বড় নয়। তাছাড়া এ গুনাহ দু'টি এমন নয় যা ত্যাগ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং এ কাজ দু'টি না করে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

খুব সহজেই চলা যেতে পারে, যদি কেউ এ গুনাহ্ পরিত্যাগ করার সংকল্প করে তবে সেজন্যে তাকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হবে না, কোন রূপ অসুবিধায়ও পড়তে হবে না। কোন ক্ষতিও হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোক দু'জন এ গুনাহ দু'টি করেছে এবং তার ফলেই ক্ববরে 'আযাব ভোগ করছে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস থেকে যা প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি 'ইরশাদ করেছেন ঃ বেশীরভাগ ক্ববরের 'আযাব প্রস্রাবের কারণে হয়ে থাকেন। (সনদ সহীহঃ হাকিম; বুলূগুল মারাম, আল-মাদানী প্র. হা. ৯০)

দারাকুতনী থেকে আরও প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ .

তোমরা সকলে প্রস্রাবের অপবিত্রতা হতে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করবে। কেননা সাধারণতঃ বেশীরভাগ ক্ববরের 'আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে। (বুলূগুল মারাম, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ৯০)

এ হাদীসদ্বয় এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মানুষের প্রস্রাব নাপাক ও অপবিত্র। এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্য ও ইজমা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বয়স্ক ও শিশুর প্রস্রাবের ব্যাপারে শুধু এতটুকু পার্থক্য করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

উম্মে ক্বাইস বিনতে মিহসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্রসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে নিজেদের কোলে বসালেন। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু তা ধুলেন না।

(বুখারী– আধু. প্রকা. হা. ২১৭)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অন্যত্র আরও একটি হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيع حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَاَعْطِنِيْ اِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهُ فَقَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ .

লুবাবাহ্ বিনতে হারিস (রাযিঃ) বলেন ঃ এক সময় হুসাইন বিন 'আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে পেশাব করে দিলেন। তখন আমি বললাম, অন্য কাপড় পড়ুন, আমাকে আপনার লুঙ্গিটা দিন, আমি ওটা ধুয়ে দেই। তিনি বললেন, ধুতে হয় মেয়েদের পেশাবে। পুরুষ শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই চলে। **(আহ্মাদ; হাসান সহীহ; আবূ দাউদ, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ৩৭৫; ইবনু মাযাহ্)**

যে পুত্র সন্তান এখনও খেতে আরম্ভ করেনি তার পেশাবে পানির ছিটা দিতে হবে এবং কন্যা সন্তানের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। এ নিয়ম চলতেই থাকবে যতদিন পর্যন্ত না শিশু অন্য খাবার খেতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখন খেতে আরম্ভ করবে অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ আদম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি ও পানি দ্বারা এবং মা হাওয়া ('আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে আদম ('আঃ)-এর পাঁজরের হাড় থেকে। তাই ছেলেদের প্রস্রাব হয় মাটি ও পানি থেকে এবং মাটি-পানি পাক। মেয়েদের প্রস্রাব হয় রক্ত মাংস থেকে আর রক্ত নাপাক। আবার অনেকেই বলেন, মেয়েদের যোনিনালী সর্বদা ভিজা থাকে বলে মেয়েদের প্রস্রাব নাপাক। তবে এর রহস্য আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴾

"এবং আমি লূত ('আঃ)-কে প্রেরণ করেছি যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা চরম অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কাজ করছো। তোমাদের পূর্বে আর কেউ-ই এ জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়নি। তোমরা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য মেয়েদের কাছে না গিয়ে পুরুষদের কাছে যাচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।" (সূরাহ্ আল-আ'রাফ ঃ ৮০-৮১)

তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে কাম প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসায় এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের পার্থক্যও বুঝতে পারে না। তারা নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গুনাহ্ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ তা'আলা লূত ('আঃ)-কে তাদের হিদায়াতের জন্যে নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থাৎ, হুঁশিয়ার করে বললেন ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করো, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি?

যিনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কুরআন তা'আলা "ফাহিশাহ্" শব্দ আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে আলিফ লামসহ অর্থাৎ– "আল-ফাহিশাহ্" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যভিচার এবং যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করো। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি হালাল ও জায়িয পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদেরকে বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক। এ কারণেই এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতেও অধিক গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ্ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ্ঃ) বলেন ঃ যারা এ কাজ করে তাদেরকে ঐ রকম শাস্তিই দেয়া উচিত, যেমন লূত ('আঃ)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ– এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত।

রিওয়ায়াতকারী বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল, ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াই ও অন্যান্য ফিকাহ্বিদের মতে তাদের উপর রজম, পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলার দণ্ড-কার্যকর করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ .

আমার উম্মাতদের সম্পর্কে যেসব বিষয় আমি আশংকাবোধ করি ও ভয় পাচ্ছি, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে পুরুষে পুরুষে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া। (হাসানঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্র.– হা. ১৪৫৭)

প্রত্যেক নারী-পুরুষের যৌন পরিতৃপ্তির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা সুষ্ঠু ও পবিত্র পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর সে পথ হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত হওয়া। এছাড়া অন্য যত পথই মানুষ ব্যবহার করছে সবই স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। মানুষের কল্যাণ নির্ভর করে তার যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহারের উপর, তা না হলে মানুষের কল্যাণ লাভের আর কোন পথ বা উপায় নেই। যে লোক স্বীয় যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ ও

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সঠিক ব্যবহার করে না সে কনই কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারে না। সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী। সে অবশ্যই অভিশপ্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ اِلٰى سَوْءَاةِ اَخِيْهِ .

যে অন্য ভাইয়ের সতরের (লজ্জাস্থানের) দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অভিশপ্ত। (আহ্কামুল কুরআন, জাস্সাস)

অনেক পুরুষ তার যৌন উত্তেজনা দমন করতে পুরুষ সঙ্গী নির্বাচন করে থাকে। এরা সাধারণতঃ উভয়ের লিঙ্গ চোষণ করে চরম পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে কামাবেগ দমন করে অনেক পুরুষ ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যৌনসুখ লাভে পুরুষ সঙ্গীকেই বেশিরভাগ পছন্দ ও নির্বাচন করে থাকে। কিছু কিছু বৃদ্ধকেও দেখতে পাওয়া যায়, যারা সুন্দর বালককে কিছুক্ষণের জন্য সংগ্রহ করে দূরে সমকামে প্রমত্ত হয়। এরূপ সমকাম অত্যন্ত ক্ষতিকর, এছাড়া পিছন দ্বারের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ প্রবেশে যোনির ন্যায় সুখ লাভ সম্ভব হয় না। পায়ুদ্বারে মলভান্ড থাকে। সেখানে লিঙ্গ প্রবিষ্ট হলে দুর্গন্ধ মল বা কোন কোন জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে লিঙ্গে কোন ভয়ানক ক্ষত হবার সম্ভাবনা থাকে।

অনেক পুরুষ আবার বিকৃত কামের শিকার হয়ে থাকে। এরা অনেক সময় গৃহে পোষ্য কুকুর, গাভী, ছাগল ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়। এরূপ বিরূপ বিকৃতকাম অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে জটিল যৌন রোগ হবার বিশেষ সম্ভাবনা প্রচুর। বর্তমানের উন্নত দেশগুলো যারা বৈজ্ঞানিক উন্নতির ভিত্তিতে নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশী সভ্য ও উন্নত মনে করে তারা এ কাজ কোন অন্যায়ই মনে করছে না। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নেমে এসেছে "এইডস্" নামক এমন এক ঘাতক ব্যাধি, মৃত্যুই যার অনিবার্য পরিণাম। এ ধরনের অপকর্মকারীর যৌনাঙ্গ বাঁকা, চিকন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর তার এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে, সে এ কাজ না করে থাকতে পারে না। সম্ভবতঃ পুরুষের শুক্রকীট তার পায়ু পথে এমন সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে যার ফলে সে এমন কাজ করাতে বাধ্য হয়ে পড়ে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এ বদ অভ্যাস লূত ('আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছির। লূত ('আঃ) আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে এ অপকর্ম থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন তারা কোনভাবেই তা গ্রাহ্য করল না, তখন আল্লাহর 'আযাব নাযিল হয় এবং সে যালিম ও নাফরমানদের সমস্ত বসতি উল্টিয়ে দেয়া হয়।

ইসলামে যৌন তৃপ্তি পূরণের এসব অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি খোঁজ ও বাঁকা চোরা পথ অবলম্বন চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

পুরুষদের দ্বারা পুরুষদেরকে যৌন উত্তেজনা পরিতৃপ্ত করাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছে। যৌন উত্তেজনা পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য বিপরীত লিঙ্গের সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য নির্দিষ্ট স্থান বা দেহাংশ রয়েছে। এ হচ্ছে সকলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নি'আমাত। এ নি'আমাত গ্রহণ না করে যারা এর বিপরীত দিকে মনোযোগ দেয় তারা বাস্তবিকই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন করে। কুরআন মাজীদে এজন্যে কঠোর দণ্ডের কথা ঘোষণা করে বলা হয়েছে ঃ

﴿وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا﴾

"তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এ অন্যায় কাজ করবে, তাদের দু'জনকেই শাস্তি দাও।" (সূরাহ্ আন্-নিসা ঃ ১৬)

অর্থাৎ– দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ একজন নারী অথবা দু'জনই নারী যদি চরিত্রহীনতার কাজ করে বসে, তবে সে দু'জনকেই কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

এ বিষয়ে একটি হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ كَتَبَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ وَجَدَ رَجُلًا فِىْ بَعْضِ ضَوَاحِىْ الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

الْمَرْأَةُ. فَجَمَعَ لِذَالِكَ اَبُوْ بَكْرٍ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْهِمْ عَلِيُّ بْنِ اَبِى

طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ اِنَّ هٰذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَفَعَلَ اللّٰهُ بِهِمْ مَا قَدْ

عَلِمْتُمْ اَرٰى اَنْ تَحْرِقَهُ بِالنَّارِ فَاجْتَمَعَ رَاىُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ

يُحْرَقَ بِالنَّارِ فَاَمَرَ اَبُوْبَكْرٍ اَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ *

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির কর্তৃক বর্ণিত। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযিঃ) আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-এর নিকট লিখেন যে, আরবের নিকটস্থ বাইরের এলাকায় এমন একজন পুরুষ মানুষকে পাওয়া গেছে যার থেকে লোকে স্ত্রীলোকদের ন্যায় কাম চরিতার্থ করে। (তার প্রতি কি করা হবে, তাকে কি শাস্তি দেয়া হবে?) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের ডাকলেন এবং তাদের সামনে এ সমস্যার কথা বললেন। এ পরামর্শ সভায় 'আলী (রাযিঃ) উপস্থিত ছিলেন। 'আলী (রাযিঃ) বললেন ঃ আপনারা লূত ('আঃ)-এর উম্মাত সম্পর্কে জানেন– এ পাপের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কত কঠোর শাস্তিদান করেছিলেন। (এ ব্যাপারে) আমার অভিমত হচ্ছে উল্লিখিত ব্যক্তিকে আগুনের শাস্তি দান করা হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ এ অভিমতের সঙ্গে একমত হলেন এবং খালীফার আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হলো।

(আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব; বাইহাক্বী)

এ অপরাধের শাস্তি কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়নি। নিজ এলাকায় এ অপরাধের জন্য কি শাস্তি দেয়া আবশ্যক তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রের। শাস্তি উভয়কে দিতে হবে এবং যেখানে ইসলামী আইন নেই সেখানকার ধর্মভীরু মুসলিমগণকে তাদের 'আলিমদের পরামর্শক্রমে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের কয়েক জায়গায় লূত ('আঃ)-এর ক্বাওমের ঘটনার বিবরণ প্রদান করেছেন। তাদের দুষ্কর্ম পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার অর্থাৎ– ছেলে-বালক দ্বারা আপন যৌন চাহিদা মিটানোর পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ۝ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ﴾

"সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কেবল পুরুষের সঙ্গেই কু-কর্ম করো? আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রী জাতি সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন করো? তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"

(সূরাহ্ আশ্-শু'আরা ঃ ১৬৫-১৬৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা লূত ('আঃ) সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ط إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ﴾

"আর আমি তাকে উদ্ধার করলাম এমন এক জনপদ হতে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল এক অশ্লীল ও জঘন্য কর্মে। নিঃসন্দেহে তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায়, দুষ্কর্ম ও সীমালঙ্ঘনকারী।" **(সূরাহ্ আল-আম্বিয়াহ্ ঃ ৭৪)**

এ ক্বাওমের অধিবাসীরা নারীদের সাথে তাদের স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়া ছেড়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য শুধুমাত্র বালকদের সঙ্গে তাদের পিছনদ্বার দিয়ে অবৈধ ও জঘন্য কু-কর্ম করত এবং তাদের মাজলিসগুলোতে বিভিন্ন অপকর্মের কথা নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

أَخْوَفُ مَنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ .

আমি তোমাদের ব্যাপারে যেসব আশঙ্কা পোষণ করি তন্মধ্যে সর্বাধিক আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে ক্বাওমের লূতের দুষ্কর্ম। তিনি বলেন, যে জাতি ক্বওমে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

লূতের অনুরূপ জঘন্য দুষ্কর্মে লিপ্ত হবে তাদের উপর আল্লাহর লা'নাত (অভিশাপ)। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। (ইবনু মাযাহ্, আত্-তিরমিযী, হাকিম)

অন্যত্র হাদীসে আছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلًا اَوِ امْرَاَةً فِى الدُّبُرِ .

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তার উপর থেকে রাহ্মাতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন, যে ব্যক্তি কোন পুরুষ অথবা মহিলার পিছনদ্বার ব্যবহার করে। (হাসানঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১১৬৫)

ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর দরবারে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দারেকে রাহ্মাতের দৃষ্টিতে দেখবেন। 'আর্শের নীচে স্থান দিবেন, পক্ষান্তরে যারা যৌন লালসায় পুংমৈথুন বা পায়খানার রাস্তায় যৌন তৃপ্তি মেটায় তাদের ঘৃণ্য ও জঘন্য কু-কর্মের জন্য রাব্বুল 'আলামীন তাদের প্রতি রাহ্মাতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। যেহেতু তারা আল্লাহর কানুন ভঙ্গ করে তাঁর ক্রোধের পাত্র হয়েছে, যেমন ক্রোধের পাত্র হয়েছিল লূত ('আঃ)-এর গোত্র। যাদের পরিণাম কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ﴾

"আর আমি সে জনপদকে উল্টে দিয়েছি এবং তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করেছি।" (সূরাহ্ হূদ ঃ ৮২)

এ ঘৃণ্য ও জঘন্য কু-কর্ম থেকে অতি শীঘ্রই তাওবাহ্ করা উচিত। এটা আমাদের সমাজে প্রকাশ পেলে যে কোন সময় রাব্বুল 'আলামীনের 'আযাব আমাদের উপরও নাযিল হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে আরও বলেছেন ঃ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়া মিষ্ট (অর্থাৎ– লোভনীয়) ও সবুজ। আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়া তোমাদের কাছে অর্পণ করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যে, তোমরা একে কিভাবে ব্যবহার করো। সুতরাং তোমাদের উচিত একে জায়িয পন্থায় ব্যবহার করা। এমনিভাবে নারী সমাজও তোমাদের পরীক্ষার বস্তু। অতএব তোমরা তাদেরকেও জায়িয পন্থায় ব্যবহার করো। কেননা বানী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিত্না নারীদের কারণেই দেখা দিয়েছিল।

(মুসলিম; মিশকাত– হা. ৩০৮৬)

আল্লাহ তা'আলা যৌন অভিলাষ পূরণের জন্যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল।

যারা এ ভয়ঙ্কর ও জঘন্য দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছিল তাদের উপর 'আযাবের ধরণ সম্পর্কে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ তাদের উপরিভাগকে নীচে করে তাদের পাথর মারা হয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র জিব্রাঈল ('আঃ) তাঁর পাখা দ্বারা এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উল্টিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হলো। তারা আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উলটিয়েছিল, তাই এটা ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

লূত ('আঃ)-এর জাতির অশ্লীল ও জঘন্য কু-কর্মের শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য 'ইরশাদ হয়েছে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾

"ঐ বিধ্বস্ত 'আযাব বর্তমানকালের যালিমদের থেকেও দূরে নয়।"

(সূরাহ্ হূদ ঃ ৮৩)

পরবর্তী লোকদের মধ্যে যারা যৌন লালসায় অনুরূপ দুষ্কর্মে অভ্যস্ত হবে, অর্থাৎ- কিশোর বালকদের দ্বারা যৌন চাহিদা মিটাবে আল্লাহ ঐ সমস্ত পাপাচারী যালিমদের উপর ভয়ানক 'আযাব নাযিল করবেন। আর উক্ত আয়াতে সে কথাই বলা হচ্ছে যে, ঐ বিধ্বস্ত 'আযাব যালিমদের থেকে দূরে নয়। সত্যিই দূরে নয়। বর্তমানকালের পাপাচারীদের উপর আযাব নাযিল হয়েই গেছে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামে, প্রতিটি আয়াতে মানুষের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও শান্তি। যেহেতু দ্বীনকে রাব্বুল 'আলামীন সহজ করেছেন সেহেতু দ্বীনের প্রতিটি কাজ মানুষের জন্য সহজ এবং মঙ্গলজনক। যেমন স্ত্রীর পিছন দ্বার দিয়ে সঙ্গম অথবা পুরুষে পুরুষের সাথে ব্যভিচার বা পুংমৈথুনে রয়েছে অমঙ্গল এবং যার পরিণামে বর্তমানকালের ব্যভিচার, অশ্লীল ও জঘন্য কু-কর্মে যারা লিপ্ত তাদের থেকেও ধ্বংসাত্মক 'আযাব দূরে নয়।

একটি কুকুর যদি একটি গরুকে কামড় দেয় আর গরুটির চিকিৎসা যদি সময় মতো না হয়, তাহলে পশু চিকিৎসকগণ বলেন, গরুটিকে হত্যা করে ফেলতে। কারণ, গরুটির দুধ যে ব্যক্তি পান করবে তারই শরীরে ছেয়ে যাবে ঐ বিষাক্ত রোগ গরুটিকে যবেহ করা হলে তার মাংসে রয়েছে বিষাক্ত পয়জন। গরুটিকে ইন্‌জেকশন দিয়ে সেই "নিডল" দ্বারা অন্য জানোয়ারের শরীরে পুশ করলে তার শরীরেও ঢুকে পড়বে বিষাক্ত পয়জন। গরুটি যেখানে ঘাস খাবে সেখানে অন্য একটি জানোয়ার ঘাস খেলে ঢুকে পড়বে তার পেটে বিষাক্ত পয়জন। আর সে বিষক্রিয়া সাথে সাথেও দেখা দিতে পারে আবার বহুদিন পরও দেখা দিতে পারে। কাজেই এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে, গরুটিকে হত্যা করা।

এ হত্যার হুকুম জারি হয়েছে আমাদের ধর্মে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে; গরু হত্যা নয়, মানুষ হত্যার। অবৈধ মেলামেশার জন্য যারা

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যৌন লালসা পূর্ণ করে পিছন দ্বার দিয়ে। তাদের সে হত্যা যদি পৃথিবীর সব জায়গায় চালু থাকত তাহলে এইড্‌সের ভয়াবহতা থেকে মানুষ মুক্তি পেত। এ হত্যাকে বিধর্মীরা বর্বরতা বলে। অথচ এইড্‌সের মতো ভয়াবহ রোগ সামনে রেখে গভীরভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করে বিচার করলে দেখা যায় এ হত্যাতেই রয়েছে শান্তি ও কল্যাণ। এতে শুধুমাত্র দু'জন লোককে হত্যা করা হয়। অথচ তারা বেঁচে থাকলে তাদেরই ছোঁয়াতে হাজারও লোক মারা পড়ে। তাই ইসলামের প্রতিটি হুকুম-আহ্‌কামে রয়েছে কল্যাণ ও শান্তি।

এটা যদিও রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পঁচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। হত্যার মাধ্যমে ন্যায় এবং সুবিচার সুসংহত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ .

তোমরা যাদেরকে লূতের ক্বাওমের অনুরূপ আচরণ করতে দেখো, সে পাপাচারী কু-কর্মকারীদের এবং যার উপর ঐ কু-কর্ম করা হয়েছে উভয়কে হত্যা করো। (হাসানঃ আবূ দাঊদ; আত্-তিরমিযী; মিশকাত– হা. ৩৫৭৫)

মুসনাদে আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ, আত্-তিরমিযী ও ইবনু মাযাহ্-তে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ কাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা করো। (ইবনু কাসীর)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন ঃ

اَرْبَعَةٌ يُصْبِحُوْنَ فِىْ غَضَبِ اللّٰهِ وَيُمْسُوْنَ فِىْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالٰى قِيْلَ مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلْمُتَشَبِّهُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالَّذِىْ يَاْتِىْ الْبَهِيْمَةَ وَالَّذِىْ يَاْتِىْ الذَّكَرَ يَعْنِىْ اللِّوَاطَ .

চার শ্রেণীর লোক সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ– সর্বক্ষণ আল্লাহর গযবে নিপতিত থাকে। জিজ্ঞেস করা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, ঐসব পুরুষ যারা নারীর সাজে সজ্জিত হয়, ঐসব নারী যারা

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পুরুষের বেশ ধারণ করে। ঐসব ব্যক্তি যারা পশুর সঙ্গে ব্যভিচার করে এবং ঐসব ব্যক্তি ক্বাওমে লূতের ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ– পুরুষ পুরুষের সাথে ব্যভিচার করে। (ত্বাবারানী; বাইহাক্বী)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلًا اَوِ امْرَاَةً فِى الدُّبُرِ .

আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে অন্য পুরুষের গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে অথবা নারীর পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে অর্থাৎ, যোনি পথ ছেড়ে গুহ্য দ্বারে সঙ্গম করে। (হাসানঃ আত্-তিরমিযী– হা. ১১৬৫; নাসায়ী; ইবনু হিব্বান)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্বাওমে লূতের কু-কর্মের বিবরণ দান প্রসঙ্গে তাদের অস্বাভাবিক দুষ্কর্ম, গুহ্যদ্বার দিয়ে মিলনের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং এ ধরনের পাপাচারীদের হত্যা করতে বলেছেন। এ হত্যাও স্বাভাবিক হত্যা নয় বরং বাইহাক্বী থেকে প্রমাণিত হয়েছে, খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, 'আলী (রাযিঃ) বলেন, আমার বিবেচনায় তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হোক। আবূ বাক্র (রাযিঃ) খালিদকে লিখে পাঠালেন তাকে যেন আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ ক্বাওমে লূতের দুষ্কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে বস্তির উচ্চতম অট্টালিকা বা গৃহ হতে নিক্ষেপ করে তার উপর উপর্যুপরি পাথর বর্ষণ করে মারতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ক্বাওমে লূতকে মেরেছেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে শারীরিক দুর্বলতার সাথে সাথে পুরুষাঙ্গ এত দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে, আপন স্ত্রীর সাথে বৈধ সঙ্গমের ক্ষমতাও হারিয়ে যায়। ফলে স্ত্রীর ভিন্ন পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

উঠতি বয়সের তরুণ বা কিশোরদের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে দেখা যিনার পর্যায়ভুক্ত। কারণ চক্ষুর যিনা হচ্ছে খারাপ মনোভাব নিয়ে কারও প্রতি দৃষ্টিপাত করে তৃপ্তি লাভ করা। এজন্যেই উঠতি বয়সের তরুণদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা এবং তাদের সাহচর্য এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ উঠতি বয়সে তরুণদের যখন গোঁফ ও দাড়ি

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

উঠেনি তখন তাদের চেহারা-সুরত তরুণী বালিকাদের মতো হয়ে থাকে। এজন্যই নারীদের তুলনায় এদের মাধ্যমেই বিপদের আশঙ্কা অধিক।

একজন তাবিয়ী বলেছেন ঃ তের-চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোর একটি ক্ষতিকারক হিংস্র পশুর কাছে অবস্থানকে আমি ততটা আশংকার চোখে দেখি না যতটা দেখি একজন সুন্দর উঠতি বয়সের কিশোরের সাহচর্যে কোন ব্যক্তির অবস্থানকে।

এও বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যেন কোন নবীন বালকের সঙ্গে রাত্রিযাপন না করে। কোন কোন বিদ্বান নারীর উপর ক্বিয়াস করে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কোন গৃহে অথবা কোন গোসলখানায় তরুণ বালকের সঙ্গে কোন ব্যক্তির নির্জন অবস্থান করা হারাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا .

যখনই কোন পুরুষ কোন নারীর সঙ্গে নির্জন স্থানে অবস্থান করে তখনই সেখানে অবশ্যই শাইতান তৃতীয় সত্ত্বারূপে উপস্থিত হয়।

(সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১১৭১)

যে তরুণ বালক তার সৌন্দর্যে নারীকেও হার মানায় তার পক্ষ হতে বিপদের আশঙ্কা অধিক, এরূপ ক্ষেত্রে নারী অপেক্ষা ঐ কিশোর বালক হতে অনিষ্টের সম্ভাবনা বেশী। কাজেই এ জাতীয় তরুণদের সাহচর্য হারাম হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি গ্রহণীয়।

শারী'আতের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও আত্মমর্যাদা রক্ষার দিকে বিবেচনা করলে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। এক ব্যক্তি ইমাম আহ্মাদ (রাহ্ঃ)-এর নিকট আসলো। তার সঙ্গে ছিল এক খুবসুরাত বালক। ইমাম সাহেব বললেন, আপনি এ-কি করেছেন? অর্থাৎ– কেন তাকে সঙ্গে এনেছেন? লোকটি বলল, সে আমার ভগ্নির ছেলে। তিনি বললেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট আর কখনই আসবেন না। যারা আপনাকে অথবা তাকে চিনে না তারা আপনার সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আমরা আল্লাহর 'আযাব হতে আশ্রয় চাই। যেসব জাতি মহিলাদের গুহ্যদ্বারে অথবা কিশোর-বালকদের পিছন দ্বার দ্বারা তাদের যৌন চাহিদা মিটায় তারা অস্বাভাবিক দুষ্কর্মে অভ্যস্ত। তাদের উপর ভয়ানক আযাব নিপতিত হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ অতীতে এ ধরনের পাপাচারে 'আযাবে এলাহী বিভিন্ন আকারে নিপতিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ কু-কর্ম, এ অশ্লীলতা, এ ব্যভিচার, এ দুষ্কর্ম ও জঘন্যতার ফলশ্রুতিতে বর্তমান বিশ্বে ভয়াবহ আতংকজনক "এইড্স" রোগের ভয়ানকতা 'আযাবে এলাহীর সর্বশেষ নজির।

আমার আল্লাহর নিকট মার্জনা ও নিরাপত্তা কামনা করি এবং তাঁর পছন্দনীয় পথে চলার তাওফীক্ব কামনা করি। -আমীন ॥

যেমনিভাবে পুরুষ পুরুষের সাথে যৌন লালসা মিটানোর জন্য কু-কর্মে লিপ্ত হয়, তেমনিভাবে মহিলারাও মহিলাদের সাথে যৌন লালসা পূর্ণ করতে একে অপরের সাথে মিলিত হয়। মহিলাদের পরস্পর এ মিলনকে আরবী ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

اِتْيَانُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ .

"মহিলা মহিলার সাথে মিলিত হওয়া।"

অর্থাৎ- পরস্পরে আপন যৌন তৃপ্তি বা যৌন চাহিদা মিটায়। মহিলারা একে অপরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে, আলিঙ্গন করে, উভয়ে স্তন ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ চুম্বন করে, এমনকি যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়ার মাধ্যমে উত্তেজিত হয়ে যৌন লালসায় আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে। তারা বিকৃত যৌনতার কারণে পরস্পর যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়, এমনকি এর দ্বারা যোনিসিক্ত হয় ও তাদের যোনি পথে এক প্রকার স্রাবও বের হয়। অবশেষে বীর্যপাত ঘটিয়ে যৌন তৃপ্তি মেটায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنًا .

নারীদের যৌন আবেগে পরস্পরের আলিঙ্গনও যিনার পর্যায়ভুক্ত।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্ত্রী মিলনের স্থান একটিই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ص أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে আগমন করো যেদিক দিয়ে ইচ্ছে।"

(সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২২৩)

শস্যক্ষেত্র বলে যা অভিহিত হয়েছে তা নারীর জরায়ু। উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ। অর্থাৎ– ভগাংকুর স্থানে, সন্তান বের হওয়ার স্থানে তোমরা যেভাবেই চাও তোমাদের ক্ষেত্রে এলো নিয়ম পদ্ধতি পৃথক হলেও স্থান একই। অর্থাৎ– পিছনের দ্বার দিয়ে পায়খানার স্থান ব্যবহার করবে না। কারণ পশ্চাতের গুহ্যদ্বার হচ্ছে অপবিত্র মল নিষ্কাশনের পথ। গুহ্যদ্বারের রাস্তায় যৌন সম্ভোগ করা পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার করার অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সে স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে অস্বাভাবিক কাজ করা নিশ্চিত হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কেউ যদি এ পাপ করেই ফেলে তৎক্ষণাৎ তার তাওবাহ্ করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُوْحِيَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. الآيَةَ : اَقْبِلْ وَاَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ .

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওয়াহী নাযিল করেছেন যে, "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের খামার। অতএব তোমরা স্বীয় খামার যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করো।" সামনের দিক থেকে অথবা পিছনের দিক থেকে কিন্তু গুহ্যদ্বারে এবং হায়িয বা ঋতুস্রাবের অবস্থায় সহবাস করো না।

(হাসানঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ২৯৮০; দারিমী)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ঋতুস্রাবের সময় যোনিদ্বার ব্যবহার করা জায়িয নয়। যদি পায়খানার রাস্তা ব্যবহার করা জায়িয হতো তাহলে অবশ্যই ঋতুস্রাবের সময় সে স্থান ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হতো।

স্ত্রীদের সামনের স্থান বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তার পিছন দ্বার ব্যবহার করা হারাম। সে ক্ষেত্রে বালকদের গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা অধিকতর নিন্দনীয়, জঘন্য ও ঘৃণিত পাপ।

বহু হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের পাপিষ্ঠদের প্রতি আল্লাহর "লা'নাত" অর্থাৎ– আল্লাহর রাহ্‌মাত থেকে তারা বিতাড়িত।

বয়ানুল কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় ঃ সহবাস হতে হবে কেবলমাত্র যোনি পথে তা যেদিক থেকেই হোক; তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র বিশেষ। তাই নিজের শস্যক্ষেত্র যেভাবে ইচ্ছা, যেদিক থেকে ইচ্ছা আসতে পার। আসবে শুধু বৈধ পন্থায়। পার্শ্বদেশ দিয়ে হোক অথবা পিছন থেকে হোক কিংবা বসে বসে বা দাঁড়িয়ে হোক সর্বাবস্থায় যোনি পথই তার সহবাসের একমাত্র জায়গা। কেননা পিছনের পথ (পায়ুপথ) ক্ষেত্র সমতুল্য নয়। তাই তাতে সহবাসও করা যাবে না। এ সম্পর্কে হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ» *

খুযাইমাহ্ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা হক বিষয় বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার ব্যবহার করো না। (আহ্‌মাদ; মিশকাত– হা. ৩১৯২)

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾

"এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন করো?"

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্যে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছো। তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সে স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা করো, যা নিশ্চয় হারাম। উক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তি প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

এছাড়া তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

"তোমরা ঐ জায়গা দিয়ে এসো, (সহবাস করো) আল্লাহ তা'আলা যার নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২২২)

এর অর্থ এই যে, সম্মুখের স্থান, অর্থাৎ– শিশুদের জন্মগ্রহণের জায়গা; এছাড়া অন্য স্থান অর্থাৎ– পায়খানার স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ।

ঋতুস্রাবের অবস্থায় যে স্থান হতে তোমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছিল এখন ঐ স্থান তোমাদের জন্য হালাল হয়ে গেল।

এ জন্যই এর পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ হয়েছে, ঋতুস্রাবের অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে দূরে অবস্থানকারীকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন।

পবিত্র কালাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে ঃ "তোমরা যেভাবে চাও তোমাদের ক্ষেত্রে এসো। নিয়ম ও পদ্ধতি পৃথক হলেও স্থান একই। স্বামীর এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।" অন্য একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে– যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পিছন দ্বারে সহবাস করে সে ছোট "লূতী" [লূত ('আঃ)-এর অবাধ্য ক্বাওম]। (আহমাদ)

আবূ দারদাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ এটা কাফিরদের কাজ।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আত্-তিরমিযী'র মধ্যে বর্ণিত, গুহ্যদ্বারে সহবাস করাকে আবূ সালামাহ্ও হারাম বলতেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, লোকদের স্ত্রীদের সাথে এ কাজ করা কুফ্রী। (নাসায়ী)

'আলী (রাযিঃ) এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, সে ব্যক্তি অত্যন্ত বর্বর। তুমি আল্লাহর কালাম শুননি? কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "যখন লূতের ক্বাওমকে বলা হলো, তোমরা কি এমন নির্লজ্জতার কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কেউ কোন দিন করেনি?"

ইমাম চতুষ্টয় এ ব্যাপারে যা বলেন ঃ

ইসরাঈল বিন রাউহ (রাহ্ঃ) একদা তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "তুমি কি নির্বোধ? বীজ বপন ক্ষেত্রেই তো করতে হয়। সাবধান! লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য জায়গা হতে বেঁচে থাকবে। প্রশ্নকারী বলেন, জনাব! মানুষ তো এ কথাই বলে থাকে যে, আপনি এ কাজকে বৈধ বলেন। তখন তিনি বলেন, তারা মিথ্যাবাদী। তারা আমার উপর অপবাদ দিচ্ছে।" সুতরাং ইমাম মালিক (রাহ্ঃ) হতে এর অবৈধতা সাব্যস্ত হচ্ছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ্ঃ), ইমাম শাফি'ঈ (রাহ্ঃ), ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল (রাহ্ঃ) এবং তাদের সমস্ত ছাত্র সবাই এ কাজকে অবৈধ বলেছেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ কার্যকে কুফ্রী পর্যন্ত বলেছেন এবং অবৈধতার ব্যাপারে জমহুর 'উলামায়ে কিরামের ইজমা রয়েছে।

'আবদুর রাহ্মান বিন কাসিম (রাহ্ঃ) বলেন, "অন্য জায়গা ক্ষেত্র নয়। ক্ষেত্রে যাবার পদ্ধতির স্বাধীনতা রয়েছে বটে কিন্তু ক্ষেত্র পরিবর্তনের স্বাধীনতা নেই।"

ইমাম শাফী'ঈ (রাহ্ঃ) ছয়খানা গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় এটাকে হারাম বলেছেন। তাছাড়া ইবনু কাসীরে সহীহুল বুখারীতে একটি হাদীস উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ইয়াহূদীরা বলতো যে, স্ত্রীর সঙ্গে সম্মুখের দিক দিয়ে সহবাস না করে যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে যায় তবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট সন্তান জন্ম লাভ করবে। তাদের এ কথার খণ্ডনে পবিত্র কালামে আয়াত নাযিল হয়। এতে বলা হয় ঃ "স্বামীর এ ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে।"

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ আমরা আমাদের স্ত্রীদের নিকট কিরূপে আসবো এবং কিরূপে ছাড়বো? তিনি উত্তরে বলেন, তারা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ যেভাবেই চাও এসো। (আহমাদ ও সুনান)

ইমাম তাহাবীর "মুশকীলুল হাদীস" গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে উল্টোভাবে সহবাস করেছিল এতে মানুষ তার সমালোচনা করলে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন করো।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২২৩)

ইবনে কাসীর থেকে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাফসীর ইবনে জারীরের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

'আবদুল্লাহ বিন সাবিত (রাযিঃ) 'আবদুর রাহ্মান বিন আবূ বাক্রের কন্যা হাফসার নিকটে এসে বলেন, আমি একটি বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু লজ্জাবোধ করছি। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র লজ্জা করো না, যা জিজ্ঞেস করতে চাও জিজ্ঞেস করো। তিনি বলেন, আচ্ছা! বলুন তো, স্ত্রীদের সাথে পিছনের দিক দিয়ে সহবাস করা বৈধ কি? তিনি বলেন, উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) আমাকে বলেছেন যে, আনসারগণ স্ত্রীদেরকে উল্টো করে শুয়ায়ে দিতেন এবং ইয়াহূদীরা বলতো যে, এভাবে সহবাস করলে সন্তান টেরা হয়ে থাকে। অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মাদীনায় আগমন

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

করেন এবং এখানকার স্ত্রীলোকদের সাথে তাদের বিয়ে হয়, তখন তাঁরাও এরূপ করতে চাইলে একজন স্ত্রীলোক তাঁর স্বামীর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আপনার কথা মানতে পারি না। সুতরাং তিনি নাবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। উম্মে সালামাহ্ তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখনই এসে যাবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলে ঐ স্ত্রীলোকটি তো লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে না পেরে ফিরে যান। কিন্তু উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঐ স্ত্রী লোকটিকে ডেকে পাঠাও। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ আয়াতটি পাঠ করে শুনান।

﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ص أَنّٰى شِئْتُمْ﴾

"তোমরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে আগমন করো যেভাবে ইচ্ছা।"

(সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্– ২২৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তবে স্থান একটিই হবে।

(ইবনু কাসীর; সহীহ; আত্-তিরমিযী– হা. ২৯৭৮; আহ্মাদ– ৬/৩০৫ পৃ.)

এ বিষয়ে সহীহ হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى اَعْجَازِهِنَّ .

'আলী বিন তাল্ক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের বায়ু নিঃসরণ হয় তখন সে যেন ওযূ করে এবং তোমরা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না তাদের পিছন দ্বার দিয়ে। (আত্-তিরমিযী; আবূ দাঊদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন ঃ

مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتٰى اِمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا .

যে ব্যক্তি পিছনের পথে (গুহ্যদ্বার) দিয়ে স্ত্রী সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।

(আহ্মাদ; আবূ দাঊদ; মিশকাত– হা. ৩১৯৩)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

সহবাসের প্রকৃত নিয়ম

স্ত্রী সঙ্গমের জন্য শুধুমাত্র সামনের স্থান, পেশাব করার স্থানে "ভগাঙ্কুর" ব্যবহার করতে হবে। তবে নিয়ম-পদ্ধতি বদল করে সঙ্গম করাতেই রয়েছে মঙ্গল।

প্রশ্ন হতে পারে নিয়ম পদ্ধতি বদল করাতে সাময়িক সুখ আর আনন্দ ব্যতীত মঙ্গলের কি-ই বা থাকতে পারে?

বিদ্বানগণ এ নিয়ে গবেষণা করে যা আবিষ্কার করেছেন তা উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ হলেও উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। যেহেতু হক ও সত্যকে প্রকাশ করতে আল্লাহ তা'আলা লজ্জাবোধ করেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ .

খুযাইমাহ্ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হক বিষয় বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না। **(সহীহঃ আহমাদ; মিশকাত– হা. ৩১৯২)**

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা নিয়ম-পদ্ধতি পৃথক পৃথক করে সঙ্গম করা বৈধ করে দিয়েছেন আর এতে যে উপকারিতা বা নিজেদের সাংসারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা, সুখ-শান্তি তা সহজেই বোধগম্য। বিশেষ করে দুনিয়ার সব মানুষ এক রকম নয়। কেউ একটু লম্বা, কেউ একটু বেঁটে এবং সে অনুযায়ী কারও স্ত্রী বেশী লম্বা আবার কারও স্ত্রী বেশী বেঁটে। আর এর সাথেই ব্যতিক্রম হয় শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাই যার যেভাবে সুবিধা সে সেভাবে সঙ্গম করবে।

ডাঃ অনিতা টেন্ডন বলেন ঃ অনেকেই মনে করে যে, সঙ্গমের একটিই গ্রহণযোগ্য আসন আছে। তাদের জানা উচিত যে, পরস্পরের ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য আসনেও বেশী যৌন তৃপ্তি পায়। দেখা গেছে, চিরাচরিত আসনে যেসব নারী পূর্ণ তৃপ্তি পায় না, তারা নতুন আসন বা অবস্থানে পূর্ণ তৃপ্তি পেয়ে থাকে। কেবলমাত্র স্বামীই ভালো অবস্থানে থাকবে এমন ভাবনার

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মধ্যে বাস্তব কিছু নেই। বর্তমানে যেসব আসন জানা আছে সেসব বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময় গ্রহণ করা হয়েছে যা বেদনাহীনভাবে এবং আরামদায়কভাবে স্বামী-স্ত্রীর মিলনকে সুখকর করে সেটাই সঠিক। অবশ্য তাতে দু'জনেরই সম্মতি থাকতে হবে। নারী-পুরুষ আল্লাহ তা'আলার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এটি প্রতিটি জীবে বর্তমান। উভয় বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীদের মিলনের দ্বারাই নতুন আনন্দ, নতুন সৃষ্টি। তখনই এ বিষয়কে সেক্সোলজি বা যৌনবিজ্ঞান বলা হয়।

বর্তমানে কিছু পুস্তক বাজারে প্রচলিত আছে যার মধ্যে বহু আসনের ও নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার বিরোধিতা করা হয়েছে। এখানে ক্ষেত্রে আসন সম্পর্কে অবশ্যই চিন্তা করা প্রয়োজন। তাছাড়া বারবার একই আসনের কারণে চরম পুলকিত নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আসনের পরিবর্তন হওয়া দরকার। গর্ভবতি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে গর্ভের কোন ক্ষতি না হয়েও উভয়ে তৃপ্তি পেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়াও স্বামীর দেহ লম্বা, স্ত্রী খাটো এ দৈহিক আকারের জন্যও অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়। এ অবস্থায় এমন আসন বেছে নিতে হবে যাতে উভয়ের তৃপ্তি হয়। তাছাড়া যে কোন খাদ্য বস্তু তা যত সুস্বাদুই হোক না কেন, একাধারে বহুদিন আহার করলে তা আর খেতে ইচ্ছে করে না। সেটা যেন বিস্বাদ হয়ে যায়, এভাবে যে কোন কাজ মানুষকে যত বেশি আনন্দ দানই করুক না কেন, একাধারে অনেকদিন সে কাজে লিপ্ত থাকলে পরে আর তাতে আনন্দ থাকে না। ঠিক এ রকমই একই নিয়মে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস দুনিয়াতে মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক হলেও এর এক ঘেয়েমী তৃপ্তিকে নষ্ট করে দেয়। এ কারণেই স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গমক্রিয়ায় আসন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন আসন দ্বারা একই নারীর ভিতরে বহু নারীর স্বাদ লাভের আশায়ও সঙ্গমক্রিয়া করা যায়। পুরুষ জাতির চিরন্তন স্বভাবই নিত্য নতুনের স্বাদ উপভোগ করা। তারা একই নারী বহুদিন ভোগ করার পর ক্রমে ক্রমে তাদের অতৃপ্তি এবং আনন্দে কমতি দেখা দেয়। এমতাবস্থায় দুশ্চরিত্র স্বামী

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীদের সঙ্গে যৌন তৃপ্তি মিটানোর চিন্তা-ভাবনা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপ মুক্ত থেকে তার এক স্ত্রী দিয়েই নিত্য নতুন স্বাদ উপভোগ করতে চায়, তার সহবাসকালে ভিন্ন আসন অবলম্বন ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে সম্মিলিত চেষ্টা ও চিন্তার মাধ্যমে আসনের বিভিন্ন রূপ উদ্ভাবন করে নেয়াটাই উত্তম।

স্ত্রীর যেমন কর্তব্য আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা, তেমনি কর্তব্য স্বামীর কথা শুনা এবং তার আনুগত্য করা, স্বামীর যাবতীয় অধিকার পূরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। স্বামীর অধিকার আদায় না করে স্ত্রীর জৈবিক জীবন তেমনি সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না, যেমন আল্লাহ তা'আলার হক আদায় না করে সফল হতে পারে না তার নৈতিক ও পরকালীন জীবন। শুধু এতটুকু উল্লেখ করা হবে যে, ধর্মসম্মত পদ্ধতি বিশেষ করে পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে সরাসরি প্রমাণ যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে আমাদের কোন প্রকার দ্বিধা না করে সে পবিত্র কুরআনের হুকুম অবলম্বন করা উচিত। যদিও কতক পুস্তকে কিছু কিছু কুসংস্কারের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইয়াহূদীরা বলতো যে, "স্ত্রীর সঙ্গে সম্মুখের দিক দিয়ে সহবাস না করে যদি স্ত্রী গর্ভবতি হয় তবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট সন্তান জন্ম লাভ করবে।" এ ধরনের লেখা কতক পুস্তকে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর।" কিছু লেখক প্রকাশ করছে যে, স্বামী নীচে ও স্ত্রী উপরে বসে সহবাস করলে স্ত্রী যৌনরোগে আক্রান্ত হবে। স্বামী-স্ত্রী বসে সহবাস করলে উভয়ে কোক বেদনা রোগে আক্রান্ত হবে। এবং সন্তান কুঁজো হবে। ডান কাতে বা বাম কাতে শুয়ে পাশাপাশি সহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে লিভার বেদনায় অথবা বেদনারোগে আক্রান্ত হয় এবং সেটার ফলে কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া প্রভৃতি সন্তানের জন্ম হয়। দণ্ডায়মান অবস্থায় স্ত্রী সহবাসে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় অথবা হঠাৎ কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। এ সহবাসে সন্তান জন্মিলে তা নির্লজ্জ, বেহায়া ও লম্পট হয় ইত্যাদি নানা কুসংস্কার। যৌন মিলনকে সার্থক করে তোলার জন্যে যথাযথ চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি পূর্ণমাত্রায় আনন্দ লাভে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ব্যতিক্রম হয়, তবে বুঝতে হবে আসনের ত্রুটি রয়েছে। অতএব প্রতিক্রিয়ার অন্যান্য কলা-কৌশলের ন্যায় আসন নির্ধারণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। মিলনের একঘেয়েমী দূর করার জন্যেও আসনের নতুনত্ব সৃষ্টি করার আবশ্যকতা আছে। তাছাড়া একজন মোটা আরেকজন পাতলা–এ ধরনের অসুবিধা দূর করার জন্য আসন অবশ্যই পরিবর্তন করতে হয়। এ আসন নির্বাচনের ব্যাপারে কোন প্রকার কুসংস্কারের বশবর্তী হলে চলবে না, নিজ নিজ স্বাস্থ্য, সঙ্গমে সুবিধা-অসুবিধা ও আনন্দের দিকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন প্রকার আসন উদ্ভাবন করতে হবে। তবে অত্র বইয়ে উল্লিখিত আসনগুলো সকল দম্পতির পক্ষে উপযুক্ত নাও হতে পারে। আসন সৃষ্টির মূল কথা হচ্ছে পরস্পরে যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয় তা সমাধানের জন্যে বিভিন্ন উপায়ে মিলন সংস্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করা। অনেক পুরুষের পক্ষে যৌনাঙ্গের অসমতার কারণে স্ত্রীকে সুখী ও তৃপ্তি দিতে পারে না। সে তাই নয়, স্বামীর হক আদায় না করলে আল্লাহ তা'আলার হকও আদায় করা যায় না।

স্বামীর হক আদায় করার জন্যে দরকার তার আনুগত্য করা, তার কথা বা দাবি অনুযায়ী কাজ করা।

যাকে স্বামী দেখে সন্তুষ্ট হবে, যে স্বামীর আনুগত্য করবে এবং তার নিজের স্বামীর মতের বিরোধিতা করবে না– এমন কাজ করবে না, যা সে পছন্দ করে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর যেমন কর্তব্য, তেমনি অত্যন্ত বিরাট মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের ব্যাপারও বটে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রী মিলিত হলে কি করতে হবে?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"এবং তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তম ব্যবহার করো।"

(সূরাহ্ আন্-নিসা ঃ ১৯)

উত্তম ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ করে তার দৈহিক বা যৌন চাহিদা সময় মতো পূর্ণ করা। একজন পুরুষ যেমন যৌন মিলনের তৃপ্তি পায় তেমনি একজন নারীরও রয়েছে যৌন সুখ বা যৌন তৃপ্তি পাওয়ার ব্যাপার। স্ত্রীর যৌন আনন্দের দিকে প্রত্যেক পুরুষের লক্ষ্য রাখা উচিত।

তাছাড়া স্ত্রী অবাধ্যচারিণী বা অহংকারিণী হলেই তাকে মারধর করা বা শক্তভাবে বকা-ঝকা করা অনুচিত। তবে স্বামীর অধিকার রয়েছে তাকে সংশোধন করার। স্বামীর উচিত হবে আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে ভয় দেখাবে এবং নম্র সুরে, ঠাণ্ডা মাথায় বুঝাবে, তারপরেও সংশোধন না হলে একই বিছানায় রাত্রি বাস করবে না। যৌন তৃপ্তি দেয়া থেকে বঞ্চিত করবে এবং নতুনভাবে নেক স্ত্রী বিয়ে করার ভয় দেখাবে। আর আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে নিজ ঘরের শান্তির জন্য দু'আ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْقَالَ غَيْرَهُ .

কোন মু'মিন যেন কোন মু'মিনা মহিলার প্রতি হিংসা, রাগ ও শত্রুতা পোষণ না করে, কেননা তার কোন একটি দিক তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে। (অর্থাৎ– দোষ থাকলে গুণও আছে) অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। (মুসলিম; মিশকাত– হা. ৩২৪০)

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তি যেন আপন স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ না রাখে। তার কোন একটি দিক খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ রাব্বুল 'আলামীন তাদের সৃষ্টিই করেছেন বাঁকা করে। তাই তাদের আচরণ বা কাজ-কর্ম তাদের মর্জি মুতাবিক না করতে দিলে তাদের ঐ বক্রতার রূপ দেখাবেই এবং সে সময় একজন মু'মিন ব্যক্তি ধৈর্য

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ও বুদ্ধির সাথে ও তার স্ত্রীর অপর আরেকটি গুণ ও অপর আরেকটি সুন্দর আচরণের বিবেচনা করে তার এ অপ্রীতিকর ব্যাপারটি মেনে নিবে এবং তাকে ক্ষমা করে দিবে।

যদিও তার মনে এ আচরণটি দুঃখ ও বেদনাদায়ক তবুও সে মনে মনে চিন্তা করে নিবে যে, তার স্ত্রীর অন্য আরেকটি আচরণ অত্যন্ত সুন্দর ও সন্তোষজনক।

অর্থাৎ– তার সব চরিত্রই মন্দ হবে তা হতে পারে না বরং কিছু চরিত্র ভাল অবশ্যই হবে। অতএব তার ভাল চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করতঃ মন্দ চরিত্র, কষ্টদায়ক আচরণ এবং ত্রুটিসমূহ মেনে নিয়ে সুন্দররূপে পারস্পরিক জীবন-যাপন করবে। যে একেবারেই নির্দোষ সঙ্গী খোঁজ করবে সে হয়তো সর্বদা সঙ্গীবিহীনই থেকে যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ .

স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর মত মারপিট করা এবং দিনের শেষে আবার তার সাথে সহবাস করার মতো আচরণ যেন তোমাদের কেউ না করে।

(বুখারী; মিশকাত– হা. ৩২৪২)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, স্ত্রীর প্রতি বর্বরতা ইসলাম শিক্ষা দেয়নি। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্র এবং উন্নত আচরণের যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে, তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ যেন তাকে ধ্বংস করে না ফেলে।

উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্ত্রীকে সংশোধন করাই একজন ঈমানদার স্বামীর পরিচয় আর তার স্ত্রী যতই বাঁকা ও অবাধ্যচারিণী হোক না কেন যেহেতু স্বামীর প্রহার বা শক্ত বকা-ঝকা থেকে সে নিরাপদ তাই সে বলতে বাধ্য "আমার স্বামী একজন ভাল মানুষ"।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্বন্ধে বলেন ঃ

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ» .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম এবং আমি আমার স্ত্রীদের নিকট উত্তম। (হাসানঃ আত্-তিরমিযী; মিশকাত– হা. ৩২৫২)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيْمٌ وَ مَا أَهَانَهَا إِلَّا لَئِيْمٌ .

"ভদ্র ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র স্ত্রীদের সম্মান করে থাকে, আর তাদের অপমান অপদস্থ করে অভদ্ররা।" (বুখারী; মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন ঃ

أَلَا وَ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ .

"ওহে! আমি তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তারা যে তোমাদের নিকট বন্দিনী।" (হাসানঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১১৬৩; ইবনু মাযাহ্– হা. ১৮০১)

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে এ প্রমাণিত হয় যে, যদি স্ত্রী স্বামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে তার মুকাবিলায় স্বামী ঐ মুহূর্তে সবর করবে আর স্ত্রীর ক্রোধ দমে গেলে এর মীমাংসা করবে এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করবে আর তাকে ক্ষমা করবে। স্ত্রীর জ্বালাতন ও খারাবী থেকে বাঁচার হাতিয়ার হচ্ছে তার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। এ হাতিয়ার দ্বারা যে সুন্দর মীমাংসা হবে অন্য কোন হাতিয়ার দ্বারা তা হবে না বরং হাতিয়ার যত বড় হবে ঝগড়া ও ঘরের অশান্তি ততই ভয়ংকর হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ﴾

"তুমি সদ্ব্যবহার দ্বারা অসদ্ব্যবহারের মুকাবিলা করো, (তারপরে হঠাৎ দেখবে) তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল সে ব্যক্তি তোমার আন্তরিক বন্ধুরূপে গণ্য হয়েছে।" (সূরাহ্ হা-মীম আস্-সাজদাহ্ ঃ ৩৪)

মন্দের জওয়াবে সদ্ব্যবহার করে ক্ষমা করে দেয়া অতি উত্তম কাজ। এতে সে ব্যক্তি লজ্জিত হবে এবং খারাবীর কোন সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

لَاتَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ. اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا اَنْ لَاتَظْلِمُوْا .

তোমরা অন্যদের অনুসারী হয়ো না। এরূপ চিন্তা করো না, যে লোকে আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করলে আমরাও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবো। আর লোকে যদি আমাদের উপর অত্যাচার করে তবে আমরাও অত্যাচার করবো। না, বরং তোমরা এ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো যে, মানুষ যদি তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে তোমরা তাদের উপর কোন অত্যাচার করবে না। (সনদ দুর্বলঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ৫১২৯)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার ও সুন্দর জীবন-যাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো; যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"
(সূরাহ্ আন্-নিসা ঃ ১৯)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বা মন কষাকষি হওয়া স্বাভাবিক। আর এ সুযোগে শাইতান পরস্পরের মনে নানারূপে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে কম চেষ্টা করে না। আর এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে কিছু বিলম্ব হয় না। বিশেষ করে এজন্যেও অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, অল্পতেই রেগে যাওয়া, অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চলা হয়ে উঠা নারী চরিত্রের বিশেষ দিক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْ
جَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَّايُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهٗ .

হে মুসলিম! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করো। মনে রেখো তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানাত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহর কালামের সাহায্যে তাদের দেহ ভোগ করাকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছ। আর তাদের উপর তোমাদের জন্যে অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সে কোন ব্যক্তির দ্বারা তোমাদের দু'জনের বিছানাকে কলঙ্কিত করবে না। (মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ২৮১৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের প্রতি তাদের মৌলিক দুর্বলতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখে সংসার করার জন্যে স্বামীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْاَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ
مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

মেয়েলোক সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি জীবন ভরেও কোন স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ করো, আর কোন এক সময় যদি সে তার মর্জি মেজাজের বিপরীত কোন ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে উঠে "আমি তোমার কাছে কোনদিনই সামান্য কল্যাণও দেখতে পাইনি।"

(বুখারী; মিশকাত- হা. ১৪৮২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى اِمْرَاَةٍ لَاتَشْكُرُ زَوْجَهَا .

আল্লাহ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রাহ্‌মাতের দৃষ্টি দান করবেন না, যে তার স্বামীর ভাল ভাল কাজের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না। (নাসায়ী)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রীর প্রসঙ্গে কয়েকটি জরুরী দু'আ

নব দম্পতির জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى الْخَيْرِ .

উচ্চারণ ঃ বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়াবা-রাকা 'আলাইকুমা- ওয়াজামা'আ বাইনাকুমা- ফিল খাইরি।

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাকে বারাকাত দিন, তোমাদের উভয়ের প্রতি বারাকাত নাযিল করুন, আর তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুন। (সহীহঃ আত-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১০৯১)

স্বামীর প্রথম সাক্ষাতে স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ .

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা- ওয়াখাইরা মা-জুবিলাত 'আলাইহি ওয়াআ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহা- ওয়াশার্‌রি মা-জুবিলাত 'আলাইহি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল এবং একে যে নেক চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে সে মঙ্গল চাই। আর আমি তোমার কাছে এর মন্দ ও একে যে মন্দ চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ চাই। (আবূ দাঊদ; ইবনু মা২৪জাহ– হা. ১৯১৮)

স্ত্রী সহবাসের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিব্‌নাশ্‌ শাইতা-না ওয়াজান্নিবিশ্‌ শাইতা-না মা- রাযাক্‌তানা-।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার নামে (আমরা মিলছি)। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট হতে শাইত্বানকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে প্রদান করবে তার নিকট হতেও শাইত্বানকে দূরে রেখো।

(বুখারী- আধু. প্রকা. হা. ৫৯৪০; মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৩৩৯৭)

সন্তান লাভের দু'আ

﴿رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

উচ্চারণ ঃ রাব্বি হাবলী মিনাস্‌সা-লিহীন।

অর্থ ঃ "হে প্রভু! তুমি দয়া করে আমাকে সুসন্তান দান করো।"

(সূরাহ্ আস্‌-সাফ্‌ফাত ঃ ১০০)

প্রসব বেদনায় আক্রান্ত হলে যে সকল দু'আ পড়তে হয়

১. আয়াতুল কুরসী

২. নিম্নের দু'আ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ، اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

উচ্চারণ ঃ "ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন সুম্মাস্‌তাওয়া- 'আলাল 'আর্‌শি ইউগ্‌শিল লাইলান্‌ নাহা-রা ইয়াত্‌লুবুহু হাসীসাওঁ ওয়াশ্‌ শাম্‌সা ওয়াল ক্বামারা ওয়ান্‌ নুজূমা মুসাখ্‌খারা-তিম বিআমরিহী, আলা- লাহুল খালক্বু ওয়াল আমরু তাবা-রাকাল্লা-হু রাব্বুল 'আ-লামীন।" (সূরাহ্ আল-আ'রাফ ঃ ৫৪)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

৩. ক্বুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

৪. ক্বুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস : (আল-আযকার নাববী- ২৫৩ পৃ.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

স্ত্রী সন্তানের মঙ্গলের জন্য দু'আ

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- হাবলানা- মিন আযওয়া-জিনা ওয়াযুর্‌রিইয়্যাতিনা- ক্বুর্‌রাতা আ'ইউনিউ ওয়াজ 'আলনা- লিল্‌মুত্তাক্বীনা ইমা-মা-।

অর্থ : "হে প্রভু! আপনি আমাদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনদেরকে দিয়ে আমাদের চোখের শান্তি দান করুন। আর আমাদেরকে পরহিযগারদের নেতা বানিয়ে দিন।" (সূরাহ্ আল-ফুরক্বান : ৭৪)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর অধিকার

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

انَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا .

"নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার ওপর একটা অধিকার রয়েছে।"

(বুখারী; মিশকাত– হা. ২০৫৪)

খোরাক-পোশাকের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। করতে হবে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন একে 'অধিকার' বলেছেন তখন তা স্বামীর অবশ্যই আদায় করতে হবে। সে উপস্থিত থাকো, কি অনুপস্থিত।

স্ত্রীর বিপদাপদে, রোগে-শোকে তার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা স্বামীরই দায়ীত্ব। বস্তুত স্ত্রী সবচেয়ে বেশী দুঃখ পায় তখন, যখন তার বিপদে-শোকে তার স্বামীকে সহানুভূতিপূর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পায় না অথবা স্ত্রীর যখন কোন বিপদ হয়, শোক হয় কিংবা রোগ হয়, তখন স্বামীর মন যদি তার জন্যে দ্রবীভূত না হয়। তখন বাস্তবিকই স্ত্রীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কোন অবধি থাকে না, এজন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিপূর্ণ হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

স্ত্রীর শোভনীয় অনুপাতে খোরপোশ নিয়মিত সরবরাহ করা স্বামীরই কর্তব্য, যেন সে নির্লিপ্তভাবে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

স্ত্রীর ব্যয়ভারের কোন পরিমাণ ইসলামী বিধি-বিধানে নির্দিষ্ট সীমা নেই। বরং তা বিচার বিবেচনার ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থা বিবেচনীয়। সচ্ছল অবস্থায় স্ত্রীর জন্যে সচ্ছল অবস্থার স্বামী সচ্ছল লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে। অনুরূপভাবে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অভাবগ্রস্ত স্ত্রীর জন্যে অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরণ-পোষণের নিম্নতম দায়িত্ব পালন করবে।

সামর্থ্যের বেশি কিছু করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব নয়। স্বামী যদি গরীব হয়, আর স্ত্রী হয় সচ্ছল অবস্থার, তাহলে স্বামী গরীব লোক উপযোগী ভরণ-পোষণ দেয়ার জন্যে দায়িত্বশীল। কেননা স্ত্রী নিজে সচ্ছল অবস্থার হলেও সে যখন গরীব স্বামী গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে, তখন সে প্রকারান্তরে গরীব লোক উপযোগী খোরপোশ গ্রহণেও রাজি হয়েছে বলতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

﴿وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا﴾

"সন্তানের পিতার কর্তব্য হচ্ছে প্রসূতির খাবার ও পরার প্রচলিত মানে ব্যবস্থা করা। কোনো ব্যক্তির ওপরই তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপানো যেতে পারে না।" (সূরা আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২৩৩)

সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, খোরাক ও পোশাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী– যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোনো পিতাকেই তার শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে– তার পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে– এমন মান বা পরিমাণ তার ওপর চাপানো যাবে না।

সন্তানের ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব স্বামীর। এর ফলে স্ত্রীরা খোর-পোশের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মু'মিন অপবিত্র হয় না

বিভিন্নভাবে বহু হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বীর্য বা ধাতু নাপাক নয়। অবশ্য কেউ কেউ নাপাক বলেলও তাদের বীর্য "নাযাসে হুকমী" অর্থাৎ– তা কাপড়ে লেগে গেলে সে অবস্থায় "মযী" বের হলে পানির ছিটাই যথেষ্ট এবং "মনী" হলে খুঁটিয়ে ফেলে দিলেই যথেষ্ট হবে। এতে মানুষের মল-মূত্রের ন্যায় "নাযাসে আইন" হয়ে যায় না। যেমন মল-মূত্র কাপড় থেকে উত্তমভাবে ধৌত না করলে ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে নামায তো কবূল হবেই না বরং করলে ভয়ানক 'আযাবের সম্মুখীন হতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে বীর্য (মনী) বের হলে সেটা যদি নাপাক নাই হতো তাহলে গোসল ফরয হয়ে যায় কেন?

মানুষের শরীর থেকে যখন বীর্য (মনী) বের হয়ে যায়, তখনর শরীরে একটা ক্লান্তি এবং দুবর্লতা ও অলসতার ভাব এসে যায়, বিশেষ করে ঐ অবস্থায় যদি কেউ নামাযে দাঁড়ায় তার মনে আল্লাহর একাগ্রতা বা সুন্দর ও উৎফুল্ল মন নিয়ে 'ইবাদাত করা আদৌ সম্ভব হয়ে উঠে না। যখনই সে ব্যক্তি গোসল সেরে ফেলে কখনই তার ঐ অলসতার ও ক্লান্তি ভাবটা কেটে যায় এবং আনন্দের সাথে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাতের মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু মূলতঃ ঐ বীর্য (মনী) শরীরে লেগে যাওয়ার জন্য কেউ নাপাক হয় না, যা সহীহুল বুখারী থেকে প্রমাণিত হয় :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِىْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ وَلِمُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ لَقِيْتَنِىْ وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتّٰى أَغْتَسِلَ .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন আমি (বীর্যপাতের দরুন) নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তার সাথে চলতে থাকলাম যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং ঠিকানায় এসে গোসল করলাম। অতঃপর গোসল করে পুনরায় ফিরে আসলাম। তখনও তিনি তথায় বসা ছিলেন। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি তাকে ব্যাপারটি বললাম। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে যে, "আমি উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম ঃ যখন আমার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হলো তখন আমি নাপাক ছিলাম। অতএব আপনার সাথে বসাটাকে অপচ্ছন্দ করলাম যে পর্যন্ত না গোসল করি। শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! (কি আশ্চর্য) তাই বলে মু'মিন অপবিত্র হয় না। **(বুখারী; মিশকাত– হা. ৪১৫)**

অন্য এক হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ جَفْنَةٍ فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَوَضَّاَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ .

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ নাবী ﷺ-এর স্ত্রী একটি গামলাতে গোসল করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ পানি দিয়ে ওযূ করার ইচ্ছা করলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি নাপাক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ পানি নাপাক হয় না। (যদি তার হাতে বা শরীরে মল-মূত্রের নাপাকী না থাকে।)

(সহীহঃ আত্-তিরমিযী; আবূ দাউদ; ইবনু মাজাহ্; মিশকাত– হা. ৪৫৭)

বীর্য নাপাক বলে গোসল ফরয হয়ে যায় না বরং শরীরের ক্লান্তিভাব কাটিয়ে উঠার জন্য গোসল ফরয হয়ে যায়। যেমন লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ ভেঙ্গে যায় অথচ লিঙ্গ শরীরের পাক অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَفِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ اَوْ بُضْعَةٌ مِنْه .

ক্বাইস বিন তাল্‌ক্ব বিল 'আলী আলখাফী তার পিতা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ প্রশ্নোত্তরে বলেন ঃ ঐ লিঙ্গটাতো শরীরেরই একখণ্ড গোশ্‌ত মাত্র। (সহীহঃ আত-তিরমিযী, আল-মাদানী প্র. হা. ৮৫)

এখানে পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ যেমন নাপাক নয় তেমনিভাবে লিঙ্গ নাপাক নয় বরং শরীরের এক পবিত্র অঙ্গ। অথচ এ অঙ্গে হাত লাগলে ওযূ ভেঙ্গে যায়।

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

বুসরাহ্ বিনতে সাফওয়ান (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ আপন লিঙ্গ স্পর্শ করবে তখন ওযূ করবে। (হাসান সহীহঃ আবূ দাউদ; আত্-তিরমিযী; ইবনু মাজাহ্; আহ্‌মাদ; মিশকাত– হা. ৩১৯)

দারাকুতনী ও শাফি'ঈ থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ

قَدْ رَوَى اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَفْضَى اَحَدُكُمْ بِيَدِهِ اِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْئٌ فَلْيَتَوَضَّأْ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

যখন তোমাদের কেউ নিজ পুরুষাঙ্গের প্রতি হাত বাড়াবে, আর হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যে কাপড় ইত্যাদি কোন আড় থাকবে না, তখন সে যেন ওযূ করে। (সনদ দুর্বলঃ মিশকাত– হা. ৩২১)

আত্-তিরমিযীর আরও একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيْ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ .

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

নাবী ﷺ বলেন ঃ যে কেউ তার লিঙ্গকে (কাপড়ের নীচ দিয়ে) স্পর্শ করে সে নামায পড়ে। (সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ৮২)

যখন কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে তখনই তার স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটবে। হয়তোবা লিঙ্গ উত্তেজিত হয়ে যাবে। মনের পরিবর্তন ঘটবে এবং কামভাব প্রকাশ পাবে। তখন তার স্বাভাবিক অবস্থার আসার জন্য এবং মনের ঐ কামভাব কাটানোর জন্যে ওযূ করতে হবে। যেমন বীর্য বের হলে তার ক্লান্তিভাব কাটিয়ে উঠার জন্য গোসল করতে হয়।

বীর্য নাপাক বলে যদি গোসলের হুকুম থাকতো, তাহলে গোসলের পূর্বে ওযূর হুকুম হত না। কারণ, একজন নাপাক ব্যাক্তি নাপাক মুখে ওযূর জন্য ওযূর দু'আ কিভাবে পাঠ করতে পারে? যখন সে গোসলই করেনি। যদি গোসলের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ নাপাকই থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই গোসলের পরে ওযূ করার নির্দেশ দেয়া হতো গোসলের আগে নয়। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো থেকেও প্রমাণিত হয় ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ .

১. ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বলেন ঃ (আমার পিতা) 'উমার বিন খাত্তাব (রাযিঃ) একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললেন যে, রাতে যখন বীর্যপাত হয়ে জানাবাতে পতিত হন (তখন তার কি করা উচিত) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তখন তুমি ওযূ করে তোমার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর ঘুমাবে। (বুখারী; মুসলিম; মিশকাত– হা. ৪৫২)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ يَاْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

২. মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ নাবী ﷺ যখন জুনুবী হতেন আর এ অবস্থায় খাবার ও ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। (বুখারী; মুসলিম; মিশকাত- হা. ৪৫৩)

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ وَاُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُوْمُ .

৩. আবূ বাক্‌র বিন 'আবদুর রাহ্‌মান বিন হারিস বিন হিশাম (রাযিঃ) বলেন যে, 'আয়িশাহ্ ও উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুনুবী (সহবাসের পর বিনা গোসলের) অবস্থায় ফরয হয়ে যেত, তিনি তাড়াতাড়ি সেহরী খেয়ে পরে গোসল করে ফজরের নামায আদায় করতেন এবং রোযা রাখতেন। (সহীহঃ আত্-তিরমিযী- হা. ৭৭৯)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهٗ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوْءً .

৪. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ আপন পরিবারের সাথে সহবাস করে, অতঃপর পুনঃ তা করতে ইচ্ছা রাখে সে যেন মধ্যখানে ওযূ করে।

(মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৬১৪)

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হলো যে, গোসলের পূর্বে খাওয়া-দাওয়া, শোয়া বা পুনঃ সহবাসের ইচ্ছা পোষণ করলে মধ্যখানে পুরুষাঙ্গ পরিষ্কার করে ওযূ করলেই যথেষ্ট হবে।

এ বিষয়ে আরও একটি সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে,

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهٖ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ নাবী ﷺ তাঁর একাধিক বিবির নিকট গমন করতেন একই গোসলে। (মধ্যখানে গোসল করতেন না, অবশ্য ওযূ করতেন।) (মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৬১৫)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, ফরয গোসলের পূর্বে ওযূ করে নিলে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, স্ত্রী লোকের পাক করা, অন্যের সাথে করমর্দন, কোলাকুলি সবই জায়িয হবে। এমনকি নিজে ফরয গোসল করে স্ত্রীর সাথে বিছানায় একত্রে শোয়াও জায়িয আছে বলে সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِىْ قَبْلَ اَنْ اَغْتَسِلَ .

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয গোসল করতেন। অতঃপর আমাকে জড়িয়ে ধরে শরীর গরম করতেন, আমার গোসল করার পূর্বেই। **(য'ঈফঃ ইবনু মাজাহ; আত্-তিরমিযী– হা. ৫৮০)**

আত্-তিরমিযীর অপর বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا اِغْتَسَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاسْتَدْفَأَ بِىْ فَضَمَمْتُهُ اِلَىَّ وَلَمْ اَغْتَسِلْ .

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কখনও কখনও নাবী ﷺ ফরয গোসল করে আমার শরীরে তাঁর শরীর লাগিয়ে গা গরম করতে চেয়েছেন। তখন আমি তাঁকে আমার কাছে জড়িয়ে নিয়েছি অথচ তখনও আমি গোসল করিনি। **(য'ঈফঃ আত্-তিরমিযী– হা. ১২৩)**

এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হলো যে, সহবাসের পর স্বামী গোসল করে স্ত্রীর গায়ে গা মিলিয়ে তার শরীর গরম করতে পারে। যদিও স্ত্রী ফরয গোসল না করে থাকে, তবুও। তাছাড়া ও থেকে আরও বুঝা গেল সহবাসের পর ফরয গোসলের পূর্বে অন্য লোককে স্পর্শ করলে কোনই ক্ষতি নেই।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে কি করতে হবে?

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اَللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ *

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষ যখন নারীর চার শাখার মধ্যে বসে সঙ্গম সম্ভোগ করে, তখন অবশ্যই তার উপর গোসল ফরয হয়। (বুখারী– আধু. প্রকা. হা. ২৮২)

"নারীর চার শাখা" অর্থাৎ– স্বামী স্ত্রীর উপর মুখোমুখি হয়েছেন শরীরের সমস্ত ওজনটা যাতে স্ত্রীর উপর না পড়ে, সেজন্য স্বামী তার হাত ও হাঁটু বিছানার উপর রেখে নিজেকে অনেকখানি হালকা করে নিয়েছেন।

আরও একটি হাদীস উক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْاَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ *

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী যখন চার শাখা মিলিয়ে বসে ও পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীর লিঙ্গের সাথে মিলিত হয়, তখনই গোসল ফরয হয়ে যায়।

(মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৬৯১; আত্-তিরমিযী; আহ্মাদ)

প্রশ্ন হতে পারে, যৌন সঙ্গম পুরোপুরি হলে গোসল ফরয হবে, না শুরু হওয়া মাত্র গোসল ফরয হয়ে যাবে? আলোচ্য হাদীস এবং এ পর্যায়ের বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, দু'লিঙ্গ মিলিত হলেই গোসল ফরয হয়ে যায়। যেমন আত্-তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ থেকে প্রমাণিত ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا *

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করবে তখনই গোসল ফরয হয়ে যাবে। এ কাজটি আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলাম। অতঃপর আমরা দু'জনই গোসল করেছি। (সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী- হা. ১০৮; ইবনু মাযাহ্- হা. ৬০৮)

উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল, যখন স্বামী-স্ত্রীর লিঙ্গদ্বয় (যৌনাঙ্গে) একত্রিত হয়, পরস্পর মিলে অর্থাৎ- যখন পুংলিঙ্গ স্ত্রীর যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে, উভয় লিঙ্গের একত্রে সমাবেশ ঘটবে তখনই গোসল করা ফরয হবে। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ বলেন, পুংলিঙ্গের অগ্রভাগটুকু স্ত্রীর যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে ঢুকলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। বীর্যপাত হোক, আর নাই হোক।

শারী'আতের এ জরুরী মাসআলাটি লজ্জাজনক হলেও মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এরূপ গুপ্ত কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম থেকে আরও প্রমাণিত হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ *

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখায় (দু'হাত ও দু'পায়ের) সম্মুখে বসে (সঙ্গম করে) বীর্যপাতের চেষ্টা করে, তখন নিশ্চয় গোসল ফরয হয়, যদিও সে বীর্যপাত না ঘটায়। (বুখারী; মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৬৮৯)

যৌন সঙ্গম সম্পূর্ণতা লাভ না করলেও শুধুমাত্র লিঙ্গদ্বয় পরস্পরের সাথে মিলিত হলেই গোসল ফরয হয়ে যায়। তবে একটি অঙ্গ অপর অঙ্গের উপর শুধু রাখা হলেই ফরয হবে না। গোসল ফরয হওয়ার জন্য আরো কিছু অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। যেমন লিঙ্গের শুধুমাত্র অগ্রভাগটুকু প্রবেশ করিয়ে সাথে সাথে লিঙ্গ বাইরে বের করে আনলেও গোসল ফরয হয়ে যায়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সহবাস ও গোসল

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ .

'আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলো এবং বলল, আমি ফরয গোসল করেছি ও ফজরের নামায আদায় করেছি, অতঃপর দেখি এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি। (আমার গোসল হয়েছে কি?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি যদি তখন ঐ জায়গায় তোমার (ভিজা) হাত ঘষে দিতে তাহলেই তোমার ফরয গোসল আদায় হয়ে যেত।
(য'ঈফঃ ইবনু মাজাহ; মিশকাত- তাহঃ আলবানী, হা. ৪৪৯)

উক্ত হাদীস থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ফরয গোসল এমনভাবে করতে হবে যেন শরীরের কোন জায়গা শুকনা না থাকে। এমনকি নখ পরিমাণ জায়গায়ও পানি না পৌঁছলে তার ফরয গোসল আদায় হবে না। তবে গোসল করার পর যদি কেউ দেখে শরীরের কোন জায়গায় পানি পৌঁছেনি, তখন শুধুমাত্র ঐ শুকনো জায়গাটুকু ধুলে অথবা ভিজা হাত ঘষে দিলেই যথেষ্ট হবে। এর জন্য পুনঃ গোসল করতে হবে না

এ বিষয়ে সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ .

'আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাবাতের (ফরয) গোসলে এক চুল পরিমাণও ছেড়ে দিবে অর্থাৎ- পানি পৌঁছাবে না (ক্বিয়ামাতের দিন) তার সাথে আগুনের অমুক ব্যবস্থা করা হবে। 'আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ তখন থেকেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি।(য'ঈফঃ আবূ দাউদ; আহ্‌মাদ; দারিমী; মিশকাত- তাহঃ আলবানী, হা. ৪৪৪)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মাথার সাথে শত্রুতা করেছি অর্থাৎ– যদিও বাবরি রাখা সুন্নাত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশিদীনের অপর তিনজন হাজ্ব ব্যতীত সকল সময়ে বাবরি রেখেছেন কিন্তু 'আলী (রাযিঃ) বাবরি থাকলে মাথার চামড়ায় পানি পৌঁছাতে অসুবিধা হবে ভেবে তিনি তা করেননি।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ وَاَفَاضَ عَلٰى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ .

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী) মা মাইমূনাহ্ বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। অতঃপর একটি কাপড় দ্বারা তাকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে দু'হাতে পানি নিয়ে (কবজি পর্যন্ত) ধুলেন, অতঃপর ডান হাত দ্বরা বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং মুখমণ্ডল এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধুলেন। তৎপর হাত মাটিতে ঘসে মুছলেন এবং পরে হাত ধুলেন, (ওযূর জন্য) অতঃপর কুল্লি করলেন। নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত (কনুই পর্যন্ত) ধুলেন। অতঃপর মাথায় উপর পানি ঢাললেন এবং সমস্ত অঙ্গে পানি প্রবাহিত করলেন। এরপর তিনি (পূর্বস্থান হতে) কিছু সরে গিয়ে দু'পা ধুলেন। অতঃপর আমি (পা মুছে ফেলার জন্য) তাঁকে কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা না নিয়ে দু'হাত ঝাড়তে চলে গেলেন।

(বুখারী– আধু. প্রকা. হা. ২৬৮; মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَاَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّاُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ ثُمَّ يَحْثِيْ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফরয গোসল করতে ইচ্ছা করতেন, তখন পানি পাত্রে হাত না ঢুকিয়ে আগে হাত দু'টি ধুয়ে নিতেন। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন এবং নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। এরপর তাঁর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন।

(সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১০৪)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ .

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ ফরয গোসলের সময় হিলাবের (হিলাব এমন পাত্র যাতে চার সেরের মতো পানি ধরে) মতো একটি পাত্র চেয়ে নিতেন। তারপর আঁজলা ভরে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান দিক ও পরে বাম দিকে পানি ঢালতেন। তারপর মাথার মাঝখানে দু'হাত দিয়ে পানি ঢালতেন। (বুখারী– আধু. প্রকা, হা. ২৫১)

ফরয গোসলের জন্য প্রথমতঃ নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করতে হবে। তবে পা ধৌত করবে না বরং প্রথমে মাথার ডান দিক ও পরে বাম দিকে পানি ঢেলে নিবে। তারপর মাথার মাঝখানে পানি ঢালতে হবে। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতে হবে এবং পরে পা দু'টি ধুয়ে ফেললেই তার ওযূ ও গোসল পূর্ণভাবে আদায় হয়ে যাবে। গোসলের পরে নামাযের জন্য নতুনভাবে আর ওযূ করার কোন প্রয়োজন হবে না। এ বিষয়ে সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ (ফরয) গোসলের পর ওযূ করতেন না। (সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকা.– হা. ১০৭; ইবনু মাযাহ– হা. ৫৭৯)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্বপ্ন ও গোসল

ডা. এস.এ. পান্ডে তার মেডিক্যাল সেক্স গাইড গ্রন্থে বলেন, স্বপ্নদোষকে ঠিক একটি রোগ পর্যায়ে ফেলা যায় না সাধারণতঃ যৌবন আগমনের পর প্রকৃতি থেকেই নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে দু'একবার শরীরের বীর্য বের হয়ে যায়। এটি সাধারণতঃ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বের হয় বলে একে স্বপ্নদোষ বলে বর্ণনা করা হয়।

যৌবনকালে দেহে নিয়মিত শুক্র সৃষ্টি হয়। শুক্রগুলো জমা হয় শুক্রবাহী নালী ও শুক্রথলিতে। একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেটি বের হবার পথ খুঁজে পায় স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই তা পূর্ণ হয়ে গেলে বের হয়ে পড়বেই অর্থাৎ– স্বপ্ন দোষ হবেই। এতে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই।

সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ কোন নারীকে স্বপ্নের মাঝে দেখে যে, তার সাথে সঙ্গম করছে ও তার ফলে তার বীর্যপাত ঘটে। এটি ঘটার ফলে তার দেহে শুক্রের চাপ কমে যায় এবং সে অনেকটা সুস্থবোধ করে। তাই স্বাভাবিকভাবে মাসে দু'একবার স্বপ্নদোষ হলে তা কোন ব্যাধি নয়। এটা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু যদি কোন কারণে তা ঘন ঘন হয়, অর্থাৎ– সপ্তাহে দু' তিনবার হতে থাকে তাহলে তার মধ্যে কোন রকম গোলমালের আশঙ্কা করা যায়। নানা কারণে এটি হতে পারে। যেমন ঃ হরমোনগত ব্যাপারে কাম উত্তেজনা বেশি হয় অথবা যাদের মনে অবিরাম যৌন চিন্তা থাকে ও নানা উত্তেজক বই পাঠ, সিনেমা, ব্লুফিল্ম দেখা প্রভৃতি নানা কারণে তার মধ্যে অবিরাম ঐ চিন্তা চলতে থাকে। তাছাড়া মদ্যপান, নেশা, অতিরিক্ত পরিমাণে নানা উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি।

ডা. এস.এন. পান্ডে আরও বলেন ঃ ভোরের দিকে মূত্রস্থলিতে বেশী মূত্র জমা হয় ও তার ফলে শুক্রস্থলিতে মূত্রস্থলির চাপ পড়ে শুক্র নির্গত হয়, যদি নিয়মিতভাবে ভোরে উঠে একবার করে মূত্র ত্যাগ করে, তাহলে এটি কমে যায়। স্বাভাবিকভাবে এর কোনও রকম প্রতিকার বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি এটি অতিরিক্ত মাত্রায় হয় অর্থাৎ– ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হতে থাকে ও তার জন্যে দেহ দুর্বল মনে হয়, তাদের অবশ্যই মানসিক শক্তি সঞ্চয় করা উচিত।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এর ফলে মাথা ঘোরা, হৃদপিণ্ড ধড়পড় করা, স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি নানা রকম নালিশ শুনা যায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা স্বপ্ন দোষের জন্য নয়। তার প্রকৃত কারণ হলো দেহে উপযুক্ত খাদ্যের অভাব অথবা অন্য কোন ধরনের রোগ বিদ্যমান। তা-না হলে এর বিশেষ চিকিৎসা লাগে না। স্বপ্নদোষ হলে যা করণীয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ اِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ اَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ تَرٰى ذَالِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জনৈক ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে কাপড় ভিজা পাচ্ছে কিন্তু তার স্বপ্নদোষ হবার কথা স্মরণ নেই। তখন সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে গোসল করবে। অন্য ব্যক্তি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে যে তার বীর্যপাত হয়েছে, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখে তার কাপড় ভিজা নেই সে কি করবে? উত্তরে নাবী ﷺ বলেন ঃ তার উপর গোসল ফরয নয় অর্থাৎ– তাকে গোসল করতে হবে না। মা উম্মে সালামাহ্ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মহিলা যদি স্বপ্ন দেখে অর্থাৎ– কোন স্ত্রী লোকেরও যদি স্বপ্ন দোষ হয় তাহলে সে কি করবে? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাকেও গোসল করতে হবে।

(সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১১৩)

যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলবে তখন দু'জনার উপরই গোসল ফরয হয়ে যাবে যদিও বীর্যপাত না হয় কিন্তু যখন কেউ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছে যে, সে কোন মহিলার সাথে সহবাস করছে, এমনকি উত্তেজিত হয়েছে এবং ঐ মহিলার সাথে সহবাস করেছে এবং মিলনের শেষ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মুহূর্তটিতে বীর্য (মনী) টপকে টপকে বের হয়ে মিলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং কাপড়ও ভিজে গেছে কিন্তু ঘুম থেকে জেগে তার কাপড় বীর্যে ভেজার কোন চিহ্ন দেখলো না, এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে না; আর যদি কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে কাপড় ভেজা পেল কিন্তু তার স্বপ্নদোষ হবার কথা স্মরণ নেই, তাহলে সে অবশ্যই ফরয গোসল করবে। এ বিষয়ে আরও প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ اِبْنَةُ مِلْحَانَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعْنِىْ غُسْلًا اِذَا هِىَ رَأَتْ فِى الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ اِذَا هِىَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قُلْتُ لَهَا فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ .

উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, মিলহানের কন্যা উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না, মহিলাদের উপরও কি গোসল ফরয হবে যখন পুরুষের ন্যায় স্বপ্ন দেখবে? তদুত্তরে নাবী ﷺ বলেন ঃ হ্যাঁ, যদি পানি দেখে, তাহলে অবশ্যই গোসল করবে। উম্মে সালামাহ্ বলেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! তুমি নারী জাতিকে অপদস্থ করলে। (কেননা তোমার কথায় ইঙ্গিত বহন করছে যে, তাদের কামশক্তি প্রবল। হাফিয ইবনু হাজার উম্মে সালামাহ্র উক্তিকে কেন্দ্র করে বলেন ঃ নারী জাতির স্বভাব হচ্ছে গোপন করা যেমন ঐ প্রবল কামশক্তির কথা গোপন রেখেছেন।) (সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১২২)

উক্ত হাদীস থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হলো, যখন কোন নারী পুরুষের ন্যায় স্বপ্ন দেখবে যে, সে কোন পুরুষের সাথে সহবাসের ইচ্ছা করল এবং প্রবল কাম-উত্তেজনা বশতঃ মিলনের পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেল, এমনকি তার কোন নারীর সাথে সহবাস করল এবং কিছুক্ষণ পরই যৌন মিলনের পরিসমাপ্তি ঘটে ঐ মহিলার কাপড় ভিজে গেল এবং সকালে উঠে কাপড়ে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বীর্যের ঐ ভিজা চিহ্ন দেখতে পেল। এমতাবস্থায় তাকে অবশ্যই ফরয গোসল করতে হবে। এ সম্পর্কে সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম থেকে প্রমাণিত হয় যে ঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لا يَسْتَحِيْ مِنَ الحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا .

وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ. اَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلَا اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشَّبَهُ .

উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ একদিন উম্মে সুলাইম বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জা করেন না। স্ত্রী লোকের উপর কি গোসল ফরয হয় যখন তার স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ যখন সে (জাগ্রত হয়ে) বীর্য দেখে। এ কথা শুনে উম্মে সালামাহ্ লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কি আশ্চর্য! তা না হলে তার সন্তান হয় কেমন করে? এবং মায়ের আকৃতির হয় কেমন করে। (বুখারী- আধু. প্রকা. হা. ১২৭; মুসলিম)

সহীহ্ মুসলিম থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাও বলেছেন যে, পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রী লোকের বীর্য পাতলা ও হলদে। উভয়ের মধ্যে যেটিই জয়ী হয়ে অথবা গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে সন্তান তারই সাদৃশ্য হয়। (মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৬১৭)

এ বিষয়ে বুখারীর আরও একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে,

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةُ أَبِيْ طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহার স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ সত্য বলতে লজ্জা পান না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয়ে বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যদি পানি দেখতে পায়। (বুখারী– আধু. প্রকা. হা. ২৭৩)

মানুষের বিয়ের বয়স হলে কারো কি আর কিছু জানতে বাকী থাকে? বিভিন্ন সূত্রে তারা যৌন মিলন, গোসল ইত্যাদি সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু আমরা যদি বই পুস্তকের মাধ্যমে সন্তানদের সঠিক শিক্ষা না দিই, ওরা ঐভাবেই থেকে যাবে। শিক্ষার গোড়াতেই যদি ভুল থাকে, তাহলে সংশোধন করা আর সম্ভব হয় না। সঠিক জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করা সবারই কর্তব্য।

এ জ্ঞান গ্রহণ বা দানের মধ্যে লজ্জা এসে বাধা সৃষ্টি করলে বুঝতে হবে আমাদের নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারটা সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গেছে। আমাদের ত্রুটির জন্যে ছেলেমেয়েদের যদি আংশিক শিক্ষা দিই, তাহলে আর যাই হোক সেটা আমাদের যোগ্যতার পরিচয় বহন করে না।

উক্ত বই পাঠ করে অনেকেই হয়তো বা মন্তব্য করবে, এতো খোলাখুলি না বলে, একটু রেখে ঢেকে আবছা করে বললে কি কোন ক্ষতি ছিল? শরীরের কোন অংশ কোন অংশের চেয়ে খারাপ নয়। হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান, পায়খানা, পেশাব ইত্যাদি ঠিক ঠিক চেনাতে দ্বিধা করছি না। লিঙ্গ, যোনি, জরায়ু, অণ্ডকোষ বা বীর্যপাত, যৌন মিলন ইত্যাদি সম্পর্কে ওদের পরিষ্কার ধারণা দিতে দ্বিধা করব কেন? তাছাড়া প্রত্যেকটা ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের সঠিক জ্ঞান না দিলে মারাত্মক বিপদও ঘটে যেতে পারে। অনেক জটিল ও মানসিক রোগও হয়ে যেতে পারে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রামাযান মাসে স্ত্রী সহবাস

অনেকের ধারণা রামাযান মাসের দিনে ও রাতে স্বামী-স্ত্রী সহবাস একেবারেই নিষিদ্ধ। এটা একটা ভুল ধারণা। রামাযান মাসে ইফতারের পর 'সুবহে সাদিক' অর্থাৎ– সেহেরী খাওয়ার শেষ সময় পর্যন্ত সহবাস করা বৈধ।

সুবহে সাদিকের পর থেকে ইফতার করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ– রোযা থাকা অবস্থায় অবৈধভাবে হস্তমৈথুন অথবা অন্য কিছুতে ঘর্ষণ ইত্যাদি পথে বীর্যপাত করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। যদি কেউ জোরপূর্বক সহবাস করতে বাধ্য করায় তাতেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরে তাকে উক্ত রোযা কাযা হিসেবে করতে হবে। এর জন্য কোনরূপ কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না এবং কোনরূপ কাফ্‌ফারাও দিতে হবে না।

পবিত্র রামাযান মাসে রোযা অবস্থায় কিংবা অন্য যে কোন মাসে নফল রোযা বা কাযা রোযা রাখা অবস্থায় দিনের বেলা সহবাস করা হারাম। অবশ্যই ইফতারের পর সহবাস করতে নিষেধ নেই। তবে শারীরিক ক্লান্তির জন্য শেষ রাতে সেহেরীর পূর্বেও সহবাস করে নিতে পারে। এমতাবস্থায় সেহেরীর খাওয়ার সময় কম থাকলে সেহেরী খেয়ে গোসল করলেও চলবে। তবে খাওয়ার পূর্বে ওযূ করে নিতে হবে। যদি কেউ সেহেরীর পরে সুবহে সাদিক অর্থাৎ– সেহেরী খাওয়ার শেষ সময়ও সহবাস করে তবুও সে রোযা রাখতে পারবে। তবে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে যে, সহবাস করতে থাকা অবস্থায় রাতে সুবহে সাদিক না হয়ে যায়। অবশ্য ঐ সময় যৌন মিলনের লিপ্ত না হওয়াই ভাল। উত্তম হবে তারাবীহ নামাযের পর সেহেরীর পূর্বে যে কোন সুবিধামত সময়ে সহবাস করা।

রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হলে যে জরিমানা দিতে হয়– তা নিম্ন হাদীস থেকে যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে ঃ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ. قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى إِمْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً. قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا. قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا. قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. قَالَ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? সে বলল ঃ আমি রামাযানে (রোযা অবস্থায়) আমার স্ত্রীর উপর নিপতিত হয়েছি অর্থাৎ– সহবাস করে ফেলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখো? সে বলল ঃ না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল ঃ না। জিজ্ঞেস করলেন ঃ ষাটজন মিসকীন খাওয়ানোর সাধ্য কি তোমার আছে? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বসো। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পাত্র আনা হলো। পাত্রটি ছিল ওজনের। তাতে খেজুর ভর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ পাত্রের খেজুরগুলো তুমি দান করে দাও। তখন লোকটি বলল ঃ মাদীনায় আমাদের অপেক্ষা অধিক গরীব আর কেউ নেই। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। এতে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হলো। তিনি বললেন ঃ তুমি এটা নিয়ে যাও এবং তোমার ঘরের লোকদের খাওয়াও। (সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ৭২৪)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, লোকটি ইচ্ছাপূর্বক ও সচেতনভাবেই স্ত্রী সহবাসে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং সে জেনে বুঝে এ কাজ করেছিল। কেননা সে যে পাপ করেছে তার পরিণতি ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কিছু না। তাই লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলছিল– "ধ্বংস হয়ে গেছি!" একজন ঈমানদার ব্যক্তিরই এ ধরনের বিপদের মধ্যে নিপতিত হলে এবং এমন কাজ করলে চরম লজ্জা ও অনুতাপ এবং অন্তরে তীব্র ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে কাফ্ফারা আদায়ের পরামর্শ দিলেন। এর অর্থ, রোযাদার দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করলে তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। পরপর তিন ধরনের কাফ্ফারার প্রস্তাব করা হয়। ক্রীতদাস মুক্ত বা ক্রমাগত দু'মাস রোযা করা কিংবা ষাটজন মিসকীন খাওয়ানোর প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু এর প্রত্যেকটি প্রস্তাবেই সে নিজের অক্ষমতার কথা বলে। এটা হতে বুঝা যায়, এ ধরনের অপরাধের এটাই কাফ্ফারা। যেটা তার পক্ষে সম্ভব সে সেটাই করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾

"রোযার রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য জায়িয করা হয়েছে।"

(সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ১৮৭)

তাফসীর ইবনু কাসীরে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এত গাঢ় যার জন্যে রোযার রাত্রেও তাদেরকে মিলনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, ইফতারের পূর্বে বা পরে কেউ ঘুমিয়ে পড়ার পর রাত্রির মধ্যেই জেগে উঠলেও সে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস করতে পারত না। কারণ, তখন এ নির্দেশ ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে এ নির্দেশ উঠিয়ে নেন। এখন রোযাদার ব্যক্তি মাগরিব থেকে সুব্হে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতে পারবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

একদা ক্বাইস বিন সুরমাহ্ (রাযিঃ) সারাদিন জমিতে কাজ করে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, কিছু খাবার আছে কি? স্ত্রী বলেন, কিছুই নেই, আমি যাচ্ছি এবং কোথাও হতে নিয়ে আসছি। তিনি যান, আর এদিকে তাঁকে ঘুম পেয়ে বসে। স্ত্রী ফিরে এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এখন এ রাত্রি এবং পরবর্তী সারাদিন কিভাবে কাটবে? অতঃপর দিনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হলে ক্বাইস (রাযিঃ) ক্ষুধার জ্বালায় চেতনা হারিয়ে বেহুঁশ হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এ আলোচনা হয়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিমগণ সন্তুষ্ট হয়।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা রোযাদারের জন্য স্ত্রী সহবাস ও পানাহারের শেষ সময় সুবহে সাদিক নির্ধারণ করেছেন। কাজেই এর দ্বারা মাস্আলার উপর দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, সকালে যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় উঠলো, অতঃপর গোসল করে তার রোযা পুরো করে নিলো, তার উপরে কোন দোষ নেই। চার ইমাম এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুরুজনদের এটাই মাযহাব।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম বর্জন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ لَا فِى الْمَسٰجِدِ﴾

"আর যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ১৮৭)

ই'তিকাফ অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের প্রতি নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়িয নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে এবং 'মুবাশিরাত'-এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম এবং তার কারণসমূহ, যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি। নচেৎ কোন জিনিস লেনদেন ইত্যাদি সব কিছুই জায়িয। যদি ই'তিকাফকারী খুবই প্রয়োজনবশতঃ বাড়ীতে যায়, যেমন প্রস্রাব-পায়খানার জন্য বা খাদ্য-খাবার জন্য, তবে ঐ কার্য শেষ করার পরেই তাকে মাসজিদে চলে আসতে হবে। তবে মাসজিদ সংলগ্ন এ সমস্ত ব্যবস্থা থাকলে সেখানেই সেরে নেয়া উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُدْرِكُنِى الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُوْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلٰوةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُوْمُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّقِىْ .

মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হলে আমি নাপাক থাকি। অতঃপর আমি রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এরূপ অবস্থা আমারও হয়ে থাকে। আমারও নাপাক অবস্থায় নামাযের সময় হয়। অতঃপর রোযাও রাখি।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

লোকটি বলল ঃ আপনিতো আর আমাদের মত নন। আপনার সামনের ও পিছনের সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চয়ই আশা করি যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং যে বিষয়ে আমি ভয় করি, সে বিষয়ে তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী জানি।

(মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ২৪৫৯; আবূ দাউদ; আহ্মাদ)

ফজরের নামাযের সময় পর্যন্ত ফরয গোসল না করে থাকাটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কোন বিশেষ অনুমতির ব্যাপার ছিল না। লোকটির জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি নিজের অবস্থা বলে এ বিষয়ে তাঁর কোন বিশেষ সুযোগ থাকার প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন যে, আমি তোমাদের তুলনায় প্রকৃত বিষয়ে বেশী ভয় করি তা সত্ত্বেও আমার এরূপ অবস্থা হলে সে ফজরকালে গোসল করে নামায পড়ি ও রোযা রাখি।

রোযার মাসে নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে গেলেও রোযা রাখার কোন অসুবিধা নেই এবং এ রোযা কাযাও করতে হবে না। সে নাপাকী স্ত্রী সহবাসে হোক বা অন্য কিছুর ফলে হোক।

আরো স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বর্ণিত হয়েছে 'আয়িশাহ্ ও উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণনাটির ভাষা এরূপ।

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ .

নাবী ﷺ-এর ফজর হত অথচ তিনি স্ত্রী সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় থাকতেন। তখন তিনি গোসল করতেন ও রোযাও রাখতেন।

(বুখারী- আধু. প্রকা. হা. ১৭৮৯; মুসলিম; আত্-তিরমিযী)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মানবদেহে যৌবন

ডা. এস.এন. পান্ডে তার 'মেডিক্যাল সেক্স গাইড' গ্রন্থে বলেন ঃ বয়স বাড়তে বাড়তে যৌবনকালটি হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হয়। এ সময় স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। অর্থাৎ– এ সময় থেকে মেয়েরা পরিপূর্ণ মেয়ে, ছেলেরা হয় ছেলে। একাল উপস্থিত না হলে ছেলেদের শুক্রকীট জন্ম নেয় না? মেয়েদের ঋতুও দেখা দেয় না। অবশ্য শুক্রকিট কোন্ দিন জন্ম নেয় তা জানা না গেলেও ঠিক কোন্ দিন ধাতু দর্শন হয় তা সঠিক জানা যায়।

আগেকার দিনে হিন্দু ধর্মে এ ঋতু হওয়ার আগেই মেয়ের বিয়ে দেবার রীতি ছিল। যে বাপ আট নয় বছরেই ঋতুবতী হওয়ার আগে মেয়ের বিয়ে দিতে পারত সে মহা পুণ্য অর্জন করতো। ঋতু দেখা পর্যন্ত মেয়েদের বিয়ে না হলে সে হতো অরক্ষণীয়া। খুব শীঘ্রই তাকে পাত্রস্থ না করলে মহাপাপ এবং চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়। তখনকার ধারণা ছিল এ রকম।

বিয়ের পর মেয়েরা ঋতুবতী হলে সেটা হতো একটা উৎসব আয়োজনের ব্যাপারে। তখন হতো পুনর্বিবাহ অর্থাৎ– দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠান। এ পুনর্বিবাহে বৌ-বরে নতুন গাঁটছড়া বাঁধা হতো –সে সঙ্গে হতো নানা রকমের আনন্দ ও ভোজন।

মানুষ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের গতির অনেক পরিবর্তন হয়ে থাকে। এ সময় তাদের মধ্যে যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। পুরুষ নারী এবং নারী পুরুষের সাথে যৌন মিলনের প্রচেষ্টা করে। নর-নারীর এ আকর্ষণজনক সময়কে যৌবনকাল বলে। যৌবনকাল মানবজাতির অতি উত্তম সময়। আবার এ যৌবনের উত্তেজনায় স্বীয় শক্তি ও প্রতিভা কুপথে পরিচালনা করে দেশ ও জাতির ধ্বংস টেনে আনে। অতএব যৌবনকালে সাময়িক কাম উত্তেজনায় কুপথে ধাবিত হওয়া মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নর-নারীর পরস্পর বৈধ মিলনের মাধ্যমে প্রেম ও ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে নতুন সৃষ্টির সূচনা করতে পারে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

পক্ষান্তরে উভয়ের কারো পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে না। তাছাড়া তাদের এ মিলনে বিলম্ব ঘটলে পুরুষ ও নারী উভয়ই মর্মপীড়া ভোগ করে এবং স্বাচ্ছন্দ্য দূরে চলে যায়, বয়ঃপ্রাপ্তির পর দীর্ঘ সময় ব্যাপী মিলন সম্ভোগ না ঘটলে নানা প্রকার রোগেরও সূত্রপাত হয়। এ অবস্থায় উভয়েরই মতি গতি চঞ্চল হয়ে উঠে। ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে অনেকেই কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যথা সময়ে স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলন সংঘটিত না হলে উভয়ের কারও মনে সুখ শান্তি নাও আসতে পারে। যৌবন এসে গেলে কঠোর শাসনে রাখা হোক অথবা শত প্রলোভনে মুগ্ধ করতে চেষ্ট করা হোক, তথাপি তারা তাদের অসৎ চিন্তা করার সুযোগ ছাড়তে চায় না। অতএব প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্যার বিবাহে যত্নবান হওয়া প্রত্যেকের জন্য একান্ত কর্তব্য। সন্তান বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্ত্রীরূপে সাংসারিক জীবন-যাপনের মধ্যেই রয়েছে উপকার। এতে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মান্য করা হয়। তাছাড়া পাপ কার্যে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। যারা বিবাহ করে তারা অবৈধ উপায়ে যৌন সম্ভোগে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে পারে। শয়তানের সর্বপ্রধান অস্ত্র যৌন প্রবৃত্তিকে অবৈধ পন্থায় চালিত করা। তাছাড়া স্বীয় যৌনাঙ্গকে রক্ষা করলেও অনেক সময় নিজ চক্ষুকে কুদৃষ্টি থেকে এবং মনকে বাজে কুচিন্তা হতে রক্ষা করা মুশকিল হয়ে যায়। যৌবনের আগমনে মানব মন একটা আনন্দের অনুভূতিতে আকুল হয়ে পড়ে। যৌবনকাল হলো গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। যেহেতু যৌবনকালেই মানব জীবনের সর্বরকম উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সময় স্বীয় জীবনের, দেশ ও জাতির উন্নতি ও সেবা করার যোগ্যতা হয়। আবার এ যৌবনকালেই স্বীয় যৌন কামভাব অপচয়ের কারনে জীব-জন্তুর চেয়েও নিম্নস্তরে পতিত হয় এবং নিজ জীবনকে অন্ধকারময় অবনতির নিম্নতম পর্যায় ফেলে দেয়। যৌবনে মানবদেহে বল-শক্তি যেমন বৃদ্ধি হয়ে থাকে, তেমন যৌনাকাঙ্ক্ষা ও কুপ্রবৃত্তিগুলো শক্তিশালী হয়ে মানব মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যৌবনকালে অনেক যুবক যৌবনের তাড়নায় কামভাব দমন করতে না পেরে বিপথগামী হয়ে যায়। আবার অনেক যুবক এ সময় কুপ্রবৃত্তিসমূহের তাড়নায় নেশাগ্রস্ত হয়ে হেরোইন, মদ, গাজা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত চুরি, ডাকাতি, হত্যা, নারী ধর্ষণ করে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

সামাজিক জীবনের নিম্নস্তরে পৌঁছে নিজের সুন্দর জীবনকে নষ্ট করে ফেলে। যেহেতু এ সময় যৌন উত্তেজনায় কামভাবের সৃষ্টি হয় এবং যৌন উত্তেজনা পূর্ণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্বধরনের অন্যায় করতে থাকে। এ যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নর-নারীর মধ্যে বিবাহ করার রীতি প্রবর্তন করেছেন। বিবাহের মাধ্যমে নর-নারীর যৌন-বাসনা পূর্ণ করার পন্থা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পন্থা ইসলামী শারী'আতে জায়িয নেই। বিবাহের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যৌনবাসনা পূর্ণ করা সম্পূর্ণ হারাম। যদিও যৌবনের নতুন অবস্থায় অত্যধিকভাবে কামভাবের উদয় হয় এবং চরম উত্তেজনার জন্য পুরুষ নারীর সাথে আর নারী-পুরুষের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। এ অবস্থায় মনুষ্যত্বের মাত্রা ছেড়ে পশুত্বের গণ্ডিতে পড়ে যায়। তাছাড়া নর-নারী পরিণত বয়সে উপনীত হলে বাধা বিঘ্নের দরুন পূর্ণমাত্রায় সঙ্গমে লিপ্ত হতে না পারার ফলে সঙ্গম লাভ করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে তখন নারীর প্রতি পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল ও পৈশাচিক আচরণ রোধকল্পেই আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজে বিবাহ বন্ধন প্রথার নির্দেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্দর সমাধান করে গেছেন। তিনি বলেন ঃ

مَنْ وُلِدَ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَاَدَبَهُ فَاِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى اَبِيْهِ .

ছেলে সন্তান জন্মলাভ করার পর (তার পিতার উপর তিনটি বিষয়ে দায়িত্ব এসে যায়) (১) ভাল নাম রাখবে। (২) ভাল শিক্ষা দান করবে (৩) বালেগ হলে তাকে বিবাহ করাবে। যদি বালেগ হওয়ার পর বিবাহ না করায় আর ছেলে কোন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে এর পাপের ভাগী হবে পিতা। (সহীহঃ বাইহাক্বী; মিশকাত– হা. ৩১৩৮)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

مَنْ بَلَغَتْ اِبْنَتُهُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا. فَاَصَابَتْ اِثْمًا فَاِثْمُ ذَالِكَ عَلَيْهِ.

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যদি কোন কন্যা বার বছরে উত্তীর্ণ হয়, আর তার পিতা-মাতা তার বিবাহের ব্যবস্থা না করে, আর এর দরুন সে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে পিতা-মাতাকে তার পাপের ভাগী হতে হবে।

(সহীহঃ বাইহাক্বী; মিশকাত– হা. ৩১৩৯)

যদিও আমরা বার বছর বয়সকে শিশু বয়স বলে প্রচার করি, তবে এটা সত্য ও সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, এ বয়সের ছেলে-মেয়ে যৌন সম্ভোগের সক্ষমতা অর্জন করে থাকে। আর যদি তাই সত্য হয় তাহলে সে শিশু থাকলো কিভাবে?

নিত্যদিনের ঘটনা প্রমাণ করছে, মেয়েদের বয়স্কা বানানো কতটুকু ক্ষতিকর। বহু ঘটনা এমন হচ্ছে যে, বয়স্কা হয়ে কোন ছেলের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছে অথবা কারো হাত ধরে পালিয়ে গেছে; ফলে সবংশ কলঙ্কিত হয়েছে। এটা হলো শারী'আতের নির্দেশ পালন না করার কুফল। বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বিবাহের কাজ সমাধা করে ফেলা উচিত। কারণ, সন্তান যৌন মিলনের সুখ ভোগ সময়মত করতে না পারলে নানা প্রকার জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি কুসংস্রবে পতিত হয়ে অমূল্য চরিত্র ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنْ لَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ .

যখন তোমাদের কাছে কোন দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলের প্রস্তাব আসে, তখন তা গ্রহণ করে নাও, নতুবা পৃথিবীতে ফিতনা ও বিরাট ফাসাদ দেখা দিবে। (হাসান সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী– হা. ১০৮৪)

উক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, কোন চরিত্রবান নেক্কার ব্যক্তির সাথে যদি বিবাহ বন্ধনের কাজ না করে বরং অর্থশালী লোক খোঁজ করে, তাহলে বহু ছেলেমেয়ে বিবাহ বিহীন থেকে যাবে। ফলে পৃথিবীতে অবৈধ যৌনচর্চা বেড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যত্র বলেন ঃ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّيْنَ مِثْلَ النِّكَاحِ .

বিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে যে ভালবাসার সৃষ্টি হয়, তা আর কোথাও দেখা যায় না। (সহীহঃ ইবনু মাযাহ; মিশকাত- হা. ৩০৯৩)

বৈবাহিক ও দু' বিপরীত সেক্সের মিলনরীতি যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী এ নিয়মের বাইরে নয়। মানুষের কামনা-বাসনা বিপরীত লিঙ্গের সাথে পূর্ণ মিলন ব্যতীত কোন ক্রমেই চরিতার্থ হতে পারে না। পুরুষের জীবনের সার্থকতা কেবল নারীর দ্বারাই সম্ভব। নারীর জন্যও পুরুষ অপরিহার্য। নারীর অন্তরের অস্থিরতার চরম প্রশান্তি কেবল পুরুষ দ্বারাই সম্ভব। মহান স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়মই এরূপ যে, এর একটি অপরটির মুখাপেক্ষী। সমস্ত পাপ, বিশেষ করে অতি গোপনে নাজায়িয হস্তমৈথুনের মতো কুঅভ্যাস ত্যাগ করে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রিত জীবন-যাপন শুরু করলেই নারী ও পুরুষ উভয়ে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রটি খুঁজে পেতে পারে। কেউই কাউকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। এ যুগে সাধারণতঃ যৌতুকের দিকেই বেশী লক্ষ্য করা হয়। এর ফলে অনেক পরিবারে যুবতী মেয়েদের বিয়ে সময় মতো হয় না। এ অবস্থায় যুবতী মেয়েদের ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কিই বা করার আছে। ঈমানদার মহিলা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার লজ্জাস্থানকে অবশ্যই হিফাযাত করে। সে কোনক্রমেই হস্তমৈথুন করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্বীয় সতীত্ব নষ্ট করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ .

যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছে, রামাযানের রোযা রেখেছে, নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করেছে, স্বামীর আনুগত্য করেছে, তার যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার ইখতিয়ার থাকবে।

(হাসানঃ মিশকাত- হা. ৩২৫৪)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

যে কোন অবস্থায় সন্তানের যদি যৌন মিলনের দোষাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করার আশঙ্কা থাকে তাহলে বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং যৌবন, স্বাস্থ্য ও চরিত্র রক্ষার জন্য নর-নারীর পরিণত বয়সে অবিলম্বে বিবাহ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, এ সময়ের মধ্যে বালক তার পরিবেশ সম্পর্কে বেশ ভাল জ্ঞান অর্জন করে ফেলে। তাছাড়া এ সময় যুবক-যুবতীদের মনে কামভাব তীব্রতর হয় ও পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যৌন ক্ষুধা মিটাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। তবে কৈশোরে অপরিণত বয়সে যখন যৌন জ্ঞান তীব্র হয়নি কিন্তু এ সময় হতেই অনেকে যৌন তৃপ্তি মিটানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠে। ফলে কখনও কখনও কচি ছেলে-মেয়েদের যৌন ক্রীড়ায় লিপ্ত হতে দেখা যায়। অসৎ পরিবেশে অথবা মাতা-পিতার অসতর্কতার কারণে তাদের এ প্রবৃত্তিটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তাছাড়া অনেক সময় মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের অপরিণত বয়স বলে মনে করে তাদের সাক্ষাতে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, ফলে শিশুর মনে ওর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা পুরোপুরি না বুঝলেও তাদের মনে ওর একটা দাগ পড়ে যায়। অতএব, এ ব্যাপারে পিতা-মাতারও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। আমরা যাকে অবুঝ মনে করি, সেও যে অনেক কিছু বুঝে, আমরা তা ভাবি না। ফলে মাতা-পিতার অসতর্কতার দরুন অনেক শিশুই অতি অল্প দিনেই যৌন বাসনা পরিতৃপ্তির কায়দা-কানুন শিখে ফেলে এবং অন্যের সঙ্গে তা অভ্যাস করতে গিয়ে চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া বর্তমান সমাজ ও পরিবেশের পরিবর্তন করা একান্ত আবশ্যক এবং এমন পরিবেশ তৈরী করতে হবে যেখানে পবিত্রতার সমৃদ্ধি লাভ করে। বর্তমান সমাজের ব্যর্থতার কারণ হলো, তা সন্তানদের যে আইন ও বিধি-বিধানের আনুগত্য করাতে চায় নিজেরা আবার সে পথের বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন যৌনতা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার একমাত্র পথ অশ্লীল সাহিত্য, নগ্ন ছবি অথবা অর্ধনগ্ন ছবি, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যৌন উত্তেজনাকর নৃত্যগীতের আসর– এসব সন্তানদের সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপনের সহায়ক কোন দিনই হতে পারে না। টিভি, ভিসিআর, ডিস-এ তিনটি ধ্বংসাত্মক বস্তুই মানুষের মাঝে ভয়াবহ পরিণতি

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সৃষ্টি করছে। যার দ্বারা প্রায় প্রতিটি যুবক-যুবতী অনিচ্ছাসত্ত্বেও অসচ্চরিত্রের হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তার স্বভাব ও কর্মকাণ্ডে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। আর যেহেতু এ তিনটি বস্তুর অধিকাংশ ব্যবহারই হচ্ছে আজকের সমাজে শুধু অহেতুক তামাশা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও দ্বীনহীন কর্মকাণ্ডে। ফলে এগুলো মানব সমাজে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

"যেসব লোক পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রসার লাভ করুক, তাদের মধ্যে ইহ্কাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (সূরাহ্ নূর ঃ ১৯)

আল্লাহ তা'আলা যেটাকে অশ্লীল ও নির্লজ্জতা বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তার প্রচার কোন ঈমানদার লোকই সহ্য করতে পারে না। তাই ইসলামী সমাজে এ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রচারকে মোটেই সমর্থন করা হয়নি।

ইসলামী ব্যভিচার হওয়ার সম্ভাব্য সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি ব্যভিচারের অপরাধ করার সাহস দেখায় তাহলে পূর্ণভাবে তাকে দমন করা ও ব্যভিচারকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়া উচিত। যেসব লোক সমাজকে কলুষিত করতে চায়, সমাজ থেকে তাদের বিতাড়িত করে দেয়া উচিত। এ পথে যে লোক যতটা সাহস দেখাবে, ইসলামের আইন তার জন্যে ততটা কঠোর হবে। নারী-পুরুষের অবৈধ প্রেম চর্চাকারীকে বাধা দিতে হবে এবং যারা কার্যতঃ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত করে শাস্তি দিতে হবে। আর যে লোক বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যৌন মিলনে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করবে, ইসলামী সমাজে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ ব্যতীত মানব সমাজে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন হতে পারে না। আজকে এর ভয়াবহ্ পরিণতি আমাদের সামনেই রয়েছে। অন্যায়-অপকর্ম, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার ঐ চিত্র আমাদের সামনে দৃশ্যমান। যার বহু দৃষ্টান্ত আজকের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে। লজ্জা ও আত্মমর্যাদা মানব সন্তানরা স্বীয় মাতা-পিতার গৃহ থেকে অর্জন করে থাকে। মানুষের লাজ-লজ্জা ধ্বংস হয়ে যাওয়াই হচ্ছে টিভির নির্লজ্জ প্রোগ্রামগুলোর একমাত্র কারণ। অবাধ যৌনাচার সর্বসাধারণের মাঝে এমনভাবে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে যে, কল্পনাও করা যায় না। অশ্লীল সাহিত্য অধিক প্রচারের মাধ্যমে নির্লজ্জ ক্রিয়া-কর্ম পূর্ণমাত্রায় শেখানো হচ্ছে। আজকাল প্রায় সকল শিশুদের মধ্যে এমন দেখা যায় যে, তারা টিভির প্রোগ্রামের সকল নাম বলতে পারে। টিভি শিশুদের বিশেষ করে বালক-বালিকাদের উপর এক ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলছে। টিভি দেখার অধিক আগ্রহ এবং অবাধ মেলামেশা সম্পর্কিত প্রোগ্রাম ছেলে-মেয়েদের উপর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া করে চলছে। এ মর্মান্তিক অবস্থা থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে হলে মাতা-পিতাকে সজাগ হতে হবে এবং যাতে দৃষ্টিসীমার বাইরে কিছু না করতে পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। মাতা-পিতাকে তাদের দায়িত্ববোধের প্রতি যত্নশীল হওয়া একান্ত কর্তব্য। সন্তানদেরকে ভালোবাসার পাশাপাশি ভাল-মন্দ এবং ইসলামিক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের পার্থক্যের শিক্ষাদান একান্ত গুরু দায়িত্ব।

টেলিভিশনে দেখানো নারীদের অর্ধনগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর উপর শিশুদের যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা সহজেই অনুমেয়। টিভির সামনে বাবা-মার সঙ্গে অশ্লীল প্রোগ্রাম বিনা দ্বিধায় দেখতে থাকে আর এরই ফলে কুপ্রবৃত্তি, অবাধ মেলামেশা এবং বিপথগামিতার এরূপ অসংখ্য ঘটনা সমাজে ভরপুর। আজকাল যুবক-যুবতীদের নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড ও অন্যায় অপকর্ম প্রকাশ্য দিবালোকে চলছে। এর একমাত্র কারণ টিভি, ভিসিআর ও ডিস প্রোগ্রাম ইত্যাদি। মুসলিমদের এক একটি ঘর যেন সিনেমা হলে পরিণত হচ্ছে এবং যে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা এক সময়

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এক বিশেষ স্থানসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে।

টিভি, ভিসিআর ও ডিস প্রোগ্রাম ছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র নষ্ট হতে পারে কয়েকটা কারণে। যেমন দেহে নতুন যৌবন আগমন কালে দাদা-দাদী বা নানা-নানীদের মুখে কুরুচিপূর্ণ গল্প শুনা অথবা স্কুলের দুশ্চরিত্রা সহপাঠিনীদের কাছ থেকে প্রেমপত্র ও অশ্লীল যৌন বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করে যৌন জ্ঞান ও যৌন মিলন সম্পর্কে পটু হয়ে যাওয়া। তাদের চরিত্র নষ্ট হওয়ার আরেকটা বিশেষ দিক হচ্ছে যখনই যৌন মিলন সম্পর্কে ধারণা এসে যায় তখনই বাড়িতে সমবয়সী ঝি, চাকরদের সাথে খুব সহজেই মেলামেশার একটা সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। তাছাড়া চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ভাইবোনগণ বাড়িতে বেশি আনাগোনা করে অথবা একই বাড়িতে বসবাস করে যৌন মিলন সম্পর্কে প্রথমে ফিসফিস করে কথাবার্তা এবং পরে পরস্পর প্রাকটিক্যাল যৌন মিলনে লিপ্ত হয়ে চরিত্রকে নষ্ট করে। এছাড়াও বাড়িতে কারও নতুন বিবাহ হলে তাদের মিলন দৃশ্য যে কোন ভাবে গোপন পথে আড়ি পেতে দর্শন অথবা বাড়ির ছাদ থেকে বা পার্শ্ববর্তী গৃহে স্বামী-স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ ও যৌন মিলনের দৃশ্য গোপনে দেখে নিজের মধ্যে মিলনের সাধ শতগুণ বাড়িয়ে তোলে ও চরিত্রকে নষ্ট করে।

আজকাল বিবাহিতদের মধ্যে লাভ-ম্যারেজের সংখ্যাই অধিক। তবে কিছু কিছু এখনও দেখায় যায় যে অভিভাবকদের পছন্দমত পাত্রীকে বেছে নেয়া হচ্ছে। প্রেম করে বিয়েতে কোন রোমান্স থাকে না। লাভ-ম্যারেজের লাভ আগে হয়। প্রেম করে বিয়ে করলে বিবাহের রাত্রে নতুন করে পরস্পরকে জানার যে অজানা আনন্দ, দেহমিলনের আস্বাদ, তা পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের আগে প্রেমের ফসল স্বরূপ অবৈধ সন্তান জন্মাতে দেখা যায়। এজন্য অবৈধ গর্ভপাতের সংখ্যাও কম নয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিয়ের পূর্বে কোন মেয়ের সাথে প্রেম প্রীতি অর্থাৎ– দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবর্তা বলা নিষিদ্ধ ও পাপ।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

নারী বিপথে কেন যায় বা বিপথের দিকে তার আকর্ষণ বৃদ্ধি কেন? এটি একটি জটিল প্রশ্ন। এর সংক্ষিপ্ত ও সহজ উত্তর হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের পর্দার খেলাফ। তবে বিভিন্ন সময় অনুশীলন করে যেসব কারণ মোটামুটি দেখা গেছে তা এখানে বলা হলো।

১. বাল্যকাল থেকে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের (যেমন– মামাতো ভাই, জ্যাঠাতো ভাই, প্রভৃতি) সঙ্গে বেশি বেশি মেলামেশার অভ্যাস। এর দ্বারা বিপথে যাবার প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পায়।

২. স্কুল-কলেজে নানা লোকের সঙ্গে গোপনে মেশা।

৩. অবিবাহিতদের বাবা-মা (অভিভাবকদের) দ্বারা টিভি, ভিসিআর ও ডিস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সন্তানদের বিপথে যাওয়া ও তাদের যৌন কামনাকে বৃদ্ধি করার পথ পরিষ্কার করা।

৪. ছেলেবেলা থেকে পুরুষ ভোগের ইচ্ছা মনের মধ্যে থাকা ও অত্যধিক যৌন কামনা।

৫. যৌন বিকৃতি এবং অন্যায় কাজ করার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। বিশেষ করে কোন পুরুষের প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ।

৬. ভালবেসে কারও সঙ্গে বেরিয়ে এসে পরে অশান্তিতে ভোগা।

ইসলামী আইন-কানুন ও মুসলিমরাই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিল। কারণ, ইসলামী আইন-কানুনেই আছে সামাজিক জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান। এইড্স-এর মতো রোগের সমস্যার সমাধান। কিন্তু হতভাগা মুসলিমরাই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। অপরকে পথ দেখানো তো দূরের কথা বরং নিজেরাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা হতে দূরে সরে গিয়ে অন্যের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে লাগল।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

নর-নারীর যৌন লক্ষণ

প্রতিটি প্রাণীদেহে এক বিশেষ মুহূর্তে যৌবনের সূচনা হয়। নর-নারীর দেহ তেমনি সর্বাঙ্গ সুন্দর অপরূপ শোভাতে ভরে উঠে। আমাদের দেশে ১৫-১৬ বৎসর বয়স হবার সাথে সাথেই নর-নারীর দেহে পূর্ণ যৌবনের লক্ষণগুলোর বিকাশ হতে দেখা দেয়। কিশোরের কণ্ঠস্বর ভারি ও মোটা হয়। লিঙ্গ লম্বা ও মোটা হয়। এর আশেপাশে লোম গজায়। দাড়ি ও মোচ দেখা যায়। দু'বাহুর বগলে কেশরাশি সঞ্চারিত হয়। মাঝে মধ্যে স্বপ্নদোষ হয় ও বীর্য নির্গত হয়। দেহে যৌন শক্তি প্রকাশ পাবার ফলে সুপ্ত কাম-বাসনা, নারী সঙ্গম করার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এ সময়ে কিশোরের উদারতা, সাহসিকতা প্রকাশ পায়। যৌবনের স্থায়িত্বকাল তার মন। মন বুড়িয়ে গেলেই যৌবন চলে যায়। উপেক্ষা, অনাদরের মাধ্যমে অকালে যৌবন চলে যায়।

বালক-বালেগ হওয়ার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে লিঙ্গের উত্তেজনার তারতম্যের ভিতর দিয়েও ঐ সময় বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন দেখা দেয়। সময় অসময় লিঙ্গ উত্তেজিত হয়। ঐ সময় লিঙ্গের শুক্রবাহী নালী দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে লিঙ্গের মুখের দিকে শুক্র বের হয়ে আসে। আর তখন যৌবনের তাড়নায় নারী সম্ভোগের বাসনা উগ্রভাবে জাগরিত হয়। তাদের অন্তরে কামভাব সৃষ্টি হয়। তখন তারা নিবিড়ভাবে নারীর যৌন মিলনে ব্যাকুল হয়ে উঠে। বালক তখন বালিকার এবং বালিকা বালকের সাথে নিবিড়ভাবে মিলিত হওয়ার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে উঠে। বালক-বালিকায় এ আকর্ষণীয় বয়সকেই যৌবনের বয়স বা যৌবনকাল বলা হয়। মানব জীবনের মধ্যে এ যৌবন বয়সই সবচেয়ে মূল্যবান।

কিশোরীর দেহে যৌবনের লক্ষণগুলোর একটা সুস্পষ্ট চেহারা পাওয়া যায়। এ সময় এদের লাবণ্যময়, উজ্জ্বল ও মাধুর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর দেখা দেয়। স্তনযুগল উন্নত হয়– সর্বাঙ্গে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। চেহারায় লাবণ্য দেখা দেয়। মানসিকতার দিক দিয়ে মনের গতি নানা প্রকার সৌন্দর্যের দিকে ধাবিত হয়। ও সময় কোমর, উরু ও নিতম্ব মাংসল হয়ে উঠে। যোনিদ্বার প্রশস্ত ও উন্নত হয়। স্বপ্নদোষ হয় এবং ডিম্বকোষের জন্ম হয়। যৌন প্রদেশের আশেপাশে ও দু'বাহুর বগলে লোম গজায়। কাম প্রেরণা জেগে উঠে। যৌনাঙ্গে, বিশেষ করে স্তনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর এ সময়

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ঋতুস্রাব শুরু হওয়া যৌবনের প্রকৃত ধর্ম। আমাদের দেশে ১১/১২ বৎসরের কিশোরীদের মধ্যে ওই ঋতুস্রাব শুরু হতে দেখা যায়। অনেকের এ সময় কোমরে, উরুতে যন্ত্রণা দেখা দেয়। অনেকের এ সময়ে আদৌ ঐ দুর্লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় না। ১৬ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হবার পরেও যদি কিশোরীর ঋতুস্রাব না হয় তবে বুঝতে হবে কোন জরায়ুর রোগ দায়ী। এজন্য স্ত্রীরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ বা চিকিৎসা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। বলা বাহুল্য নারীদের ঋতুস্রাব ৪০/৪২ বছর পর্যন্ত চলার পর আপনা হতে বন্ধ হয়ে যায়। অনেক কিশোরীর প্রথম ঋতু দর্শনের পর ঋতুস্রাব ২/৪ মাস বন্ধ থেকে যায়। এক্ষেত্রে কখনই রোগ চেপে না রেখে চিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ঋতু হতেই যে বালিকা যুবতীর কোঠায় উঠে এটা ঠিক নয়। তবে তখন থেকেই দেহ ও মনে একটা পরিবর্তন শুরু হয়। তার দেহে যেমন নতুন চিহ্নগুলো ফুটে উঠতে থাকে, মনেও নতুন নতুন ভাবের উদয় হয়। তার অন্তরের যে বিশেষ দৃষ্টি এতকাল নিজের দিকেই নিবদ্ধ ছিল তা যেন হঠাৎ খুলে যায় বাইরের দিকে। তার মন নতুন কোন একটা জিনিসের সন্ধান পায়।

সদ্য ঋতুবতী নারীর সঙ্গে যুবতীর অনেক প্রভেদ। ঋতু দেখা মাত্রই নারী যে জননী হবার উপযুক্ত হলো তাও ঠিক নয়। তাকে অনেকগুলো ধাপ ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে হবে। ঋতু হলো নারীদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করার একটা সূচনা মাত্র। তখনও তার দেহের পরিপূর্ণ গঠন হয়নি। গতিবিধির মধ্যে তখনো কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। তারপর ধীরে ধীরে বুকের স্তন বড় হয়ে উঠবে, চলার ভঙ্গিও হবে ব্যতিক্রম। চোখের দৃষ্টি হয়ে আসে লাজ-নম্র। গায়ের কাপড়-চোপড় সে সামলে রাখে সর্বদা সলজ্জভাবে। এ বিষয়ে কেউ শিখিয়ে না দিলেও সে নিজের দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেই প্রকৃতির নিয়মে শিখে নেয়। এ হলো প্রকৃত যৌন লক্ষণ। ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মনোভাবের ও ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন হয়ে থাকে। সারা অঙ্গে নতুন নতুন যৌন লক্ষণ গজিয়ে উঠে, যা আগে কখনো ছিল না। মনে তেমনি প্রত্যাশা, নতুন ভয়-ভাবনা গজিয়ে উঠে। তাদের মনের গতি তখন বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনকি তখন যৌন বিষয়ক বইপত্র পড়া ও প্রেমপত্র লেখার ইচ্ছা বেশী মাত্রায় দেখা দেয়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ইসলামের দৃষ্টিতে হস্তমৈথুন

আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া এ সুন্দর যৌবনকালটাকে ক্ষয় করার জন্য যে ব্যক্তি তার স্বীয় লিঙ্গের পিছনে লেগে যায় এবং নিজ হাত দিয়ে এটা চর্চা করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার এ হাত পরকালে সাক্ষী দেবে যে, সে এ পাপ কোথায় কতবার করেছে– যা পবিত্র কালামে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ﴾

"আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"

(সূরাহ্ ইয়াসীন ঃ ৬৫)

হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্যে উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। যখন পাপীরা বলবে, আমাদের 'আমালনামায় যা কিছু লেখা হয়েছে আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন– যাতে তারা কোন কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা পাপীদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ .

যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের জামিন হবে আমি তার জান্নাতের জন্যে জামিন হবো। (বুখারী, মিশকাত– হা. ৪৮১২)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, মানব দেহের এ দু'টো অঙ্গ অত্যন্ত দুর্বল ও বিপদজনক। এ অঙ্গ দু'টোর মাধ্যমে বিশেষ করে লজ্জাস্থানের

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে পাপ করাতে শাইতানের জন্য খুব সুবিধা। এ দু'টো অঙ্গ দ্বারাই বেশীরভাগ পাপ হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত অঙ্গ দু'টোকে বিশেষ করে যুবক অবস্থায় লিঙ্গের হিফাযাত করে অবৈধভাবে কোন প্রকারেই বীর্যপাত ঘটাতে চেষ্টা না করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে।

অন্যত্র সহীহ হাদীস থেকে আর প্রমাণিত হয় ঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

(একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ) হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। আর যে বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে না, তার উচিত (কামভাব দমনের জন্যে) রোযা রাখা।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– হা. ৩০৮০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন ঃ

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। (এক) ঐ খতদাতা ব্যক্তি, যে তার খতের মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করে। (দ্বিতীয়) সে বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হিফাযাতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। (তৃতীয়) সে মুজাহিদ, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।

(হাসানঃ আত্-তিরমিযী; নাসায়ী; ইবনু মাজাহ; মিশকাত– তাহ্ঃ আলবানী, হা. ৩০৮৯)

হস্তমৈথুন বা স্বমেহন এমনই একটি কাজ যার অর্থ নিজেকে কলুষিত করা। এটা একটা কলুষ বা পাপবোধ যুক্ত কাজ। উল্লিখিত হাদীসে এটাই

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থানের হিফাযাতের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে অর্থাৎ– সে যিনা তো করেই না বরং হস্তমৈথুনেও লিপ্ত হয়ে নিজের যৌন জীবনকে ক্ষয় না করে লজ্জাস্থানকে হিফাযাত করে, তাকেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা যথাযথ সাহায্য করেন।

হস্তমৈথুন এমনই গোপনীয় পাপ যা মানুষ চোরের মতো চুপিসারে করে এবং প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

উত্তম চরিত্রই হলো পুণ্য। আর যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকের কাছে তা প্রকাশ হওয়াকে তুমি পছন্দ করো না, তা হলো পাপ। (মুসলিম; মিশকাত– হা. ৫০৭৩)

ইসলামের আইনের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও নৈতিকতার হিফাযাত। এ আইন হস্তমৈথুনকে হারাম করেছে এবং জাতির নর-নারীর স্বভাবগত সম্পর্ককে এমন এক আইনের অধীনে করে দেয়ার জন্য বাধ্য করেছে যা তাদের চরিত্রকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে এবং সমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি হস্তমৈথুনের মতো কুঅভ্যাস ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করল, সে কুচরিত্র ও পাপ থেকে মুক্তি পেল। চরিত্র ও সতীত্ব হিফাযাত করাই হচ্ছে বিয়ের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ﴾

"এ মুহরিম স্ত্রীলোকদের ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে। শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং অবাধ যৌনচর্চা প্রতিরোধের জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী তাদের মোহর পরিশোধ করো।" (সূরাহ্ আন্-নিসা ঃ ২৪)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নর-নারীর বিয়ের সম্পর্কের মধ্যে হতে পারে চরিত্র ও সতীত্বের পূর্ণ হিফাযাত। এটা এমনি এক মহান উদ্দেশ্য যার জন্য অন্য যে কোন উদ্দেশ্যকে ত্যাগ করা যেতে পারে কিন্তু অন্য যে কোন উদ্দেশ্যের জন্য এ উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। পুরুষ নারীকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তারা যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে তাদের স্বভাব চরিত্র ও যৌন স্পৃহা পূর্ণ করে। পুরুষ ও নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে ভালবাসা ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে। বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে সমাজ ও সভ্যতা রক্ষা করবে এবং উপভোগ করতে পারবে। হস্তমৈথুনের মতো পাপ করার সাধ মনে জাগ্রত হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً﴾

"এবং তার নিদর্শনাবলীর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (সূরাহ্ আর্-রূম ঃ ২১)

পুরুষেরা নারীদের বিবাহ করে তাদের কাছে পৌছে শান্তি লাভ করবে, এ কারণেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সে পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শান্তি নেই, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষ শারী'আত সম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম নীতি প্রচলন করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না। অশালীন, অশোভনীয় ও অন্যায় কাজে মনে সঙ্কোচবোধ করার নাম হলো হায়া বা লজ্জা। যার লজ্জা বা হায়া নেই সে পারে হস্তমৈথুনে লিপ্ত হতে। হাদীসের ভাষ্য মতে লজ্জা হলো ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। কাজেই ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই হায়ার গুণে গুণান্বিত হতে বাধ্য। সে-কি করে বেশরম ও বেহায়ার মতো হস্তমৈথুন কাজ সমাধা করে বীর্যপাত ঘটাতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ .

লজ্জা শুধু কল্যাণই আনয়ন করে। অন্য এক বর্ণনা মতে লজ্জার সবটুকুই কল্যাণকর। (বুখারী; মুসলিম; মিশকাত– হা. ৫০৭১)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ .

লজ্জা হলো ঈমানের একটি অঙ্গ এবং ঈমানদার ব্যক্তি বেহেশ্‌তী হবে। আর লজ্জাহীনতা হলো পাপ, আর পাপী ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।

(সহীহঃ আহ্‌মাদ; আত্-তিরমিয– হা. ২০০৯)

ঈমানের পূর্ণতা উন্নত ও নৈতিক চরিত্রের উপরই নির্ভরশীল। অতএব নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে যতটুকু উন্নত তার ঈমান ততটুকু পরিপূর্ণ। অর্থাৎ– যার ঈমান যতপূর্ণ, তার চরিত্রও তত উন্নত এবং যার চরিত্র উন্নত, মনে করতে হবে যে, সে একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি। অতএব যার ঈমান পূর্ণ হয়েছে তার চরিত্র উন্নত না হয়ে পারে না। আবার যার উন্নত মানের চরিত্র নেই, তার ঈমান পূর্ণ হবার কোন প্রমাণই নেই। ইসলামের চরিত্রের যে কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে তা নিম্ন হাদীস থেকে সহজেই বুঝা যায়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا .

মুসলিমদের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ ঈমানদার সে ব্যক্তি যার নৈতিক চরিত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। (হাসান সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা. ১১৬২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন ঃ

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، اِحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، لَا تَزْنُوْا، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجًا فَلَهُ الْجَنَّةُ .

হে কুরাইশী যুবকগণ! তোমরা লজ্জাস্থানের হিফাযাত করো, ব্যভিচার করো না। যারা নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার সঙ্গে যৌবন অতিবাহিত করবে তারা জান্নাতের হকদার। (বাইহাক্বী)

মানুষ যখনই কুচিন্তা মনের মধ্যে টেনে আনবে তখনই শাইতান তার লজ্জাস্থানকে হিফাযাত রাখতে দেবে না। তাকে নানাভাবে দুর্বল করে তারই পাক পবিত্র হাত দিয়ে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটাবে। মানব দেহের মধ্যে অন্তর হচ্ছে শাসক স্বরূপ। অন্তরে কুচিন্তার উদয় হলে যদি তা অন্তরের মধ্যে লালন করা হয় তবে পাপ থেকে মানুষ বিরত থাকতে পারে না। অন্তর যখন খারাপ চিন্তা লালন করতে থাকে তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরের কামনা পূর্ণ করার কাজে রত হয়। সুতরাং অন্তরে কুচিন্তা উদয় হলে সর্বশক্তি দিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا فَهُوَ مُدْرِكٌ ذَالِكَ لَامَحَالَةَ اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ .

আদম সন্তানের জন্য তার অংশের যিনা নির্দিষ্ট আছে যা সে অবশ্যই পাবে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

কামভাবে দেখা বা কুদৃষ্টিতে দেখা চোখের যিনা। কামসূচক কথাবার্তা শুনা কানের যিনা। এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা জিহ্বার যিনা। হাত দিয়ে ধরা হাতের যিনা। এজন্য হেঁটে যাওয়া পায়ের যিনা। এ সম্পর্কে কামনা-বাসনা পোষণ করা অন্তরের যিনা। এরপর লজ্জাস্থান হয় ব্যভিচার কাজটা সম্পন্ন করে অথবা বিরত থাকে। (বুখারী; মুসলিম; আবূ দাউদ; নাসায়ী; মিশকাত– হা. ৮৬)

এ সম্পর্কে আবূ দাঊদ ও মুসলিমের এক বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ

وَالْفَمُ يَزْنِى فَزِنَاهُ الْقُبَلُ .

এবং দু' হাত যিনা করে, তাদের যিনা হচ্ছে ধরা। দু' পা যিনা করে, তাদের যিনা হচ্ছে হেঁটে যাওয়া এবং চুম্বন করা মুখের যিনা।

(মুসলিম; আবূ দাউদ)

কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করতে, কামসূচক কথাবার্তা বলতে, বা ঐ ধরনের কথাবার্তা শুনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। যদি লোকে এ সমস্ত গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে তবে সে খারাপের শেষ পর্যায় পর্যন্ত যাবে না। এখানে এ কথাটাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, খারাপ চিন্তা মনের মধ্যে লালন করলে তার জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

হস্তমৈথুনের ফলাফল

বৈধভাবে হালাল পথে বিবাহের মাধ্যমে যৌন মিলন ব্যতীত শুক্রক্ষরণ হতে পারে। কিন্তু বৈধ যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী যেভাবে যৌন ক্ষুধা মিটাতে চায় তা অবৈধ পথে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ফলে সেটা একান্ত নিরস ও অতৃপ্তিকর হয়। হস্তমৈথুন নর-নারীর যৌন তৃপ্তিদানে সহায়তা করে, তবে যৌন মিলন অতৃপ্তি রয়ে যায়। আর অধিক পরিমাণে হস্তমৈথুনের ফলে পরবর্তীতে দাম্পত্য জীবন অসুখের হয়ে পড়ে। দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে হলে উপযোগী ও হালাল যৌন মিলন হওয়া আবশ্যক। নতুন যৌবন পেয়ে ধৈর্য ধারণ করা একান্ত কর্তব্য। যৌন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে হস্তমৈথুন না করে বিবাহের মাধ্যমে পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত। আর এভাবেই মিলনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের পক্ষে চরম আনন্দ লাভ করা সম্ভব।

কৃত্রিম মৈথুন বা অন্যায়ভাবে শুক্রপাত করতে থাকলে তার জন্য শুক্র তরল হয়। আর এ কুঅভ্যাস চলতে থাকলে নানা রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন ধ্বজভঙ্গ, গনোরিয়া, সিফিলিস, অপুষ্টি, হর্মোনের অভাব, রক্তশূণ্যতা প্রভৃতি। শুক্র অপেক্ষাকৃত পাতলা হলে সঙ্গে সঙ্গে দেহগত অপুষ্টি বিদ্যমান থাকে। দেহ ঠিকমত পুষ্টি পায় না। দেহে যৌন হর্মোনের কমে যায় যার ফলে যৌন ক্ষমতা কম থাকে। তাছাড়া শুক্রপাত বেশি হবার কারণে বুক ধড়ফড় করা, মাথা ধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা দেয়। এর প্রধান চিকিৎসা একটাই তা হচ্ছে হস্তমৈথুন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া। আর নিজ মনকে সর্বদা ধর্মপথে রাখা।

হস্তমৈথুন দৈহিক, নৈতিক ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষতিকর। যদিও হস্তমৈথুন যৌন উত্তেজনা নিরসনের একমাত্র পথ।

ডাঃ অনিতা বলেন ঃ দেখা গেছে যে, ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ৮০ শতাংশের বেশি পুরুষ এবং ৭০ শতাংশ নারীর জীবনে হস্তমৈথুনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মাসে একবার থেকে শুরু করে সপ্তাহে কয়েকবার পর্যন্ত নারী-পুরুষ হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হতে পারে।

বিবাহ করে পারিবারিক জীবন-যাপন ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য। এতে যেমন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

জীবন-যাপন সম্ভব, তেমনি যৌন মিলন স্বাভাবিক ও সঠিকভাবে এবং পূর্ণ শৃঙ্খলা ও নির্ভেজাল পরিতৃপ্তি সহকারে পূরণ হতে পারে কেবলমাত্র এ উপায়ে। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে যৌন মিলনের বাসনা বিদ্যমান, তার পরিপূর্ণ ও চরিতার্থতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া একান্তই আবশ্যক। যৌন মিলনের বাসনা চরিতার্থের জন্যে বিয়ের বাইরে নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে যৌন উত্তেজনা নিরসনের একমাত্র পথ হচ্ছে হস্তমৈথুন। স্বীয় হস্তদ্বয়ের সাহায্যে নিজের যৌন উত্তেজনা দমন করার দিকে মনোযোগ দেয়া অন্যায় ও পাপ। আধুনিক সভ্য সমাজের এক বিরাট অংশ আজ এ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। এর ফলে ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে নানা প্রকারের যৌন ও মানসিক রোগ। এ রোগ একবার যাকে ভালভাবে পেয়ে বসে, তার পক্ষে এ থেকে মুক্তি লাভ করা যেমন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি বিয়ে করে সাফল্যজনকভাবে জীবন-যাপন করা তার পক্ষে কোন দিনই সম্ভবপর হয় না। কেননা তার অন্যান্য বহু রকমের রোগের সঙ্গে দ্রুত বীর্যপাত রোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে সে কোন দিনই স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দিতে পারে না। ছোট বয়সে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যদি যৌন লালসা দেখা দেয়, তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবেই যৌন উত্তেজনা নিরসনের জন্যে স্বীয় লিঙ্গের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আর হস্তমৈথুনের মাধ্যমে যৌন উত্তেজনা দমন করে। ধীরে ধীরে সমমৈথুনের মারাত্মক কুঅভ্যাস শক্তভাবে গড়ে উঠে। ক্রমে তা দৃঢ়মূল অভ্যাসে পরিণত হয়। এসব রোগের মূল কারণই হচ্ছে যে সব ছেলে-মেয়ে মায়ের অসদাচারণ দেখতে পায়, যৌন মিলনের জন্যে তাদের মনে তীব্র বাসনার উদ্রেক হয়। এ কারণে তারা সমলিঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মা-বাবাকে কিংবা কোন নিকটাত্মীয় লোকদের তারা যা করতে দেখে অথবা করে বলে তাদের মনে ধারণা জন্মে, তারা তাই সমলিঙ্গের ছেলে-মেয়েদের সাথে করতে চেষ্টা করে অবশেষে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে তা পূরণ করে। ফলে এদের বহুদিনের এ কুঅভ্যাসের জন্যে বিপরীত লিঙ্গ সম্পর্কে তাদের মধ্যে এক প্রকারের ভীতির সঞ্চার হয়। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিগমন্ড ফ্রয়েড বলেন ঃ এ সমমৈথুন নিষ্ফল ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। এর পরিণাম দুঃখ ও চিন্তা এবং শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে হস্তমৈথুন কঠিন গুনাহের কাজ। তাছাড়া এর ফলে মানুষের মনুষত্ব চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। মানুষের জীবনী শক্তি ও যৌন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। যে উদ্দেশ্যে মানুষকে নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এসব কাজে তা বিনষ্ট ও ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ধরনের কাজে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিতান্ত পশুতে পরিণত হয়। বিবাহিত হয়ে সুস্থ পবিত্র জীবন-যাপন করা ও স্থায়ী যৌন মিলন ব্যবস্থায় পরিতৃপ্ত হওয়া এ কুঅভ্যাসের লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত যুবক কামভাবের দরুন প্রায় পাগল হয়ে উঠে। যৌন মিলনের বাসনায় তাদের মন অস্থির হয়ে উঠে। যে পর্যন্ত কাম চরিতার্থ না হয়, সে পর্যন্ত তারা স্থির থাকতে পারে না। শুধুমাত্র সমাজের নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয় বলে মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রম করে না। কিন্তু যাদের লজ্জা-শরম নেই, তারা সীমাতিক্রম করে অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়।

আধুনিক অপরিণত বয়সের বালক বালিকারা হস্তমৈথুনের কুঅভ্যাস এমনভাবে করে যে, তাদ্বারা তারা দিন দিন দুশ্চরিত্রবান হয়ে উঠে এবং সাথে সাথে স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও মারাত্মক অবনতি ঘটে।

কেন মানুষ এ পাপ কাজটা করে? উত্তর খুব সহজ, ভাল লাগে বলে। তবে স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সঙ্গমের মতো অতটা ভাল লাগে না ঠিক, কিন্তু তা কাছাকাছি যায়। স্ত্রীর অভাবে এটা একটা চমৎকার আনন্দদায়ক বিকল্প। খুব অল্প বয়সেই এ পাপের শুরু আবার অনেক বুড়ো সঙ্গমের সুযোগ হারালে ফিরে আসে পুরনো অভ্যাস।

যদিও একজন সচেতন যুবক হস্তমৈথুনে মাত্রা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে তবুও তার এ হস্তমৈথুনের পাপের বোঝা তো বাড়তেই থাকে। যৌবন পেয়েই সেটাকে ক্ষয় করে ফেলা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এমতাবস্থায় বিয়ে করার সাহস পর্যন্ত থাকে না। বিয়ের প্রস্তাব দিলে লজ্জা ও সঙ্কোচে পড়ে যায়। চুল-দাড়ি তাড়াতাড়ি পেকে যায়। জীবন তখন নিজের কাছেই মূল্যহীন ও নিরর্থক মনে হয়। তাছাড়া দেহে শক্তিহীনতা এবং যৌনাঙ্গে দুর্বলতা এমনকি বক্রতাও হতে দেখা যায়। তখন এমনই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, কর্মক্ষমতা থাকে না। সামান্য মাত্র পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠে। হঠাৎ বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ালে চোখে অন্ধকার দেখে, মাথা ঘুরায়,

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্মৃতিশক্তি কমে যায় আর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। কথায়-কথায় ক্রোধের উৎপত্তি হয়। অকালে বার্ধক্য আসে।

যৌবনকালের যৌন মিলনের বাসনা যুবকদের শারীরিক সুখ সম্ভোগের চরম সীমায় পৌঁছে দেয়। যৌবন কাল হচ্ছে যুবকদের এক অমূল্য সম্পদ। যুবক তার যৌন মিলনের বাসনাকে ঠিক রাখতে পারলে সে তার সামনের দাম্পত্য জীবনের দিনগুলো অত্যন্ত সুখে-আনন্দে কাটাতে পারে। অন্যথায় যৌন জীবন বিফল হয়ে যায় অন্যায়ভাবে হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়ে যুবকেরা জীবনকে বিপন্ন করে। এতে শরীরের ক্ষয় হওয়ার সাথে সাথে মস্তিষ্কের শক্তিও কমে যায়। আর অতিমাত্রায় হস্তমৈথুন চলতে থাকলে বীর্যের সন্তান উৎপাদন শক্তি কমে যায়।

যুবতীদেরও অতিরিক্ত হস্তমৈথুনে যুবকদের মতো বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির শিকার হতে হয়। অত্যধিক হস্তমৈথুনের ফলে পুরুষের যত প্রকার ক্ষতি সাধন হয়, নারীদের তদপেক্ষা কম নয়। তাদের শ্বেতস্রাব অধিক হতে থাকে এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক ব্যাধিগুলোতে আক্রান্ত হয়। অকালেই যৌবন ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। জরায়ু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জ্বালা পোড়ার সৃষ্টি হয়। যোনীর শিরাগুলো ঢিলা হয়ে যায়। লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়। বার্ধক্যের ছাপ পড়ে যায়। চেহারায় যৌবনের সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ফলে সন্তান জন্মাবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। নারীর বীর্য ঠিক স্থানে স্থির থাকতে না পারায় সন্তান জন্ম হতে পারে না। তাছাড়া বীর্যের পরিবর্তে অন্য এক প্রকার পদার্থ বের হয় তাতে স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটে। দীর্ঘদিন হস্তমৈথুনের ফলে জরায়ুতে পুরুষের বীর্য স্থির থাকতে পারে না। ফলে জরায়ু এবং যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় বহাল না থাকার দরুন যদিও সন্তান জন্ম হয় ক্ষীণস্বাস্থ্য ও রোগাটে হয়। এসব সন্তান অনেক সময় অকালে মৃত্যুবরণ করে।

অতিরিক্ত হস্তমৈথুনের ফলে মহিলাদের স্তনযুগল শ্লথ হয়ে যায় এবং কিছুদিনেই ঝুলে পড়ে। যার ফলে নারীর প্রধান বস্তু স্তনদ্বয় তার মূল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বামীকে আকৃষ্ট করার মতো আর কিছুই থাকে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সঙ্গমের সুখ অনুভব করতে পারে না। আর বিশেষ করে সহবাস স্ত্রীর নিকট যন্ত্রণা বিশেষ হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর জটিল ও কঠিন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, চেহারাও বিশ্রী দেখায় এবং অনিয়মিত মাসিক হতে থাকে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

যৌন অক্ষমতার সঠিক চিকিৎসা

অনেক যুবকই পুরুষত্বহীনতা দূর করার জন্যে কোথায় সাফল্যজনক চিকিৎসা পাবে এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাজারে এ ধরনের বহু উপকরণ পাওয়া যায় বটে, তবে এগুলো বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়েছে এবং কোন কোনটি কাজেরই নয়। আবার কিছু আছে, যেগুলো সাময়িক কাজে আসে তবে ক্ষতিকর। ইংল্যান্ডে একটি যন্ত্র বের হয়েছে। এটি তারা তাদের রোগীদের চিকিৎসার জন্যে ব্যবহার করেছেন। যৌন বিজ্ঞানীদের মধ্যে পুরুষাঙ্গের যন্ত্র ব্যবহার এখনো বিতর্কের বিষয়। অধিকাংশই মনে করেন এ ধরনের যন্ত্রের উপরে নির্ভরতা পুরুষের অক্ষমতা দূর করতে সক্ষম নয় এবং এটা মূল সমস্যাও দূর করতে পারে না। তবে যৌন বিজ্ঞানীদের সঠিক মত হচ্ছে যে, শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক কারণে একজন পুরুষ যৌন মিলনে অক্ষম হয়ে যায়।

অনেকে যৌনাঙ্গ ক্ষুদ্রাকৃতি নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকে। ভাবে আমি স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দিতে পারবো কি-না?

স্বামীর যৌনাঙ্গের আকারের উপরে স্ত্রীর যৌন তৃপ্তি নির্ভর করে এ ধারণার চেয়ে ভুল করে কিছু হতে পারে না। অনেকেই সহপাঠী ও বন্ধুদের কাছে যৌনাঙ্গের স্বাভাবিক আকার সম্পর্কে ঠাট্টাচ্ছলে যা শুনে তাই বিশ্বাস করে বসে। যদি কোন পুরুষের যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক আকারের চেয়ে ছোট হয় তাহলেও যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটা কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না যৌন উত্তেজনার জন্যে যেসব কলা-কৌশল প্রয়োজন সে সম্পর্কিত সঠিক ধারণা এবং জ্ঞান যৌনাঙ্গের আকারের চেয়ে অনেক বেশি জরুরী বিষয়। যদি স্বামীর এ জ্ঞান এবং কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা থাকে, সর্বোপরি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরকে ভালবাসে, তাহলে যৌনাঙ্গের আকার নিয়ে স্বামীর উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। অত্যন্ত ক্ষুদ্র যৌনাঙ্গ নিয়েও স্বামী-স্ত্রীকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে সক্ষম।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যদি কোন পুরুষের লিঙ্গ দুর্বল বা ছোট থাকে তবুও তার জন্যে একজন স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দেয়া কোন ব্যাপারই নয়। যেখানে একজন সক্ষম পুরুষ চারজন স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দিতে পারে সেখানে একজন দুর্বল পুরুষ একজন স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দেয়া কোন সমস্যার কথা নয়। কারণ, যোনীনালীর সঙ্কোচন এবং প্রসারতার ক্ষমতা অদ্ভুত ধরনের। এ কারণে সঙ্গমকালে পুরুষের লিঙ্গ ছোট বা বড় হলেও বেশ খাপ খেয়ে যায়– কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। স্ত্রী লোকের যৌনাঙ্গ বিশেষভাবে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণশীল এবং এমনভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন যে, তাতে চাপ পড়লে প্রয়োজন মতো ফাঁক হয়ে যায় রাবারের মতো। মেয়েলোকের সন্তান প্রসবের সময় যোনীনালী প্রায় তের চৌদ্দ ইঞ্চি ফাঁক হয়ে যায়। যোনীনালীর ভিতরটা খুবই নরম ও কোমল। কিন্তু সমতল নয়, কতগুলো বে-মিল ভাঁজে ভাঁজে ভরা।

মনে রাখতে হবে যৌন মিলনের যে কোন ব্যবস্থাই শুধু প্রাথমিক ব্যবস্থা। পুরুষত্বহীনতা বা অক্ষমতার প্রকৃত কারণ তাই খুঁজে বের করা আবশ্যক এবং সে কারণ দূর করাও দরকার। শুধুমাত্র ডাক্তার বললেই ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। যৌন অক্ষমতা নিরাময়ের ক্ষেত্রে ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অধিকাংশ ডাক্তার ব্যর্থ হয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে এ ট্যাবলেট ফলদায়ক, তা সত্যিকার যৌন কামনা নয় বরং সেটা সক্ষমতা। যা একটা অর্থহীন কামনা সৃষ্টি করে থাকে। সঠিক চিকিৎসার জন্যে আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এ ট্যাবলেট বিপজ্জনক বলে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত খাওয়া উচিত নয়। এটা খেলে আপনার বুক ধড়ফড়ানি, দুর্বলতা এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে– যা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। তাছাড়া এ বিষয়ের উপর হাতুড়ে ডাক্তারের অভাব নেই। একেক জন একেক ধরনের প্রচার বা এ্যাডভারটাইস করে রোগীর চিকিৎসা করে থাকে। আর কোথাও কোথাও হ্যান্ডবিলের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এ হ্যান্ডবিলের কপি নিম্নে আপনাদের সতর্ক করার জন্য প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

হ্যান্ডবিলের কপি নিম্নরূপ ঃ

আপনার সেবায় নিয়োজিত

আর হতাশা নয় মাত্র ১৪ দিনে আরোগ্য করা হয়

যুবক ও বিবাহিত ভাইদের জন্য সুখবর। আপনি কি দাম্পত্য জীবনে অসুখী? বিবাহ করতে ভয় পাচ্ছেন? স্ত্রী মিলনে দুর্বল, অক্ষম?

আর হতাশা নয় অধিক সময় স্ত্রী সহবাস করার জন্য আমাদের বাজীকরণ জাতীয় ঔষধগুলো বিশেষ সতর্কভাবে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে ধাতু, উপধাতু, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা ও ভেষজের সংমিশ্রণে তৈরী করা হয়, যা নির্দিষ্ট সময় সেবন করলে অশ্বশক্তি সম্পন্ন হওয়া যায়। যা সেবনে চেহারা থাকবে লাবণ্য, মনে থাকবে আনন্দ, লিঙ্গ হবে সবল, সহবাসে পাবেন পূর্ণ তৃপ্তি। এমনকি প্রতি রাতে ২/৩ বার সহবাস করলেও শরীর দুর্বল হবে না।

মেহ, প্রমেহ, ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবের ক্ষয়, স্বপ্নদোষ, সিফিলিস, গণোরিয়া, ধাতু দুর্বলতা, শারীরিক অক্ষমতা, পুরুষত্বহীনতা, ইন্দ্রিয় শিথিলতা, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি মাত্র ১৪ দিনে আরোগ্য করা হয়।

যাবতীয় স্ত্রীরোগ শ্বেতপ্রদর, বাধক, বন্ধ্যাত্ব, অনিয়মিত মাসিক স্রাব, স্বাস্থ্যহীনতা, নারীত্বহীনতা, মেদ, মাথার চুল উঠা, মুখের ব্রণ ইত্যাদি। গ্যাস্ট্রিক, আলসার, পুরাতন আমাশয়, আহারে অনীহা, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগসমূহ।

বিঃ দ্রঃ আপনার মুখ হতে রোগের নাম বলতে হবে না। নাড়ী পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

প্রথমেই বলা হয়েছে মাত্র ১৪ দিনে আরোগ্য করা হয়। এ গ্যারান্টি একজন মানুষ কিভাবে দিতে পারে। এ গ্যারান্টি শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হতে পারে।

উক্ত হ্যান্ডবিলের মতো যে কোন হ্যান্ডবিলের ঠিকানায় হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নেয়া মোটেই উচিত নয়। আপনার মনে যৌন রোগের দুর্বলতা থাকলে আপনি একজন যৌন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা নিন।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এ সমস্ত হ্যান্ডবিলের প্রতিবাদে সংক্ষিপ্ত একটা কথা উল্লেখ করব, হাতুড়ে চিকিৎসায় এর কোন সমাধান নেই। সম্পূর্ণ সক্ষম ব্যক্তিদের নানান রকমের হাতুড়ে চিকিৎসা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

অনেকেই বিয়ের বিষয় শেষ হয়ে যাবার পরে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের যৌন কামনা মিটাবার কোন উপায় থাকে না। তাই অনেকেরই দেখা যায় যে, তাদের যৌন শক্তি ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ফলে গোটা ব্যাপারটা তাদের কাছে ভীতিজনক হয়ে পড়ে এবং নিশ্চিত হয় যে, এ অবস্থা শুধু মনস্তাত্ত্বিক কারণে হয়নি বরং বয়স বাড়ার জন্যে হয়েছে অথবা যৌন কামনা চরিতার্থ করতে না পারার ফল।

দীর্ঘদিন যৌন সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হলে অনেকেই এ পরিস্থিতিতে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন স্ত্রীর কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পরে পুরুষরা দেখতে পায় তাদের খুব দ্রুত বীর্যপাত হচ্ছে। এ সময় অক্ষম হওয়ার আশংকামুক্ত হওয়ার জন্যে ডাক্তারী পরীক্ষারও প্রয়োজন হয় না। কারণ, এটা মূলত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। একজন সহানুভূতিশীল নারীর সঙ্গে বিয়ে হলে এবং কিছুদিন সমঝোতাপূর্ণ জীবন কাটালে আপনি সম্ভবত আপনার পূর্ণ যৌন-ক্ষমতা ফিরে পাবেন।

বিদেশে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধির নানা ধরনের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু এসবের কোনটাই স্বাভাবিক সঙ্গমের সাথে তুলনা করা যায় না। যেমন ছোট্ট একটা রবারের রিং। সেটা লিঙ্গ উত্তেজিত হলে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ধরে রাখতে পারে। উত্তেজিত লিঙ্গকে জোর করে ঢুকিয়ে দিতে হয় রিং এর মধ্যে যাতে লিঙ্গের গোঁড়ায় এসে চেপে বসে রিংটা। এর ফলে লিঙ্গোদ্রেকের সময় যে রক্ত এসে পকেটগুলোয় জমেছে সেটা আর বেরিয়ে যেতে পারছে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত রিংটা বের করা যাচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু সে একই কথা, স্বাভাবিক সঙ্গম এক জিনিস আর যন্ত্রপাতির সাহায্যে সঙ্গম অন্য জিনিস। যৌন অক্ষমতাকে বুঝতে হলে প্রথমে বোঝা দরকার রোগটা

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আসলে লিঙ্গ নয় মস্তিষ্কে। সম্পূর্ণ অক্ষমের শতকরা মাত্র পাঁচজনের এ রোগ শারীরিক, বাদ বাকি সবাই ভুগছে মানসিক রোগে।

একজন যৌন বিশেষজ্ঞ বলেন ঃ বিয়ের পর প্রথম প্রথম প্রায় প্রত্যেক পুরুষই দ্রুত বীর্যপাতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়। চেষ্টা করেও দেরী করা যায় না। এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে নার্ভাস হওয়া। এটা আপনা আপনি সেরে যায়। আবার অনেকের সারে না। যে সমস্ত পুরুষ যৌন জ্ঞান অর্জন করেছে তারা এ দ্রুত বীর্যপতন হওয়া স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করবে। আবার যাদের এ বিষয়ে মোটেই জ্ঞান নেই তাদের মনের গোপন কোণে সামান্য একটু সন্দেহের ছায়া পড়বে না এমন নয়। কিন্তু এ সময় যদি স্ত্রী স্বামীকে অক্ষম মনে করে কিছু বলে তাহলে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ঢুকে যায় স্বামীর অন্তরে সন্দেহের কাল ছায়া। পরের বার যখন সে আবার সঙ্গম করতে যাবে তখন ভয়ানক অনিশ্চয়তা আসবে তার মনে আজও যদি সে রকম হয়। ধরা যাক, আজও বিফল হলো সে। ব্যাস, সন্দেহ ঘনীভূত হলো আরো। পরপর দু' দিনের ব্যর্থতার ফলে তৃতীয়দিন সে ব্যর্থ হতে বাধ্য। পড়ে গেছে সে অশুভ চক্রের ফাঁকে। এরপর প্রয়োজনের সময় উত্তেজনা কিছুতেই হচ্ছে না। বেশিরভাগ যৌন অক্ষমতার শুরু এভাবেই হয়। সম্পূর্ণ অক্ষম ব্যক্তিদের বেলায় অসুবিধাটা শুধু স্ত্রীর সংস্পর্শে এলেই। অন্য সময় দিব্যি সুস্থ। আসলে গোলমাল তার লজ্জাস্থানে নয়, তার মনের মধ্যে। ভয় এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবই আসলে যৌন অক্ষমতার মূল কারণ, কেননা যেখানে সে উত্তেজিত হচ্ছে অথচ স্ত্রী সহবাস করতে সেটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর এটাকেও এক প্রকার অক্ষমতা বলতে হবে এ জন্যে যে, স্ত্রী অতৃপ্ত রয়ে যাচ্ছে। স্বামীর অকাল বীর্যপাতের ফলে সঙ্গম সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

যৌন অক্ষমতার চিকিৎসার ব্যাপারে মন্তব্য করার পূর্বে আমাদের পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে স্বাভাবিক যৌন-ক্রিয়া কাকে বলে। প্রথম প্রয়োজন উত্তেজিত হওয়া, দ্বিতীয় সহবাস করা, তৃতীয় এ অবস্থায় ঠিক

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

থাকা এবং চতুর্থ স্ত্রীকে তৃপ্তি দেয়ার লক্ষ্যে কিছু সময় সহবাসের কাজ চালু রাখা। এ কয়েকটি কাজ পূরণ করতে পারলে যে কোন পুরুষকেই স্বাভাবিক বলা যায়। আসলে খুব নগণ্য কোন ব্যাপার থেকে প্রথমে শুরু হয়, ক্রমে ক্রমে নানান রকমের জটিলতা যুক্ত হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে রোগটা। অশুভ চক্রের পাল্লায় পড়ে গেলেই ঘটে যায় বিপর্যয়।

সঙ্গমের চরমানন্দ লাভের প্রধান শর্তই হচ্ছে পারস্পরিক সমঝোতা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথম প্রথম সমঝোতা আসতে চায় না। বেশ কিছুদিন সময় চলে যায় পরস্পরের ধারা বুঝে নিতে। তাতে ঘাবড়াবার কিছুই নেই।

যৌন গবেষকগণ এটাই প্রমাণ করেছেন যে, কোন রকম ঔষধ ছাড়াই শুধু মানসিক সমস্যাটা এবং সত্যিকারের কারণটা কি রোগীকে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে রোগমুক্ত করা সম্ভব। সম্পূর্ণ অক্ষম ব্যক্তিকে সাজেশন দিয়ে তৃপ্তিকর সঙ্গমে লিপ্ত করা গেছে, অকাল বীর্যপাত ঠেকিয়ে দেয়া গেছে যতক্ষণ খুশি। এভাবে রোগ সারিয়ে তুলে রোগীর আত্মবিশ্বাস এনে ধীরে সুস্থে মূল কারণ খুঁজে বের করে সম্পূর্ণ নিরাময় করা হচ্ছে আজকাল যৌন অক্ষম ব্যক্তিদের। যৌন অক্ষমতা আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয়।

কিনসির গবেষণা অনুযায়ী পুরুষের দ্রুত বীর্যপাত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। নারীতে উপগত হওয়ার দু'মিনিটের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ পুরুষের বীর্যপাত হয়।

ডাঃ মাইকেল হার্ট বলেন ঃ অনেক পুরুষই প্রথমবার স্ত্রী সহবাস করতে গিয়ে সাফল্যজনকভাবে মিলিত হতে পারে না। এর পরে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিয়েও ভেঙ্গে যায়। বিয়ের পরে প্রথমবার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে গিয়ে অনেক যুবক স্বামীই কোন না কোন কারণে সফল হতে পারে না। ভীতি, অতিমাত্রায় উত্তেজনা অথবা অন্য কোন কারণে এমন হতে পারে। ভীতির জন্যে কেউ কেউ নিজেদের পুরুষত্বহীন মনে করতে থাকে। যদি এ ধরনের যুবকরা চিকিৎসকের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ পান এবং সে পরামর্শ অনুসরণ করেন তাহলে আর অসুবিধা থাকে না।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

একটা জরুরী কথা মনে রাখতে হবে– স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতেই হবে এ মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। পারস্পরিক ভিত্তিতে সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এ সমঝোতা হলে সহবাসের সময় ব্যর্থ হওয়ার কোন কারণ থাকবে না।

অকালে বীর্যপাতের চিকিৎসা অত সহজ নয়। বহু বছর ধরে মানুষ এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে, নানাভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ বলেছে, পর পর দু'বার সঙ্গম করো। দ্বিতীয়বার লিঙ্গের স্পর্শকাতরতা কমে গিয়ে বেশিক্ষণ বীর্য ধারণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার কাজটা একেবারেই আনন্দজনক হয় না। পরবর্তী লিঙ্গ উত্তেজনার জন্যে অনিশ্চিত অপেক্ষা নির্যাতনের শামিল। সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর জন্যে কাজটি সহজ হলেও পুরাতনরা দ্বিতীয়বার আবার সঙ্গম করতে হবে ভাবলে সে মুহূর্তে সেটা ক্লান্তিকর শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু মনে করবে না। তারপরে এমন হয়ে যেতে পারে যে, এবারও স্ত্রী তৃপ্তি হওয়ার আগেই বীর্যপাত হয়ে গেছে।

অনেক হাতুড়ে চিকিৎসক পরামর্শ দেয় যে, সঙ্গমের ঘণ্টাখানেক আগে হস্তমৈথুন করে নিজের অনুভূতিগুলোকে একটু দমন করে নিতে। কিন্তু এ অন্যায় ও পাপের পথে কি সমাধান থাকতে পারে। হস্তমৈথুনই যদি করতে হয় তাহলে আর স্ত্রীর প্রয়োজন কি?

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বিয়ের পূর্বে কনে দেখা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ .

অর্থ ঃ "তোমরা বিয়ে করো সে মেয়েলোকদেরকে, যাদেরকে তোমাদের ভাল লাগে।" (সূরাহ্ আন্-নিসা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى مَا يَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ .

তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে কোন্ আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে। (হাসানঃ আবূ দাউদ; মিশকাত– হা. ৩১০৬)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اِذَاخَطَبَ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهَا. اِذَا كَانَ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ وَاِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ .

তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, তখন তাকে দেখা তার পক্ষে দোষণীয় নয়। কেননা সে কেবলমাত্র বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কারণেই তাকে দেখছে (অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়) যদিও সে মেয়েটি কিছুই জানে না। (আহ্মাদ; বায্যার)

বিয়ের পূর্বে কনে দেখা সম্পর্কে পরিষ্কার প্রমাণিত হলো। এ থেকে বোঝা গেল যে, বিয়ের পূর্বে কনে দেখা যত রকমের ও যেভাবেই হোক না কেন সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু এ দেখারও একটা সীমা থাকা উচিত। দেখার অনুমতি পেয়ে ইসলামের নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন করার কোন অধিকার কারো নেই।

অনেকে যদি দেখা হয় শুধু এজন্যে যে, তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং এ দেখার মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় যে, পছন্দ হলেই তাকে বিয়ে করতে রাযী হবে, তবে সে দেখা যদি কনের অজ্ঞতাসারেও হয় তবুও কোন দোষ হবে না, কেননা একজন বিশিষ্ট সাহাবী জাবির ইবনু

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ

فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا .

আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তারপর তাকে গোপনে দেখে নেয়ার জন্যে চেষ্টা চালালাম। শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই, যা আমাকে আকৃষ্ট করে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে। অতঃপর আমি তাকে বিয়ে করি।

(হাসানঃ আবু দাউদ- আল-মাদানী প্রকাশনী, হা. ২০৮২)

বিয়ের পূর্বে মেয়ে দেখার অনুমতির সুযোগ পেয়ে মেয়ের সাথে সময়-অসময় দেখা সাক্ষাৎ করা, চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা, প্রেম-ভালবাসা চর্চা করা, নারীদের সাথে বন্ধুত্ব করা, আর সুযোগ পেলেই নিরিবিলতে মিলিত হওয়া, বেড়ানো ও যুবতী নারীর আসঙ্গ সন্ধানে মেতে উঠা ইসলামে শুধু নিষেধই নয়, বরং এ ধরনের সম্পর্ক করা ব্যভিচারের পথ করে দেয়। বিদেশী ও বিধর্মীদের সভ্যতার দৃষ্টিতে বিয়ের পূর্বে শুধু কনে দেখাই হয় না বরং স্বামী স্ত্রীর ন্যায় যৌন চর্চা এবং প্রেমের আদান-প্রদানও একান্তই জরুরী। আর এটা আধুনিক সভ্যতার একটা অংশও বটে। এসব না হলে পারস্পরিক স্বামী-স্ত্রী হওয়াটাই অকল্পনীয়। এ না হলে দাম্পত্য জীবন মধুময় হতে পারে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই প্রমাণ হয় যে, যখন কোন পুরুষের মনে বিশেষ কোন মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা হবে, তখন নিজ চোখে তাকে দেখে নেয়াতে কোন দোষ নেই। তবে সভ্যতা সহকারে এবং শারী'আতের সীমার মধ্যে থেকে মেয়েকে বিয়ের পূর্বেই দেখে নেবে, তাতে তার ঐ মেয়ে সম্পর্কে মনের খুঁতখুঁতে ভাব ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। থাকবে না কোন সন্দেহ, বা দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ। যদি তার চোখে এ মেয়েকে ভাল লেগেই যায় তাহলে এ দেখার ফলে তার প্রতি আকর্ষণ জাগবে এবং সে বিয়ে করে সুখী হবে। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার দৃষ্টিতে বিয়ের পূর্বে শুধু মেয়েকে দেখাই হয় না, তারা একে অপরের সাথে এমনভাবে মেলা-মেশা করে যে, শেষ পর্যন্ত বিয়ের পূর্বেই তাদের যৌন মিলন ঘটে। বিয়ের পূর্বকালীন যৌন মিলন মূল বিয়েকেই অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে দেয়। এ অবস্থায় যদি বিয়ে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ভেঙ্গে যায় তাহলে আবার আরেক জনের সাথে ব্যভিচার করতে বাধ্য হয়। আর যদি প্রথম পাত্রের সাথেই বিয়ে হয়, তবুও বিয়ের পর তাদের মিলন যেন বাসি ফুলের ন্যায় গন্ধহীন। বস্তুত বিয়ে পূর্বকালীন প্রেম-ভালবাসা। এমনকি যৌন মিলন একটা আবেগের বিষক্রিয়া।

মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিঃ)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» .

কনেকে দেখে নাও। কেননা তাকে বিয়ের পূর্বে দেখে নিলে তাতে তোমাদের মাঝে স্থায়ী ভালবাসার সৃষ্টি হবে। (সহীহঃ আত্-তিরমিযী- আলমাদানী প্রকাশনী, হা. ১০৮৭)

বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বেই যদি সম্ভব হয় মেয়েকে অতি গোপনে দেখে নেয়া ভাল। কিন্তু রীতিমতো প্রস্তাব দেয়ার পর মেয়েকে দেখে অপছন্দ হওয়ার কারণে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হলে সেটা অশোভনীয়। তাই গোপনে দেখার পর পছন্দ না হলে তা প্রত্যাহার করবে। তাদের বিয়ের জন্য আর প্রস্তাব দিবে না। তাতে কারো মনে কষ্ট লাগবে না বা কোন অসুবিধা হবে না এবং প্রস্তাব ভঙ্গ হয়ে গেছে বলে কোন পক্ষের জন্যেই লজ্জা বা অপমানের কারণ হবে না। তবে একান্তই যদি ছেলের পক্ষে মেয়েকে গোপনে দেখা সম্ভব না হয় তাহলে এ পর্যায়ে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক যে, কনে দেখার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে না করে ছেলেকে অতি গোপনে মেয়ে দেখানো উচিত।

এ সম্পর্কে রুহুল মা'আনী থেকে যা প্রমাণিত হয় ঃ

وَاسْتَحْسَنَ كَثِيرُونَ هٰذَا النَّظْرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتّٰى اِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ اِيْذَاءٍ بِخِلَافِ مَا اِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ الْخِطْبَةِ كَمَا لَا يَخْفٰى .

অনেক উলামায়ে কিরাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বেই কনে দেখার এ কাজটি সম্পন্ন করা উচিত মনে মনে করেছেন। (অতি গোপনে) দেখার পর পছন্দ না হলে তা প্রত্যাহার করবে। তাতে কারো মনে কষ্ট লাগবে না। কিন্তু রীতিমতো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিয়ে দেখার পর মেয়ে অপছন্দ হওয়ার কারণে প্রত্যাখান করা হলে তার পরিণাম যে ভাল নয় তা সুস্পষ্ট।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

দাম্পত্য জীবনে মিল-মিশ ভালোবাসার উদ্দেশ্যে এবং পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তির জন্যে বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া উচিত বলে ইসলামে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পবিত্র কুরআন থেকে ইঙ্গিত রয়েছে যে বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সম্পূর্ণ হালাল। কেননা, কোন মেয়ে পছন্দ কিংবা কোন মেয়ে অপছন্দ তা নিজের চোখে দেখেই বুঝে নিতে চেষ্টা করতে হবে, যখন কোন পুরুষের মনে কোন বিশেষ মেয়ে বিয়ে করার বাসনা জাগবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে নেয়ায় কোনই দোষ নেই। তাতে করে তার ঐ মেয়ে সম্পর্কে মনের খুঁতখুঁতে ভাব ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, থাকবে না কোন দ্বিধা। আর এর ফলে ঐ মেয়ের প্রতি আকর্ষণ জাগবে এবং তাকে পেয়ে সুখী হওয়ারই সম্ভাবনা থাকবে।

একজন পুরুষ যে মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, সে তাকে বিয়ের পূর্বে দেখে নেয়াটাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন এবং না দেখে বিয়ে করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন। তিনি বলেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহেচ্ছুক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছ? সে বলল ঃ না, দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ যাও তাকে দেখে নাও। (মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৩৩৪৯)

আল্লামা শাওকানী বলেন ঃ

فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষ যে নারীকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, সে তাকে (বিয়ের পূর্বেই) দেখতে পারে তাতে কোন দোষ নেই। (নাইলুল আওতার- ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১১ পৃ.)

বরের নিজের পক্ষে যদি কনেকে দেখা আদৌ সম্ভব না হয়, তাহলেও অন্তত নির্ভরযোগ্য সূত্রে তার সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া ছেলের পক্ষে একান্তই আবশ্যক। ধন-সম্পদের লোভে অনেক অভিভাবক তাদের যুবতী কন্যাকে বৃদ্ধের হাতে তুলে দেন। তাদের এ স্বার্থ-সিদ্ধির

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

জন্যাই কুফু বা সমতা ভঙ্গ করে অপাত্রে কন্যাকে তুলে দেয়া হয়। এটা অত্যন্ত জঘন্য ও অশোভনীয়। বালিকার পক্ষে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে সংসার করা বিশেষ করে তার দেহ বৃদ্ধকে সঙ্গম করার জন্য পেতে দেয়া একটা বিস্ময় ব্যাপার। আর ঐ যুবতীর মনে যে কষ্ট ও ধিক্কার আসবে এরই ফলে সংসারে ভয়াবহ অশান্তি দেখা দিবে। বার্ধক্যজনিত এক লোকের সংমিশ্রণে যুবতী সুখী হতে পারে না। ফলে যুবতীর মানসিক রোগ দেখা দেয় এবং পরে আত্মহত্যার মতো ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে ফেলে। এ প্রকার বিয়েতে কুফুর বা সমতার বিচার না করলে এবং কুফুর বিপরীত পন্থায় বিয়ে হলে ফল এমনই দাঁড়াবার সম্ভাবনা থাকে। বিবাহের কাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে এমন হলে অভিভাবকরাই দায়ী। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে উভয়পক্ষের অভিভাবকদেরই একান্ত সাবধান হওয়া উচিত এবং পাত্র-পাত্রীর অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে দেয়া উচিত। মাতা-পিতা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে অবশ্যই পরামর্শ দেবে, কিন্তু তাদের মতই একমাত্র চূড়ান্ত মত হতে পারে না। বিশেষ করে বয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়ে তাদের স্পষ্ট মত ছাড়া সম্পন্ন হতেই পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে যা বলেছেন তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি অত্যন্ত জোরালো। তিনি বলেন ঃ

لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَامَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ .

পূর্বে বিবাহিত ছেলে-মেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে স্পষ্ট অনুমতি পাওয়া যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কিভাবে পাওয়া যাবে? তখন তিনি বললেন ঃ জিজ্ঞেস করার পর চুপ থাকাই তার অনুমতি। (বুখারী; মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৩৩৩৭)

উক্ত হাদীস থেকে এটাই জানা গেল যে, স্ত্রী বাছাই করার যে অধিকার পুরুষদের দেয়া হয়েছে, তা কেবল পুরুষদের জন্যেই একচেটিয়া অধিকার নয়। বরং পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও অনুরূপ অধিকার রয়েছে স্বামী বাছাই করার। দুনিয়ার যে কোন জিনিসই ক্রয় করতে যখন ভালভাবে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যাচাই-বাছাই করে খরিদ করা হয়, তখন বিয়ের মতো একটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ খুব সহজেই সম্পন্ন হওয়া উচিত হতে পারে না। বরং যথাসম্ভব খবরাখবর নিয়ে জেনে-শুনে যাচাই-বাছাই করে এ কাজ সম্পন্ন করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। পুরুষ যেমন নিজের দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করবে নারীকে, তেমনি নারীরও অধিকার রয়েছে অনুরূপভাবে বুঝে শুনে একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা। এ অধিকার নারীদের অবশ্যই ইসলাম দিয়েছে। এজন্যে নারীর ইচ্ছা, পছন্দ ও অভিমত অবশ্যই নিতে হবে। ইসলামী শারী'আতে উপযুক্ত বয়সের ছেলে-মেয়েকে অন্যান্য কাজের ন্যায় বিয়ের ব্যাপারেও পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়ঃ

اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَاذِنُهَا اَبُوْهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

পূর্বে বিবাহিত সন্তানরা তাদের নিজেদের বিয়েতে মত জানানোর ব্যাপারে তাদের ওয়ালী অপেক্ষাও বেশী অধিকার রাখে। আর পূর্বে অবিবাহিত সন্তানদের নিকট তাদের পিতা বিয়ের মতো জানতে চাইলে তাদের চুপ থাকাই তাদের অনুমতি। (মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৩৩৪২)

আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ ও মতামতকে পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের ইচ্ছা ছাড়া কোন পুরুষের সাথে জোরপূর্বক তাদের বিয়ে দেয়া ইসলামী শারী'আতে আদৌ জায়িয নয়। তাই যখন পূর্বে অবিবাহিতা মেয়ের কাছে অনুমতি চাওয়া হবে তখন যদি সে চুপ থাকে কিংবা সামান্য হাসে তাহলে ধরে নিতে হবে তার মত আছে ও অনুমতি দিচ্ছে। কিন্তু পূর্বে বিয়ে হওয়া মেয়ের পুনর্বিবাহের প্রশ্ন দেখা দিলে তখন স্পষ্ট ভাষায় তার কাছ থেকে মুখে শুনে আদেশ নিতে হবে।

ইমাম নাব্বী বলেন ঃ

اِنَّهَا اَحَقُّ اَىْ شَرِيْكَةٌ فِى الْحَقِّ بِمَعْنٰى اَنَّهَا لَا تُجْبَرُ وَهِىَ اَيْضًا اَحَقُّ فِىْ تَعْيِيْنِ الزَّوْجِ .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পূর্বে বিবাহিতা মেয়ে মত জানাবার ব্যাপারে বেশী অধিকার সম্পন্না-এ কথার অর্থ এই যে, মত জানানোর অধিকারে সেও শরীক রয়েছে, তাকে বিয়ে দিতে জোর করে বাধ্য করা যাবে না। স্বামী নির্বাচন ও নির্ধারণে সে-ই সবচেয়ে বেশী হকদার।

খানসা বিনতু হাজাম (রাযিঃ)-কে তাঁর পিতা এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দেন। কিন্তু এ বিয়ে খানসার পছন্দ ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, যা বুখারী থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

اِنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَالِكَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحُهَا .

তার পিতা তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি পূর্বে বিবাহিতা। তিনি এ বিয়ে পছন্দ করেন না। (রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে) তার বিয়ে বাতিল করে দেন। (বুখারী– আধু. প্রকা. হা. ৪৭৫৯)

বিয়ের পূর্বে যেমন কনেকে দেখার অনুমতি রয়েছে, তেমনি কনেরও এ অধিকার রয়েছে যে, সে বরকে পছন্দ করে বিয়ে করবে। এ আদেশ যে কোন দৃষ্টিতেই বিচার করা হোক, তবে সুষ্ঠু জীবনের জন্যে ইসলামের এ এক মহা অবদান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর ও কনেকে দেখাদেখি ও পছন্দ-অপছন্দের এ অনুমতি উভয়ের জন্যেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কনেরও এ অধিকার রয়েছে, যে পুরুষটি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাকে দেখার। কেননা যে প্রয়োজনের দরুন এ অনুমতি, তা কনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমানভাবে সত্য ও বাস্তব। 'উমার (রাযিঃ) বলেন ঃ

لَا تُزَوِّجُوْا بَنَاتِكُمْ مِنَ الرَّجُلِ الدَّمِيْمِ. فَاِنَّهُ يُعْجِبُهُنَّ مَا يُعْجِبُهُمْ مِنْهُنَّ .

তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে কুৎসিত অপ্রীতিকর পুরুষের নিকট বিয়ে দিও না। কেননা নারীর যেসব অংশ পুরুষের জন্যে আকর্ষণীয়, পুরুষের সেসব অংশই আকর্ষণীয় হয় মেয়েদের জন্যে। অতএব তাদেরও অধিকার রয়েছে পূর্বে ছেলেকে দেখার। (ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ– ২য় খণ্ড, ২৫ পৃ.)

এ পর্যন্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হলো যে, পুরুষ যে মেয়েলোকটিকে বিয়ে করতে চায়, সে তাকে দেখতে পারে। এতে 'আলিমগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

একমত। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কনেকে কতদূর দেখা যেতে পারে? অধিকাংশ 'আলিমদের মতে কেবলমাত্র মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় দেখা যেতে পারে এজন্যে যে, মুখমণ্ডল দেখলেই কনের সৌন্দর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব আর হস্তদ্বয় গোটা শরীরের গঠন ও আকৃতি বুঝিয়ে দেয়। কাজেই এর বেশী দেখা উচিত নয়।

ইমাম আওযায়ী (রাহ্ঃ) বলেন ঃ

يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَيَجْتَهِدُ وَيَنْظُرُ مِنْهَا .

তার প্রতি তাকানো যাবে, খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যাবে।

পাত্র তখন পর পুরুষ বিধায় পাত্রীর মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি কারো কারো মতে পায়ের পাতা ও কনুইর বেশী দেখতে পারবে না। এতে পাত্রীর শরীরের রং ও মাংসপেশী সম্বন্ধে ধারণা লাভ সম্ভব হবে। কোন পুরুষ মুরুব্বীও এর বেশী দেখতে পারবে না। পাত্রীর দেখা দেয়ার ব্যাপারে পাত্রী এবং অভিভাবক উভয়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত।

পাত্রের মঙ্গলের খাতিরে পাত্রীর প্রকৃত দোষ বলা যায়।

পাত্রী অপছন্দ হলে সতর্কতার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে, যাতে পাত্রীর কোনরূপ ক্ষতি না হয়।

ইমাম আহ্মাদ (রাযিঃ) বলেন ঃ

يُنْظَرُ اِلَى الْوَجْهِ عَلَى غَيْرِ طَرِيْقِ لَذَّةٍ وَلَهُ اَنْ يُرَدِّدَ النَّظَرَ اِلَيْهِ مُتَاَمِّلاً مَحَاسِنَهَا.

কনের চেহারা ও মুখমণ্ডলের দিকে দেখা যাবে, তবে যৌনসুখ লাভের জন্যে নয়, এমনকি তার সৌন্দর্য সম্পর্ক সুস্পষ্ট ধারণা করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি বারবারও তাকানো যেতে পারে। (আহ্মাদ)

কোন মেয়েলোকের প্রতি যৌনসুখ লাভ, যৌন উত্তেজনার দরুন কিংবা কোন সন্দেহ, সংশয় মনে পোষণ করে দৃষ্টিপাত করা মোটেই জায়িয নয়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

নেককার স্ত্রী নির্বাচন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন, চারটি জিনিসের ভিত্তিতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। তার সম্পদের জন্যে, বংশ মর্যাদার জন্যে, রূপের জন্যে ও দ্বীনদারীর জন্যে। অতএব, তোমরা দ্বীনদার নারী বিয়ে করো তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে।

(বুখারী– আধু. প্রকা. হা. ৪৭১৭; মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৩৪৯৯)

হাদীসের মর্মার্থ এই যে, বিয়ে করার সময় সাধারণতঃ কোন মেয়ের এ চারটি জিনিসই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে তার সম্পদের লোভে বিয়ে করা মোটেই উচিত নয়; বরং মেয়েদের সম্পদ থাকলে সেখানে যথাযথ মেহমানদারী পাবে, সম্মান পাবে, শুধুমাত্র এ নিয়্যাত করে সম্পদশালী মেয়ে খোঁজ করা যাবে। তবে স্ত্রী নির্বাচনের বেলায় সম্পদকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্ত্রী নির্বাচনের বেলায় তার দ্বীনদারী ও পরহেযগারীকেই অগ্রাধিকার দিতে যদিও পাত্র-পাত্রীদের বংশমর্যাদা নিয়ে একটা চিন্তা-ভাবনা করার রীতি আমাদের দেশে আছে। কারণ, মানুষের বংশগত ঐতিহ্যের পরিচয়, পুরুষ ও নারীর স্বাস্থ্য, গুণ, চরিত্র, কথা-বার্তার ধরণ, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা-এ সবই তার বংশগত ঐতিহ্যের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, আর এজন্যেই ভাল বংশের সাথে সম্পর্ক করতে পাত্র-পাত্রীর সকলেই আকাঙ্ক্ষিত হয়।

হাদীসে উল্লিখিত চারটি কারণে একজন পুরুষ একটি মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে চিন্তা করতে পারে। এ গুণ চারটির মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখ করা হয়েছে দ্বীনদারীর গুণ। হাদীসের উল্লিখিত চারটি গুণের প্রতিটি গুণই এমন যে, এর যে কোন একটির জন্যে একটি মেয়েকে বিয়ে করা যেতে পারে যদিও এ গুণ চারটির মধ্যে মেয়ের দ্বীনদারী হওয়ার গুণটিই ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে দ্বীনদারী ও চরিত্রবতি মেয়ে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পাওয়া গেলে তাকেই বিয়ে করা উচিত। তাকে বাদ দিয়ে অপর কোন গুণসম্পন্না মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّيْنِ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ .

তোমরা নারীর কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করো না। কেননা তাদের এরূপ তাদেরকে নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে এবং তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করবে না। কেননা ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে করো মেয়ের দ্বীনদারী ও গুণ দেখে। অসুন্দর দাসীও যদি দ্বীনদার হয় তবে সে অন্যদের তুলনায় উত্তম।

(ইবনু মাজাহ; বাযযার; বাইহাক্বী)

উক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, দ্বীনদার ও ধার্মিক মেয়েকে বিয়ে করা উচিত। বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কনে সম্পর্কে প্রথম জানবার বিষয় হলো কনের দ্বীনদারীর ব্যাপার।

অন্যান্য গুণ কি আছে তার চিন্তা পরে করতে হবে। কারণ, কনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে দ্বীনদার হওয়া। ধনী, ভাল বংশজাত ও সুন্দরী হওয়াও কনের বিশেষ গুণ বটে এবং এর যে কোন একটি গুণ থাকলেই একজন মেয়েকে বিয়ে করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এসব গুণ মুখ্য ও প্রধান নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী কেবল ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, রূপ ও সৌন্দর্যের কারণেই একটি মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয়। সবচাইতে বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য গুণ হচ্ছে কনের দ্বীনদারী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيهِنَّ وَلَا تَزَوَّجُوا لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِيهِنَّ وَلٰكِنْ تَزَوَّجُوا هُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ الدِّيْنِ أَفْضَلُ .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তোমরা নারীদের কেবল রূপ দেখেই বিয়ে করো না, কেননা রূপ ও সৌন্দর্য অনেক সময় ধ্বংসের কারণ হতে পারে এবং তাদের ধন-সম্পদের লোভে পড়েও বিয়ে করো না– কেননা এ ধন-মাল তাদের বিদ্রোহী বানাতে পারে। বরং তাদের দ্বীনদারীর গুণ দেখেই বিয়ে করবে। একজন দ্বীনদার কুৎসিত দাসীও অন্যদের তুলনায় ভাল।

(য'ঈফঃ ইবনু মাজাহ্– হা. ৩৬৬/১৮৮৭; বায্যার; বাইহাক্বী)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .

দুনিয়ার সব জিনিসই ভোগ ও ব্যবহারের সামগ্রী আর সবচেয়ে উত্তম সামগ্রী হচ্ছে নেক চরিত্রের স্ত্রী। (মুসলিম; মিশকাত– হা. ৩০৮৩)

উল্লিখিত হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীনদারী ও উন্নত মর্যাদার চরিত্রই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। অন্য কোন গুণই এমন নয়, যার দরুন কোন লোক অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হতে পারে।

বস্তুতঃ রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ যেমন স্থায়ী নয়, তেমনি দাম্পত্য জীবনে অনেক ক্ষেত্রে এ রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ পারিবারিক জীবনে অনেক তিক্ততা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে থাকে। সুন্দরী-রূপসী নারীদের মধ্যে বিশেষত যাদের রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কোন মহৎ গুণ নেই তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদের সুন্দরের অহংকারের ফলে তারা স্বামীর কাছে নতি স্বীকার করতে বা তার প্রতি নমনীয় হতে কখনও প্রস্তুত হয় না। আর পরবর্তীতে এ রূপই হয় তাদের ধ্বংসের কারণ। ধন-মালের প্রাচুর্যও তেমনি নারী জীবনের ধ্বংস টেনে আনতে পারে। যে স্ত্রী নিজে বা তার পিতা বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক তার মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা অহংকার ও বড়ত্বের ভাব থাকে। তার বিয়ে যদি হয় এমন পুরুষের সাথে, যার আর্থিক অবস্থা তার অপেক্ষা অনেক কম কিংবা স্বামী গরীব, তাহলে এ দু'জনের দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে অশান্তি ও তিক্ততা। কেননা স্ত্রী যদি দ্বীনদার না হয় এবং সে ধনী কন্যা বা ধনবতী হয়, তবে সব সময়ই তার গরীব স্বামীকে হেয়, হীন ও নীচ মনে করে থাকে। তার ফলে স্বামী

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

নিজেকে তার স্ত্রীর নিকট ক্ষুদ্র, অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করে। আর এ ধরনের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি কোন দিনই থাকে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীনদার ও নেক্‌কার নারীর মর্মে বলেন ঃ

اَلَّتِیْ تَسُرُّهٗ اِذَا نَظَرَ وَتُطِیْعُهٗ اِذَا اَمَرَ. وَلَا تُخَالِفُهٗ فِیْهَا یَکْرَهُ فِیْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ .

যে নারীকে দেখলে তার স্বামীর মনে আনন্দ আসে, যে কোন কাজের আদেশ করা হলে সে তা যথাযথ পালন করে এবং তার নিজের ও স্বামীর ধন মালের ব্যাপারে স্বামীর মত ও পছন্দ-অপছন্দের বিপরীত কোন কাজই করে না। সে নারীই দ্বীনদার। (মুসনাদ আহমাদ)

নেক চরিত্রের স্ত্রী স্বামীকে সব ধরনের অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এবং দুনিয়া ও ধর্মের কাজে তাকে সর্বদা সাহায্য করে। সে তার স্বামীর জন্যে সর্বাবস্থায় কল্যাণ কামনা করে।

যদি দ্বীনদারী ও নেক্‌কারীর সঙ্গে অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও বিদ্যমান থাকে তবে তো খুবই ভালো। পাত্রীর দ্বীনী বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদের কারণে বিয়ে করা ঈমানদারের জন্য সঙ্গত নয়।

শুধুমাত্র রূপ-লাবণ্যের মোহে পড়ে নারীদেরকে বিয়ে করলে হয়তো বা তাদের রূপ-লাবণ্য তাদের জন্যে ধ্বংসকারী হতে পারে। আর শুধুমাত্র ঐশ্বর্য্যশালিনী হবার কারণেও তাদেরকে বিয়ে করলে এমনও হতে পারে যে, তাদের সম্পদ তাদেরকে পাপ ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন করবে। সুতরাং নারীদের তাদের নেক ও পরহেযগারীর ভিত্তিতেই বিয়ে করতে হবে। কেননা কাল রঙ্গের কুৎসিত দাসীও যদি দ্বীনদার ও নেক্‌কার হয় তবে সে উচ্চবংশীয়া সুন্দরী রমণীর চেয়ে উত্তম।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اِلَیْکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِیْنَهٗ وَخُلُقَهٗ فَزَوِّجُوْهُ اِنْ لَّا تَفْعَلُوْهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْاَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیْرٌ .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তোমাদের যখন এমন কোন লোক বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে আর দ্বীনদারী ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনাহ্-ফ্যাসাদ ও বড় রকম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (হাসান সহীহঃ আত্-তিরমিযী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা. ১০৮৪)

এ হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, বিয়ের বিষয়ে পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারী ও চরিত্রই হলো একমাত্র বিবেচনার বিষয়। যদি বিয়ের ব্যাপারে দ্বীনদারী ও চরিত্রের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ধন-সম্পদ ও বংশ মর্যাদাকে উপলক্ষ করে বিয়ে করা হয় তাহলে মুসলিম সমাজের চরম অকল্যাণ ও মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিবে। কারণ যারা বিশেষ করে ধন-সম্পদের লোভী ও ভোগবাদী তাদের দৃষ্টিতে দ্বীনদারীর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই। এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা ধর্মের উন্নতি ও বৃদ্ধির চিন্তা কি করে করা যেতে পারে? এহেন অবস্থাকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিত্নাহ-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয়রূপে অভিহিত করেছেন।

দ্বীনদার স্ত্রীই প্রকৃত অর্থে স্বামীর হক আদায় করতে পারে। পক্ষান্তরে রূপসী আপন রূপ ও সৌন্দর্যে এবং ধনবতী আপন ধনে গর্বিতা থাকে যা পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। তাছাড়া অনেক রূপসী নারী তাদের রূপচর্চা করতে গিয়ে নিজ সন্তান-সন্ততিকে স্নেহ, মায়া-মমতা ও তাদের লালন-পালন করতে, বিরক্তি বোধ করে। এমনকি রূপচর্চা ও বিলাসিতায় স্বামীর সম্পদ বিনষ্ট করতে বিন্দুমাত্র সতর্ক হয় না।

শিশু জন্মের পরে থাকে অসহায়। মায়ের সযত্ন পরিচর্যার প্রয়োজন থাকে তার। আর মা বিরক্তি বোধ করে তার পরিচর্যা করতে বিরক্তি বোধ করে বুকের দুধ খাওয়াতে, কোলে নিতে, আদর করতে। অথচ এ আদর যত্নের মধ্যেই গড়ে উঠে মা ও শিশুর একটা গাঢ় মানসিক বন্ধন।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্ত্রী নির্বাচনে সমতা রক্ষা

ঈমানদার পুরুষ কেবলমাত্র ঈমানদার ও নেক্‌কার নারীই গ্রহণ করবে, চরিত্রহীনা ও বদকার নারী তার 'কুফু' বা সমতা নয়। এমনিভাবে কোন ঈমানদার চরিত্রবতী নারীকে চরিত্রহীন পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না। বিয়ের ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতার বিচার অবশ্যই করতে হবে। আর বিশেষ করে সে সমতা হবে নৈতিক চরিত্র ও দ্বীনদারীর দিক দিয়ে। তাছাড়াও পাত্র-পাত্রীর ভিতরে বংশ-মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য দিক দিয়েও 'কুফু' বা সমতা হওয়া ভাল। কেননা প্রতিটি বংশে বা গোষ্ঠীতে পারিবারিক পরিবেশ, ভদ্রতা, সভ্যতা পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। সুতরাং বিপরীত বংশ বা গোষ্ঠীর ভিতরে বিবাহ সম্পন্ন হলে অসমতাজনিত কারণে নানা ধরনের ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি দেখা দেয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদও হয়ে যায়। তবে ভিন্ন কুফু বা সমতার সাথে বিবাহ কার্য হতে শারী'আতে যদিও নিষেধ নেই তবুও একই বংশ বা পেশা বা অন্যান্য দিক দিয়ে সমতা হলে ভাল। তাছাড়া বিশেষ করে পাত্র-পাত্রী উভয়ে ধর্মীয় কি দিয়ে দ্বীনদার ও চরিত্রবান হলে বিয়ে করিয়ে দেয়াই উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَعَقْلَهُ فَأَنْكِحُوْهُ .

তোমরা যখন বিয়ের জন্যে এমন ছেলে বা মেয়ে পেয়ে যাবে যার দ্বীনদারী, চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে তোমরা পছন্দ করো, তাহলে তখনই তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। (আত্-তিরমিযী)

ইমাম শাওকানী (রাহ্ঃ) বলেন ঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى اِعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِى الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ .

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, চারিত্রিক দ্বীনদারীর দিক দিয়ে সমতা আছে কিনা বিয়ের সময়ে তা অবশ্য লক্ষ্য করতে হবে। (নাইলুল্ আওতার)

অন্যত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

لَوْعَلِمْنَا اَىُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلٰى اِيْمَانِهٖ .

(একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে) সর্বোত্তম মাল-সম্পদ কি? তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে আমরা অবশ্যই অর্জন করতে চেষ্টা করতাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকা, এবং ঐ অন্তর যা সর্বদা শুকুর আদায় করে এবং সে মু'মিনা স্ত্রীও সর্বোত্তম সম্পদ- যে স্বামীর দ্বীন ও ঈমানের পক্ষে সাহায্যকারিণী হবে। (আহ্‌মাদ; আত্-তিরমিযী)

দ্বীনদার ও পরহেযগারের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলে তা অবশ্যই বিয়ের ব্যাপারে বিবেচনা করতে হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তোমাদের সকলের অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত।"

উক্ত আয়াতে সমতার ব্যাপারে জানা যায় যে, মানুষে-মানুষে পরহেযগারী এবং দ্বীনদারী ছাড়া অপর কোন দিক দিয়ে পার্থক্য না করলেও চলবে। আর এ হলো ইসলামের দৃষ্টিকোণ। কিন্তু এ দৃষ্টিকোণের বাইরে বাস্তব সুবিধা-অসুবিধার বিচার ও বিয়ের ব্যাপারে উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়। এজন্যে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যথাসম্ভব ঐক্য, জ্ঞান-গুণে ও বুদ্ধির দিক দিয়ে সমতা না হলে বাস্তব জীবন দুর্বিসহ ও অশান্তিময় হয়ে উঠতে পারে।

ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ

وَالْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِىْ قَوْلِ اَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ بِاَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ بِالدِّيْنِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالصِّنَاعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ فِيْهَا السَّلَامَةَ مِنَ الْعُيُوْبِ وَالْيَسَارِ فَيَكُوْنُ جِمَاعُهَا سِتَّ خِصَالٍ .

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বহু সংখ্যক 'আলিমের মতে চারটি বিষয়ে কুফু বা সমতার বিচার গণ্য হবে। দ্বীনদারী, আযাদী, বংশ ও শিল্প-জীবিকা। তাদের অনেকে আবার দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও আর্থিক সচ্ছলতার দিক দিয়েও কুফুর বিচার গণ্য করেছেন। ফলে কুফু বিচারের জন্যে মোট দাঁড়াল ছয়টি গুণ।

(মা'আলিমুস্ সুনান)

বংশমর্যাদা ও আর্থিক অবস্থায় সমতা হলে এজন্যে ভাল হয় যে, বংশ-মর্যাদার দিক দিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পার্থক্য হলে যদিও একজন অপরজনকে ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু অনেক সময় একজন অপরজনকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে অপারগ বা অসমর্থ হয়। অনুরূপভাবে একজন যদি হয় ধনী ঘরের সন্তান, আর একজন গরীবের সন্তান তাহলেও অনেক সময় একজন অপরজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা দিতে পারে না। আর এ ধরনের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, বিবাহের পূর্বে বরপক্ষ ও কনেপক্ষ উভয়ে উভয়কে যাচাই না করে যে কোন স্বার্থে বা লোভে বিবাহকার্য সম্পন্ন করেছে। তাই হয়ত ছেলে শিক্ষিত মেয়ে অশিক্ষিত, ছেলে সুন্দর মেয়ে কুৎসিত, ছেলে ভদ্র ও শান্ত মেয়ে অভদ্র ও ঝগড়াটে, ছেলে অল্পবয়সের মেয়ে অধিক বয়সের, ছেলে গরীব মেয়ে ধনী। ছেলে বুদ্ধিমান মেয়ে বোকা অথবা এর বিপরীত যেমন ছেলে বড় ঘরের মেয়ে গরীব ইত্যাদি। আর এ সমস্ত ব্যাপারে সমতা না থাকার দরুন সংসার একটি অশান্তির স্থান হয়ে পড়ে। তাই বিয়ের পূর্বে 'কুফু' বা সামঞ্জস্যতা আছে কি-না তা ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে বিবাহ সম্পন্ন করা উচিত। অন্যথায় সংসার জীবনে অশান্তির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিয়ের ব্যাপারে বংশ, শিক্ষা, রূপ, চরিত্র ও বিশেষ করে দ্বীনদার কি-না, এ সমস্ত গুণাবলীর খবর জানা আবশ্যক পাত্র-পাত্রী সকলেরই বংশ, শিক্ষা, মান-সম্মান ও পরহেযগারীর দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে সমান সমান না হলে সে স্থলে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়াই ভাল। এ অবস্থায় বিয়ে হলে বেশিরভাগই দেখা যায় সেটার ফল বিপরীত দাঁড়ায়। কন্যা দানের পূর্বে পাত্রপক্ষের সম্পূর্ণভাবে খোঁজ-খবর ও পরিচয় জানা একান্ত আবশ্যক। না

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

হয় পরে ঐ পাত্রীর অভিভাবকদের অত্যন্ত বিভ্রান্ত হতে হয়। তাছাড়া এমতাবস্থায় পাত্রের সাথে পাত্রীর মনের মিল না হলে তাকে তালাক্ব দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায়। অথবা আজীবন একটি অনুপযুক্ত পাত্রের সাথে স্ত্রীর সংসার করতে হয়। স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতি দুঃখ-কষ্টে সংসার করতে হয়। স্বামীরপক্ষে স্ত্রী ত্যাগ সহজ হলেও স্ত্রীরপক্ষে স্বামী ত্যাগ করা সহজ হয়ে উঠে না। ঐ ক্ষেত্রে স্ত্রীর সমস্যা জটিল হয়ে যায়। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মিলন যাতে সুখের হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উভয়পক্ষেরই একান্ত কর্তব্য। পাত্রী নির্বাচনে তার শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে যেন মোটামুটিভাবে একই রকম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। পাত্র-পাত্রী উভয়েই এক রকমের স্বভাব সম্পন্ন হলে খুবই ভাল। তাছাড়া উভয়ে সমান শিক্ষিত অথবা পাত্র কিছু বেশী শিক্ষিত হলেও কোন সমস্যার ভয় থাকে না। তবে একজন শিক্ষিত অপরজন একেবারেই অশিক্ষিত হলে সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে পাত্রী শিক্ষিতা আর পাত্র অশিক্ষিত হলে মারাত্মক সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। পাত্র-পাত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যেন একজন রোগা আরেকজন সম্পূর্ণ সুস্থ ও মোটা তাজা না হয়।

একই পেশা ও সমমর্যাদার বংশীয় পাত্র-পাত্রীর ভিতরে বিবাহ কার্য হওয়া উত্তম। আর্থিক অবস্থাও যদি একই রকম হয় তাহলে ভাল। তবে পাত্রীরপক্ষের কিছু স্বচ্ছলতা থাকলে আরও ভাল। কেননা এতে পাত্রপক্ষের লোকজনদের পাত্রীপক্ষ যথাযথ মেহমানদারী করায় পাত্র স্বামী হিসেবে যথাযথ সম্মান পায়। তবে এ সমস্তের বিপরীত কোন একটা দেখা দিলে কেউ কাউকে ঘৃণা করা উচিত হবে না। অনুরূপভাবে বংশ মর্যাদা নিয়েও কেউ গর্ব করতে পারবে না বা কাউকে নীচ বলে হিংসা বা তুচ্ছ মনে করা চরম অন্যায় ও অহংকার হবে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

সতীচ্ছদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

'বাকেরা' অর্থাৎ– কুমারী, যাদের বিবাহ হয়নি এবং যার সাথে কোন পুরুষ সঙ্গম করেনি। যদি কোন কুমারী মেয়ে গোপনে যিনার দ্বারা সতীচ্ছদ পর্দা ছিন্ন করে তখন আর তাকে কুমারী বলা যাবে না। বরং তাকে 'সাইয়িবা' বলা হবে। আর যদি জন্মসূত্র থেকে অথবা লাফা-লাফি, দৌড়া-দৌড়ি অথবা কোন ভারী জিনিস উঠানো ইত্যাদির জন্যে সতীচ্ছেদ পর্দা ছিন্ন হয় তাহলে তাকে 'সাইয়িবা' বলা যাবে না বরং 'বাকেরা' অর্থাৎ– কুমারী বলে গণ্য হবে। 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে 'সাইয়িবা' বলতে ঐসব স্ত্রীলোকদের বলা হয়েছে যাদের সাথে কোন পুরুষের সঙ্গম হয়েছে। কোন মহিলার স্বামী জীবিত থাক বা না থাক অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকেও 'সাইয়িবা' বলা হবে।

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا اَبُوْهَا فِىْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا .

'সাইয়িবা' অর্থাৎ– বিবাহিত ছেলে-মেয়েরা তাদের নিজেদের বিয়েতে মত জানানোর ব্যাপারে তাদের ওলী অপেক্ষাও বেশী অধিকার রাখে। আর বাকেরা অর্থাৎ– অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিকট তাদের পিতা বিয়ের মত জানতে চাইলে চুপ থাকাই তাদের অনুমতি। (মুসলিম– ইস. সেন্টার, হা. ৩৩৪২)

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীলোকদেরকে মতামত জ্ঞাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি, বরং তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ ও মতামতকে পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের ইচ্ছা ছাড়া কোন পুরুষে সাথে জবরদস্তি তাদের বিয়ে দেয়া ইসলামী শারী'আতে আদৌ জায়িয নয়। যেখানে মেয়ের মতের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে, সেখানে তাদের স্বাভাবিক লজ্জা শরমকেও কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন হতে দেয়া হয়নি। এজন্য 'বাকেরা' অর্থাৎ– পূর্বে বিয়ে হয়নি এমন মেয়ের অনুমতিদানের ক্ষেত্রে চুপ থাকাকেও 'মত' বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

একজন যৌন বিশেষজ্ঞ বলেন ঃ স্ত্রীলোকের যোনিনালীর মুখটা পাতলা পর্দার একটা আবরণ দ্বারা বন্ধ হয়ে থাকে। এ পর্দাকেই সতীচ্ছদ পর্দা

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বলে। এ পর্দা নানা প্রকারের হয়ে থাকে। এ পর্দার উপরিভাগে দু'টি ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দ্বারা মেয়েদের ঋতুর সময় রক্তস্রাব বের হয়। আর এটাই স্বাভাবিক সতীচ্ছদ। আবার কোন কোন নারীর সতীচ্ছদ পর্দায় অনেকগুলো ছিদ্র দেখা যায়। কারও বা খাঁজ কাটার মতো দেখা যায়। আবার কারও সতীচ্ছদ পর্দা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। অর্থাৎ- কোন ছিদ্র বা কাটা থাকে না।

মেয়েদের বিয়ের পর প্রথম সঙ্গমকালেই অধিকাংশ নারীর যোনীমুখের পর্দা ছিঁড়ে যায়।

অনেক পুরুষের ধারণা যে, কুমারী মেয়েদের সতীচ্ছদ পর্দা অক্ষুণ্ন থাকতেই হবে। না হয় সে নারী অসতী এবং অবশ্যই ঐ নারী বিয়ের আগে পর পুরুষের সাথে অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে তার সতীচ্ছদ পর্দাকে ছিন্ন করেছে। এ রকম ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। অনেক ছেলে বাচ্চাদের দেখা যায় জন্ম থেকেই তাদের অগ্রচ্ছাদা একেবারেই মুক্ত। কোন রকম চামড়ার আবরণ নেই। আবার অনেকেরই অগ্রচ্ছাদার চামড়া ছোট থাকাতে হঠাৎ করে ছোট অবস্থায়ই আপনা-আপনি চামড়া উপরের দিকে চলে এসে মুসলমানী হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে পুরুষের অগ্রচ্ছাদার সাথে মেয়েলোকের সতীচ্ছদের মধ্যে কিছুটা মিল আছে, মেয়েদের বেলায়ও এ প্রকারে ছিন্ন সতীচ্ছদ নিয়ে জন্ম হওয়া অসম্ভব নয়। এটা প্রাকৃতিক ঘটনা। ইসলামী সমাজে এটাকে মুসলমানী সুন্নাত বলা হয়।

অতএব বুঝা গেল যে, নারীদের বেলায়ও এ ছিন্ন সতীচ্ছদ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব নয়।

অনেকের ধারণা এটি থাকা মানেই কুমারীত্বের লক্ষণ। অনেক কিশোরীর খেলাধূলা, দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, লাফালাফি, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালনা ইত্যাদির জন্য এ সতীচ্ছদ পর্দা ছিঁড়ে যেতে পারে। সেজন্য অসতী বলা একেবারে অন্যায় ও অবান্তর। এতে অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন কলহময় হতে পারে।

অনেকের বিবাহের পর দীর্ঘ সহবাস সত্ত্বেও সতীচ্ছদ অক্ষত থাকতে দেখা যায়। ডা. এস.এন. পান্ডে বলেন ঃ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে উক্ত সতীচ্ছদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাটা চিহ্ন আছে যার মধ্য দিয়ে লিঙ্গ সহজেই গমনাগমন করতে পারে। তবে প্রথম মিলনে প্রথমে নিজেরাই

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

প্রবেশ সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করবে। উভয়ে ধীরে ধীরে নারিকেল তেল প্রয়োগ করবে। মিলনের সময় স্বামী কখনো নারীর যোনীর উপরের দিকে চাপ দেবে না যাতে ব্যথা লাগতে পারে। আর সতীচ্ছদ ছিন্ন না হলে মিলন কালে পুরুষ ব্যথা অনুভব করবে এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

একজন মেয়ে কুমারী বা অক্ষতযোনী সেটা স্বামী বা অন্য কেউ কিভাবে বলতে পারে। এ রকম কোন প্রমাণ আছে কি যার দ্বারা একজন পুরুষ একজন নারীকে প্রথম সঙ্গম করার সময় বুঝতে পারবে যে, নারীটির আগেও সঙ্গমের অভিজ্ঞতা আছে কি-না?

প্রথমবার সঙ্গমকালে নারী কিছুটা ব্যথা পায় এবং যৌন মিলনে (সঙ্গমকালে) কষ্ট হয় বটে তবে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারও সব সময় বলতে পারবে না যে, একজন মেয়ে পূর্বে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিল কি-না। কাজেই কারোপক্ষে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রথম সঙ্গম সর্বদা নারীর জন্যে বেদনাদায়ক হয় না। একজন সঙ্গম-অভিজ্ঞ নারীর সতিচ্ছেদও অটুট থাকতে পারে। আবার একজন কুমারীর সতীচ্ছদ ছিন্ন হতে পারে। কাজেই কুমারীত্বের কোন প্রকৃত পরীক্ষা নেই। যোনী একটি পর্দা দিয়ে আগাগোড়া ঢাকা থাকে। তাকে বলা হয় সতীচ্ছদ। বিয়ের ঠিক পরেও সতীচ্ছদ থাকে অক্ষুণ্ন। কারও বা এ সতীচ্ছদ মধ্যস্থ ছিদ্র একটু বড়ও হতে পারে, কারও বা ক্ষুদ্র। তবে এতে ভাবনার কোন কারণ নেই।

ডা. এস.এন. পান্ডে বলেন ঃ ক্ষুদ্র যোনী সাধারণতঃ দু' ধরনের হতে পারে। এক হলো বিবাহের সময়ে স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা আর দ্বিতীয় হলো প্রকৃতিগত ক্ষুদ্রতা। যাদের যোনীর স্বাভাবিক কারণে বিবাহের পর প্রথম মিলনে অসুবিধা ঘটায় তাদের প্রতিকার কিভাবে করা যায় তা এবারে বলা হচ্ছে–

১. মিলনের পূর্বে প্রচুর উত্তেজিত করা উচিত। এতে যোনী পূর্ণভাবে সিক্ত হবে। তাহলে আপনা থেকে মিলনের সময় ধীরে ধীরে সহবাস করা সহজ হবে।
২. মিলনের সময় প্রথমবারে প্রথম সতীচ্ছদ একটু ছিঁড়ে যাবেই। তাতে নারী হয়ত সামান্য ব্যথা পেতে পারে। তার জন্য চিন্তার কিছু নেই।
৩. সতীচ্ছদ ছিঁড়ে রক্তপাত হলে ঔষধ লাগানো উচিত।
৪. যদি উপযুক্ত শৃঙ্গারে যোনীর যথেষ্ট পিচ্ছিলতা না হয় তাহলে নারিকেল তেল বা ভেসলিন লাগানো যেতে পারে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

৫. যদি সতীচ্ছদ খুব ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত বা অছিদ্র হয় তাহলে চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে অপারেশন করানো অবশ্য কর্তব্য।

৬. নারীর যোনী স্বভাবতই বেশ নরম ও চাপ দিলে ফাঁক বেড়ে যায়। তাই সতীচ্ছদে বাধা না থাকলেও উপযুক্ততা এলে ধীরে ধীরে প্রবেশ করানো সম্ভব হবে।

প্রবেশের সময় সতর্কতা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে প্রবেশ করানো বাঞ্ছনীয়। অনেক নারীই বিয়ের পূর্বে ভয় ও ভীতিতে ভেঙ্গে পড়ে যে তার প্রথম সঙ্গমের সময় কি হবে? কেননা সে জানে যে, তার সতীচ্ছদ খুব সহজে ছিন্ন হবে না। এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে বেশীর ভাগ মেয়ে সতীচ্ছদ নমনীয় করতে পারে। বিশেষ করে যাদের সতীচ্ছদ খুব শক্ত তাদের জন্য বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মেয়েটির হাতের নখ কেটে হাত ভালভাবে ধুয়ে একটি আঙ্গুলে তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়ে সে আঙ্গুল যোনীর মধ্যে ঢুকিয়ে সতীচ্ছদের উপরিভাগের চারদিকে চাপ দেবে। কয়েকদিন এমন করলে সে দু' থেকে তিনটি আঙ্গুলও যোনীর মধ্যে ঢোকাতে পারবে।

যদি কেউ এভাবে সতীচ্ছদ নমনীয় করতে না চায় তাহলে সে মলম ব্যবহার করতে পারে। এ মলম সঙ্গমের কিছুক্ষণ আগে লাগাতে হয় এবং সঙ্গমের পূর্বেই মুছে ফেলতে হয়, যাতে স্বামীর যৌনাঙ্গের ক্ষতি না হয়। সঙ্গমের সময় স্বামীরও জেলী জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা উচিত।

অপারেশনের মাধ্যমে সতীচ্ছদ ছিন্ন করার প্রয়োজন খুব কম হয়। এ অপারেশনে স্থানটি অসাড় করার জন্য যে বস্তু ব্যবহার হয় সেটির প্রভাবে বেশ ব্যথা হতে পারে। ফলে, রোগিনী ভাবতে পারে অপারেশনও খুব বেদনাদায়ক হবে।

প্রথমবার সঙ্গমকালে সতীচ্ছদ হয় ছিঁড়ে যায়; নয়ত প্রসারিত হয়, যদি সতীচ্ছদ ছিন্ন হয় তাহলে অবশ্যই সামান্য রক্তপাত হবে। তবে এতে, যে জখম হয়, তা বেশী নয়। তাই সঙ্গম চালিয়ে যাওয়া বেদনাদায়ক হয় না।

সাধারণতঃ সতীচ্ছদে কোন জখম হলে সেটা অত সাংঘাতিক হয় না যে, জখম না সারা পর্যন্ত সঙ্গম বন্ধ রাখতে হবে। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে জখম গুরুতর হয়ে থাকে। যদি সঙ্গম বেদনাদায়ক হয় অথবা নববধূ ভীত থাকে, তাহলে প্রথমবার সঙ্গমের সময় বেশিক্ষণ সময় না নেয়া উচিত।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যৌন মিলনে প্রকৃত জ্ঞান

যুবক-যুবতীদের ধ্বংসের হাত হতে রক্ষার জন্যেই বিবাহ প্রথা চলে আসছে। তাই বলে বিবাহ হলেই সার্থকতা পূর্ণ হয় না-যদি না মিলন সুখের হয়। স্বামী স্ত্রীর দৈহিক ও মানসিক সুখ পরস্পরের উপযোগিতার উপর নির্ভর করে। যৌনবিদগণের মতে, যৌন মিলনের এ দৈহিক উপযোগিতার অভাবে দাম্পত্য জীবন অশান্তির কারণ হয় দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সুতরাং জীবনের এ সত্যকে স্বীকার করে বিবাহের পূর্বেই যদি প্রত্যেক নর-নারী যৌন মিলন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তবেই দাম্পত্য জীবনে কোন প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সুস্পষ্ট যৌন জ্ঞান থাকলে এবং মিলনে পরস্পর সজাগ ও সহানুভূতিশীল হলে কোন সমস্যাই হতে পারে না। যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকার দরুন অনেক স্বামী পরিপূর্ণ মিলন উন্মুখ না করে সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে স্ত্রী কোন রকম যৌন তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। স্বামীর দিক হতে কোন প্রকারই দোষ বা খুঁত না থাকলেও অনেক স্ত্রী যৌন মিলনে কোন প্রকার আনন্দ পায় না। তাই স্বামী স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তার মনোভাব জেনে নিয়ে বিভিন্ন কলাকৌশল দ্বারা যৌনবোধকে জাগ্রত করে তুলে পূর্ণ আনন্দ দিতে সক্ষম হতে পারে।

সঙ্গমে লিপ্ত হবার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় যৌনবোধ জাগ্রত করে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া উচিত। স্ত্রীর উত্তেজনা বৃদ্ধি করা সঙ্গমের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। অনেক স্বামীই যৌন তৃপ্তি মিটানোর জন্যে এতই ব্যস্ত হয়ে উঠে যে, স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা, স্ত্রী দেহ দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত কি-না, তা লক্ষ্য না করেই স্বার্থপরের ন্যায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যৌন ইন্দ্রিয়গুলো উত্তেজিত না করে সহবাস করলে স্ত্রীর মানসিক ক্ষতি হয়। আর যৌন তৃপ্তি নিতান্ত একতরফা হয়ে যায়, স্ত্রীর ক্ষতি সাধিত হয় ও স্ত্রী অসুখী হয়। এ কারণে মিলনের কলা কৌশল সম্পর্কে প্রত্যেকেরই যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত।

বিয়ের জন্যে বা সঙ্গিনী নির্বাচনের সময় যৌন ব্যাপারে সঠিক সাথী নির্বাচন কিভাবে করা যায়। নর-নারীর যৌন উত্তেজনার শিখরে পৌঁছানো

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অথবা কে কতবার মিলিত হতে ইচ্ছুক এসব ব্যাপারে বিরাট পার্থক্য থাকলে তা দূর করার কি উপায় আছে? দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ধরনের কোন বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি নেই। যারা বিয়ে করবে তাদের মধ্যে যৌন ব্যাপারে পার্থক্য থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে তৃপ্তিদায়ক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা কেবলমাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ জটিল সমস্যা। সমস্যাটি হলো মানসিক, বিশেষতঃ নারীর ক্ষেত্রে যৌনতৃপ্তি শুধু দৈহিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কের উপরে এজন্য দরকার জ্ঞান ও সমন্বয় এবং দেয়া ও নেয়ার যোগ্যতা। বিয়ের জন্যেই যৌন সমঝোতা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে সফল বিয়ের জন্যে এটাই একমাত্র প্রয়োজন নয়। বহু দম্পতির মধ্যে যৌন সমঝোতা থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে মোটেও সমঝোতা থাকে না। সেগুলো সুখের বিয়ে নয়। কারো কারো ধারণা, দিনে দু'বার বা তিনবার বা আরো বেশী যে যতবার সঙ্গম করতে পারে সে তত বীর। আধুনিক বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দিনে বা সপ্তাহে কতবার সঙ্গম করা স্বাভাবিক সেটা নির্ভর করে তার স্বাস্থ্য, পেশা, ব্যক্তিগত রুচি, স্ত্রীর প্রতি অতি আকর্ষণ, বয়স ইত্যাদি নানান ব্যাপারের উপর। কাজেই যার যার স্বাভাবিক নিয়ম তার নিজেকেই আবিষ্কার করে নিতে হবে। তবে এটুকু বলা যায়, সপ্তাহে দু' থেকে বারো বার পর্যন্ত সঙ্গম স্বাভাবিক। আর এর কম-বেশি হবে নতুন এবং পুরাতন বিয়ের উপর।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, একবার বীর্যপাত ঘটে যাবার পর আবার লিঙ্গোদ্রেক হতে কতক্ষণ সময় লাগা উচিত। একবার বীর্যপাতের পর আবার লিঙ্গোদ্রেক ব্যাপারটাও এক-একজনের বেলায় এক এক রকম। দু'/তিন মাস পূর্ণ বিরতির পর প্রথমে পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিঙ্গোদ্রেক হতে পারে আবার যে লোক প্রতি রাতেই নিয়মিত সঙ্গম চর্চা করছে তার বেলায় দ্বিতীয়বার উদ্রেক হতে আধ ঘন্টারও বেশি লাগতে পারে। তাছাড়া এটা নির্ভর করে নতুন আর পুরাতন বিয়ের উপর। তবে কার কত আগে লিঙ্গোদ্রেক হয় সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কারণ সবাই জানে যে, প্রথমটাই আসল, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে প্রথমবারের মতো আনন্দ হয়

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

না। আর প্রথমবারেই যদি স্ত্রীকে তৃপ্তি দেয়া যায় তাহলে আর দ্বিতীয়-তৃতীয়বারের বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

নারীর যৌন মিলনের আনন্দ বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে একটি সমস্যা দ্বারা তা হলো দ্রুত-পতন সমস্যা। নারী পূর্ণ মিলন আনন্দ পাবার আগেই যদি পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায় তবে তাকেই দ্রুতপতন বলে। স্ত্রীলোকের কাম-বাসনা পুরুষের মতো অতি শীঘ্রই জাগরিত হয় না। আবার সহজে দমনও হয়ে যায় না। স্ত্রীলোকের কাম-বাসনা অধিক থাকা সত্ত্বেও সামাজিক রীতি-নীতির কারণে, লজ্জায় অনিচ্ছুকভাব মনে হলেও আসলে সে পুরুষের নিকট হতে সর্বদাই যৌন তৃপ্তি মেটার আশা করে। স্ত্রীলোকের উত্তেজনা আস্তে আস্তে জেগে থাকে, আবার ধীরে ধীরে নিভে যায়। অনেক সময় বিয়ের প্রথম অবস্থায় অনেকের যোনীপথ সম্পর্কে ধারণা থাকে না। তখন স্ত্রী সচেতন হলে স্বামীকে মূল যোনিপথের সন্ধান দেয় এবং কখন চূড়ান্ত পর্যায়ে মিলবে তাও ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়। কারণ ঐ অবস্থায় স্বামীর উদ্যম প্রচণ্ড আর স্ত্রী ধীরস্থির। স্বামী যেমন অতি সহজে মিলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, স্ত্রী যৌন আকর্ষণ অনুভব করা মাত্র দেহ দিতে পারে না। সে স্বামীর নিকট হতে কিছুটা জবরদস্তি, আদর-সোহাগ চায়। আর এরই ফলে স্ত্রীর যৌনবোধ তীব্র এবং চরম তৃপ্তি লাভের আশায় যৌন মিলনের জন্যে সম্পূর্ণ উন্মুখ হয়ে উঠে।

অনেক সময় অধৈর্যের জন্য পুরুষ উচ্ছৃঙ্খলভাবে নিজের সুখটুকু পেতে নারী সঙ্গমে মিলিত হয়ে থাকে। অথচ স্ত্রীর আনন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। এ ক্ষেত্রে নারী স্বামীর এক পেশে সহায়ক মাত্র। অতএব এখানে যৌন জীবন আদৌ উভয়ের হতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা আবশ্যক। কোন সংকোচ, ভয়, দ্বিধা, সংশয় ও দ্বন্দ্বের অবসান না ঘটলে বিবাহ তথা যৌন জীবন সুখকর হতে পারে না।

নারীর প্রকৃত সুখভোগ একটু বিলম্বে হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তেজনার স্থানগুলো দেহের বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে রেখেছেন। এগুলো পুরুষের ছোঁয়া পেলে উত্তেজিত হয়ে উঠে। অনেক নারী সহজে শীঘ্রই উত্তেজনা অনুভব করে না। পুরুষ সহজে উত্তেজিত হয়ে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বীর্যপাত ঘটিয়ে তৃপ্তি পেল। এ ক্ষেত্রে নারী আনন্দ ও যৌন তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হলো। ফলে যৌন জীবনে নেমে এলো ব্যর্থতা ও হতাশা। অতএব যৌন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা থাকলে এ সমস্যাগুলো সহজে এড়ানো যায়। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে নারীর কাম-চেতনা জাগিয়ে সঙ্গমরত হলে সঙ্গমের আনন্দকে সফল ও দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। অর্থাৎ– পুরুষ দীর্ঘ সময় ধরে বীর্যধারণ করলেই সঙ্গমে চরমানন্দ লাভ হয়।

ডা. এস.এন. পান্ডে তার "মেডিক্যাল সেক্স গাইড" গ্রন্থে কি কি কারণে প্রকৃত দ্রুত পতন ঘটে তা উল্লেখ করে বলেন ঃ

১. জন্মগত বা বংশগত দোষ।
২. অতিরিক্ত দুর্বলতা।
৩. হর্মোনের অভাব।
৪. যৌন সংক্রান্ত রোগ।
৫. শারীরিক অসুস্থতা।
৬. মানসিক ভয়।
৭. সদ্য বিবাহের পর সাময়িক মানসিক ভয়।
৮. দীর্ঘ প্রবাসের পর মিলন।
৯. মিলন সম্পর্কে নানা রকম ভুল ধারণার জন্য মানসিক দুর্বলতা।
১০. বিবিধ কুসংস্কার।
১১. বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের জন্য ভুল ধারণা।
১২. স্ত্রীর দীর্ঘ অকাঙ্ক্ষা বা তীব্রতার জন্য স্বামীর দ্রুত পতন হতে পারে।

অপ্রকৃত পতন ঠিক দ্রুত পতন নয়, বরং মানসিক ভয়, উত্তেজনা ও লজ্জাকে জয় করতে হবে ও নিজেকে সম্পূর্ণ সক্ষম পুরুষ বলে চিন্তা করতে হবে। স্ত্রীর দীর্ঘ মিলন ইচ্ছা থাকলে প্রচুর চুম্বন, আদর-সোহাগ দ্বারা আরো তাকে উত্তেজিত করে-তারপর মিলন হওয়া বিধেয়। নারীরও কর্তব্য স্বামীকে উপহাস বা অবহেলা না করা। বরং মৈথুন সহকারে সাহস দিয়ে সে এ সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পুরুষের উত্তেজনা হঠাৎ আসে, আকস্মিক চরমে ওঠে ও দ্রুত শেষ হয়। কিন্তু নারীর উত্তেজনা ধীরে আসে ও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অনভিজ্ঞ পুরুষ এ পার্থক্য জানে না। সে হঠাৎ সামান্য উত্তেজনায় মিলিত হয়। এতে হয়ত পুরুষের পূর্ণ আনন্দ হতে পারে, কিন্তু নাবী তাতে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। তার কারণ স্ত্রীর পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে তার অনেক পরে। তার পূর্ণ উত্তেজনার সময় হঠাৎ পুরুষের তৃপ্তি ঘটল ও পতন শেষ হলো। মনে রাখতে হবে, অনভিজ্ঞ পুরুষ ও নারীর মিলনে নারী সব ক্ষেত্রে সুখী হতে পারে না। এ বিষয়ে তাই বিষদ জ্ঞান থাকা অবশ্যই উচিত। অভিজ্ঞ পুরুষ ও নারীরা জানে যে, শুধুমাত্র মিলনেই তৃপ্তি ঘটে না। তাই তারা পূর্ণ শৃঙ্গার ও নানা উপচারের প্রয়োগ দ্বারা নারীকে পূর্ণ উত্তেজিত করে নেয়। এভাবে উত্তেজিত অবস্থায় মিলন ঘটলে পুরুষ ও নারীর পূর্ণ তৃপ্তি হতে পারে। এটাই নর-নারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

নর-নারীর প্রধান কর্তব্য উভয়ে উভয়কে শত বিপদের মধ্যেও মিলেমিশে একে অপরকে ভালবেসে নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে অক্ষুণ্ন রাখা। বলাবাহুল্য উভয়ে উভয়ের মনোগত বোঝাপড়া, সচেতনতা ও সহানুভূতি নিয়ে তৃপ্ত থাকা উচিত। একজন অন্যজনের প্রতি উদাসীন, প্রেম বিমুখ হয়ে পড়লেই অসুখী ও অশান্তি শুরু হয়। কোন নারী ধন-দৌলত, গহনা, শাড়ী, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সুখী হতে পারে না, যদি সে তার স্বামীর পুরুষত্বপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা না পায়। নারীর প্রকৃত যৌন আবেদনে পুরুষ উপযুক্ত সাড়া দিতে ব্যর্থ হলেও অনেক সময় নারী-পুরুষের সম্পর্কে ফাটল ধরে।

সুস্থ দাম্পত্য গড়তে হলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝা পড়া, সচেতনতা, একে অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি মনোযোগ অবশ্যই থাকা উচিত।

নারী স্বভাবতই লজ্জাশীলা। তাই ভয়, সঙ্কোচ ইত্যাদির জন্য পুরুষের কাছে সহজ হয়ে উঠতে পারে না। এজন্য নারীকে উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। তার স্বামীকে নিয়ে ঠিক যেভাবে চলা দরকার সেভাবে তাকে চলতে হবে অর্থাৎ- কড়া আর নরম প্রকৃতির স্বামীর সঙ্গে কড়া আর নরম

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পদ্ধতিতে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রেও তাই যৌন-জীবনে সুখ পেতে হলে তার মধ্যেও প্রেম-প্রীতি থাকা আবশ্যক। পশুর মতো উত্তেজিত হয়ে স্বীয় আনন্দলাভে স্ত্রী সম্ভোগ, বীর্যপাত করলেই সাফল্য লাভ হয় না। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যৌন সুখ পাওয়া যায়, অন্যথায় নয়। এমন কতগুলো কারণ আছে যার ফলে স্বামী স্ত্রীকে সহবাসে সুখ দিতে পারে না, তন্মধ্যে প্রধানই হচ্ছে যৌন বিষয়ক অজ্ঞতা। তাছাড়া পর নারীতে আসক্তি অথবা প্রেমের অভাব ইত্যাদি। উক্ত শর্তগুলো পূর্ণ হলেই বিবাহিত নর-নারীর সুখ-শান্তি হতে পারে। ধৈর্য, স্থিরতা, উদারতা, বিনয়, সমবেদনা, সহযোগিতা ও সোহাগভরা প্রেম, উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধাশীলতা ইত্যাদি নর-নারীর যৌন জীবনকে এক মাধুর্যে ভরিয়ে তুলতে পারে।

বিবাহের মাধ্যমে নর-নারীর জীবনের সূত্রপাত। যৌবনতত্ত্ব বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান না থাকায় বিবাহিত নর-নারীরা যৌন-জীবনের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের দাম্পত্য জীবনকে বিষময়, দুর্বিসহ করে অশান্তি ডেকে আনে। এজন্য প্রতিটি নর-নারীকে এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য।

নারীর চরমানন্দ প্রাপ্তিই নর-নারীর যৌন জীবনের প্রকৃত সাফল্য। নারীরাও যৌন কামনা-বাসনা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। অতএব আনন্দ সুখ-স্বাচ্ছন্দই তার কাম্য। কিন্তু এগুলো থেকে বঞ্চিত হলে বিবাহিত জীবনে সুখ আসে না।

অনেকের ধারণা, মিলন হলো অতি সাধারণ একটা বিষয়। যে কোন স্বামী বা স্ত্রী ইচ্ছামতো মিলনে প্রবৃত্ত হবে এর মধ্যে শিক্ষার কি আছে?

কিন্তু এ মিলনে যে, কি জটিল সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। নারী বিপথে যায় কেন? পর পুরুষে স্ত্রী আসক্তি কেন আসে? পুরুষই বা ভিন্ন নারীর দিকে আকৃষ্ট হয় কেন? স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে কেন? এর একটি প্রধান কথা হলো মিলনের সার্থকতার অভাব বা অসার্থক মিলন।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

যৌন মিলন

যৌন মিলনের ব্যাপারে সাধারণতঃ স্বামীর তরফ থেকেই আসে আমন্ত্রণ। তাই এ ব্যাপারে স্বামীর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা কখনই স্ত্রীর পক্ষে উচিত হতে পারে না। বরং প্রেম-ভালবাসার দৃষ্টিতে স্বামীর যে কোন সময়ের এ দাবিকে সানন্দ চিত্তে, সাগ্রহে ও সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করা, মেনে নেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ .

স্বামী যখন নিজের যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্ত্রীকে আহ্বান জানাবে, তখন সে চুলার কাছে রান্না-বান্না কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে কাজ অমনি তার প্রস্তুত হওয়া উচিত। (আত্-তিরমিযী– হা. ১১৬০)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .

স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আহ্বান করে (যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে), তখন যদি সে সাড়া না দেয়– অস্বীকার করে, তাহলে ফেরেশ্তাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।

(বুখারী– আধু. প্রকা. হা. ৪৮১১)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ইসলাম পূর্বকালে স্ত্রীদের উপর নির্যাতন ও কু-প্রথার রীতি

ইসলাম পূর্বকালে স্ত্রীদেরকে স্বামীর ঘরে যথাযোগ্য মর্যাদা বা অধিকার দেয়া হত না। আরব সমাজের স্ত্রীদের চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হত। নারীদেরকে হীন, নগণ্যতার পাত্রী মনে করা হত। নিতান্ত দাসী-বাঁদীর মতো ব্যবহার তাদের সাথে করা হত।

ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। তারা নারী বলে মৌল অধিকারের দিক দিয়ে পুরুষদের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়।

কোন কোন গোত্রের রেওয়াজ অনুসারে নবজাত কন্যার হৃদয় বিদারক চিৎকারের মধ্য দিয়ে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত, গবাদি পশুর ন্যায় দাস-দাসীদের হাটে-বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হত। দাস-দাসীদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন গোত্রের নিয়মানুসারে কোন রমণীর স্বামী মারা গেলে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

"পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ঃ ২২৮)

আয়াতটিতে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম নারীজাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে তার কম-বেশী করা কিংবা তাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির জন্যেই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ সমান। আরব সমাজে স্ত্রীদের উপর নানাভাবে অকথ্য যুল্ম ও নিপীড়ন চালান হত। কোন কোন স্বামী তাদেরকে মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখত, না পেত তারা স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার, না পেত তাদের কাছ থেকে মুক্তি। স্বামী যেমন তাদের পুরোপুরি স্ত্রীর

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মর্যাদা ও অধিকার দিত না, অন্যদিকে তেমনি তালাক্ব দিয়ে মুক্ত করে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না।

নারীদের প্রতি নির্যাতন ইসলাম পূর্বকালে নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা হত। তন্মধ্যে একটি বড় নির্যাতন ছিল যে, পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করত। স্ত্রী যার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করত, স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসরা যেমন তার সম্পত্তির ওয়ারিস ও মালিক হত তেমনি তার স্ত্রীর ওয়ারিস ও মালিক বলেও গণ্য হত, ইচ্ছা করলে তাদের কেউ নিজেই তাকে বিয়ে করত, কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিত। স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারত। স্ত্রীর প্রাণেরই যখন এ অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করত, সেগুলো স্বামী নিয়ে নিত।

যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিত, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে, বরং সেখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়।

মাঝে মাঝে স্ত্রীর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বভাবগতভাবে স্বামী তাকে অপছন্দ করত এবং স্ত্রীর প্রাপ্য প্রদান করত না, অপরপক্ষে তালাক্ব দিয়ে তাকে মুক্তও করত না। মাঝে মাঝে স্বামী তালাক্ব দিয়েও তালাক্বপ্রাপ্তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিত না। এসব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীসম্পত্তি, এমনকি তার প্রাণের ও মালিক মনে করত। আল্লাহ তা'আলা এসব অনর্থের সে মূলটি উৎপাটন করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণিত হয়।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا﴾

অর্থাৎ– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে বসো।" (সূরাহ্ আন্-নিসা ঃ ১৯)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

"বলপূর্বক" কথাটি এখানে শর্ত হিসেবে বলা হয়নি, যাতে এমন মনে করে নেয়া যাবে যে, নারীদের সম্মতিক্রমে তাদের মালিক হওয়া হয়ত শুদ্ধ হবে; বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্যে সংযুক্ত হয়েছে। শারী'আত সম্মত ও যুক্তিগত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হতে পারে। কোন বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না।

এ কারণেই শারী'আত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি। কোন নারী নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কারো মালিকানাধীন হতে রাযী হলেও ইসলামী আইন এতে রাজী নয় যে, কোন স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানাধীন চলে যাবে।

ইসলাম পূর্ব যুগে পুরুষরা খেয়াল-খুশী মতো বহু স্ত্রী গ্রহণ ও পরিত্যাগ করতে পারত। কোন কোন গোত্রে নারীর পক্ষ হতেও একাধিক স্বামী গ্রহণ করা যেত। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যেন সমাজে সাধারণ ব্যাপার ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীরা পুত্র সন্তান লাভের আশায় পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ন্যায় বিবেক বর্জিত দুষ্কর্ম করতে স্বামীদের অনুমতি পেত।

ইসলামপূর্ব জাহিলীয়াতের যুগে নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মতো তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না, অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হত। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ মীরাসের অধিকারিণী হত না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হত। তাদেরকে মনে করা হত পুরুষের স্বত্বাধীন, কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হত, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পারবে, তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না, এমনকি নারীর মানব-সত্তাকেও স্বীকার করত না।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ধর্মে-কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদাত-উপাসনা কিংবা বেহেশ্‌তের যোগ্যও মনে করা হত না। এমনকি কোন কোন গোত্র সাব্যস্ত করেছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জানোয়ার। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেয়াকে নেক কাজ বলে মনে করা হত। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা-কোনটাই আরোপ করা অত্যাবশ্যক হবে না।

কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় জ্বলে মরতে হত। কোন কোন গোত্র বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধু পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইসলাম ধর্মই মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদের সত্তাধিকার দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি, তিনি পিতা হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না। স্ত্রীলোকের সম্পদের কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু হলে বা স্বামী তাকে তালাক্ব দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষরা।

স্বামী তার ন্যায় অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, এবং তা প্রদান করা একান্ত জরুরী; তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তার জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।

স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রী লোককে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফিতনাহ্-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে।" অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহিলীয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তু তুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে মুসলিমদের বর্তমান অধঃপতনের পর জাহিলীয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনাহ্-ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সে ইসলামপূর্ব বর্বর ও জাহিলী যুগকেও হার মানিয়েছে।

যে নারীকে সকল জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজী ছিল না, সে নারীই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারীর জন্যেই কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয়া হচ্ছে; ফলে এর অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রীর কলহ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

"যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ, বদমেজাজ কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে কোন দোষ নেই। বরং সে অবস্থায় সমঝোতা-মীমাংসাই কাল্যাণকর।"

(সূরাহ্ আন্-নিসা ঃ ১২৮)

সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয় তা হলো– স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদে তথা হানাহানিতে পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

কুরআনের অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক পন্থায়, যেন তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা যে সমাধান দিয়েছেন, তা হচ্ছে–

﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

অর্থাৎ, উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে।

এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের জীবন বরবাদ হওয়ার আশঙ্কায় অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে কিংবা অন্যত্র

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিবাহে শান্তির অনিশ্চয়তায় বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মুহর বা খোর পোষের ন্যায্য দাবী আংশিক প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাতে সচেষ্ট হবে। দায়-দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার কারণে এবং রেখে আসা সুদীর্ঘ একত্র জীবনের মায়ায় স্বামীও হয়তো এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। আর এভাবেই সমঝোতা হয়ে যেতে পারে। এতে নাজায়িযের কিছুই নেই। বরং উভয়পক্ষের কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার মধ্যেই রয়েছে শান্তি।

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নিবে। কারণ, তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের কাছে প্রকাশ পায়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাকর।

আল্লাহ তা'আলা স্বামী স্ত্রী উভয়পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনগত অধিকার দিয়েছেন; অপরদিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র তৈরীর উপদেশও দিয়েছেন। এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিবাহচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয়েরপক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা উচিত।

সহীহুল বুখারীতে রয়েছে যে, কোন বৃদ্ধা স্ত্রী হয়ত তার স্বামীকে দেখে যে, সে তাকে ভালবাসে না বরং পৃথক করে দিতে চায়, তখন সে তাকে বলে, আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে পৃথক করো না।

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ রাফী' ইবনু খুদাইয আনসারী (রাযিঃ)-এর স্ত্রী যখন বৃদ্ধা হয়ে যান তখন তিনি এক নব যুবতীকে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি ঐ নব বিবাহিতা স্ত্রীকে পূর্বের স্ত্রীর উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁর পূর্ব স্ত্রী তালাক্ব যাঞ্চা করেন। রাফী' (রাযিঃ) তাকে তালাক্ব দিয়ে দেন। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে তাকে ফিরিয়ে নেন। আবারও ঐ একই অবস্থা হয় যে, তিনি যুবতী স্ত্রীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন। রাত্রি যাপনের পালা হক মতো বণ্টন করা সম্ভব হয় না। পূর্ব স্ত্রী আবার তালাক্ব প্রার্থনা করেন। তিনি

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তাকে এবারও তালাক্ব দিয়ে দেন। কিন্তু পুনরায় ফিরিয়ে নেন। এবারও অনুরূপ অবস্থায়ই ঘটে। অতঃপর ঐ স্ত্রী কসম দিয়ে তালাক্ব প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাঁর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে বলেন ঃ চিন্তা করে দেখো, এটা কিন্তু শেষ তালাক্ব। যদি তুমি চাও তবে আমি তালাক্ব দিয়ে দেই, নতুবা এ অবস্থায় থাকাই স্বীকার করে নাও। সুতরাং তিনি স্বীয় অধিকার ছেড়ে দিয়ে ঐভাবেই সম্মত হয়ে স্ত্রী হিসেবে বাস করতে থাকেন।

উল্লিখিত আয়াতের ভাবার্থ এই যে, স্ত্রী তার আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেবে এবং ফলে স্বামী তাকে তালাক্ব দেবে না। বরং পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। এটা তালাক্ব দেয়া ও নেয়া অপেক্ষা উত্তম।

যেমন উম্মাহাতুল মু'মিনীন সাওদাহ্ বিনতু জামা'আহ্ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন ঃ আমার বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে। পুরুষের প্রতি আমার আর কোন আসক্তি নেই। কিন্ত আমার বাসনা এই যে, আমাকে যেন ক্বিয়ামাতের দিন আপনার স্ত্রীদের মধ্যে উঠানো হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সম্মত হন। অতঃপর তিনি তাঁর রাত্রি যাপনের পালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় পত্নী 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে প্রদান করলেন। তাদের এ কার্যের মধ্যে উম্মাতের জন্যে সুন্দর নমুনা রয়েছে যে, স্ত্রীর সুবিধা-অসুবিধা যে কোন অবস্থাতেই তালাক্বের প্রশ্ন উঠে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নিকট বিচ্ছেদ হতে সন্ধি উত্তম সেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "ওয়াস্‌সুল্‌হু খাইর্" অর্থাৎ, সন্ধিই কল্যাণকর।

সুনান ইব্‌নু মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে 'তালাক্ব'।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের উচিত অনুগ্রহ ও তাক্বওয়া প্রদর্শন করা, অর্থাৎ– স্ত্রীর অন্যায়কে ক্ষমা করা। তার কোন কোন কাজ অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার পূর্ণ প্রাপ্য প্রদান এবং রাত্রি যাপনের পালা ও লেন-দেনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা খুবই উত্তম কাজ, আর এর বিনিময়ে দেবেন তিনি উত্তম প্রতিদান।

আল্লাহ তা'আলা অশেষ মেহেরবানীতে "স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁরই দরবারে শুকরিয়াহ্ আদায় করছি।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

أَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَ طَعَامِهِنَّ .

স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে। (আত্-তিরমিযী– হা. ১১৬৩)

স্ত্রীর চলতি নিয়মে কেবল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেয়াই দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে সঙ্গে স্বামীর তাওফীক্ব অনুযায়ী তারও বেশি এবং অতিরিক্ত হাত খরচাও স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়া স্বামীর কর্তব্য; যেন স্ত্রী নিজ ইচ্ছা, বাসনা-কামনা ও রুচি অনুযায়ী সময়ে-অসময়ে খরচ করতে পারে। এতে করে স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভালবাসা, আস্থা ও নির্ভরশীলতা অত্যন্ত দৃঢ় ও গভীর হবে। স্বামী সম্পর্কে তার মনে জাগবে না কোন সংশয়, উদ্বেগ।

কিন্তু স্বামীর দৈন্য ও আর্থিক অনটনের সময় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা কতখানি সমীচীন।

একটি মত এই– হ্যাঁ, এরূপ অবস্থায়– যখন স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষমতা রাখে না তখন– বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে উভয়কেই মুক্ত করে দেয়া সমীচীন। অর্থাৎ– অসচ্ছল ও অভাব-অনটনের সময় স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে দৈন্য ও দুঃখ-দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করা কোন ইনসাফের কথা হতে পারে না। মূলত স্ত্রীর সাথে সহবাস ও যৌন সঙ্গম হচ্ছে স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহনের বিনিময়। কাজেই বিনিময়ের দু'টি জিনিসের মধ্যে একটির অনুপস্থিতিতে অপরটি উপস্থিত ধারণা করা যায় না। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর অবশ্য ইখতিয়ার থাকা উচিত– হয় সে অভাবগ্রস্ত স্বামীর সাথে নিজ ইচ্ছায় থাকবে, আর থাকতে না চাইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে তার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্বামীর অভাব-অনটনের সময় স্ত্রীকে তালাক্ব দিতে বাধ্য করা কিংবা বিচার বিভাগের সাহায্যে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো অত্যন্ত মর্মান্তিক কাজ এতে সন্দেহ নেই।

অভাবের সময় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সংগ্রহের ব্যাপারে স্বামীর আদৌ কোন দায়িত্ব থাকে না। কাজেই কোন সময় তা না দিতে পারলে সেজন্যে যে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে কিংবা তাকে তালাক্ব দিতে বাধ্য করা হবে– এমন কোন কথাই হতে পারে না।

পারিবারিক যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব ইসলামী শারী'আতে কেবল স্বামীর ওপরই অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, সে স্বামীকে সর্বাবস্থায়ই খোর-পোষের বিশেষ একটা নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে চলতে বাধ্য করবে।

যেসব স্বামী স্ত্রীদের বাধ্য করে তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জনের দায়িত্বও পালন করতে কিংবা যারা স্ত্রীদেরকে সন্তান গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে পুরুষের মতোই অর্থোপার্জনের যন্ত্ররূপে খাটাতে ইচ্ছুক, তারা যে স্বভাব ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

بَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَ يَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَ اَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ـ

মেয়েলোক সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে করে অস্বীকার। তুমি যদি জীবন ভরেও কোন স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, আর কোন এক সময় যদি সে তার মর্জী-মেজাজের বিপরীত কোন ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে ওঠে ঃ 'আমি তোমার কাছে কোন দিনই সামান্য কল্যাণও দেখতে পাইনি'।

(বুখারী– ৪র্থখণ্ড, আল-মাদানী প্রকা. হা. ৫১৯৭)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এ হাদীস স্বামীদের জন্যেও এক বিশেষ সাবধান বাণী। স্বামীরা যদি নারীদের এ প্রকৃতিগত দোষের কথা স্মরণ না রাখে, তাহলেই পারিবারিক জীবনে অতি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এজন্যে পুরুষদের অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও মিলমিশকে অক্ষুণ্ন রাখা পুরুষদের কর্তব্য।

আবূ দাউদের বর্ণনা মতে সে ফরমানের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَ اِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَّا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ.

হে মুসলিম জনতা! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আমানাত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহ তা'আলার কালিমার সাহায্যে তাদের দেহ ভোগ করাকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছ। আর তাদের ওপর তোমাদের জন্যে এ অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির দ্বারা তোমাদের দু'জনের মিলন-শয্যাকে মলিন ও দলিত কলঙ্কিত করবে না।

(মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ২৮১৫; আবু দাউদ)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাৎনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাতৃগর্ভ হতে মাখতুন (ত্বকচ্ছেদকৃত, মুসলমানী হওয়া) অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ বিবরণটি যে সহীহ (বিশ্বস্ত) নয়, মুসলমান 'আলিমগণ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে তা প্রতিপন্ন করেছেন। এমনকি সপ্তম দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা 'আবদুল মুত্তালিব যে যথানিয়মে তাঁর খাৎনা বা মুসলমানী করিয়েছেন, সহীহ্ হাদীস ইতিহাসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা ঃ

১. মাজমা'উল বিহার– ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা।

২. যাদুল মা'আদ– ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

৩. হায়াতুল মিয়েদিল আরব– ১মখ ণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

ফলতঃ মুসলিমগণ এ বিষয়টিতে কোন গুরুত্ব প্রদান করেননি। কিন্তু মূর সহ কতক অমুসলিম লেখক এ ব্যাপারটাকে খুব গুরুতর করে তুলেছেন এবং এটা যে অস্বাভাবিক ও মিথ্যা কল্পনা তা প্রমাণ করার জন্য কালি-কলমের যথেষ্ট অপব্যবহারও করেছেন।

এখানে এটাও বলা অবশ্যক যে, ঐরূপ ঘটনা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সম্ভবতঃ আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এরূপ দু'একটি বালক সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে অবগত আছেন। যাদেরকে খাৎনা করার বা মুসলমানী দেয়ার আবশ্যকতা নেই। এটাকে আমাদের দেশে কুদরতী খাৎনা বলে অনেকেই উল্লেখ করে থাকে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

হাদীসের দৃষ্টিতে খাৎনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْخِتَانُ .

চারটি কাজ নবীগণের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য, তা হচ্ছে ঃ সুগন্ধি ব্যবহার করা, বিয়ে করা, মিসওয়াক করা এবং খাৎনা করানো।

(আত্-তিরমিযী; মুসনাদ আহ্মাদ)

খাৎনা সম্পর্কে হাদীসে আরও এসেছে ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰـهُ عَنْهُ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰـهِ ﷺ خَـمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ *

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটি জিনিস ইসলামের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। যথা ঃ লজ্জাস্থানের চুল ফেলা, খাৎনা করা, গোঁফ ছাটা, বগলের লোম উঠানো ও নখ কাটা। (বুখারী; মুসলিম; আহ্মাদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰـهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ «اِخْتَـتَنَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ» .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম ('আঃ) আশি বৎসর বয়সে কুঠার দ্বারা খাৎনা করেছিলেন। (বুখারী; মুসলিম)

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ «أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ يَقُوْلُ : اِحْلِقْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي اٰخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاٰخَرَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ» .

ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন যে, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কুফ্র অবস্থায় চুল দূরীভূত করো অর্থাৎ– মাথা মুণ্ডন করে দাও।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ইবনু জুরাইজ বলেন যে, আমাকে অন্যজন সংবাদ দিয়েছে যে, নাবী ﷺ অন্যজনকে বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডিয়ে ফেল ও খাৎনা করো।

(আহ্মাদ; আবূ দাঊদ)

ইব্রাহীম ('আঃ) তাঁর ছেলে ইসহাক ('আঃ)-এর খাৎনা সপ্তম দিনে করেছিলেন এবং ইসমা'ঈল ('আঃ)-এর খাৎনা তের বৎসর বয়সে করেছিলেন। (বুখারী)

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا .

নাবী ﷺ হাসান, হুসাইনের খাৎনা সপ্তম দিনে সম্পন্ন করেছিলেন।

(হাকিম; বাইহাক্বী)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল সে যেন খাৎনা করে।

(হাফিয একে তাঁর তালখীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالسِّوَاكُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظَافِرِ وَنَتَفُ الْاِبْطِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَالْاِخْتِتَانُ .

'আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন যে, ফিত্রাতের অন্তর্গত হচ্ছে, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, গোঁফ ছাঁটা, মিসওয়াক করা, নখ কাটা, বগলের লোম উঠানো, নাভীর নীচের চুল কাটা ও খাৎনা করা। (আহ্মাদ)

رَوٰى حَرْبٌ فِيْ مَسَائِلِه عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا .

হার্ব তাঁর মাসায়িল গ্রন্থে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে যে যেন খাৎনা করে, যদিও বড় বা বয়স্ক হয়।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মহিলাদের খাৎনা

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَجَدْنَا فِيْ قَائِمِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّحِيْفَةِ : اَنَّ الْاَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْاِسْلَامِ حَتّٰى يُخْتَتَنَ .

'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তলোয়ারের বাঁটের মধ্যে সহীফায় লিখা পেয়েছি যে, ইসলামে যে কোন খাৎনাবিহীন ব্যক্তিকে খাৎনা করে দেয়া হবে। (বাইহাক্বী)

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ .

নাবী ﷺ বলেছেন, যখন নারী-পুরুষের দু'খাৎনার স্থান একত্রিত হয়ে যায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

উক্ত হাদীসে স্ত্রীলোকের খাৎনার কথা পাওয়া যায়।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْخَافِضَةِ : اَشِمِّيْ وَلَا تَنْهَكِيْ فَاِنَّهٗ اَبْهٰى لِلْوَجْهِ وَاَحْظٰى لَهَا عِنْدَ الزَّوْجِ .

উম্মু 'আতীয়াহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ খাৎনাকারিণী এক মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমরা হালকা করে কাট এবং বেশী দাবিয়ে কেটো না। নিশ্চয় এটা চেহারাকে উজ্জ্বল ও সজীব রাখে এবং স্বামীর নিকট বেশী প্রিয় করে। (তাবারানী; হাকিম; বাইহাক্বী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا : اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ .

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে মারফূ'ভাবে বর্ণিত যে, খাৎনা পুরুষের ক্ষেত্রে সুন্নাত এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত। (আহ্মাদ; বাইহাক্বী; তাবারানী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا : يَا نِسَاءَ الْاَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا وَاخْتَفِضْنَ وَلَا تَنْهِكْنَ وَاِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النِّعَمِ .

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণিত আছে যে, হে আনসার মহিলাগণ! তোমরা মেহেদী ব্যবহার করো এবং খাৎনা করো, কিন্তু বেশী দাবিয়ে খাৎনা করো না এবং নি'আমাতের কুফ্‌রী করা থেকে বেঁচে থাকো। (বাযযার)

سُئِلَ الشَّيْخُ ابْنُ تَيْمِيَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ : هَلْ تُخْتَتَنُ اَمْ لَا؟ .

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাকে মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তাদের খাৎনা করা হবে কি-না?

তখন তিনি বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَعَمْ، تُخْتَتَنُ وَخِتَانُهَا اَنْ تَقْطَعَ اَعْلَى الْجِلْدَةِ الَّتِيْ كَعُرْفِ الدِّيْكِ

وَذَالِكَ اَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِخِتَانِ الرَّجُلِ تَطْهِيْرُهٗ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُحْتَقِنَةِ فِي الْقُلْفَةِ وَالْمَقْصُوْدُ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ تَعْدِيْلُ شَهْوَتِهَا، فَاِنَّهَا اِذَا كَانَتْ قَلْفَاءَ كَانَتْ مُغْتَلِمَةً شَدِيْدَةَ الشَّهْوَةِ .

وَلِهٰذَا يُوْجَدُ مِنَ الْفَوَاحِشِ فِيْ نِسَاءِ التَّتَرِ وَنِسَاءِ الْاَفْرِنْجِ مَالَا يُوْجَدُ فِيْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِذَا حَصَلَتِ الْمُبَالَغَةُ فِي الْخِتَانِ ضَعُفَتِ الشَّهْوَةُ فَلَا يَكْمُلُ مَقْصُوْدُ الرَّجُلِ. فَاِذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ حَصَلَ الْمَقْصُوْدُ بِاعْتِدَالٍ.

অর্থাৎ– আলহামদুলিল্লাহ! হ্যাঁ, মেয়েদের খাৎনা করানো হবে। আর তার খাৎনা হচ্ছে লজ্জাস্থানের উপরিভাগে মোরগের মুকুটের ন্যায় যে উঁচু চামড়া আছে, তা হালকাভাবে কেটে বা ছেঁটে দেয়া।

আর পুরুষদের খাৎনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার ভিতরে পেশাব আঁটকে থেকে যে নাজাসাত থেকে যায়, সে নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা। আর মেয়েদের খাৎনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তার উত্তেজনা বা কামভাবকে পুরুষের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা। কেননা মেয়েদের যদি উঁচু

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

চামড়াটা থেকে যায়, তাহলে তারা প্রবল কামভাব পরায়ণা হয়ে থাকে। সেজন্যই তাতার জাতির ও ইফরিঙ্গ জাতি বা ইউরোপিয়ান মেয়েদের মধ্যে বেশী অশ্লীল কাজ পাওয়া যায়, যা মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

আর খাৎনা করার সময় যদি দাবিয়ে কেটে ফেলে, তাহলে কামভাব দুর্বল হয়ে যায় এবং স্বামীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। আর যদি হালকাভাবে কেটে দেয়, তাহলে উভয়েরই সমভাবে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

وَسُئِلَ : وإذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مَخْتُوْنٍ : هَلْ يُخْتَنُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟

আরো জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, যদি খাৎনাবিহীন কোন শিশু মারা যায়, তাহলে কি মৃত্যুর পর তার খাৎনা করতে হবে?

তখন তিনি বললেন ঃ

﴾وَلَا يُخْتَنُ اَحَدٌ بَعْدَ الْمَوْتِ﴿

মৃত্যুর পর কারো খাৎনা করা যাবে না।

খাৎনা সম্পর্কে 'আল মুগনী' গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে

فَاَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَمُكَرَّمَةٌ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ. هٰذَا قَوْلُ كَثِيْرٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ اَحْمَدُ : اَلرَّجُلُ اَشَدُّ وَذَالِكَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا لَمْ يَخْتَتِنْ فَتِلْكَ الْجَلْدَةُ مَدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمَرَةِ وَلَا يَنْقَى مَا ثَمَّ وَالْمَرْاَةُ اَهْوَنُ .

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ : وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِيْ اَمْرِهِ وَرُوِىَ عَنْهُ اَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلٰوةَ يَعْنِىْ اِذَا لَمْ يَخْتَتِنْ .

وَالْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيْهِ يَقُوْلُ اِذَا اَسْلَمَ لَا يُبَالِيْ اَنْ يَخْتَتِنَ وَيَقُوْلُ اَسْلَمَ النَّاسُ الْاَسْوَدُ وَالْاَبْيَضُ لَمْ يُفَتَّشْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ وَلَمْ يَخْتَتِنُوْا. وَالدَّلِيْلُ عَلٰى

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

وُجُوْبِهِ اِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فَلَوْ لَا اَنَّ الْخِتَانَ وَاجِبٌ لَمْ يَجُزْ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَخْتُوْنِ بِالنَّظْرِ إِلٰى عَوعرَتِهِ لِأَجْلِهِ. وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ فَكَانَ وَاجِبًا كَسَائِرِ شِعَارِهِمْ .

وَاِنْ اَسْلَمَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ فَخَافَ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنَ الْخِتَانِ سَقَطَ عَنْهُ. لِاَنَّ الْغُسْلَ وَالْوُضُوْءَ وَغَيْرَهُمَا يَسْقُطُ اِذَا خَافَ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْهُ فَهٰذَا اَوْلٰى. وَاِنْ اَمِنَ عَلٰى نَفْسِهٖ لَزِمَ فِعْلُهُ .

قَالَ حَنْبَلٌ : سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الذِّمِّيِّ اِذَا اَسْلَمَ تَرٰى لَهُ اَنْ يَطَّهَّرَ بِالْخِتَانِ؟ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ ذٰلِكَ. قُلْتُ وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا اَوْ كَبِيْرَةً؟ قَالَ اَحَبُّ إِلَيَّ اَنْ يَتَطَهَّرَ لِاَنَّ الْحَدِيْثَ «اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ) وَيُشْرَعُ الْخِتَانُ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ اَيْضًا. (والله اعلم)

অর্থাৎ, খাৎনা করা পুরুষের জন্য ওয়াজিব, মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত। তাদের জন্য ওয়াজিব নয়। আর এটাই অধিকাংশ 'আলিমদের অভিমত। ইমাম আহ্‌মাদ বলেন ঃ খাৎনার ব্যাপারে পুরুষগণ কঠোরভাবে নির্দেশিত। কেননা, তারা যদি খাৎনা না করে, তাহলে লিঙ্গের অগ্রভাগে চামড়ার মধ্যে পেশাবে ভিজা থেকে যায়, যা পরিষ্কারভাবে ধোয়া যায় না। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে এ রকম হয় না।

আবূ 'আবদুল্লাহ বলেন, ইবনু 'আব্বাস এ ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছেন এমনকি তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, খাৎনাবিহীন ব্যক্তির হাজ্জ ও নামায গ্রহণীয় নয়।

হাসান বাসরী এ ব্যাপারে খুবই শিথিলতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে খাৎনা করা বা না করা ধর্তব্য নয় এবং

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

তিরি আরো বলেছেন যে, শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের বহু লোক মুসলিম হয়েছে, যাদের খোঁজ নেয়া হয়নি এবং খাৎনা করেনি।

খাৎনা ওয়াজিব হওয়ার দলীল হচ্ছে, লজ্জাস্থানের পর্দা করা ওয়াজিব। আর যদি খাৎনা করা ওয়াজিব না হত, তাহলে খাৎনা করার সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোর মাধ্যমে খাৎনাকৃত ব্যক্তির হুরমতকে দূরীভূত করা বৈধ হত না। আর খাৎনা ওয়াজিব হওয়ার ২য় কারণ হচ্ছে যে, এটা মুসলিমের শি'আর বা প্রতীক। কাজেই অন্যান্য প্রতীকের ন্যায় এটাও ওয়াজিব। আর যদি কোন বয়স্ক লোক ইসলাম গ্রহণের পর খাৎনা করতে নিজের ক্ষতির উপর ভয় পায়, তাহলে এটা তার জন্য রহিত হয়ে যায়। আর যখনই ভয় দূর হয়ে যাবে, তখনই খাৎনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

হাম্বাল বলেন ঃ আমি আবূ 'আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন জিম্মী মুসলিম হলেও কি তাকে খাৎনার মাধ্যমে পবিত্র হতে হবে?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, খাৎনা করা অপরিহার্য।

আমি বললাম, যদি বয়স্ক হয়?

তিনি বললেন, বয়স্ক হলেও খাৎনার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়।

কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্‌রাহীম ('আঃ) আশি বৎসর বয়সে খাৎনা করেছিলেন।

আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীম ('আঃ)-এর অনুসরণ করো।

আর পুরুষদের মতো মেয়েদেরও খাৎনা করা বিধেয়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

খাৎনার হুকুম

رَوَى الْإِمَامُ يَحْيَى عَنِ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .

১. ইমাম ইয়াহ্ইয়া নাবীর পরিবার, শাফি'ঈ ও অনেক 'আলিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খাৎনা করা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই ওয়াজিব।

عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُرْتَضَى قَالَ النَّوَوِيْ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : أَنَّهُ سُنَّةٌ فِيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .

২. ইমাম মালিক ও আবূ হানীফার নিকট খাৎনা করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে সুন্নাত। ইমাম নাববী বলেন, এটাই অধিকাংশ 'আলিমের অভিমত।

قَالَ النَّاصِرَ وَالْإِمَامُ يَحْيَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الرِّجَالِ لَا عَلَي النِّسَاءِ .

৩. নাসির ও ইমাম ইয়াহ্ইয়ার মতে, খাৎনা করা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়।

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ مِثْلِ سَنَةٍ إِلَّا عَنْ أَمْرٍ مِّنَ اللّٰهِ

وَالْحَاصِلُ : أَنَّ الْاِسْتِدْلَالَ بِفِعْلِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَى الْوُجُوْبِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ وَاجِبًا. فَإِنْ ثَبَتَ ذٰلِكَ اِسْتَقَامَ الْاِسْتِدْلَالُ .

মাওয়ারদী বলেন, ইব্রাহীম ('আঃ) কেবল আল্লাহর নির্দেশেই এ বৃদ্ধ বয়সে খাৎনা করেছিলেন। মোদ্দা কথা এই যে, খাৎনাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা নির্ভর করে ইব্রাহীম ('আঃ)-এর উপর। তিনি যদি ওয়াজিব অবস্থায় করে থাকেন, তাহেলে ওয়াজিব। অন্যথায় সুন্নাত।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

(فائدة) : اُخْتُلِفَ فِيْ خِتَانِ الْخُنْثٰى فَقِيْلَ يَجِبُ خِتَانُهٗ فِيْ فَرْجَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوْغِ وَقِيْلَ لَا يَجُوْزُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ وَهُوَ الْاَظْهَرُ قَالَهُ النَّوَوِيُّ .

وَاَمَّا مَنْ لَّهٗ ذَكَرَانِ فَاِنْ كَانَا عَامِلَيْنِ وَجَبَ خِتَانُهُمَا وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا عَامِلًا دُوْنَ الْاٰخَرِ خُتِنَ .

وَاِنْ مَّاتَ اِنْسَانٌ قَبْلَ اَنْ يُّخْتَتَنَ فَلِاَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ اَوْجُهٍ اَلصَّحِيْحُ الْمَشْهُوْرُ : لَا يُخْتَتَنُ كَبِيْرًا كَانَ اَوْ صَغِيْرًا. وَالثَّانِي يُخْتَنُ. وَالثَّالِثُ يُخْتَنُ الْكَبِيْرُ دُوْنَ الصَّغِيْرِ .

উপকারিতা ঃ

হিজড়ার খাৎনা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

১. বলা হয়েছে যে, বালেগ হওয়ার পূর্বেই উভয় লজ্জাস্থান খাৎনা করা হবে।
২. আবার বলা হয়েছে, তার লজ্জাস্থান স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে খাৎনা করানো বৈধ নয়। ইমাম নাববী এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারো যদি দু'টি লিঙ্গ থাকে এবং দু'টি দিয়েই কাজ করে, তাহলে উভয়টিরই খাৎনা করতে হবে। পক্ষান্তরে একটি কর্মঠ ও অন্যটি অকেজো হলে একটিকেই খাৎনা করতে হবে।

কেউ যদি খাৎনা করার পূর্বেই মরে যায়, তাহলে এ ব্যাপারে শাফি'ঈদের তিনটি মত রয়েছে।

১. প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ এই যে, ছোট হোক বা বড় হোক কাউকেই খাৎনা করানো হবে না।
২. উভয়কেই খাৎনা করানো হবে।
৩. বড়কে খাৎনা করানো হবে, ছোটকে নয়। (আল্লাহ ভাল জানেন)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

খাৎনার হুকুম সম্পর্কে "তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম" -এর লেখক-এর মত

شَدَّدَ فِيْ اَمْرِ الْخِتَانِ الْاِمَامُ مَالِكٌ حَتّٰى قَالَ : «مَنْ لَّمْ يَخْتَتِنْ لَمْ تَجُزْ اِمَامَتُهٗ وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهٗ» وَالَّذِيْنَ قَالُوْا بِوُجُوْبِهٖ : اَلشَّعْبِيُّ وَرَبِيْعَةُ وَالْاَوْزَاعِيُّ وضيضحيى بْنُ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاَضحْمَدُ. وَالَّذِيْنَ قَالُوْا بِالسُّنِّيَةِ اَلْاِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ.

ইমাম মালিক খাৎনার ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি খাৎনা করেনি তার ইমামতি বৈধ নয় এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।"

আর যারা খাৎনাকে ওয়াজিব বলেছেন তারা হচ্ছেন, শা'বী, রাবী'আহ্, আওযা'ঈ, ইয়াহ্ইয়া বিন সা'ঈদ আনসারী, ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহ্মাদ (রহঃ) এবং কতিপয় হাম্বালী খাৎনাকে সুন্নাত বলেছেন।

মাজমূ' ফাতাওয়ার শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ্ এ মর্মে যা উল্লেখ করেছেন

سُئِلَ الشَّيْخُ اِبْنُ تَيْمِيَةَ (رَحْ:) عَنْ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ يَصُوْمُ وَيُصَلِّيْ وَهُوَ غَيْرُ مَخْتُوْنٍ وَلَيْسَ مُطَهَّرًا هَلْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ؟ وَمَنْ تَرَكَ الْخِتَانَ كَيْفَ حُكْمُهٗ؟

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, একজন মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেকবান রোযা রাখে, নামায পড়ে, কিন্তু তার খাৎনা করা হয়নি এবং পাক নয়, তাহলে তার জন্য কি উক্ত কাজ করা বৈধ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আছে? এবং যে ব্যক্তি খাৎনা করল না তার হুকুম কি? তখন তিনি নিম্নোক্ত উত্তর দিলেন ঃ

إِذَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ ضَرَرُ الْخِتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَتِنَ. فَإِنَّ ذَالِكَ مَشْرُوْعٌ مُوَكَّدٌ لِّلْمُسْلِمِيْنَ بِإِتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ. وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِيْ الْمَشْهُوْرِ عَنْهُ وَقَدِ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ مِنْ عُمْرِهِ.

وَيَرْجِعُ فِيْ الضَّرَرِ إِلَى الأَطِبَّاءِ الثِّقَاتِ. وَإِذَا كَانَ يَضُرُّهُ فِيْ الصَّيْفِ أَخَّرَهُ إِلَى زَمَانِ الْخَرِيْفِ.

অর্থাৎ, খাৎনা করালে যদি ক্ষতির কোন ভয় না থাকে, তাহলে খাৎনা করা জরুরী। কেননা উলামাদের ঐকমত্যে মুসলিমদের জন্য এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটা ইমাম শাফি'ঈ ও আহ্মাদের নিকট ওয়াজিব। আর ইব্রাহীম ('আঃ) আশি বছর বয়সের পর খাৎনা করেছিলেন।

আর যদি খাৎনা করালে ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, তাহলে ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাবে।

আর যদি গ্রীষ্মকালে খাৎনা করালে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে হেমন্তকালে খাৎনা করাবে।

জামহুর 'আলিমগণের মতে খাৎনা করা কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং শিশুকালে খাৎনা করানো ওয়াজিব নয়।

ইমাম নাববী বলেন ঃ সপ্তম দিনের দিন খাৎনা করানো মুস্তাহাব। এখন কি জন্মের দিনকে ধরে সপ্তম দিন, না জন্মের দিনকে বাদ দিয়ে? বিশুদ্ধ রায় হচ্ছে, জন্মের দিনকে ধরে সপ্তম দিন। (নাইলুল আওতার)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

খাৎনা সম্পর্কে হিন্দু লেখকগণের বক্তব্য

ডা. এস.এন. পান্ডে একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী অথচ তিনি তার "মেডিকেল সেক্স গাইড" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগের নাম হলো গ্লান্স। পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয় সবটা চর্ম দিয়ে ঢাকা বটে, কিন্তু এ গ্লান্সের সামনের চর্ম থাকে যুক্ত। এ চর্ম পেছনে টান দিলেই গ্লান্সটি চর্ম মুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

কিন্তু অনেক সময় সামনের চামড়া বা অগ্রচ্ছেদটির (prepuce) সামনে সূক্ষ্ম মূত্র ছিদ্র থাকে। তার ফলে যদি গ্লান্সটি ধরে জোরে টানা যায়, তাহলেও ঐ প্রিপিউস সরে গিয়ে গ্লান্সটি পূর্ণভবে প্রকাশিত হয় না, একে বলা হয় (Pinhole Meatus) এবং এ রোগকে বলা হয় ফাইমোসিস রোগ।

লক্ষণ ঃ অগ্রচ্ছেদ ধরে পেছনের দিকে টানলেও তার মাঝ দিয়ে গ্লান্সটি প্রকাশ পায় না।

এরূপ অবস্থায় সুস্থ্ যৌন জীবনের অধিকারী হওয়া যায় না।

চিকিৎসা ঃ এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো ভাল সার্জন দ্বারা অপারেশন করা ও অগ্রচ্ছেদ কিছু মুক্ত করে দেয়া (অর্থাৎ- মুসলমানী করা)। অতি সাধারণ অপারেশন দ্বারাও এটি করা হয় ও ঠিক মত ড্রেস করে দিলে সত্বর এটি ঠিক হয়ে যায়।

যেহেতু হিন্দু ধর্মে এ অগ্রচ্ছেদ কেটে অপারেশন করার নিয়ম নেই সেহেতু যদি কোন লোকের আপেক্ষিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় হয় তাহলে সে ভাবতে পারে যে এটার অপারেশন হলে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

আপেক্ষিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় –অনেক সময় কেউ হয়ত দেখতে পেলেন যে, তার কোন বন্ধুর বা অন্য কোনো লোকের ইন্দ্রিয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কিন্তু নিজেরটি ক্ষুদ্র, তারা তখন একটি ভ্রান্ত ধারণার বসে চলতে লাগলেন। ভাবতে থাকেন তাঁর নিজের যৌন মিলনের অক্ষমতার কথা। কিন্তু এ ধারণা

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ভুল। তাঁদের মনের মধ্যে এর ফলে নানা মানসিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তার মধ্যে একটি মানসিক দুর্বলতা দেখা দেয়। তাকেই বলা হয় আপেক্ষিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়। এটি কোন রোগই না। মনোবোল সহকারে যদি মনে করা যায়– আমার পূর্ণ যৌন ক্ষমতা আছে, তাহলে অগ্রচ্ছদে অপারেশন করে বিবাহিত জীবনে তাঁরা আরও সুখী হতে পারেন।

এ ব্যাপারে আরেক 'পণ্ডিত' হিন্দু লেখক তার 'যৌবনের ঢেউ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

লিঙ্গ যোনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর পর সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শুক্রক্ষরণ হতে পারে। রাত্রিকালে স্থায়িত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা অনেক সময় কার্যকারী হলেও একে একমাত্র সহায়ক বলা যায় না। অবশ্য লিঙ্গের স্থানিক সংবেদনশীলতা কমানোর জন্যে ত্বকচ্ছেদ বা খাৎনা প্রথা চালু রাখা সকলের জন্যেই অবশ্য কর্তব্য। এর দ্বারা যৌনানুভূতি কমিয়ে নেয়া চলে, ফলে রাত্রিকালের স্থায়িত্ব কিছুটা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যৌন কেশ মুণ্ডনের গুরুত্ব ও বিধান

যৌনকেশ মুণ্ডন সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই জানা দরকার যৌনকেশ কোনগুলো। প্রকাশ থাকে যে, নারী ও পুরুষের নাভীর নিম্ন দেশে গুপ্তাঙ্গের আশে পাশে গজানো কেশগুচ্ছকে যৌনকেশ বলা হয়।

যৌনকেশ মুণ্ডনের গুরুত্ব ঃ

যৌনকেশ মুণ্ডনের মত একান্ত ব্যক্তিগত ও সামান্য বিষয়ও ইসলামের জীবন বিধানে আওতাভুক্ত। নিঃসন্দেহে এটা ইসলামের পরিপূর্ণতার এক জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। ইসলাম এভাবে ছোট খাট ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সকল সমস্যার সমাধান প্রদান করেছে। হতভাগা আমরা বুঝতে পারি না, ইসলাম সৃষ্টির তরে মহান স্রষ্টা আল্লাহ কত বড় নি'আমাত।

ইসলামী জীবন বিধানে যৌনকেশ মুণ্ডনের প্রতি তাগিদ আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা মানব স্বভাব প্রকৃতিগত গুণ। সকল নাবীর সুন্নাত। আমরা জানি মানুষের শরীরের যে সমস্ত জায়গায় অধিক পরিমাণে ও দ্রুত ময়লা জমে থাকে নাভীর নিম্নদেশ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান। আমরা এ স্থান প্রতিদিন পরিষ্কার করে থাকলেও যৌনকেশ গুচ্ছের গোড়ায় ধীরে ধীরে ময়লার যে সূক্ষ্ম আস্তরণ জমে তা কিন্তু পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। এজন্যই ইসলাম অনূর্ধ চল্লিশ দিনের মধ্যে একবার মুণ্ডন করার বা যে কোন উপায়ে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছে। মহানাবী ﷺ আমাদের এ কর্মের প্রতি উৎসাহ দিতে যেয়ে বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ اَلْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ ..... وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَنَيْلُ الْاَوْطَارُ.

পাঁচটি বিষয় নাবী সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত ঃ যৌনকেশ মুণ্ডন করা, খাৎনা করা, গোঁফ খাট করা, নখ কাটা। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসেও এরূপ কথা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

اَلْاِسْتِحْدَادُ هُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ .....

দশটি বিষয় সকল নাবীদের সুন্নাত। তিনি সে দশটির মধ্যে যৌনকেশ মুণ্ডনের কথাও উল্লেখ করেছেন।

যৌনকেশ মুণ্ডন বিধান ঃ আমাদের মাঝে অনেকে মনে করেন-যৌনকেশ মুণ্ডন করা ফরয। চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলে নামায ও রোযা কিছুই কবূল হবে না। আসলে অতি সতর্কতাবোধ থেকে এ ধারণা জন্ম হয়েছে। সর্তকতা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের প্রচলিত ধারণাটি ভুল।

সকল সাহাবা, তাবিয়ীন ও অধিকাংশ উলামাদের মতে যৌনকেশ মুণ্ডন করা সুন্নাত। যৌনকেশ মুণ্ডন না করে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করা মাকরূহ (ঘৃণিত ব্যাপার)। নাইলুল আওতার প্রণেতা আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন ঃ

اَلْاِسْتِحْدَادُ هُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ ..... سُنَّةٌ بِالْاِتِّفَاقِ.

যৌনকেশ মুণ্ডন করা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

এখানে সবাই একমত বলতে সাহাবী ও তাবিয়ীনদের বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় দেখা যায় পরবর্তীদের কেউ কেউ এটাকে সুন্নাতেও ভাবেননি। যেমন ইবনু কুদামাহ বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ আল-মুগনীতে লিখেন ঃ

اَلْاِسْتِحْدَادُ هُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ مُسْتَحَبٌّ لِاَنَّهُ مِنَ الْفِطْرَةِ وَيَفْحُشُ بِتَرْكِهِ فَاسْتُحِبَّ اِزَالَتُهُ.

যৌনকেশ মুণ্ডন করা মুস্তাহাব। কেননা এটা স্বভাব প্রকৃতিগত এক গুণ। যেহেতু যৌনকেশ মুণ্ডন না করলে এটা কদর্য রূপ ধারণ করে এজন্য মুণ্ডন করে নেয়াই ভাল। (আল-মুগনী- ১ম খণ্ড, ৮৬ পৃঃ)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মুণ্ডন করার মেয়াদ

মুণ্ডন করার সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো চল্লিশ দিন। যেমন সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَقَّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبْطِ اَنْ لَّانَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ- (رواه مسلم وابن ماجه)، رواه احمد والترمذي والنسائ وابو داود وَقَالُوْا : وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ আমাদের জন্য গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা ও যৌনকেশ মুণ্ডন করার ব্যাপারে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে চল্লিশ দিন। (মুসলিম; ইবনু মাজাহ্)

এ হাদীসটি আরও বর্ণিত হয়েছে আহ্মাদ, আত্-তিরমিযী, নাসায়ী ও আবূ দাউদে। তাদের বর্ণনায় 'নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে' এর স্থলে আল্লাহর রাসূল ﷺ নির্ধারণ করে দিয়েছেন রয়েছে। নিম্ন মেয়াদের কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। বরং ইচ্ছার উপর। তবে কতিপয় উলামার মতে, প্রতি বৃহস্পতিবার নাভীর তলদেশ মুণ্ডন করা সুন্নাত।

আবার অনেকে বলেন ঃ গোঁফ নখ কাটার সময় তলদেশ মুণ্ডন করে নেয়া সুন্নাত। কেননা হাদীসে এসেছে ঃ 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র সাহাবী (রাযিঃ) বলেন ঃ

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ اَظْفَارَهٗ وَشَارِبَهٗ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ بِسَنَدِهٖ.

নাবী ﷺ প্রতি জুমু'আয় গোঁফ, নখ কেটে নিতেন। বাগবী তদীয় সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

(আল-ফিকহুল ইসলামীয়া ওয়া আদিল্লাতুহু– ১ম খণ্ড, ৩১১ পৃঃ)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বিধান পালনের জন্য মুণ্ডনই কি শর্ত?

মুণ্ডন শর্ত নয়। যে কোন উপায়ে নাভীর তলদেশে পরিষ্কার করলে বিধান পালন হয়ে যাবে। যেমন আল্লামা ইবনু কুদামাহ্ বলেন ঃ

وَبِاَيِّ شَيْءٍ اَزَالَهُ صَاحِبُهُ فَلَا بَأْسَ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ اِزَالَتُهُ .....

যৌনকেশ পরিষ্কার করার ব্যাপারে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা উদ্দেশ্য তো একটাই আর তা হলো বিনাশ করা। (আল-মুগনী– ১ম খণ্ড, ৮৬ পৃঃ)

সুতরাং কেউ যদি কেচি দিয়ে গোড়া থেকে উত্তমরূপে কেটে ফেলেন তবুও চলবে। অনুরূপভাবে চুনা বা লোশন জাতীয় মেডিসিন ব্যবহার করেও পরিষ্কার করা যেতে পারে। মুহাদ্দিস খাল্লাল তদীয় সনদে নাফি' (রহঃ) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমারের বগলের লোম পরিষ্কারের জন্য চুন বা লোশন লাগিয়ে দিতাম। কিন্তু যখন তিনি নাভীর নিম্নদেশ পরিষ্কার করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি নিজ হতেই তা করতেন।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

নপুংসক বা হিজড়াদের বিবাহ প্রসঙ্গ

হিজড়া শব্দটি মৌলগত দিক থেকে সাংস্কৃতিক শব্দ। তবে হিন্দি ও উর্দূ ভাষায় এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এমনকি আমরা বাংলা ভাষীরাও (এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে বুঝাতে) এ শব্দ ব্যবহার করে থাকি। তবে এর বাংলা হলো নপুংসক। এ হিজড়া বা নপুংসককে আরবীতে (خُنْثٰى) খুনসা বলা হয়।

এ খুনসা তথা হিজড়া বা নপুংসকদের বিবাহের ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা কি? তা জানার পূর্বে জানা প্রয়োজন হিজড়া কোন্ প্রজাতির মানুষকে বলা হয়।

হিজড়া কারা?

হিজড়াদের পরিচয় দিতে যেয়ে অনেকে অনেক কিছু বলে থাকলেও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো ঃ

যাদের সম্মুখভাগে দু'ধরনের অঙ্গ রয়েছে ঃ একটি পুরুষাঙ্গ অপরটি নারী যৌনাঙ্গ। **(লিসানুল আরাব– ৪র্থ খণ্ড, ২২৬ পৃঃ)**

অথবা পূর্ণ পুরুষ লিঙ্গের সাথে অপূর্ণ নারী অঙ্গ যেমন শুধু ছিদ্র বিশেষ রয়েছে। **(আল-মুগনী– ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ)**

অথবা যাদের অপূর্ণ পুরুষাঙ্গের সাথে পূর্ণ নারী যৌনাঙ্গ বিদ্যমান। অথবা যাদের শুধু অপূর্ণ পুরুষাঙ্গ বা শুধু অপূর্ণ নারী অঙ্গ রয়েছে।

(আল-মুগনী– ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৮ পৃঃ)

প্রকারভেদ ঃ

হিজড়াদের পরিচয়ের মধ্যে যদিও তাদের মোটামুটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা গেছে তবুও আরও স্পষ্টতা ও হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য বলা যায় যে, হিজড়াদের প্রতি বিধান প্রয়োগের দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হিজড়ারা দু'প্রকারের হয়ে থাকে।

১. সাধারণ প্রকৃতির হিজড়া।

২. জটিল প্রকৃতির হিজড়া।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

সাধারণ হিজড়া ঃ

এ প্রকৃতির মধ্যে যারা পড়ে তারা হলো ঃ সংজ্ঞায় উল্লেখিত প্রথম দু'প্রকারের হিজড়া। অর্থাৎ– যাদের নারী ও পুরুষ উভয়ের লিঙ্গ আছে তবে প্রস্রাব ত্যাগ করে কোন একটি দিয়ে (উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব করলে জটিল প্রকৃতির মাঝে গণ্য হবে)। অনুরূপভাবে যে অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে তার বাহ্যিক প্রভাবও (যেমন ঃ পুরুষাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করলে পুরুষের ন্যায় দাড়ি গোঁফ গজানো, মানী ও মাযী নির্গত হওয়া ইত্যাদি; আর নারী অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব নারীদের বৈশিষ্ট্য যেমন ঃ হায়িয হওয়া, স্তন স্ফীত ও বৃহদাকার হওয়া ইত্যাদি) থাকে।

জটিল হিজড়া ঃ

যে সকল হিজড়া জটিল প্রকৃতির তাদের চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যাদের নারী ও পুরুষ উভয়ের অঙ্গ রয়েছে এবং প্রস্রাব ত্যাগ করে উভয়টি দিয়ে।

২. যাদের নারী ও পুরুষ উভয়ের অঙ্গ রয়েছে তবে কোন অঙ্গেরই বাহ্যিক প্রভাব নেই।

৩. যাদের নারী ও পুরুষ কারও কোন অঙ্গ নেই বরং পুরুষাঙ্গের স্থলে সামান্য গোশ্তের টুকরা বিশেষ রয়েছে বা নারী অঙ্গের স্থানে ছিদ্রবিশেষ রয়েছে।

৪. যাদের সম্মুখভাগে কোন অঙ্গই নেই। তারা তাদের গুহ্য দিয়েই প্রস্রাব ও পায়খানা উভয় কর্ম সম্পাদন করে।

(আল-মুগনী– ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৭৭, ২৫৩, ২৫৮ পৃঃ)

বিবাহের হুকুম ঃ

ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হলো ঃ সাধারণ প্রকারের হিজড়াগণ বিবাহ করতে পারে। কেননা হিজড়া পুরুষ হলে (পুরুষাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করার সাথে ঐ অঙ্গের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলী থাকলে) স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের ন্যায় তার প্রতিও সকল বিধান প্রযোজ্য বা আরোপিত হবে। আর নারী হলে (নারী অঙ্গ দিয়ে মূত্র ত্যাগ ও সে অঙ্গের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলী থাকলে) তার প্রতি অন্যান্য সকল স্বাভাবিক নারীদের উপর অর্পিত ইসলামী বিধান সবই প্রযোজ্য।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

আমাদের সমাজে ইসলামী জ্ঞান না থাকায় অনেক সাধারণ হিজড়া হিজড়া সমিতিতে যোগ দিয়ে তাদের কাজ করতে শুরু করে। আবার তাদের পিতা-মাতাদেরও এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার ফলে তারা ওদেরকে সমিতির হাতে ছেড়ে দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচেন। অথচ এরূপ হিজড়া পুরুষ হলে অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তার নারী অঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে স্বাভাবিক জীবন ধারণকারী পুরুষদের কাতারে দাঁড়াতে পারে। অনুরূপভাবে নারী হলে অপারেশনের মাধ্যমে তার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে সেও সুস্থ নারী হিসেবে জীবন-যাপন করতে পারে।

প্রাক ইসলামী যুগে এমনকি ইসলাম উত্তরকালেও ধারণা করা হত সকল প্রকারের হিজড়াই কাম রতি শক্তিহীন। কিন্তু এক দিনের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে মহানবী ﷺ-এর ঘোষণার মাধ্যমে সে ভুল ধারণা খণ্ডিত হয়।

হাইত মতান্তরে মা'তে নামক এক হিজড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার ঘরে এসেছিল।

সে ঘরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভাই 'আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিল। এমতাবস্থায় উক্ত হিজড়াটি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-কে লক্ষ্য করে বলতে লাগল। হে 'আবদুল্লাহ! আল্লাহ যদি তায়েফ মুসলিমদের বিজয় দান করেন তবে আমি তোমাকে গায়লানের এমন একটি কন্যাকে দেখাব যে, সে যদি সামনে আসে তবে তার পেটে চার ভাজ দেখা যায়, আর যদি পিছনে পিঠ ফিরে যায় তবে আটটি ভাজ নিয়ে প্রস্থান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্ণনা ভঙ্গীতে বুঝে ফেললেন এর মধ্যে পূর্ণ কামভাব বিদ্যমান। তিনি তখনই তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে ঘোষণা দিলেন যে, এদের থেকে মহিলাদের পর্দা করতে হবে। এরা যেন কোন মহিলার নিকট যেতে না পারে। (কারণ এ ধরনের হিজড়াদের প্রতি পুরুষদের বিধান প্রযোজ্য)।

(বুখারী; মুসলিম; নাইলুল আওতার; মিশকাত)

জটিল হিজড়াদের বিবাহ প্রসঙ্গ ঃ

এ প্রসঙ্গে ফিকাহবিদদের সিদ্ধান্ত হলো ঃ চার প্রকারের জটিল হিজড়াদের মধ্যে শেষোক্ত দু'প্রকার হিজড়া বিবাহ করতে পারবে না এবং

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

তাদের জন্য সম্ভবও নয়। তবে প্রথমোক্ত দু'প্রকারের জটিল হিজড়াগণ বিবাহ্ করবে কিনা এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

কতিপয় ফিকাহ্‌বিদদের মতে তারা বিবাহ্ করতে পারে না। কারণ প্রথম প্রকারের হিজড়াদের উভয় লিঙ্গ দিয়েই প্রশাব করার ফলে তার নারীত্ব বা পুরুষত্ব কোনটাই প্রমাণিত নয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের হিজড়াদের পুরুষ বা নারীদের বাহ্যিক লক্ষণ না থাকার ফলে তাদের ব্যাপারেও কোন একটি ফায়সালা দেয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু অধিকাংশ উলামা ও ফিকাহ্‌বিদের মতে, এ ধরনের হিজড়াগণ বিবাহ্ করতে পারে। তারা বলেন যেমনভাবে উভয় অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাবকারী হিজড়ার ব্যাপারে নারীত্ব বা পুরুষত্বের ফায়সালা দেয়া যেতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে বাহ্যিক লক্ষণ না থাকায় হিজড়ার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। প্রথমোক্ত হিজড়াদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, সে প্রথম যে অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করেছিল সে সেই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। এর দলীল হলো মহানাবী ﷺ-এর নিকট এ ধরনের হিজড়াকে নিয়ে আসা হয়েছিল এ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যে, এ সন্তান ছেলে না মেয়ে। একে এর মৃত পিতার সম্পত্তি কিভাবে দেয়া যেতে পারে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন ঃ

وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ .

তোমরা তাকে সে অঙ্গ অনুযায়ী সম্পদ দাও যে অঙ্গ দিয়ে প্রথম সে প্রস্রাব করে। আর যদি উভয় অঙ্গ দিয়ে এক সাথেই বের হয় তবে যে অঙ্গ দিয়ে বেশি পরিমাণ বের হয় সেটাই ধর্তব্য। (আল-মুগনী– ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ)

আর দ্বিতীয় প্রকারের তথা বাহ্যিক লক্ষণহীনদের ব্যাপারে ফায়সালা হলো যে, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কোন্ প্রজাতির আকর্ষণ বা প্রয়োজন অনুভব করে। সে যাদের উল্লেখ করবে বুঝতে হবে সে নিজে তার বিপরীত লিঙ্গ। এর প্রমাণ হলো এই যে, আল্লাহ্ প্রাণীকুলকে এমন এক বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যে নর-নারীর প্রতি ও নারী-নরের প্রতি (তথা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি) আকৃষ্ট হয়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তবে কথা হলো এই যে, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে যখন সে হিজড়ার প্রতি সমর্পিত তখন এর কী বাস্তবতা আছে সে মিথ্যা বলবে না। এমন তো হতে পারে যে, সে শাইতানী করে প্রথমে দাবী করল সে নারী সতরাং সে পুরুষের নিকট বিবাহ বসতে চায়। এভাবে সে উভয় প্রজাতীর স্বাদ আস্বাদন করার তো প্রচেষ্টা চালাতে পারে –এর উত্তর হলো এই যে, এজন্যই ফিকাহবিদগণ বলেন ঃ

اِذَا قَالَ الْخُنْثٰي الْمُشْكِلُ اَنَا رَجُلٌ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ اَنْ يَنْكِحَ بِغَيْرِ ذٰلِكَ بَعْدُ وَكَذَالِكَ لَوْ سَبَقَ فَقَالَ اَنَا امْرَاَةٌ لَمْ يَنْكِحْ اِلَّا رَجُلًا.

যখন জটিল হিজড়া বলে আমি পুরুষ তখন তাকে কোন মহিলাকে বিবাহ করা নিষেধ করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, এরপরে সে কথা উল্টালে নারী ছাড়া কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে না। অনুরূপভাবে প্রথমে যদি সে বলে থাকে আমি নারী, এরপর যদি কথা পালটায় তবে তাকেও পুরুষ ছাড়া কোন নারীর সাথে বিবাহ দেয়া যাবে না।

(আল-মুগনী– ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৭৭ পৃঃ)

কারণ সে নিজেই নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী।

যদি কোন পুরুষ দাবীদার হিজড়ার সাথে কোন রমণীর বিবাহ দেয়া হয় এবং পরে যদি সে হিজড়া নিজেকে নারী দাবী করে তবে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে কিনা? –এর উত্তর হলো ঃ হ্যাঁ, যাবে। তবে তার স্ত্রীকে যে মুহর দিয়েছিল সে তার দাবী করতে পারবে না। আর যদি কোন নারী দাবীদার হিজড়াকে কোন পুরুষের সাথে বিবাহ দেয়া হয় এবং পরে সে হিজড়া নিজেকে পুরুষ দাবী করে তবে তাদের ভাঙ্গবে না। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন ঃ কারণ অধিকার তার বিপক্ষে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বিয়ের গুরুত্ব

আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا.

অর্থাৎ– রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিয়ে করতে নির্দেশ দিতেন। আর অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করা থেকে খুব কড়া ভাষায় নিষেধ করতেন। (মুসনাদ আহ্মাদ)

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لَا صَرُوْرَةَ فِي الْإِسْلَامِ.

অর্থাৎ, কুমারিত্ব ও অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের কোন প্রথা ইসলামের মধ্যে নেই। (মুসনাদ আহ্মাদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন ঃ

مَنْ قَدَرَ عَلٰى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে আমার উম্মাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। (দারিমী; কিতাবুন্ নিকাহ)

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اَلنِّكَاحُ فِيْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

বিয়ে করা আমার আদর্শ ও স্থায়ী নীতি, যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত অনুযায়ী 'আমাল করে না, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্লামা নাফীসী বলেন ঃ

وَقَدْ يَسْتَحِيْلُ الْمَنِيُّ إِلٰى طَبِيْعَةٍ سُمِّيَّةٍ وَيُرْسِلُ إِلَى الْقَلْبِ وَالدِّمَاغِ بُخَارًا رَدِيْئًا سَمِّيًّا يُوْجِبُ الْغَشْيَ وَالصَّرْعَ وَنَحْوَهُمَا.

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ– বীর্য প্রবল হয়ে গেলে অনেক সময় তা অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতি ধারণ করে বসে। ফলে অন্তর ও মগজের দিকে তা এক ধরনের খুব খারাপ বিষাক্ত বাষ্প তৈরী করে দেয়, যার জন্য বেহুঁশ হয়ে পড়া বা মৃগী রোগ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী বিয়ে না করার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

إِعْلَمْ أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا اكْثَرَ تَوَلُّدُهُ فِيْ الْبَدَنِ صَعَدَ بُخَارُهُ إِلَى الدِّمَاغِ.

জেনে রেখো যে, বীর্যের প্রজনন ক্ষমতা যখন দেহে খুব বেশী হয়ে যায়, তখন তা বের হতে না পারলে মস্তিষ্কে তার বাষ্প উত্থিত হয়।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)

ইমাম রাগিব বলেন ঃ

وَسُمِّيَ النِّكَاحُ حِصْنًا لِّكَوْنِهِ حِصْنًا لِّذَوِيْهِ عَنْ تَعَاطِي الْقَبِيْحِ.

বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে, কেননা (বিয়ে) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সকল প্রকার লজ্জাজনক কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতই বাঁচিয়ে রাখে।(মুফরাদাত)

স্বামী-স্ত্রী কেবল বিয়ের মাধ্যমেই পরস্পর মিলিত হবে। তাহলে দু'জনের চরিত্র ও সতীত্ব পূর্ণমাত্রায় রক্ষা পাবে। বিয়েকে حِصْنٌ বা 'দুর্গ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দুর্গ যেমন মানুষের আশ্রয়স্থল, শত্রু পক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, বিয়ের ফলে রচিত পরিবারও তেমনি স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে একমাত্র রক্ষাকবচ। মানুষ বিয়ে করার মাধ্যমে তার চরিত্র ও সতীত্বকে রক্ষা করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُّطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ.

যে ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্র নিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে, তার করণীয় হচ্ছে (স্বাধীন নারী) বিয়ে করা। (ইবনু মাজাহ)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যদিও হাদীসটি দুর্বল, কিন্তু এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, চরিত্রকে পবিত্র রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিয়ে। বিয়ে না করলে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। মানুষ আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন করে পাপের মধ্যে যেতে পারে যে কোন দুর্বল মুহূর্তে।

সত্যিকারভাবেই যে লোক তার নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখতে চায়, বিয়ে করা ছাড়া এক্ষেত্রে তার জন্য দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

কেননা এ উদ্দেশ্যে বিয়ে করলে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ সাহায্যে লাভ করতে পারবে। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

তিন ব্যক্তির সাহায্যে করা আল্লাহ তা'আলার জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। তারা হলো ঃ

১. ঐ দাস যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়।
২. যে ব্যক্তি বিয়ে করে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়।
৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে আত্মসমর্পিত।

নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা মোটেও সহজসাধ্য কাজ নয়। বরং তা হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা এজন্য যৌন লালসা শক্তিকে দমন করতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে সে লোক পাশবিকতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাবে। সুতরাং কেউ যদি এ থেকে বাঁচতে চায়, আর এ বাচাঁর উদ্দেশেই যদি বিয়ে করে স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্যে সহযোগিতা করবেন। আর

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে সহযোগিতার দ্বারা সে লোক বিয়ের মাধ্যমে স্বীয় নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে সমর্থ হবে।

শুধুমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই যে সতীত্ব ও নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা যেতে পারে, এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .

স্ত্রীগণ হচ্ছে তোমাদের জন্য পোষাক স্বরূপ আর তোমরা তাদের জন্য পোষাক স্বরূপ।

পোষাক যেমনভাবে মানব দেহকে আবৃত করে ঠিক রাখে, তার নগ্নতা ও কুশ্রী বিষয়গুলো প্রকাশ হতে দেয় না এবং সকল প্রকার অনিষ্টতা ও অপকারিতা থেকে বাঁচায়, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেও ঠিক তদ্রূপ।

উপরোক্ত আয়াতে স্বামীকে স্ত্রীর জন্য পোষাক বলা হয়েছে। কেননা তারা দু'জনই দু'জনের সমস্ত দোষ-ত্রুটি ঢাকার ও যৌন উত্তেজনা প্রশমিত করার মাধ্যম।

ইমাম রাগিব বলেছেন ঃ

جُعِلَ اللِّبَاسُ كِنَايَةً عَنِ الزَّوْجِ لِكَوْنِهِ سِتْرًا لِّنَفْسِهِ وَلِزَوْجِهِ اَنْ يَّظْهَرَ مِنْهُمَا سُوْءٌ كَمَا اَنَّ اللِّبَاسَ سِتْرًا يَمْنَعُ اَنْ يَبْدُوْا مِنْهُ الشَّهْوَةُ .

পোশাক বলতে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে (আর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে) মনে করা হয়েছে। কেননা এ স্বামী ও স্ত্রী একদিকে নিজে নিজের জন্য পোশাক স্বরূপ, আবার প্রত্যেকে একে অপরের জন্যও তাই। এরা কেউ কারো দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হতে দেয় না যেমন পোষাক নিজের লজ্জাস্থানকে প্রকাশ হতে দেয় না। (মুহাসিনুত তনাবীল)

বিয়ের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে ইমাম আলূসী বলেন ঃ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

أَيْ جَعَلَ بَيْنَكُمْ بِالزَّوَاجِ الَّذِيْ شَرَعَهُ لَكُمْ تَوَادًا وَتَرَحُّمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَكُمْ مُسَابِقَةُ مَعْرِفَةٍ وَلَا مُرَابِطَةُ مُصَحِّحَةٌ لِلتَّعَاطُفِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ رَحْمٍ.

তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা শারী'আতের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বিয়ের মাধ্যমে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, দরদ-সহানুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অথচ ইতোপূর্বে তোমাদের মধ্যে না ছিল তেমন কোন পরিচয়, না ছিল নিকটাত্মীয় বা রক্ত সম্পর্কের কারণে মনের কোনরূপ সুদৃঢ় সম্পর্ক। (রূহুল মা'আনী)

যখন আদম ('আঃ) সর্বপ্রথম হাওয়া ('আঃ)-কে দেখেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন من انت তুমি কে? তখন হাওয়া ('আঃ) বললেন ঃ

حَوَّاءُ خَلَقَنِيَ اللّٰهُ لِتَسْكُنَ إِلَيَّ وَأَسْكُنَ إِلَيْكَ.

আমি হাওয়া ('আঃ), আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশে যে, তুমি আমার নিকট পরিতৃপ্তি ও শান্তি-স্বস্তি লাভ করবে এবং আমিও তোমার নিকট পরিতৃপ্তি ও শান্তি লাভ করবো। (উমদাতুল কারী)

সামর্থ্যবানদের বিয়ে করার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে থেকে যারাই বিয়ের সামর্থ্য রাখে তাদের বিয়ে করে নেয়া উচিত। কেননা বিয়ে মানুষের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে, তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে। আর যাদের (বিয়ে করার) সামর্থ্য নেই, তাদের রোযা রাখা উচিত। তাহলে এ রোযা তাদের যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত রাখবে। (বুখারী; মুসলিম)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এ প্রসঙ্গে সুবুলুস সালাম গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

لِاَنَّهُ بِتَقْلِيْلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ إِنْكِسَارٌ عَنِ الشَّهْوَةِ.

রোযা রাখলে পানাহার কম হয়। আর পানাহারের মাত্রা কম হলে যৌন প্রবৃত্তি দমিত হয়।

আলোচ্য হাদীসে যারা বিয়ের ব্যয় বহনের সামর্থ্য রাখে না, এ ধরনের লোককে রোযা রাখতে বলা হয়েছে। এ কথা প্রসঙ্গে আরও দু'টি হাদীস উল্লেখ করা যায়।

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَتَزَوَّجْ .

তোমাদের মধ্য থেকে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তাদের বিয়ে করে নেয়া উচিত।

অপর হাদীসটি হচ্ছে ঃ

مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ .

"যে ব্যক্তি বিয়ের ব্যয়ভার বহনে সামর্থ্যবান, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে।" (নাসায়ী)

মোটকথা বিয়ে করার ব্যয়ভার বহন এবং যৌন সঙ্গম কার্যে সক্ষম যুবক-যুবতীর বয়স হওয়ার সাথে সাথে অবশ্যই তাদের বিয়ে করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদেরকে বিয়ের জন্য তাকীদ করেছেন। শুধুমাত্র যুবকদেরকে বিয়ের জন্য কেন তাকীদ করা হলো এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন আইনী বলেন ঃ

যুবক-যুবতীর যৌন সম্ভোগ খুবই তৃপ্তিপূর্ণ হয়, মুখের গন্ধ খুবই মিষ্টি হয়, দাম্পত্য জীবন যাপন খুবই সুখের হয়, পারস্পারিক কথাবার্তা খুবই আরামদায়ক হয় এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের চরিত্রে এমন কতগুলো গুণ সৃষ্টি করতে পারে যা অত্যন্ত পছন্দনীয় হয় ঃ আর এ বয়সে দাম্পত্য জীবনের খবর গোপন রাখা ভাল লাগে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তি অভাবী হলে

অনেক সময় যুবকগণ শুধু দারিদ্র্য কিংবা অর্থাভাবের কারণে বিয়ে করতে প্রস্তুত হতে চায় না। তারা মনে করে যে, বিয়ে করলেই অধিক দায়িত্ব বেড়ে যাবে; সে অনুপাতে রোজগার না হলে সে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথবা বিয়ে করলে যে আর্থিক দায়িত্ব বাড়বে তার কারণে জীবন যাত্রার মান নীচু হয়ে যেতে পারে।

এ সমস্ত কারণে তারা বিয়েকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ মনোভাব ও চিন্তাধারা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ মানুষের রুজি-রোজগারের পরিমাণ কোন স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় জিনিস নয়। আল্লাহ্ তা'আলা আজ একজনকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে থাকলে সে আল্লাহ্ তা'আলাই আগামীকাল তাকে একশত বা তার চেয়েও বেশী টাকা দিবেন তা কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়; যার প্রমাণ বহু রয়েছে। কাজেই অর্থাভাব যেন কখনই বিয়ের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে, সে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

﴿إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

"যদি তারা গরীব হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী করে দেবেন।"

এ পর্যায়ে আল্লাহর নাবীর এক সাহাবীর কথা বর্ণনা করা যেতে পারে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। মুহরানা স্বরূপ দেবার মতো টাকা পয়সা তো দূরের কথা কোন কিছুই ছিল না তাঁর কাছে। একটি লোহার আংটি দেবার মতো সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। শুধু তাঁর কাছে ছিল তাঁর নিজের পরিধেয় একখানা বস্ত্র। তাঁকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীর বিয়ে সে মহিলার সাথেই করিয়ে দিলেন আর (মুহরানা ব্যবস্থা করে দিলেন এভাবে যে, সাহাবী যতখানী কুরআন মাজীদে শিখেছিলেন তা-ই তার স্ত্রীকে শিখেয়ে দেবেন। আল্লামা ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ

وَالْمَعْهُوْدُ مِنْ كَرَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلُطْفِهِ اَنْ يَّرْزُقَهُ مَا فِيْهِ كِفَايَةٌ لَّهَا وَلَهُ.

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত। তিনি তাঁকে (ঐ গরীব সাহাবীকে) এত অধিক পরিমাণ রিয্ক দান করলেন যে, উভয়ের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে গেল। (ইবনু কাসীর)

কাজেই কোন মুসলিম যুবকের পক্ষে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অবিবাহিত কুমার জীবন-যাপন করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলার রিয্কদাতা হওয়া, তাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহের উপর অবিচল বিশ্বাস রাব্বুল 'আলামীন নিজের উপর গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾

"যমীনের উপর বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণীরই রিয্কের ভার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর।" (সূরাহ্ হূদ ঃ ৬)

আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণে ভীত লোকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

"আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রিয্ক দান করবেন এমন সব উপায়ে যা সে ধারণা পর্যন্ত করতে পারেনি। বস্তুতই যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করবে, সে লোকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট হবেন।"

আর্থিক অভাব-অনটন ও আর্থিক অসচ্ছলতার কথা ভেবে যেমন কোন লোক বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তদ্রূপ কোন দরিদ্র যুবক ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলে মেয়ে পক্ষও শুধু এ কারণেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আবার মেয়ে পক্ষ গরীব বলে সে মেয়েকে বিয়ে করতে অসম্মতও হতে পারে। এসব দিক লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ط إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

"তোমরা যদি দারিদ্র্যের ভয় করো, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন, তিনি সুবিবেচক।" (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ঃ ২৮)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে থেকে যারা বিপত্নীক অথবা বিধবা বিয়ে করিয়ে দাও আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্য থেকে যারা সৎ তাদেরও (বিয়ে করিয়ে দাও); তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাব মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা তো প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।"

'আলিমগণ বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য বিয়ে করে নেয়া ওয়াজিব। এর দলীল হিসেবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। "হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। বিয়ে হলো দৃষ্টিকে নিম্নমুখীকারী এবং লজ্জাস্থানকে হিফাযাতকারী। আর যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা, এটাই হলো তার জন্য অণ্ডকোষ কর্তিত হওয়া। (বুখারী; মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ উৎসাহ যুগিয়ে বলেন ঃ "যদি সে দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাকে সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন। সে স্বাধীনই হোক অথবা গোলামই হোক।"

আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বলেন ঃ "বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মেনে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের সঙ্গে কৃত ওয়া'দাকে পূর্ণ করবেন।"

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ .

অর্থাৎ, "তারা যদি দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করে দেবেন।" (ইবনু আবি হাতিম)

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিয়েতে তোমরা ঐশ্বর্য অনুসন্ধান করো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "তারা দরিদ্র হলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।"

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন প্রকার ব্যক্তিকে সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। তারা হলো ঃ

১. বিবাহকারী, যে ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্যে বিবাহ করে।

২. ঐ মুকাতাব গোলাম, যে তার চুক্তিকৃত টাকা আদায় করার ইচ্ছা রাখে এবং

৩. আল্লাহর পথের গাযী। (আহমাদ; আত্-তিরমিযী; নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্)

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যক্তি বিয়ে দিয়ে দেন তার নিজের পরিধেয় একটি লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এমনকি তাঁর নিকট লোহার একটি আংটি পর্যন্ত ছিল না। তাঁর এত অভাব এবং সে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন এবং মুহরানা এ হিসেবে ধার্য করেন যে, কুরআন মাজীদ থেকে তার যতটুকু মুখস্থ আছে তা-ই সে তাঁর স্ত্রীকে মুখস্থ করিয়ে দিবে। আর এটা একমাত্র এরই উপর ভিত্তি করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে তাঁকে এমন জীবিকা দান করবেন যা তাদের উভয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

এর পরক্ষণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযমশীল হয়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) ঃ "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে থেকে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে নেয়। আর যদি (বিয়ের) সামর্থ্য না রাখে তবে সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। (কেননা এটাই হলো তার জন্য খাসী হওয়া অর্থাৎ– অণ্ডকোষ কর্তিত হওয়া)।"

ইকরামাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ "যে পুরুষ লোক কোন স্ত্রী লোককে দেখে এবং তার মধ্যে কামপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে, সে যেন সাথে সাথেই তার স্ত্রীর নিকট চলে আসে, যদি তার স্ত্রী বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার স্ত্রী না থাকে তবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতার উপর লক্ষ্য রেখে ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে অভাবমুক্ত করে দেন।

মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে একমত, যে ব্যক্তির সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিয়ে না করলে শারী'আতের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিয়ে করার সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা ফরয অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিয়ে না করবে ততদিন গুনাহগার থাকবে। তবে হ্যাঁ, যদি বিয়ের উপায়াদি না থাকে, যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে অথবা মুআজ্জল মুহর ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান অবশ্য পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত যে, সে যেন উপয়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয় ততদিন সে যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সে উপর্যুপরি রোযা রাখবে। রোযার ফলে কামোত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহ্মাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াকফ (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার কি স্ত্রী আছে?" তিনি বললেন ঃ "না"। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার শারী'আত সম্মত কি কোন বাঁদী আছে?" তিনি বললেন ঃ "না"। আবার জিজ্ঞেস

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

করলেন ঃ "তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল?" উত্তর দিলেন ঃ "হ্যাঁ"। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো যে, তুমি কি তোমার বিয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখো? ওয়াকফ (রাযিঃ) উত্তরে "হ্যাঁ" বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "তবে তো তুমি শাইতানের ভাই।" তিনি আরও বললেন ঃ বিবাহ আমাদের সুন্নাত। আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্টতম যে বিবাহহীন অবস্থায় আছে এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সবচেয়ে নীচ যে বিয়ে না করে মারা গেছে। (মাযহারী)

যে ক্ষেত্রে বিয়ে না করলে গুনাহের আশঙ্কা প্রবল, ফিকাহবিদদের মতে এ হাদীসটিও সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওয়াকাফের অবস্থা সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারবে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহ্‌মাদে আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করতে আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন হয়ে বসে থাকতে নিষেধ করেছেন। (মাযহারী)

অপরপক্ষে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ– বিয়ে না করলেও যার গুনাহের সম্ভাবনায় প্রবল নয় এবং বিয়ে করলেও কোন গুনাহের আশঙ্কা মারাত্মক নয়, এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে ফিকাহশাস্ত্রবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম আবার কেউ কেউ বিবাহ না করার পক্ষে মত দেন। ইমাম আবূ হানীফার মতে নফল 'ইবাদাতে মাশগুল হওয়ার চেয়ে বিয়ে করা উত্তম। আবার ইমাম শাফি'য়ী বলেন, নফল 'ইবাদাতে মাশগুল হওয়াই উত্তম। এ মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিয়ে মূলতঃ পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ অর্থাৎ– শারী'আত সম্মত কাজ। যদি কেউ এ নিয়্যাতে বিয়ে করে যে, এর মাধ্যমে সে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্ম দান করবে; তবে তা 'ইবাদাতে পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সাওয়াব পায়। মানুষ যদি কোন সৎ উদ্দেশে মুবাহ কাজ করে তবে তা পরোক্ষভাবে তার জন্য 'ইবাদাত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়্যাতের ফলে 'ইবাদাত হয়ে যায়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বিয়ের মধ্যে 'ইবাদাতের দিক অন্যান্য মুবাহ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ হাদীসসমূহে বিয়েকে পয়গাম্বরগণের এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বলে আখ্যা দিয়ে এর উপর জোর দেয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে সাধারণ মুবাহ কর্মসমূহের মতো শুধু একটি মুবাহ কর্মই নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুন্নাত। এতে 'ইবাদাতের মর্যাদা শুধু নিয়্যাতের কারণে নয়; বরং পয়গাম্বরগণের সুন্নাত হওয়ার কারণে বলবৎ থাকে। প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এভাবে পানাহার এবং নিদ্রাও তো পয়গাম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ এ কথা বলেননি এবং কোন হাদীস থেকে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গাম্বরগণের সুন্নাত বরং একে সাধারণ মানুষের অভ্যাসের অধীন পয়গাম্বরগণের কর্ম বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিয়ে এরূপ নয়। বিয়েকে সুস্পষ্টভাবে পয়গাম্বরগণের সুন্নাত এবং বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ বলা হয়েছে।

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ.

বিয়েতে নারীদেরকে বাধা না দেয়া অভিভাবকদের জন্য কর্তব্য। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, "তোমাদের নিকট কেউ যদি বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিয়ে সম্পাদন করিয়ে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অমঙ্গল দেখা দিবে।" (আত্-তিরমিযী)

ফলকথা এই যে, অভিভাবকগণ যাতে বিয়ের অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ না করে সেজন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং তাদের জিম্মা বিয়ে সম্পাদন করিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

এ আয়াতে যেসব দরিদ্র মুসলিম ধর্ম-কর্মের হিফাযাতের জন্য বিয়ে করতে ইচ্ছুক কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই, তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। তারা যখন ধর্মের হিফাযাত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত পালন করার

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

উদ্দেশ্যে বিয়ে করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও প্রদান করবেন। যাদের নিকট দরিদ্র লোকেরা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায় তাদের প্রতি আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিয়েতে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু; এই আছে, এই নাই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিয়েতে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।

ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) বলেন ঃ যদি তোমরা ধনী হতে চাও তবে বিয়ে করে নাও। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ .

তবে তাফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, বিয়ে করার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়া'দা কেবল তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নাত পালনের নিয়্যাতে বিয়ে করা হয়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা হয়। কেননা এ প্রমাণ পরবর্তী আয়তে ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ.

অর্থাৎ, যারা অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না এবং বিয়ে করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করতে পারার কারণে গুণাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে– যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলার স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেন। এ ধৈর্যের ব্যাপারে হাদীসে একটি পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে "তারা যেন অধিক পরিমাণে রোযা রাখে আর তারা এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলার স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিয়ের সার্মথ্য পরিমাণে অর্থ-সম্পদ দান করবেন।"

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিবাহে প্রচলিত কুপ্রথা

১. চন্দ্র বর্ষের কোন মাসে বা কোন দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিবাহ শাদী হওয়া অথবা যে কোন শুভ সৎ কাজ করার জন্য শারী'আতে বা ইসলামী দিন তারিখের কোন বিধি নিষেধ নেই। বরং উপরোক্ত কাজগুলো বিশেষ কোন মাসে বা যে কোন দিনে করা যাবে না মনে করাই গুনাহ।

২. বিবাহ উৎসবে অথবা অন্য যে কোন উৎসবে পটকা-আতশবাজী ফুটানো, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, রংবাজী করা বা রং দেয়ার ছড়াছড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ এবং অপচয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِينِ﴾

"নিশ্চয় অপব্যয়কারী শাইতানের ভাই।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ঃ ২৭)

গুনাহের কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে অর্থ ব্যয় করাকে "তাবযীর" বা অপব্যয় বলা হয়; আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে "ইসরাফ" বলা হয়। তাই তাবযীর ইসরাফের চাইতে গুরুতর। তাবযীরকারীকে শাইতানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রয়োজন নেই এমন অস্থানে ব্যয় করাই অন্যায়। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও "তাব্যীর"।

৩. একটি বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহ্দি, হলুদ, কিছু ধান-দুর্বা ঘাস কিছু কাঁচা কলা, সিঁদুর ও একটি মাটির চাটি নেয়া হয়। মাটির চাটিতে তৈল দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। তারপর কনে পক্ষের যুবতী মেয়েরা বরকে সামনে রেখে কুলার সামনে দাঁড়ায় এবং বর পক্ষের যুবতী মেয়েরাও কনের সামনে দাঁড়ায়। তারপর বর-কনের কপালে পরপর তিন বার হলুদ লাগায় এবং নিজের কপালেও লাগায়, এমনটি হিন্দুদের মূর্তিপূজার ন্যায় –কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর কনের মুখের সামনে ধরা হয় এবং কোমরহেলিয়ে কুলার হাওয়া বর কনের মুখে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কয়েক বার দেয়া হয়। এসবই হিন্দুয়ানী কুপ্রথা এবং অনৈসলামিক কাজ।

৪. বর অথবা কনেকে তাদের আত্মীয়রা কোলে করে বাড়ীতে অথবা বাসর ঘরে নিয়ে বাসবে অথবা বর স্বয়ং কনেকে সবার সামনেই কোলে করে নিয়ে বাসর ঘরে ঢুকবে, এটা একটা নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও অনৈসলামিক কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৫. বরের ভাবী অথবা যুবতী মেয়েরা বরের শরীরে লজ্জাস্থান ব্যতীত প্রায় সমস্ত জায়গায় উত্তমরূপে ঘসে হলুদ গিলা ও চন্দন লাগিয়ে দেয়। এমন নির্লজ্জ কাজ কোনদিন ইসলাম সম্মত নয়।

৬. বর ও কনেকে হলুদ দিতে কিংবা গোসল করাতে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে শাড়ী অথবা বড় রকমের একটা চাদর তাদের মাথার উপরে চার জনে চার কোনায় ধরে এবং চাদরের উপরে ফুল ছিটাতে থাকে। এ সমস্তই হিন্দুয়ানী কু-প্রথা।

৭. বিবাহ করার জন্য বর যখন বাসা থেকে বের হবে তখন বরকে জলচৌকি বা সিল-পাটার উপর দাঁড় করায় এবং সামান্য একটু দই-ভাত খাওয়ায়, পরে ঐ দই-ভাত বরের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনেরা খায়। এ সকল নিয়ম-পদ্ধতি কোত্থেকে আসলো? তবে সত্য কথা এই যে, এসবই অনৈসলামিক প্রথা।

৮. বর ও কনে উভয়ে মুরব্বীদের পায়ে ধরে কদমবুসি করে সম্মান দেখায়। কিন্তু কদমবুসি কেন করবে? কদমবুসি করার আদেশ কে দিয়েছে? এ কদমবুসি করার প্রমাণ কি কুরআন হাদীস থেকে পাওয়া যায়? এর রেওয়াজ কোত্থেকে এলো? কুরআন নয়, হাদীস নয়, কোন ফিকার কিতাবেও এর দলীল নেই।

অতএব এটা বিদ'আত ও মুশরিকী কাজ। কিছু মানুষ মনে করে নতুন বউয়ের জন্য তার শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য মুরুব্বীদের কদমবুসি করা একটা অপরিহার্য কাজ। আর কেনই বা তা করবে না? আমাদের সমাজে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কুরআন-হাদীস বা সাহাবীদের 'আমালের কোন দরকার পড়ে না! বরং পূর্ব-পুরুষের হিন্দুয়ানী নিয়ম থেকেই 'আমাল গ্রহণ করা হয়! নতুন বউ যখন মুরব্বীদের কদমবুসি না করে, তখন মনে করা হয় অহঙ্কারী, বে-আদব। নিজেদের মনগড়া একটা রীতি চালু করলে যদি তাতে শারী'আতের দৃষ্টিতে ভয়ানক খারাবী থাকে, তাহলে এর ফলাফল কি হতে পারে? আর যদি কোন মুরুব্বী শারী'আতের বাইরের কাজকে শারী'আত সম্মত বলে চালু করতে চায়, তাহলে তাদের জবাব তারাই দেবে।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন, সে রকম সম্মান অন্য কাউকেই কেউ দিতে পারে না। কিন্তু সে সাহাবীগণ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কদমবুসি করতেন? হাদীস থেকে শুধুমাত্র এতোটুকুই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ও কপালে হালকাভাবে চুমু দিয়েছেন- যে সুন্নাত এখনও আরবদের মধ্যে চালু আছে।

ইসলামের ইতিহাসে কদমবুসির কোন নাম নিশানাই পাওয়া যায় না। আর থাকবেই বা কি করে? কারণ, কাদমবুসি করার সময় মহান আল্লাহকে রুকূ'-সাজদাহ্ করার সময় যে অবস্থা হয়, ঠিক সে অবস্থায় মানুষ পৌঁছে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা সম্পূর্ণ হারাম।

তাওহীদের দৃষ্টিতে কদমবুসি এক ভয়াবহ অন্যায় কাজ। কদমবুসি করাটা যে সাজদাহ্ করার মতই একটি কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যে এ কাজ করে এবং যে তাতে রাজী থাকে এবং খুশী হয় তারা উভয়েই গুনাহগার।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিবাহের মুহরানা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

"তোমরা যদি নারীদেরকে মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে কর, তবে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই।"

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনুল আরাবী বলেন ঃ

فِيهِ بِأَنْ يَجِبَ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ فِي الْعَقْدِ عَنْهُ لَوَجَبَ بِالْوَطْءِ.

এ ধরনের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহরানা দেয়া সকল বিয়েতে সকল অবস্থায়ই ওয়াজিব (ফরয)। এমনকি 'আক্দ عَقْدٌ-এর সময় যদি মুহরানা ধার্য করা নাও হয় তবুও সে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন হওয়ার সাথে সাথে তা দিয়ে দেয়া ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যাবে।

শুধু তা-ই নয়, মুহরানা আদায় করতে হবে অতি আন্তরিকতার সাথে এবং সদিচ্ছা সহকারে; আর নারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দেয়া এক নি'আমাত মনে করে।

কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে জাহিলীয়্যাতের যুগে হয় মুহরানা ছাড়াই বিয়ে যেত আর নয়তো মুহরানা বাবদ যা কিছু আদায় হতো তা সবই মেয়েদের পিতা বা অলী গার্জিয়ানরাই লুটে-পুটে খেত। এ ক্ষেত্রে মেয়েরা থাকতো সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এজন্য ইসলামে যেমন মুহরানা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি এ জিনিসগুলো একমাত্র মেয়েদের প্রাপ্য ও তাদের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এতে পিতা বা অলী গার্জিয়ানদের কোন অধিকার নেই বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মুহরানা মেয়েদের জন্যে আল্লাহর বিশেষ দান, তখন তা আদায় করে দেয়া স্বামীদের পক্ষে ফরয এবং স্বামীদের উপর তা হচ্ছে স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত অধিকার।

এখন কেউ যদি বলে যে, স্বামী-স্ত্রী তো উভয়ের কাছ থেকে যৌনসুখ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে। আর মুহরানা যদি এরই 'বিনিময়ে' হয় তবে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

কেবল স্বামী কেন স্ত্রীকে তা দেবে, এটা কি স্বামীদের উপর অতিরিক্ত 'জরিমানা' হয়ে যায় না?

জবাবে বলা হবে, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিয়ের মাধ্যে স্বামী স্ত্রীর উপর এক প্রকারের নেতৃত্ব লাভ করে থাকে। স্বামী স্ত্রীদের যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব লাভ করে আর স্ত্রী নিজেকে, নিজের দেহ-মন, প্রেম-ভালবাসা, যাবতীয় সম্পদ-ঐশ্বর্য একান্তভাবে স্বামীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। এর বিনিময় স্বরূপই মুহরানা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

فَلَا تَصُوْمُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا تَحُجُّ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا يُفَارِقُ مَنْزِلَهَا اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

স্ত্রী স্বামীর মতামত ও অনুমতি না নিয়ে না নফল রোযা রাখবে, না হাজ্জ করবে, আর না তার ঘর ছেড়ে কোথাও চলে যাবে।

বিয়ে হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর বিনিময়মূলক মাধ্যম। বিয়ের পর একজন অপরজনকে নিজের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। প্রত্যেক অপরজনের কাছ থেকে যেটুকু ফায়দা লাভ করে তাই হচ্ছে অপরজনের ফায়দার বিনিময় বা বদলা। আর মুহরানা হচ্ছে এক অতিরিক্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তা স্বামীর উপর ফরয করে দিয়েছেন এজন্য যে, বিয়ের সাহায্যে সে স্ত্রীর উপর খানিকটা অধিকার সম্পন্ন মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে।

অতএব বিয়ের 'আক্দ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ই মুহরানা নির্ধারণ এবং তার পরিমাণের উল্লেখ একান্তই কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত জোরের সাথেই বলেছেন ঃ

اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ يُوَفّٰى بِهٖ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

"বিয়ের সময় অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে– তা (অর্থাৎ– মুহরানা) যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ নিজের জন্য হালাল করে নাও।" (মুসনাদ আহমাদ)

বিয়ের পর স্ত্রীকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়।

'আলী (রাযিঃ) ফাতিমাহ্ (রাযিঃ)-কে বিয়ে করার পর তাঁর নিকটে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোন জিনিস না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট যেতে নিষেধ করলেন।

আল্লামা শাওকানী বলেন ঃ

أَمَرَهُ بِتَقْدِيْمِ شَيْئٍ مِّنْهُ كَرَامَةً لِّلْمَرْأَةِ وَتَانِيْسًا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশে কিছু না কিছু আগে আগে দেবার জন্য স্বামীকে আদেশ করেছেন। **(নাইলুল আওতার)**

মালিক ইবনু আনাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ حَتّٰى يُقَدِّمَ شَيْئًا مِّنْ صَدَاقِهَا اَدْنَاهُ رُبُعُ دِيْنَارٍ اَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

স্ত্রীকে তার মুহরানার কিছু না দিয়ে স্বামী যেন তার নিকট গমন না করে।

মুহর দিতে হবে খুশি মনে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মুহর দিয়ে দাও খুশী মনে। এ আয়াতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীর মুহর শুধুমাত্র তাকেই পরিশোধ কর; অন্য কাউকে নয়। অপরদিকে অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুহর আদায় হয়ে গেলে সেটা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ করে দাও। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

স্ত্রীর মুহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হতো। প্রথমতঃ মুহর পরিশোধ করলে মনে করা হতো যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই نِحْلَةً শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত খুশী মনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা অভিধানে نِحْلَةً বলা হয় সে দানকে যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়ে থাকে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ফলকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মুহর অবশ্য পরিশোধ্য একটি ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য। উপরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্টচিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মুহরের ঋণও তেমনি আনন্দচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় আজও মুসলিম সমাজে মুহর নিয়ে নানা ধরনের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশানুযায়ী এ ধরনের নির্যাতনমূলক পথ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য।

মুহর সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতে 'আনন্দচিত্তে' শর্ত প্রদানের পিছনে এক গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা মুহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। খুশি মনে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ ভোগ করা কোন ভাবেই হালাল হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসে শারী'আতের মূলনীতিরূপে বলেন ঃ

أَلَا لَا تَظْلِمُوْا إِلَّا مَا يَحِلُّ مَالَ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ.

অর্থাৎ, সাবধান! যুলুম করো না। মনে রেখো, কারো পক্ষে অন্যের কোন কিছু তার আন্তরিক তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা হলাল হবে না।

(মিশকাত- ২৫৫পৃঃ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّآتَيْتُمْ إِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا﴾

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে যদি রাশি রাশি ধন প্রদান করে থাকো তবে তা হতে তোমরা কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না।"

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কোন লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর উপর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হতো।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

সে ইচ্ছে করলে তাকে নিজেই বিয়ে করে নিতো, ইচ্ছে করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো। আবার ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করতেই দিতো না। ঐ স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজন থেকে ঐ লোকটিকেই তার বেশী হকদার মনে করা হতো। আইয়ামে জাহিলীয়্যাত অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বেকার যুগের এ জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বুখারী)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মানুষ ঐ স্ত্রীলোকটিকে বাধ্য করতো যে, সে যেন মুহরের দাবী পরিত্যাগ করে কিংবা সে যেন আর বিয়েই না করে। এটাও বর্ণিত আছে যে, কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে একটি লোক এসে ঐ স্ত্রীর উপর একখানা কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং ঐ লোকটিকেই ঐ স্ত্রীলোকটির দাবীদার মনে করা হতো। এও বর্ণিত আছে যে, ঐ স্ত্রীলোকটি সুন্দরী হলে ঐ কাপড় নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে নিতো আর বিশ্রী হলে তাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিধবা অবস্থাতেই রেখে দিতো। অতঃপর সে তার স্ত্রী হয়ে যেত। আবার এটাও বর্ণিত আছে যে, ঐ মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু ঐ স্ত্রীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করতো। অতঃপর ঐ স্ত্রী তাকে কিছু মুক্তিপণ বা বিনিময় প্রদান করলে সে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিতো নচেৎ সে আজীবন বিধবাই থেকে যেতো।

যাইদ ইবনু আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ মাদীনাবাসীদের প্রথা ছিল এই যে, কোন লোক মারা গেলে যে ব্যক্তি তার মালের উত্তরাধিকারী হতো সে তার স্ত্রীর অধিকারী হতো। তারা নিজেদের ইচ্ছেমত তাদের বিয়ে দেবে। এ ধরনের বন্দীত্ব হতে মুক্ত হওয়ার এ পন্থা বের করা হয়েছিল যে, ঐ নারীগণ ঐ পুরুষ লোকদেরকে মুক্তিপণ স্বরূপ কিছু প্রদান করতো নইলে সে আজীবন বিধবাই থেকে যেত।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করেছেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, জাহিলীয়াতের যুগে যখন কোন লোক মারা যেতো তখন তার পুত্রকেই তার স্ত্রীর বেশী হক্বদার মনে করা হতো। সে ইচ্ছা করলে নিজেই তার সৎমাকে বিয়ে করতো অথবা ইচ্ছেমত ভ্রাতা, ভাতিজা কিংবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মুহরানার পরিমাণ

মুহরানার পরিমান কি হওয়া উচিত, ইসলামী শারী'আতে এ সম্পর্কে কোন অকাট্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, প্রতিটি স্বামীরই কর্তব্য হলো তার আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া। আর মেয়ে পক্ষেরও তাতে সহজেই রাজী হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে শারী'আত উভয়পক্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেননি এ কারণে যে, এ ব্যাপারে লোকদের আগ্রহ-উৎসাহ ও উদারতা প্রকাশের মান কখনও এক হতে পারে না। বরং বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন লোকদের আর্থিক অবস্থা এবং লোকদের রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, কার্পণ্য ও উদারতার ভাবধারায় আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য হয়ে থাকে। বর্তমানেও এ পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্যে সর্বযুগের সমাজন্তর, আর্থিক সামর্থ্য এবং রুচি উৎসাহ নির্বিশেষে একটি পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই এর পরিমাণ সমাজ, ব্যক্তি ও আর্থিক মানের পার্থক্যের কারণে বেশীও হতে পারে আবার কমও হতে পারে। তবে শুধু শুধু কিংবা পারিবারিক আভিজাত্যের দোহাই নিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণে বাড়াবাড়ী ও দর কষাকষি করা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। আবার তার পরিমাণ এমন সামান্য ও নগণ্যও হওয়া উচিত নয় যা স্বামীর মনের উপর কোন কল্যাণকর প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হবে না। যা দেখে মনে হবে যে, মুহরানা আদায় করতে গিয়ে স্বামীকে সামান্যতম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, সেজন্য তাকে কোন ত্যাগও স্বীকার করতে হয়নি।

পক্ষান্তরে একেবারে নিঃস্ব দরিদ্র সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

কুরআন মাজীদের যা কিছু তোমার জানা আছে, তা তুমি তোমার স্ত্রীকে শিক্ষা দিবে– এর বিনিময়েই আমি তোমাকে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দিলাম। (মুসনাদ আহমাদ)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অবশ্য ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ লাইস এ সম্পর্কে বলেন ঃ

لَايَجُوْزُ هٰذَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর এ ধরনের মুহরানা নির্দিষ্ট করার অধিকার কারো নেই।

ইবনু জাওজী বলেন ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বাভাবিক দারিদ্র্যের কারণে প্রয়োজন বশতঃই এ ধরনের মুহরানা নির্দিষ্ট করা জায়িয ছিল। কিন্তু এখন তা আর জায়িয নেই।

'উমার ফারূক (রাযিঃ) মুহরানা সম্পর্কে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। একদা তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে লোকদের নসীহত করেছিলেন এবং মুহরানা সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছিলেন ঃ

اَلَا لَا تَغْلُوا صُدَاقَ النِّسَاءِ ..... فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا اَوْ تَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَانَ اَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا اَصْدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَاَةً مِّنْ نِّسَائِهٖ وَلَا مِنْ بَنَاتِهٖ اَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ اُوْقِيَةً وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلٰى بِصَدَقَةِ امْرَاَتِهٖ حَتّٰى تَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِيْ نَفْسِهٖ.

তোমরা মুহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। যদি এটা পার্থিব ব্যাপারে কোন ভাল জিনিস হতো অথবা আল্লাহ তা'আলার নিকট মুত্তাকী পরিচয়ের কাজ হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই সর্বপ্রথম এর উপর 'আমাল করতেন। তিনি তো তাঁর কোন স্ত্রী বা কন্যার মুহর বারো ওয়াকিয়ার ৪০ × ১২= ৪৮০ দিরহামের বেশী করেননি। যার ওজন ১২৬ ভরি রূপার সমপরিমাণ। মানুষ অতিরিক্ত মুহর বেঁধে বিপদে পড়ে থাকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, তার স্ত্রী তার উপর বোঝা স্বরূপ হয়ে যায় এবং তার অন্তরে তার প্রতি শত্রুতার সৃষ্টি হয় তখন সে তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার কাঁধে মোশক ঝুলিয়ে দিয়েছ।"

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এ হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, একটি বর্ণনায় এভাবে আছে যে, 'উমার (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন ঃ "হে মানবমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবাগণ তো চারশত দিরহামের বেশী মুহর নির্ধারণ করেননি। এটা যদি অধিক মুত্তাকী হওয়া ও দানশীলতার কাজ হতো তবে তো তোমরা ওর দিকে অগ্রসর হতে না। কাজেই সাবধান! আজ হতে যেন আমি শুনতে না পাই যে, কেউ চারশত দিরহামের বেশী মুহর নির্ধারণ করেননি। এটা যদি অধিক মুত্তাকী হওয়া ও দানশীলতার কাজ হতো তবে তো তোমরা ওর দিকে অগ্রসর হতে না। আজেই সাবধান! আজ হতে যেন আমি শুনতে না পাই যে, কেউ চারশত দিরহামের বেশী মুহর নির্ধারণ করেছে। এ কথা বলে তিনি নিচে নেমে আসলে এক কুরাইশ রমণী সম্মুখে এসে তাঁকে বলেন ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জনগণকে চারশ দিরহামের বেশী মুহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন ঃ "হ্যাঁ"। তখন স্ত্রী লোকটি বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা যে কালাম অবতীর্ণ করেছেন আপনি তা শুনেননি? তিনি বলেন ঃ "ঐ কালাম কি?" স্ত্রী লোকটি বলেন ঃ "শুনুন তবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ﴾

"তোমরা তাদের কাউকে বিপুল ধনরাশী দিয়ে থাকো।"

'উমার (রাযিঃ) তখন বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। 'উমার (রাযিঃ)-এর চেয়ে তো প্রত্যেকেই বেশী জানে।" অতঃপর তিনি মিম্বারের উপর উঠে যান এবং জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে চারশত দিরহামের বেশী মোহর দিতে নিষেধ করে ছিলাম। কিন্তু এখন বলছি যে, যে কোন ব্যক্তি তার মাল থেকে ইচ্ছামত মুহর নির্ধারণ করতে পারবে। আমি আর বাধা দেব না।

অপর এক বর্ণনায় ঐ স্ত্রীলোকটির আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করার কথাও বর্ণনায় রয়েছে ঃ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ﴾

"এবং তোমরা তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ দিয়ে থাকো। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের পঠনেও এরূপ বর্ণিত আছে এবং 'উমার (রাযিঃ)-এর উপর একটি স্ত্রীলোক বিজয় লাভ করলো" 'উমার (রাযিঃ)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে।

স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানও মুহরানার একটি বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে যদি একটা বিরাট পরিমাণ মুহরানা বেঁধে দেয়া হয় কিংবা স্বামীকে তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা হয় অথচ তা যদি সঠিকভাবে আদায় না করা হয় তাহলে স্ত্রীর কার্যত কোন ফায়দায়ই তাতে হয় না। আবার পরিমাণ এত বড় যে, তা আদায় করা স্বামীর জন্য সম্ভব নয়, তাহলে পারিবারিক জীবনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। স্বামী যদি মেয়ে পক্ষের অসম্ভব দাবির নিকট মাথা নত করে দিয়ে তাদের ইচ্ছানুযায়ী বড় পরিমাণের মুহরানা স্বীকার করে নেয় আর মনে মনে চিন্তা করে যে, কার্যত সে কিছুই আদায় করবে না তবে তো ব্যাপারটি একটি বড় ধরনের প্রতারণায় পর্যায়ে পড়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে আদায় করার নিয়্যাত না থাকা সত্ত্বেও একটা বড় পরিমাণের মুহরানা মুখে স্বীকার করে নেয়া যে কত বড় গুনাহের কাজ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَقَلِّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ.

যে লোক কোন মেয়েকে কম বা বেশী পরিমাণের মুহরানা দেবার অঙ্গীকার করে বিয়ে করে অথচ তার মনে স্ত্রীর সে হক আদায় করার ইচ্ছা না থাকে, তবে ক্বিয়ামাতের দিনে সে ব্যভিচারীরূপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এক হাদীসে সুহাইব ইবনু সানান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقًا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيْدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللّٰهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ.

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর জন্য কোন মুহরানা ধার্য করবে অথচ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তা আদায় করার কোন ইচ্ছা তার নেই, ফলে আল্লাহ তা'আলার নামে নিজের স্ত্রীকে প্রতারিত করলো এবং অন্যায়ভাবে ও বাতিল পন্থায় নিজ স্ত্রীর যৌনাঙ্গকে নিজের জন্য হালাল মনে করে ভোগ করলো, সে লোক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হবে ব্যভিচারী হিসেবে। (মুসনাদ আহ্মাদ)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন যখন হয়েই যায় তখন মুহর ফিরিয়ে নেয়ার কোন উপায় থাকে না।

বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীস রয়েছে ঃ যাতে একটি লোকের তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ পেশ করার কথা বর্ণিত আছে, অতঃপর তাদের উভয়ের শপথ গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ্ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তোমাদের মধ্যে এখনও কেউ তাওবাহ্ করছ কি? তিনি (ﷺ) এ কথা তিনবার বলেন। তখন পুরুষ লোকটি বলল ঃ "তার মুহর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন ঃ "এ (মুহরের) বিনিময়েই তো সে তোমার জন্য বৈধ হয়েছিল। এখন যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তবে তো এটা আরও বহু দূরের কথা।"

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

কাফির স্বামী মুসলিম স্ত্রীর জন্য হালাল নয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হুদাইবিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মাক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মাদীনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলিম হয়ে থাকে। কিন্তু মাদীনাহ্ থেকে মাক্কায় কোন ব্যক্তি চলে গেলে মাক্কার কাফির কুরাইশরা তাকে মাদীনায় আর ফেরত পাঠাবে না।

অতঃপর এ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবার পর একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি হলো মুসলিম নারী সাঈদা বিনতু হারিস (রাযিঃ) কাফির স্বামী সাইফী ইবনু আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় এ সাইফীর নাম মুসাফির মাখযুম বলা হয়েছে। তখন পর্যন্তও মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এ মুসলিম মহিলা মাক্কা থেকে পালিয়ে হুদাইবিয়ার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দাবী জানালো যে, আমার স্ত্রীকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হোক। কেননা আপনি এ ধরনের শর্ত মেনে নিয়েছেন। আর চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকিয়ে যায়নি।

অতঃপর এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারী ও কাফির পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ককে হারাম ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ করেন।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের নিকট ঈমানদের নারীরা হিজরাত করে আগমন করে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো। (অবশ্য) আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ফেরত পাঠিয়ে দিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররাও এদের জন্য হালাল নয়।"

কাজেই এ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। আর এ আয়াত দ্বারা কোন মুসলিম নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফিরদের হাতে আর ফেরত দেয়া যাবে না এই বিধান আরোপিত হয়েছে। আর ফেরত না দেওয়ার কারণ হল এই যে, সে তার কাফির স্বামীর জন্য হালাল নয়। তাফসীর কুরতুবীতে ইবনু 'আব্বাস থেকে এ ঘটনার বর্ণনায় রয়েছে।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, উম্মু কুলসূম বিনতু উত্‌বাহ্ 'আম্‌র ইবনুল 'আসের স্ত্রী ছিলেন। 'আম্‌র ইবনুল 'আস তখন কাফির ছিলেন। উম্মু কুলসূম ও তাঁর দু'ভাই মাক্কা থেকে পলায়ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে চলে যান; সাথে সাথেই তাদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী জানানো হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শর্তানুযায়ী 'আম্মারাহ্ ও ওয়ালীদ এ দু'ভাইকে মাক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু উম্মু কুলসূমকে ফেরত দেননি। তিনি বলেন ঃ এ শর্ত পুরুষদের জন্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যায়নে আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ﴾

"পরিক্ষার পর যদি তারা মু'মিন প্রতিপন্ন হয় তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠানো বৈধ হবে না।"

এর পরক্ষণেই বলেন ঃ

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

"এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়।"

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে নারী কোন কাফিরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর মুসলিম হয়ে গেছে, তার বিবাহ্ কাফিরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে। তারা একে অপরের জন্য হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَاٰتُوْا مَا اَنْفَقُوْا﴾

"মুহাজির মুসলিমন নারীরা কাফির স্বামী বিবাহের মুহরানা ইত্যাদি বাবদ যা ব্যয় করেছে তার সব কিছুই তাকে (স্বামীকে) ফেরত দাও।"

মুহাজির নারীকে সরাসরি এ ধন-সম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি; বরং সাধারণ মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধন-সম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেয়া সম্ভবপর নয় বলে বিষয়টি সাধারণ মুসলিমদের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। যদি বাইতুল মাল থেকে দেয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে দিবে, আর নয়তো মুসলিমদের কাছ থেকে চাঁদ তুলে দেয়া হবে। (কুরতুবী)

প্রাক্তন কাফির স্বামী জীবিত থাকা এবং তালাক্ব না দেয়া সত্ত্বেও মুহাজির মুসলিম নারীর বিবাহ কোন মাসলিম পুরুষের সাথে হতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ﴾

"তোমরা এ নারীদেরকে প্রাপ্য মুহরানা দিয়ে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না।"

পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেছে যে, মুহাজির মুসলিম নারীর বিয়ে তার কাফির স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এ আয়াতে সে আলোচনার সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এখন মুসলিম পুরুষের সাথে তার বিয়ে হতে পারে; যদিও প্রাক্তন কাফির স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাক্বও না দেয়। আলোচ্য আয়াতে اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ- তোমরা এ নারীদেরকে মুহরানা দেবার শর্তে বিয়ে করতে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা সবার মতেই বিয়ে মুহরানা আদায় করার উপরে নির্ভরশীল নয়।

তবে বিয়ের কারণে মুহরানা আদায় করা অবশ্যই ওয়াজিব। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই মাত্র এক মুহরানা কাফির স্বামীকে ফেরত দেয়া হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলিম মনে করতে পারে যে, নতুন মুহরানা দেবার আর কোন আবশ্যকতা নেই। এ ভ্রান্তি দূর করার জন্যে বলা হয়েছে যে, বিগত মুহরানার সম্পর্ক বিগত বিয়ের সাথে ছিল। এটা নতুন বিয়ে; কাজেই এর জন্য নতুন মুহরানা অপরিহার্য।

কোন মুসলিমের বিয়ে মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তা ছিন্ন হয়ে যাবে এবং কোন মুশরিক নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যে হালাল নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"তোমরা নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রেখ না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ তা'আলার বিধান; তিনিই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ্ আল-মুমতাহিনাহ ঃ ১০)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে সাহাবীর মুশরিক স্ত্রী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। উক্ত সময়ে 'উমার (রাযিঃ)-এর দু'জন মুশরিক স্ত্রী ছিল। হিজরাতের সময় তারা মাক্কায় রয়ে গিয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেন। তাফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এখানে তালাক্বের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিভাষিক তালাক্বের এখানে কোন প্রয়োজন নেই। কেননা উল্লিখিত আয়াতের হুকুমের মধ্যমেই তো তাদের বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যায়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে যে, মুসলিম নারীকে মাক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মুহরানা স্বামীকে ফেরত দেয়া হবে, এমনভাবে যদি কোন মুসলিম নারী ধর্মত্যাগকারী হয়ে মাক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফির থাকার কারণে মুসলিম স্বামীর হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন মুসলিম স্বামীকে তার মুহরানা ফেরত দেয়া কাফিরদের দায়িত্ব হবে এবং তাদের পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেয়া কর্তব্য। উভয় পক্ষ যে মুহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে তদানুযায়ী লেনদেন করে নেয়া উচিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাত ছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যার প্রতি তোমার বিশ্বাস রাখো।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফিরদের হাতে থেকে যায় তবে তাদের মুসলিম স্বামীদেরকে মুহরানা ইত্যাদি ফেরত দেয়া কাফিরদের জন্য আবশ্যক ছিল, যেমন মুসলিমদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফির স্বামীদেরকে মুহরানা ফেরত দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাফিররা যখন এরূপ করল না এবং মুসলিম স্বামীদেরকে মুহরানা ফেরত দিল না তখন তোমরা এর প্রতিশোধ নাও এভাবে যে, কাফিরদের প্রাপ্য মুহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক করো। তবে এর বিধান এই যে−

﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُن مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾

"তোমরা মুহাজির নারীদের দেয়া আটককৃত মুহরানা থেকে সে মুসলিম স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফিরদের হাতে রয়ে গেছে।"

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মুসলিমদের জন্য কাফির নারী বিবাহ করা হারাম

মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

"এবং মুশরিক নারীদেরকে ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না এবং নিশ্চয় মু'মিন দাসী মুশরিক (স্বাধীন) নারীর চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে ফেলে; এবং মুশরিক পুরুষ ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলিম নারীদেরকে) বিয়ে দিয়ো না এবং নিশ্চয় ঈমানদার দাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চেয়ে উত্তম। যদিও তাকে তোমাদের মনঃপুত হয়। এরাই জাহান্নামের আগুনের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন ও মানবমণ্ডলীর জন্যে স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন– যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।" **(সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২২১)**

অত্র আয়াতে অংশীবাদিনী নারীদেরকে বিয়ে করার অবৈধতার কথা বলা হয়েছে। আয়াতটি আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেক মুশরিক নারীকে বিয়ে করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হলেও অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে আল্লাহভীরু নারীগণকে মুহর দিয়ে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ, যারা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকে।" ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, মুশরিক নারীদের চেয়ে কিতাবী নারীগণ বিশিষ্ট।

ইবনু জারীর (রহঃ) কিতাবী অর্থাৎ– ইয়াহূদী ও খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করার বৈধতার উপর ইজমা নকল করেছেন। কিন্তু 'উমার (রাযিঃ) মুসলিম নারীগণের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি অথবা অন্য কোন দূরদর্শিতার কারণে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কিতাবী নারী বিবাহকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। একটি বর্ণনায় রয়েছে, হুযাইফাহ্ বিন ইয়ামান (রাযিঃ) কিতাবী এক নারীকে বিয়ে করায় 'উমার (রাযিঃ) তাঁকে এ ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি এটাকে হারাম বলেন? জবাবে 'উমার ফারূক (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমি হারাম তো বলিনি। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, পাছে আবার তোমরা মুসলিম নারীদের বিবাহ করা ছেড়ে দাও কিনা।" এ বর্ণনাটির ইসনাদ বিশুদ্ধ। অবশ্য অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে, 'উমার ফারূক (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "মুসলিম পুরুষ খৃষ্টান নারীকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু মুসলিম মহিলার সাথে খৃষ্টান পুরুষের বিবাহ জায়িয নয়।"

তাফসীর ইবনু জারীরের মধ্যে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আমরা আহলে কিতাব নারীদেরকে বিয়ে করতে পারি কিন্তু আমাদের নারীদেরকে আহলে কিতাবের পুরুষেরা বিয়ে করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "মু'মিন দাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম।"

এ ঘোষণাটি 'আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযিঃ)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তার কালো বর্ণের একজন দাসী ছিল। একদিন কোন কারণবশত রাগান্বিত হয়ে তিনি দাসীটির গালে এক চড় বসিয়ে দেন। পরে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ব্যাপারটি অবগত করালে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তার ধ্যান-ধারণা কি?" তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে রোযা রাখে, নামায পড়ে, ভালভাবে ওযূ করে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আপনি যে তাঁর রাসূল এ বিষয়েও সে বিশ্বাস করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে বললেন ঃ "তবে তো সে মুসলিম।" তখন তিনি (সাহাবী) বললেন ঃ "আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, আমি তাকে মুক্ত করে দেব; শুধু তা-ই নয় আমি তাকে বিয়েও করে নেব। সুতরাং তিনি তাই করেন। এতে কতক সাহাবী তাকে বিদ্রূপ করেন। তারা চাচ্ছিলেন যে, মুশরিক নারীর সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিবেন এবং নিজেদের নারীদেরও মুশরিকদের সাথে বিয়ে দেবেন।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "মুশরিক স্বাধীনা নারী অপেক্ষা মুসলিম দাসী বহুগুণ উত্তম। অনুরূপভাবে মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চেয়ে মুসলিম গোলাম বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।"

কাফির নারীর সাথে মুসলিমের বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সূরাহ্ আল-মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

কাফির নারীরা মুসলিম পুরুষদের জন্য বৈধ নয় এবং মুসলিম পুরুষগণ কাফির নারীদের জন্য বৈধ নয়। এর পরে বলা হয়েছে, মু'মিন পুরুষ যদি কালো দাসও হয় তথাপি সে স্বাধীন কাফির নেতা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। কেননা ঐসব লোকের সাথে মেলামেশা, তাদের সাহচর্য দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া শিক্ষা দেয়। যার শেষ পরিণাম ফল হচ্ছে জাহান্নামের কঠিন ও ভয়াবহতম স্থানে অবস্থান বানিয়ে নেয়া।

মুসলিম পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং কাফির পুরুষের বিয়ে মুসলিম নারীর সাথে হতে পারে না। এজন্য যে, কাফির নারী-পুরুষ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় আকৃষ্ট হয়। আর কাফির মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতা অপরিহার্য পরিণাম এ দাঁড়ায় যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শির্‌কে জড়িয়ে পড়ে; যার পরিণাম ফল হচ্ছে জাহান্নাম। আর এ কারণেই কুরআনে বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের প্রতি আহ্বান করে। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও জান্নাতের দিক আহ্বান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন যাতে মানুষ উপদেশ মতো চলে।

মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শির্‌কের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণটি আপাতঃ দৃষ্টিতে সমস্ত অমুসলিম বা বিধর্মীদের বেলায়ই ঘটে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এতদসত্ত্বেও কিতাবী তথা খৃষ্টান এবং ইয়াহূদীদের এ আদেশের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, কিতাবী তথা ইহাহূদী খৃষ্টানদের সাথে মুসলিমদের মত পার্থক্য অন্যান্য অমুসলিমদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের, কেননা ইসলামের 'আক্বীদার তিনটি দিক রয়েছে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। তন্মধ্যে আখিরাতের আক্বীদার ব্যাপারে আহলে কিতাব তথা নাসারা ও ইয়াহূদীরা মুসলিমদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করাও তাদের প্রকৃত ধর্ম মতে কুফ্র। অবশ্য খৃষ্টানরা 'ঈসা ('আঃ) এবং তাঁর মা মারইয়াম ('আঃ)-এর প্রতি ভালবাসা ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শির্কে নিমজ্জিত হয়েছে সেটা ভিন্ন কথা। তবে মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাসূল বলে স্বীকৃতি দেয় না। অথচ ইসলামে এটিকে একটি মৌলিক আক্বীদাহ্ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। 'আক্বীদাহ্ পোষণ ব্যতীত কোন মানুষ মুসলিম হতে পারে না। তথাপি অন্যান্য অমুসলিমদের তুলনায় ইয়াহূদী খৃষ্টানদের মতপার্থক্য মুসলিমদের সাথে অনেকখানি কম।

কিতাবীদের সাথে মত পার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলিম পুরুষের বিয়েকে জায়িয করা হয়েছে অপরপক্ষে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলিমদের বিয়ে জায়িয নয়। কেননা একটু চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে যে, মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামী তার হাকিম বা তত্ত্বাবধায়ক। স্বামীর 'আক্বীদাহ্ ও পরিকল্পনা দ্বারা স্ত্রীর আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলিম নারী যদি অমুসলিম ইয়াহূদী অথবা খৃষ্টান পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। অপরদিকে অমুসলিম কিতাবী নারীর বিয়ে যদি মুসলিম পুরুষের সাথে হয় তবে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত হওয়ার চেয়ে স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল।

তবে বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয়পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। কাজেই এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলিমদের 'আকীদায় অমুসলিমদের 'আক্বীদাহ্ প্রভাবিত হয়ে সে মুসলিম

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

হয়ে যাবে, তবে এরূপ উদ্দেশ্যের কারণে মুসলিম এবং অন্যান্য অমুসলিমদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়িয হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন বিষয়ে লাভের দিকের পাশাপাশি ক্ষতির কারণ থাকে তখন সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হতে পারে সে অমুসলিম প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু মুসলিম প্রভাবিত হয়ে অমুসলিম বা কাফির হয়ে যাওয়া সম্ভাবনাকেও ফেলে দেয়া যায় না।

ইয়াহূদী-নাসারা নারীদের সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয় তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে, আর স্বামীর পরিচয়েই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে কিন্তু হাদীসের বাণী অনুযায়ী এ বিবাহ জায়িয হলেও পছন্দনীয় নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করতে বলেছেন যাতে করে স্ত্রী ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সন্তানদেরকেও দ্বীনদাররূপে গড়ে তুলতে পারে। যেখানে কোন অধার্মিক মুসলিম মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলিম মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা যেতে পারে।

এ কারণেই 'উমার (রাযিঃ) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলিমদের এরূপ কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলছে, তখন তিনি ফরমান জারি করে দেন যে, এ বিবাহ ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও এতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। **(কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মাদ)**

বর্তমান বিশ্বে ইয়াহূদী-নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকাবাজী-প্রতারণা এসবই বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিবাহের মাধ্যমে ইয়াহূদী খৃষ্টান নারীদের মুসলিমদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টায় তারা অতি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ আছে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মেজর জেনারেল আকবরের লেখা "হাদীসে-সিফা" নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এতে করে মনে হচ্ছে যে, 'উমার ফারূক (রাযিঃ)-এর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপারে সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষ করে বর্তমান পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইয়াহূদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদম-শুমারির খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইয়াহূদী বা নাসারা বলে লিখা হয় যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, খ্রীস্টান ও ইয়াহূদী মতের সাথে আদৌ তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণই ধর্ম বিবর্জিত। তারা 'ঈসা ('আঃ)-কে মানে না, তাওরাতেও বিশ্বাসী নয়; এমনকি আল্লাহর অস্তিত্বও মানে না, পরকালকেও মানে না। অতএব বিবাহ হালাল হবার কুরআনী আদেশ এদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। ফলে তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম আর ﴿وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ আয়াতে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে আজ-কালকার ইয়াহূদী নাসারা তাদের আওতায় পড়ে না। আর সে কারণে সাধারণ অমুসলিমদের মতো তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) এক ইয়াহূদী মেয়েকে বিয়ে করলে তিনি তাকে নির্দেশ পাঠালেন : خَلِّ سَبِيْلَهَا তার পথ ছেড়ে দাও অর্থাৎ– তাকে পরিত্যাগ করো।

হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) জানতে চাইলেন : أَحَرَامٌ هِيَ আপনি কি ইয়াহূদী মেয়েকে বিয়ে করা হারাম মনে করেন।

'উমার (রাযিঃ) বলেন :

لَا وَلٰكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُوَاقِعُوا الْمُوْمِسَاتِ مِنْهُنَّ

হারাম তো নয়, কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যে, আহলে কিতাব বলে যাদেরকে বিয়ে করো তাদের মধ্যে থেকে অসতী-বদকার ও চরিত্রহীনা নারী বিয়ে করে ফেলে। 'উমার (রাযিঃ)-এর উপরোক্ত নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এজন্য যে, কুরআনে বর্ণিত আহলে কিতাবের মধ্যে কেবলমাত্র المحصنت। 'সতী-সাধ্বী' নারীদেরকে বিয়ে করা বৈধ করা হয়েছে। আর এজন্য দু'টি শর্ত অপরিহার্য। প্রথমটি হচ্ছে নাপাকীর জন্য গোসল করা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যৌনাঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করা। কিন্তু ইয়াহূদী বা খৃষ্টান নারী বিয়ের পূর্বে যে তার যৌনাঙ্গকে হিফাযাতে রাখতে পেরেছে কিনা তা বাছাই করে নেয়াটা মোটেই সহজ কাজ নয়। আর বিয়ের পরে ঐ নারী নিজের স্বামী ছাড়া অন্যকে নিজের যৌনাঙ্গ ব্যবহার করতে না দেয়ার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী কি-না তা জানার কি উপায় আছে? বিশেষতঃ এটা এ কারণে যে, আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সমাজের লোকেরা এ ব্যাপারে কড়াকড়ি করার ব্যাপারে খুব বেশী পক্ষপাতী নয়। বরং তাদের পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হওয়ার কারণে যৌন সংরক্ষণশীলতা নেই বললেই চলে।

যদি পূর্ণমাত্রায় নিশ্চয়তা লাভ করা যায় যে, এ সকল দোষাবলী থেকে কোন খৃষ্টান ও ইয়াহূদী নারী সম্পূর্ণ মুক্ত তবেই তাকে একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা জায়িয হবে। অন্যথায় তা সাধারণ কাফির-মুশরিক নারীর মতই মুসলিমদের জন্য চিরতরে হারাম।

নতুন বর-বধূর জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى الْخَيْرِ.

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়াবা-রাকা 'আলাইকুমা- ওয়াজামা'আ বাইনাকুমা- ফিল খাইরি।

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে বারাকাত দিন, তোমাদের উভয়ের প্রতি বারাকাত নাযিল করুন, আর তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুন। **(সহীহঃ আত-তিরমিযী– হা. ১০৯১)**

স্বামীর প্রথম সাক্ষাতে স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ.

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা- ওয়াখাইরা মা-জুবিলাত ‘আলাইহি ওয়াআ‘উযুবিকা মিন শার্‌রিহা- ওয়াশার্‌রি মা-জুবিলাত ‘আলাইহি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল এবং একে যে নেক চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে সে মঙ্গল চাই। আর আমি তোমার কাছে এর মন্দ ও একে যে মন্দ চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ চাই। (আবূ দাউদ; ইবনু মা-জাহ- হা. ১৯১৮)

স্ত্রী সহবাসের দু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিব্‌নাশ শাইতা-না ওয়াজান্নিবিশ শাইতা-না মা- রাযাক্‌তানা-।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (আমরা মিলছি)। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের নিকট হতে শাইতানকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে প্রদান করবে তার নিকট হতেও শাইতানকে দূরে রেখ।

(বুখারী- ৫মখণ্ড, আল-মাদানী প্রকা. হা. ৬৩৮৮; মুসলিম- ইস. সেন্টার, হা. ৩৩৯৭)

সহবাসের নিয়ম

স্বামী যদি তার স্ত্রীর যৌন জীবনে সুখী হয়ে থাকে তাহলে এ অবস্থা পরিবর্তন করা অর্থাৎ- তার সামনে স্ত্রীকে নগ্ন হতে বাধ্য না করানো উচিত। অপরিণত নব যৌবনবতী নারীর সম্ভোগ ইচ্ছা থাকলেও সে একান্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লজ্জাবশতঃ পূর্ণ নগ্ন না হয়ে এবং পূর্ণ অন্ধকারেই সঙ্গম পছন্দ করে থাকে। তাছাড়া যে স্ত্রীর মধ্যে লজ্জা ও শরম বলতে কিছু নেই সে খুব সহজে সময়ে অসময়ে স্বামীর সামনে উলঙ্গ হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ এবং ঈমানদার ব্যক্তি বেহেশ্‌তী হবে। আর লজ্জাহীনতা হলো পাপ, আর পাপী ব্যক্তি জাহান্নামী। (আহমাদ, আত্‌-তিরমিযী)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অন্যত্র আরও প্রমাণিত হয় ঃ

إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ.

সাবধান! কখনও উলঙ্গ হবে না। কারণ, তোমাদের সঙ্গে যারা আছে (ফেরেশ্‌তা) তারা কখনও তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে না, মলত্যাগ ও সহবাসের সময় ব্যতীত। (আত্‌-তিরমিযী)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর স্বামীর সামনে উলঙ্গ হওয়া বৈধ, বিশেষ করে আসন পরিবর্তন করে সঙ্গম করার প্রমাণাদি প্রথম খণ্ডে যথেষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেভাবে ইচ্ছা আসন পরিবর্তন করে সঙ্গম করতে হলে পূর্ণ উলঙ্গ হতেই হবে। তাই বলে যখন তখন স্বামীর সামনে স্ত্রীর উলঙ্গ হওয়া অনুচিত। কারণ তাতে ফেরেশ্‌তা চলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ لَا يَتَجَرَّدُ تَجَرُّدَ الْعِيْرَانِ.

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীর নিকট গমন করে তখনও সে যেন পর্দা করে এবং একবারে গাধার মতো উলঙ্গ হয়ে না পড়ে। (ইবনু মাজাহ)

একজন স্ত্রী যদি সময়-অসময়ে স্বামীর সামনে নগ্ন হয়ে থাকে যদিও স্বামী ব্যতীত ঘরে আর কেউ নেই। এমতাবস্থায় চলতে থাকলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণও অনেক কমে যায়।

নতুন অবস্থায় স্ত্রী-স্বামীর সামনে কাপড় খুলতে দ্বিধাবোধ করে। তাছাড়া স্বামীর সামনে কাপড় খোলার ব্যাপারে বহু নারীর মনে তীব্র অনিচ্ছা দেখা যায়। বহু পুরুষই চায় যে মিলনের পূর্বে স্ত্রী কাপড় খুলবে। কোন কোন পুরুষ পুরো কাপড় না খুললে সঙ্গম করতে পারে না অথবা সাময়িকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে। নারীর চেয়ে পুরুষ বেশী উত্তেজিত হয় নারী পূর্ণভাবে নগ্ন হলে। তবে স্ত্রী-স্বামীর সামনে নগ্ন হতে যে দ্বিধা সেটা তার ব্যক্তিগত স্বভাব।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা

ওজরবশতঃ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় গোসল না করে কেবল তায়াম্মুম করলেও যে ফরজ গোসল হয়ে যাবে এ ব্যাপারটি নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা (সাহাবীগণ) একদা সফরে গেলাম। অতঃপর আমাদের একজন পাথরের দ্বারা মাথায় খুব আঘাত পেলেন এবং পরে ঘুমে তাঁর স্বপ্ন-দোষ হওয়ায় তিনি তার সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন যে, সে অবস্থায় তাঁর তায়াম্মুম করা যথেষ্ট হবে কি-না। তারা বললেন, যেহেতু পানি পাওয়া যায়, সেহেতু তায়াম্মুম করা যথেষ্ট হবে না। কাজেই তিনি গোসল করলেন এবং এতে করে তাঁর মৃত্যু হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌছলে তিনি বললেন যে, তার সাথীরাই তার ঐ মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে আহত ব্যক্তির পক্ষে তায়াম্মুম করে কিংবা ক্ষতের পট্টির উপর মাসেহ্ করে অবশিষ্ট শরীর ধুলেই যথেষ্ট হয়ে যেত। (আবূ দাঊদ)

এ ব্যাপারে অপর একটি হাদীস থেকে জানা যায় ঃ

'ইমরান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা এক সময় নাবী ﷺ-এর সঙ্গে সফরে বের হলাম এবং সারা রাত চলার পর শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। একজন মুসাফিরের পক্ষে এরচেয়ে মধুর ঘুম আর হতে পারে না। সূর্যের তাপ আমাদেরকে জাগিয়ে তুলল। সর্বাগ্রে উঠল অমুক ব্যক্তি। এরপর অমুক। এরপরে অমুক।

আবূ রাজা। (হাদীসটির বর্ণনাকারী) তিনি এদের সবার নাম নিয়েছিলেন। কিন্তু 'আওফ (পরবর্তী বর্ণনাকারী) তা ভুলে গেছেন। চতুর্থ ব্যক্তি হলেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমালে আমরা তাঁকে জাগাতাম না। কেননা আমরা জানতাম না যে, ঘুমের মাঝে কি ঘটেছে? 'উমার (রাযিঃ) উঠে লোকদের অবস্থা দেখলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা লোক। ফলে উচ্চস্বরে তাক্‌বীর বলতে থাকলেন

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তিনি। তাঁর তাকবীর ধ্বনীর আওয়াজে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হলেন। তিনি জেগে উঠলে লোকেরা তাঁকে ব্যাপারটি অবগত করল। তিনি বললেন ঃ "কোন ক্ষতি নেই (বা ক্ষতি হবে না) আগে চলো। কিছু দূর গিয়ে তিনি (সওয়ারী থেকে) নামলেন এবং ওযূর পানি আনতে বললেন, তিনি ওযূ করলেন। আযান দেয়া হলো এবং লোকদের নামায পড়ালেন। অতঃপর নামায শেষ করে দেখলেন একপ্রান্তে একজন ব্যক্তি, সে লোকদের সাথে নামায পড়েনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! তুমি লোকদের সাথে নামায পড়লে না কেন? সে বলল, আমার উপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেন, পাক মাটি নাও, (আর তায়াম্মুম করো) এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (বুখারী)

তাফসীর ইব্‌নু কাসীরে উল্লিখিত হয়েছে, 'আলী (রাযিঃ) বলেন, অপবিত্র ব্যক্তি এ অবস্থায় (অপবিত্র থেকেই) গোসল না করে নামায পড়তে পারে না, কিন্তু যদি সফরে থাকে এবং পানি না পায় তবে পানি না পাওয়া পর্যন্ত (গোসল ছাড়াই) তা পড়তে পারে।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলিমকে পবিত্রকারী যদিও দশ বৎসর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়। যখন পানি পাওয়া যাবে তখন ওটাই ব্যবহার করবে। (কেননা) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।" (মুসনাদ আহ্‌মাদ)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সহবাসের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত

স্ত্রী সহবাসের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ص أَنَّى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আগমন করো যেভাবে খুশী এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যতে রচনার জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করো।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২২৩)

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী সহবাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ করা। কেননা আয়াতের এ অংশের অর্থ সম্পর্কে আল্লামা পানিপথি বলেন, তোমরা বিয়ের মাধ্যমে উপস্থিত স্বাদ গ্রহণকেই উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করো না, বরং তা থেকে এমন কিছু লাভ করতে চেষ্টা করো যার দ্বারা দ্বীনের (ইসলাম) কোন উপকার হয়। যেমন যৌনাঙ্গের পবিত্রতা বিধান এবং নেক ও সৎ সন্তান লাভ, যার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবে এবং ক্ষমা প্রর্থনা করবে।

যেমন কুরআন মাজীদে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে অন্য স্থানে বলা হয়েছে ঃ

﴿فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ﴾

"এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন সম্পন্ন করো এবং আকাঙ্ক্ষা করো যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন।"

আয়াতে মুবাশারাতের অর্থ যৌন মিলন, স্ত্রী সম্ভোগ। আর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন বলতে বোঝানো হয়েছে সন্তানদেরকে যা লাওহে মাহফূযে সকলের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রী সঙ্গম করে সন্তানাদি লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা করা। ইবনু 'আব্বাস, জাহ্হাক, মুজাহিদ প্রমুখ তাবিঈ এ আয়াতে থেকে এ অর্থই বুঝেছেন। আল্লামা এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ "এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রী সঙ্গমকারীর কর্তব্য হচ্ছে সে বিয়ে এবং যৌনক্রিয়াকে বংশরক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে– নিছক যৌন লালসা পূরণার্থে নয়।

আল্লামা শাওকানী ও আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যৌন মিলনের দ্বারা বিয়ের উত্তম উদ্দেশ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো আর তা হচ্ছে সন্তান লাভ এবং বংশধর রক্ষা। বস্তুত সন্তান লাভের উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনই হচ্ছে ইসলামের পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য এবং যে মিলন এ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় তা-ই হচ্ছে ইসলাম সম্মত মিলন। এ মিলনের ফলে সন্তান যখন স্ত্রীর গর্ভে স্থান লাভ করে তখন স্বামী-স্ত্রীর উপর এক নতুন দায়িত্ব অর্পিত হয়।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

যৌন মিলনের আহ্বানে সাড়া না দেয়ার পরিণতি

যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা একটি স্বাভাবিক বিষয়। এ ব্যাপারে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই সমান। তবে নারী সব সময় এক্ষেত্রে থাকে কিছুটা অনাগ্রহী আবার অপ্রতিরোধীও। পুরুষই এ ব্যাপারে অগ্রসর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যৌন মিলনের ব্যাপারে সাধারণত স্বামীর পক্ষ থেকেই আমন্ত্রণ আসে। কাজেই এ ব্যাপারে স্বামীর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা কখনই স্ত্রীর পক্ষে উচিত হতে পারে না। বরং প্রেম-প্রীতির দৃষ্টিতে স্বামীর যে কোন সময়ের এ দাবিকে সানন্দচিত্তে সাগ্রহে ও সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করা ও মেনে নেয়া স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। এ পর্যায়ে হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ.

স্বামী যখন তার যৌন কামনা মেটানোর জন্য স্ত্রীকে ডাকবে, তখন সে চুলার কাছে রান্না বান্নার কাজে লিপ্ত থাকলেও (তার স্বামীর ডাকে সাড়া দিয়ে) সে কাজে অমনি তার প্রস্তুত হওয়া উচিত। (আত্-তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে এ ব্যাপারে আরও কঠোর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে (যৌন মিলনের উদ্দেশ্য), তখন যদি সে (স্বামীর ডাকে) সাড়া দিতে অস্বীকার করে, তাহলে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশ্তাগণ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।

আরেকটি হাদীসে এ কথাটিকে আরো কড়া ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীকে যৌন সঙ্গম করার উদ্দেশে বিছানায় ডাকবে, তখন যদি স্ত্রী তা অমান্য করে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যৌন সঙ্গমে সম্মত হয়ে তার কাছে না যায় তবে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রাগান্বিত হয়ে থাকবেন যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

অনুরূপ অন্য হাদীসে এসেছে–

اِذَا بَاتَ الْمَرْاَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاسَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُرْجِعَ.

কোন স্ত্রী যখন তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে পৃথক হয়ে থাকে, তবে যতক্ষণ সে তার নিকট ফিরে না আসে ততক্ষণ ফেরেশ্‌তাগণ তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে। (বুখারী)

এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীসের উল্লেখ করা হলো ঃ

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ. اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ

حَتّٰى يَرْجِعَ وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصِحَّ وَالْمَرْاَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتّٰى يَرْضٰى.

তিন ব্যক্তির নামায (আল্লাহর দরবারে) গৃহীত হয় না, তাদের কোন নেক 'আমালও আকাশের দিকে উঠানো হয় না। তারা হচ্ছে ঃ পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস-যতক্ষণ না মনিবের নিকট ফিরে আসে, নেশাগ্রস্ত মাতাল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়, আর সে স্ত্রী যার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট-যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

ইমাম জাওজী 'কিতাবুন্ নিসায়' একটি হাদীস এনেছেন যাতে আলোচ্য বিষয়টি আরো বিস্তারিত জানা যায় ঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسَوِّفَةُ وَالْمُغَلِّسَةُ اَمَّا الْمُسَوِّفَةُ فَهِيَ الْمَرْاَةُ

الَّتِي اِذَا اَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ سَوْفَ وَالْمُغَلِّسَةُ هِيَ الَّتِيْ اِذَا اَرَادَهَا زَوْجُهَا

قَالَتْ اِنِّيْ حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুসবিফাহ্' ও 'মুগলিসাহ্' নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন। 'মুসবিফাহ্' বলতে বোঝায় ঐ নারী যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহ্বান জানালে সে বলে ঃ এ শীঘ্রই আসছি অর্থাৎ– না আসার

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

জন্য টালবাহানা করে।' আর 'মুগলিসাহ্' হচ্ছে সে স্ত্রী যাকে তার স্বামী যৌনমিলনে আহ্বান করলে সে বলে 'আমার হায়িয হয়েছে' অথচ প্রকৃতপক্ষে সে হায়িযগ্রস্থা নয়।

তবে এখানে কথা হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থান ও ভাবধারার প্রতি পুরোপরি লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষে পশুর স্তরে নেমে যাওয়া উচিত নয়। তার মধ্যে যদি মানবীয় গুণাবলী থাকে, তবে সে কিছুতেই স্ত্রীর-অনিচ্ছার বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি করে যৌন মিলনের পাশবিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে যাবে না। সে অবশ্যই স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখবে এবং খেয়াল রেখেই অগ্রসর হবে।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ সম্পর্কে ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন ঃ

هَذَا الدَّلِيْلُ عَلٰى تَحْرِيْمِ اِمْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِهٖ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ.

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রকার শারী'আত সম্মত ওযর ছাড়া স্বামীর শয্যায় স্থান গ্রহণ থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর পক্ষে হারাম।

তবে স্ত্রীর শারী'আত সম্মত ওযর থাকলে স্বামীকে অবশ্যই এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, অতিরিক্ত যৌন সঙ্গম যদি স্ত্রীর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে তার সামর্থ্যের বেশী যৌন সঙ্গম করা জায়িয হবে না।

তাবে স্ত্রী অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী স্বামীর কামনা-বাসনা পূরণের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। নানা কারণে এ প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমান অনুযায়ী স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযা রাখাও স্ত্রীর জন্য জায়িয নয়। তিনি বলেছেন ঃ

لَا تَصُوْمُ الْمَرْاَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এটা এ কারণে যে, রোযা রাখলে স্ত্রী স্বামীর যৌন মিলনের দাবি পূরণে অসমর্থ হবে। আর স্বামীর এ দাবিকে কোন সাধারণ কারণে অপূর্ণ রাখা স্ত্রীর পক্ষে উচিত হবে না।

নারীদের ব্যাপারটি অনুরূপভাবে কোন বিবাহিত ব্যক্তি তার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে না। স্ত্রীর মনের কামনা-বাসনা ও আন্তরিক ভাবধারার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। কেননা স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীহারা হয়ে বেশী দিন ধৈর্য ধারণ করে থাকা সম্ভবপর নয়। তাদের মনের আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে 'উমার ফারূক (রাযিঃ)-এর একটি ফরমান স্মরণীয়। তিনি এক বিরহিনী নারীর আবেগ উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তখন তিরি তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসাহ্ (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ "নারীরা স্বামী ছাড়া সর্বোচ্চ কতদিন পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে?"

হাফসাহ্ (রাযিঃ) বললেন ঃ 'চার মাস।'

অতঃপর 'উমার (রাযিঃ) বললেন ঃ 'সৈন্যদের মধ্যে কাউকেই আমি চার মাসের অধিক বাইরে আটকে রাখব না।' (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে সব সেনাধ্যক্ষকে লিখে পাঠান ঃ

لَا يَتَخَلَّفِ الْمُتَزَوِّجُ عَنْ اَهْلِهِ اَكْثَرَ مِنْهَا.

(চার মাসের) অধিক কাল কোন বিবাহিত ব্যক্তিই যেন তার স্ত্রী-ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে।

এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর মনের আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ও আন্তরিক ভাবধারার প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামীর একান্ত কর্তব্য। আর স্ত্রীদের পক্ষে যে স্বামী হারা হয়ে বেশী দিন ধৈর্য ধারণ করে থাকা সম্ভবপর নয় এ কথা তাদের কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সহবাসের পরবর্তীতে করণীয়

সহবাস কার্য সমাধা করার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পেশাব করে নেয়া কর্তব্য। কেননা, পেশাব করলে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যৌন বিজ্ঞানের অনেক বই-পুস্তকে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, অনেক সময় সামান্য বীর্য পেশাবের রাস্তায় অবশিষ্ট থেকে গিয়ে জ্বালা-পোড়া ও ক্ষতের সৃষ্টি করে।

সহবাস শেষে লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতে হবে। আবুল লাইস (রহঃ) বলেনঃ 'সহবাসের পর লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলে শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু সহবাসের পরপরই ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুলে জ্বর হওয়ার ভয় আছে। সহবাসের ফলে শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। সে উত্তাপ স্বাভাবিকতায় নেমে আসার পরে লজ্জাস্থান ধুতে হবে; এর পূর্বে নয়। 'আলী (রাযিঃ)-এর মতে সহবাসের পর লজ্জাস্থান ধোয়া না হলে দূরারোগ্য ব্যাধি আক্রমণ করে থাকে। অতি সামান্য গরম পানি দ্বারা লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে। এতে করে শরীর সুস্থ থাকবে। আর গরম পানি না থাকলে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা অবশ্য ক্ষতিকর নয়।

সহবাসের পরপরই পানি পান করা ক্ষতিকর। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ সহবাসের পরে সাথে সাথে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সহবাসের পর সাথে সাথে পানি পান করলে হাঁপানী রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পেটে সহবাস করাও উচিত নয়। কেননা পেট ভরে খাওয়ার সাথে সাথে সহবাস করলে উত্তেজনার কারণে শরীরে শুষ্কতার সৃষ্টি হয় এবং ভীষণভাবে পিপাসা লাগে।

সব ধরনের দুর্গন্ধ জাতীয় জিনিস সহবাসের সময় পরিহার করা উচিত। এত একদিকে যেমন কামভাবের পরিমাণ কমে যায় অপরদিকে একে অপরজনের প্রতি আগ্রহের স্থানে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়।

সহবাসের মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়েই যৌনতৃপ্তি লাভ করে থাকে। এটা শুধু কোন একজনের আনন্দের জিনিস নয়; বরং উভয়েরই এতে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আনন্দ লাভের রয়েছে পূর্ণ অধিকার। সঙ্গিনীর পূর্ণ যৌনতৃপ্তির দিকে পুরুষের খেয়াল রাখা কর্তব্য। সকলেই জানে এটা নারী-পুরুষের খেলা। এ মজার খেলায় উভয়কেই জয়ী হতে হবে। পুরুষদের অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়। কিন্তু নারীদেরকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তাদের পূর্ণ তৃপ্তি লাভের ব্যাপারে পুরুষকে সহযোগিতা করতে হবে।

পুরুষ তার বীর্যপাতের পর সাথে সাথেই স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না বরং স্ত্রীর বীর্যপাত হওয়া পর্যন্ত তাকে ঐ অবস্থায় থাকতে হবে। কিন্তু নারী পূর্ণ মিলন আনন্দ পাবার পূর্বেই অবশ্য অনেক পুরুষের বীর্যক্ষয় হয়ে যায় বা বীর্যের দ্রুত পতন ঘটে। এ দ্রুত পতন কতগুলো কারণে ঘটে থাকে। সে কারণগুলো হলো ঃ

১. জন্মগত বা বংশগত।

২. অতিরিক্ত স্নায়ুবিক দুর্বলতা।

৩. হর্মোনের কারণে দুর্বলতা।

৪. যৌন সংক্রান্ত রোগ।

৫. শরীরের উত্তাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে।

৬. শারীরিক অসুস্থতা থাকলে।

আবার মানসিক কারণে এটি হতে পারে। যেমন ঃ

১. সদ্য বিবাহের পর সাময়িক ভয়।

২. দীর্ঘ প্রবাসের পর মিলন।

৩. মিলন সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণার জন্য মানসিক দুর্বলতা।

এর প্রতিকার হলো মানসিক ভয়, উত্তেজনা ও লজ্জাকে জয় করতে হবে আর নিজেকে সম্পূর্ণ রতিক্ষম পুরুষ বলে চিন্তা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ইহ্রাম অবস্থায় সহবাস হারাম

ইহ্রাম অবস্থায় সহবাস এবং এর পূর্ববর্তী সকর কাজই হারাম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ.

"হাজ্জের মাসগুলো সম্মানিত, অতএব কেউ যদি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হাজ্জের সঙ্কল্প করে তবে সে হাজ্জের মধ্যে সহবাস, পাপের কাজ ও কলহ করতে পারবে না।"

আলোচ্য আয়াতে رَفَثَ 'রাফাস' শব্দের অর্থ হচ্ছে সহবাস। কাজেই এ আয়াত দ্বারা সহবাস এবং সহবাস পূর্ববর্তী সকল কাজ যথা প্রেমালাপ করা, চুম্বন দেয়া ইত্যাদি হারাম বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। স্ত্রীদের উপস্থিত থাকাবস্থায় এ জাতীয় কথাবার্তা বলাকে رَفَثَ 'রাফাস' হয়েছে। رَفَثَ-এর নিম্নতর পর্যায় হচ্ছে ঃ সহবাস সংক্রান্ত উত্তেজক আলোচনা করা, কুট কথা বলা, ইশারা ইঙ্গিত সহবাস করা, নিজ স্ত্রীকে বলা যে, ইহ্রাম ভেঙ্গে গেলেই সহবাস করা হবে, আলিঙ্গন করা, চুমু খাওয়া ইত্যাদি সবই رَفَثَ রাফাসের অন্তর্ভুক্ত। ইহ্রাম অবস্থায় এ সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এতে কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হাজ্জই বাতিল হয়ে যায়। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে যদি সহবাস করে তবে হাজ্জ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং এর কাফ্ফারা হিসেবে একটি গাভী বা উট দিতে হবে। কাফ্ফারা আদায় করলেও পরে পুনরায় হাজ্জ করতে হবে। এ জন্যই فَلَا رَفَثَ (সহবাস করো না) শব্দ ব্যবহার করে সহবাস না করার ব্যাপারটিকে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ঋতু অবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ

ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট সহবাসের উদ্দেশে গমন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

আর তারা তোমাকে (স্ত্রী লোকদের) হায়িয (অর্থাৎ– ঋতু) সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে; তুমি বলে দাও যে, এটা হচ্ছে অপবিত্রতা, অতএব ঋতুকালে স্ত্রী লোকদেরকে আলাদা করো এবং উত্তমরূপে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না; অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক তোমরা তাদের নিকট গমন করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাপ্রার্থীকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।

আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইয়াহূদীর ঋতুবতী স্ত্রীলোকদেরকে তাদের সাথে খেতে দিত না এবং তাদেরকে পার্শ্বেও রাখত না। সাহাবী (রাযিঃ)-গণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারই উত্তরে আল্লাহ্ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কিছুই বৈধ।

আয়াতে উল্লিখিত ঋতু অবস্থায় 'স্ত্রীদের হতে পৃথক থাকো' এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে সহবাস করো না। কারণ, এছাড়া অন্যান্য সকল কিছুই বৈধ। অধিকাংশ 'আলিমের মাযহাব এই যে, সহবাস বৈধ নয় বটে, কিন্তু প্রেমালাপ বৈধ। হাদীসসমূহ দ্বারাও প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সহধর্মিণীদের সাথে মেলামেশা করতেন, কিন্তু তাঁরা গুপ্তস্থানে কাপড় বেঁধে রাখতেন। (আবূ দাউদ)

'আম্মারার ফুফু (রাযিঃ) 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, যদি স্ত্রী হায়িয অবস্থায় থাকে এবং স্বামী-স্ত্রী হায়িয অবস্থায় থাকে এবং স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় থাকে তবে তারা কি করবে? অর্থাৎ– এ অবস্থায় তার স্বামী তার পাশে শুতে পারবে কি না? 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমি

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তোমাকে অবগত করছি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ীতে এসেই তাঁর নামাযের স্থানে চলে যান এবং নামায পড়ায় মাশগুল হয়ে পড়েন। এতে অনেক দেরি হয়ে যায়। যার জন্য আমি ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর তিনি শীত অনুভব করলে আমাকে বলেন ঃ "এখানে এসো" কিন্তু আমি আমার ঋতুবতী হবার ব্যাপারটি তাকে অবগত করি। তিনি আমাকে জানুর উপর থেকে কাপড় সরাতে বলেন। অতঃপর আমার উরু ও গণ্ডদেশের উপর তাঁর বক্ষ রেখে শুয়ে পড়েন। আমিও তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ি। ফলে ঠাণ্ডা কিছুটা কমে যায় এবং সে গরমে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

একদা মাসরূক (রাযিঃ) মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং বলেন ঃ "নাবী ও তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। উত্তরে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) তাঁকে মারহাবা জানান। অতঃপর তাঁকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। মাসরূক (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি কিন্তু বড় লজ্জাবোধ করছি।" তিনি বলেন ঃ "(আচ্ছা বলুন তো) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর কি কি কর্তব্য আছে?" তিনি বলেন ঃ "লজ্জাস্থান ছাড়া সবই জায়িয।" (তাফসীর ইবনু জারীর)

অন্য সনদেও বিভিন্ন শব্দে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং 'ইকরাম (রহঃ)-এর ফাতাওয়া এটাই। ভাবার্থ এই যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সর্বসম্মতিক্রমে উঠা-বসা, খাওয়া ও পান করা ইত্যাদি সবই জায়িয।

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ "আমি ঋতুর অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ধুয়ে দিতাম, তিনি আমার কোলে হেলান দিয়ে শুয়ে কুরআন মাজীদ পাঠ করতেন। আমি হাড় চুষতাম অতঃপর তিনি তা নিয়ে ঐখানেই মুখ লাগিয়ে চুষতেন। আমি পান করে তাকে গ্লাস হতে পানি পান করতেন (অথচ) আমি ঐ সময় ঋতুবতী ছিলাম।

সুনান আবূ দাউদের মধ্যে বর্ণিত আছে, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ ঋতুর অবস্থায় আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই বিছানায় শুতে যেতাম। তাঁর কাপড়ের কোন জায়গা খারাপ হয়ে গেলে তিনি শুধু ঐটুকু ধুয়ে ফেলতেন,

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

শরীরের কোন জায়গায় কিছু লেগে গেলে ঐ জায়গায় কিছু লেগে গেলে ঐ জায়গাটুকু ধুয়ে ফেলতেন এবং ঐ কাপড়েই নামায পড়তেন।" তবে সুনান আবূ দাউদের অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি ঋতুর অবস্থায় বিছানা থেকে নেমে গিয়ে মাদুরের উপর চলে আসতাম। আমি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসতেন না।

তাহলে এ বর্ণনাটির অর্থ এই যে, সতর্কতার জন্যই এর থেকে বেঁচে থাকতেন নিষিদ্ধতার জন্য নয়।

কোন কোন 'আলিম এ কথাও বলেছেন যে, কাপড় বাঁধা অবস্থায় উপকার গ্রহণ করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমার স্ত্রীর ঋতুর অবস্থায় তার সাথে আমার কোন কিছু বৈধ আছে কি? তিনি বলেন ঃ কাপড়ের উপরের সব কিছুই বৈধ। (আবূ দাউদ)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, এটা থেকে বেঁচে থাকাও উত্তম। অনেকে বলেন যে, সহবাস যে হারাম এটাতো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কাজেই আশেপাশে থেকেও বেঁচে থাকা উচিত যাতে হারামের মধ্যে পতিত হবার সম্ভাবনা না থাকে। ঋতুর অবস্থায় সহবাসের নিষিদ্ধতা এবং যে ব্যক্তি এ কাজে পতিত হবে তার পাপী হওয়া, এটা তো নিশ্চিত কথা। তাকে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

মুসনাদ আহ্মাদের মধ্যে রয়েছে যে, যদি রক্ত শেষ হয়ে যেয়ে থাকে এবং এখন পর্যন্ত স্ত্রী গোসল না করে থাকে, এ অবস্থায় যদি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তবে অর্ধ দীনার নচেৎ এক দীনার। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, কাফ্ফারা কিছুই নেই। কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করলেই চলবে। ইমাম শাফি'ঈ (রাযিঃ)-ও এ কথাই বলেন। অধিকতর সঠিক মাযহাব এটাই এবং জমহুর 'উলামাও এ মতই পোষণ করেন।

ইমাম আবূ 'আব্দিল্লাহ আহ্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন ঃ "পবিত্রতা বলে দিচ্ছে যে, এখন তার নিকট যাওয়া জায়িয।" মাইমুনাহ্ (রাযিঃ) এবং 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমাদের মধ্যে যখন কেউ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ঋতুবতী হতেন তখন তিনি কাপড় বেঁধে দিতেন এবং নাবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর চাদরে শুয়ে যেতেন।" এর দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে যে, নিকটে যাওয়া হতে নিষেধ করার অর্থ হচ্ছে সহবাস থেকে বেঁচে থাকা। এছাড়া তার সাথে শোয়া, বসা সবই জায়িয।

যখন হায়িযের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যাবে, এরপরও স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস করা হালাল হবে না যে পর্যন্ত না স্ত্রী গোসল করবে। হ্যাঁ তবে, তার কোন ওজরবশত গোসলের পরিবর্তে যদি তায়াম্মুম করা জায়িয হয় তবে তায়াম্মুমের পর তার কাছে স্বামী আসতে পারে। এতে সকল 'আলিমের মতৈক্য রয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যে বিষয়টি আবিষ্কার করেছে তা এই যে, হায়িযের রক্তে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাছাড়া ঋতুস্রাবের সময় রক্ত জমা হওয়ার কারণে স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং তার শিরা-উপশিরাগুলো উঠানামা করতে থাকে। কাজেই ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস যেমন শারীরিকভাবে ক্ষতিকর তেমনি কখনো কখনো তা রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর পরবর্তীতে দেখা দেয় যোনী পথে ব্যথা ও জ্বালা-পোড়া সহ আরো অনেক মারাত্মক উপসর্গ। বর্তমানের মরণব্যাধি এইড্‌সও এ ধরনের অপরিণামদর্শিতা থেকেই জন্ম নিয়েছে।

এর পরিণাম হিসেবেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কঠিন কঠিন ব্যাধি দেখা দেয় যেমন ঃ ঋতু সংক্রান্ত রোগ, মূত্রনালীর জ্বালা-পোড়া, তা থেকে পুঁজ বের হওয়া ইত্যাদি। এর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সারা জীবনভর। এমনকি পরবর্তী প্রজন্মও তা থেকে মুক্তি পায় না।

শারী'আত এ জঘন্য ও ঘৃণা কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছে। ইসলামের উদারনীতিকে সম্মুখে রেখে অন্যান্য ধর্মের বিধানের প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, কোন কোন ধর্মে ঋতুবতী নারীকে এমন নাপাক মনে করা হয় যে, তার ধারে কাছেও কেউ ভিড়ে না। আর তার সাথে একত্রে রাত্রি যাপন, শোয়া, তার রান্না খাবার খাওয়াকে নিষিদ্ধ মনে করা হয়। অথচ ইসলামী শারী'আত সহবাস বাদে সব কিছুকে হালাল রেখেছে। তার সমস্ত শরীর থেকে তৃপ্তি লাভ জায়িয। নির্দ্বিধায় তার সাথে শোয়া যেতে পারে, অকপটে তাকে চুমু খাওয়া যেতে পারে। এতে কোন রকম বিধি-নিষেধ আরোপিত

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

হয়নি। কোমর থেকে নিচের অংশ বস্ত্রাবৃত রেখে যে কোন জায়গা থেকে লাভ করা যেতে পারে তৃপ্তি ও আনন্দ।

ঋতুকালে সহবাসে ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে ডা. এস.এন. পাণ্ডে বলেন, অনেকেই ঋতুকালে রতিক্রিয়া করে থাকেন। এটি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এতে স্বাস্থ্যহীনতা এবং যৌনাঙ্গের বিশেষভাবে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

ঋতুকালে নারী দেহের দূষিত রক্তময় বর্জ্য পদার্থ বের হতে থাকে। এ সময় জরায়ু দুর্বল ও কোমল হয়ে থাকে। ফলে রতিক্রিয়াতে লিঙ্গের আঘাতে জরায়ুর ক্ষতি হবার ও ঋতু রক্তস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশী থাকে।

পক্ষান্তরে লিঙ্গমুখে দূষিত রক্ত লেগে লিঙ্গমুখে শ্যাঙ্কার জাতীয় ক্ষত দেখা দিতে পারে। ফলে ভবিষ্যতে জটিল যৌন রোগ দেখা দিলে যৌন জীবনে অশান্তি নেমে আসে। ঋতু চলাকালীন রতিক্রিয়াতে গর্ভ সঞ্চার হয় না। কেননা পূর্ণ ডিম্বাণুগুলো তখন জীবিত থাকে না। ঋতুকালে নারীকে উত্তেজক 'আম্মার, পরিশ্রমের কোন কাজ ও ঠাণ্ডা লাগতে দেয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

ঋতুর সময় স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন উচিত নয়।

ঋতুকালে মিলনে গর্ভ হয় না এ কথা ঠিক। কিন্তু তবুও ঋতুকালে মিলন উচিত নয়।

অবশ্য দীর্ঘ প্রবাসী স্বামী গৃহে ফিরলে তা করে কিন্তু তবু এটা করা কখনও উচিত নয়। এর কারণ হলো ঃ

১. ঋতুকালে জরায়ু ও যোনীর অম্লভাব থাকে না, তাই এটি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে।
২. জরায়ুতে ব্যথা লাগতে পারে।
৩. রক্তপাত বেশী হতে পারে-কনকন করতে পারে।
৪. দেহ অপরিচ্ছন্ন হয়।
৫. মানসিক অরুচি হয়ে থাকে।

এসব নানা কথা চিন্তা করে ঋতুকালে যৌনমিলন অবশ্যই না করা উচিত।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

উলঙ্গ হয়ে গোসল করা

ইসলামের শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো গোসল করা। গোসল করার যেমন নির্ধারিত পদ্ধতি এবং অবস্থা ও কারণভেদে বিভিন্ন হুকুম রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে আদব ও শিষ্টাচার আর তা হলো যথাসম্ভব পর্দা করে গোসল সমাধা করা।

মহানাবী ﷺ যখন গোসল করতেন তখন পর্দা করে নিতেন– (বুখারী– হা. ২৮০) এবং তিনি সকলকে পর্দা করে গোসল করার নির্দেশ দিতেন– (আবূ দাঊদ; নাসায়ী; মুনতাকা)। আর এজন্যই তিনি আরবের তৎকালীন ব্যবহৃত সকলের জন্য উন্মুক্ত গোসলখানায় মুসলিম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য গোসল করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে শুধু পুরুষদের জন্য লুঙ্গী পরে গোসল করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (হাকিম; আত্-তিরমিযী; আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন নিষেধ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা স্পষ্ট। কারণ যেখানে সবার আনাগোনা সেখানে শার'ঈ পর্দা রক্ষা করে গোসল করা মোটেও সম্ভব নয়; বিশেষ করে নারীদের জন্য যাদের সর্বাঙ্গকেই আওরাত বা ঢেকে রাখার বস্তু বলা হয়েছে।

অনেক ভুলবশতঃ উল্লিখিত গোসলখানার গোসল করা সম্পর্কে নিষিদ্ধতার হাদীসগুলোকে বাড়ীর গোসলখানার উপর প্রযোজ্য করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে গভীর দৃষ্টিতে হাদীসগুলো অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, সে সময়ের গোসলখানাগুলো পানি সহজলভ্যতার এমন জায়গায় বানানো ছিল যেখানে সবারই গোসল করার অনুমতি ছিল। যেমন এ মর্মে একটি হাদীস উল্লেখ করলে কিছুটা বুঝা যাবে।

একদিন নাবী ﷺ কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখলেন আবূ দারদাহ্ সাহাবীর স্ত্রী গোসল শেষে ঐ হাম্মামাত (গোসলখানাসমূহ) থেকে বের হচ্ছেন। উক্ত সাহাবীর স্ত্রী উম্মু দারদাহ্ নিজেই বলেন, আল্লাহর রাসূল আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা হতে আসা হচ্ছে? তদুত্তরে আমি বললাম, গোসলখানা থেকে। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ দারদাহ্! সে সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখন কোন মহিলা তার নিজের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও শরীরের কাপড় নামায় তখন সে তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে সকল পর্দা ছিন্ন করে ফেলে। (আহ্মাদ; তাবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

হাদীসটি হাসান পর্যায়ভুক্ত। শেষোক্ত কিতাবে এ সম্পর্কে অনেক হাদীস পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশই সহীহ নয়। হাসান-এর পর্যায়ে পড়ে এমন তিনটি হাদীস পাওয়া যায়।

যাদুল মা'আদের সম্মানিত টীকা লিখক সে তিনটি হাদীস একত্রে উল্লেখ করেছেন। (যাদুল মা'আদ– ১৭৫ পৃঃ)

এ সকল হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, উক্ত হাম্মাম (বাথরুমগুলো) গ্রামের কোন এক জায়গায় বানানো ছিল। তাই সম্মানিত টীকা লিখক হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর বলেন ঃ

وَفِيْ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ تَأَكَّدَ اتِّخَاذِ الْحَمَّامَاتِ فِي الْبُيُوْتِ.

এ হাদীসগুলোতে জোরালোভাবে তাগিদ করা হয়েছে বাড়ীতে বাথরুম বানানোর প্রতি।

এখন প্রশ্ন হলো ঃ বাড়ীতে নির্মিত বাথরুমে যদি (নির্জনে) উলঙ্গ হয়ে গোসল করে তবে তা গোসল সম্পর্কে ইসলামী শিষ্টাচারের কতটুকু সমর্থিত বা বিরোধী।

এক কথায় এর উত্তর দেয়া যায় যে, এটা জায়িয বা বৈধ আছে তবে তা উত্তম পন্থা অবলম্বনে পরিপন্থি। (ফাতহুল বারী– ১ম খণ্ড, ৪৬০ পৃঃ)

নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা দেয়া হলো ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ آذَوْا مُوْسٰى﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মূসা ('আঃ)-কে (অশালীন মন্তব্য করে) দুঃখ দিয়েছিল।" (সূরাহ্ আল-আহ্যাব ঃ ৬৯)

উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মূসা ('আঃ) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক ও পর্দা সচেতন ব্যক্তি। তিনি তার লজ্জাশীলতার কারণে তার আব্রুহীন শরীর কাউকে দেখতে দিতেন না। তাই তার ক্বাওমের (গোত্রের) লোকেরা তার ব্যাপারে অশালীন মন্তব্য করতে লাগল। বলতে লাগল ঃ জান? মূসার এরূপ পর্দার হেতু কি? মনে হয় তিনি কুষ্ঠ রোগী আর না হয় তার একশিরা রোগ আছে। আর তা না হলে কোন না কোন একটা অসুবিধা তার আছেই। নাবী সম্পর্কে এরূপ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মন্তব্য আল্লাহ সহ্য করলেন না, তিনি তার নাবীকে অপবাদমুক্ত করতে চাইলেন।

একদিনের ঘটনা, তিনি একাকী নির্জনে নদীর ঘাটে কাপড় ছেড়ে গোসল করতে নামেন, গোসল শেষে যখন উঠে আসছিলেন হঠাৎ দেখা গেল তিনি যে পাথরের উপর কাপড় রেখেছিলেন পাথরটি কাপড় সমেত দ্রুত সরে যেতে লাগল। তিনিও পাথরের পিছনে– পাথর আমার কাপড় দাও, পাথর আমার কাপড় দাও, বলতে বলতে ছুটলেন। কিন্তু পাথর থামল না। বানী ইসরাঈল গোত্রের কিছু সর্দার একত্রে যেখানে বসেছিল একেবারে সেখানে যেয়ে থামল। মূসা ('আঃ) তখন সেখানে পৌঁছে তার কাপড় নিয়ে পরে নিলেন। ইতোমধ্যেই ওরা দেখে নিয়েছিল তার নিখুঁত সৌষ্ঠব অঙ্গ। তারপর তিনি রাগে পাথরের উপর প্রহার করতে থাকলেন। আল্লাহর শপথ তার প্রহারের ফলে সে পাথরের উপর তিনটি চারটি অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছে। (বুখারী; আহমাদ; ইবনু কাসীর– ৩য় খণ্ড, ৪৯৯ পৃঃ)

হাদীসের মাধ্যমে আয়াতের ব্যাখ্যায় নিশ্চিতরূপে জানা গেল, মূসা ('আঃ) একজন নাবী হওয়া সত্ত্বেও লোক চক্ষুর আড়ালে উলঙ্গ হয়ে গোসল করেছেন। এবার আইয়ূব ('আঃ) সম্পর্কে একটি হাদীস লক্ষ্য করুন।

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا اَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ اَيُّوبُ يَحْثِى فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا اَيُّوبَ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ بَلٰى وَعَزَّتك، وَلٰكِن لَّا غِنَي بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

নাবী ﷺ বলেন ঃ একদা আইয়ূব ('আঃ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করেছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে স্বর্ণের কতগুলো পঙ্গপাল পড়তে লাগল, তিনি তখন সেগুলোকে তার কাপড়ের টোনায় জমা করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা পেয়ে কি তোমার এগুলোর প্রয়োজন ফুড়িয়ে যায়নি? তিনি বললেন, আপনার সম্মানের শপথ, অবশ্যই তা হয়েছে। কিন্তু হে মাওলা! তোমার বারাকাত থেকে আমার প্রয়োজন ফুরাইনি।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এখন প্রশ্ন হলো, দু'জন নাবীর নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার প্রমাণ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু এটা কিভাবে প্রতীয়মান হলো যে, ওরূপ গোসল আমাদের জন্যও জায়িয? এর উত্তর দিতে যেয়ে ইবনু বাত্তাল বলেনঃ

إِنَّهَا مِمَّنْ أُمِرْنَا بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ.

এটা এভাবে তারা দু'জন তো সে সকল নাবীদের মধ্যে যাদের অনুসরণ করার নির্দেশ আমাদের দেয়া হয়েছে।

কিন্তু বুখারীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ

وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَصَّ الْقِصَّتَيْنِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْ شَيْئًا مِنْهَا فَدَلَّ عَلَى مُوَافِقَتِهِمَا لِشَرْعِنَا وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِيْهَا شَيْئٍ غَيْرُ مُوَافِقٍ لَبَيَّنَهُ.

আসল কথা হলো, উক্ত হাদীসদ্বয় হতে এভাবে নির্দেশনা নেয়া যায় যে, উক্ত দু'টি ঘটনার বর্ণনাকারী নিজে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি ঘটনা দু'টি বর্ণনা করে মূসা ও আইয়ূব ('আঃ)-এর উল্লেখিত পদ্ধতিতে গোসল করার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি তখন বুঝা যায় তাদের ওরূপ গোসল করা আমাদের শারী'আতেও সমর্থিত। ব্যাপার যদি এমনটি না হতো, যদি অসমর্থিত কোন বিষয় থাকত তবে তো তিনি অবশ্যই তা বর্ণনা করে দিতেন।

উপরোক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করা বৈধ হলেও তা প্রশংসনীয় বা উত্তম নয়। কারণ নির্জনে কেউ না দেখলেও আল্লাহ তো দেখে থাকেন। বাহার বিন হাকীমের দাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করার এক পর্যায়ে বলেন ঃ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ يَكُوْنُ خَالِيًا؟ قَالَ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

হে রাসূলুল্লাহ ! (তখন কি উলঙ্গ হয়ে গোসল বৈধ) যখন কোন ব্যক্তি নির্জনে থাকে? তিনি তদুত্তরে বলেন ঃ দেখো, মানুষের যতটা শরম করো আল্লাহকে তার চেয়ে বেশি লজ্জা করা উচিত। (আত্-তিরমিযী)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর উপার্জিত অর্থের মালিক হওয়ার এবং নিজের ইচ্ছানুক্রমে তা ব্যয় ও ব্যবহার করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে।

স্বামীর ধন-সম্পদেও তার ব্যয়-ব্যবহার ও দান করার অধিকার রয়েছে।

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

اِذَا انْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرُ مفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا انْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهٗ بِمَا كَسَبَ. (رواه الجماعة)

স্ত্রী যদি স্বামীর খাদ্যদ্রব্য থেকে শারী'আত বিরোধী নয় এমন কাজে কিংবা মন্দ নয় এমন কাজে অথবা মন্দ নয় এমনভাবে ব্যয় করে তবে সাওয়াব হবে, কেননা সে খরচ করেছে; এবং তার স্বামীরও সাওয়াব হবে, কেননা সে তা উপার্জন করেছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا انْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ اَمْرِهٖ فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِهٖ.

স্ত্রী যদি তার স্বামীর কামাই উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে তার আদেশ ব্যতীতই কিছুই খরচ করে, তবে এতে তার স্বামী অর্ধেক সাওয়াব পাবে।
(বুখারী; মুসলিম)

আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী জুবাইর (রাযিঃ) সংসারের খরচ বাবদ আমাকে যা কিছু দেন তা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এখন তা থেকে যদি আমি দান খয়রাতের কাজে কিছু খরচ করি তবে কি আমার কোন গুনাহ হবে?

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

اَرْضِخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.

যা পার দান-খয়রাত করতে পারো; তবে নিজের তহবিলে নিয়ে জমা করে রেখো না। তাহলে মনে রেখ, আল্লাহ্ ও তোমার জন্যে শাস্তি জমা করে রাখবেন। (বুখারী; মুসলিম)

এ সম্পর্কে অনেক মনীষীর মত হচ্ছে ঃ সে দানের পরিমাণ অল্প, সামান্য ও হালকা হলে কোন দোষ নেই; বরং তা বৈধ। কেননা তাতে স্বামীর গুরুতর কোন ক্ষতি-বা লোকসানের ভয় নেই। কেউ বলেছেন, স্বামীর অনুমতি হতে তা করা যেতে পারে; যদিও অনুমতি সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মত এটা। তবে, কোন প্রকার অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয় কিংবা স্বামীর ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্য অর্থ ব্যয় সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয।

অনেকের মতে স্বামীর ধন-সম্পদে যখন স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব তারই উপর রয়েছে, তখন তা থেকে দান-খয়রাত করাও স্ত্রীর জন্য অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হবে।

এ সম্পর্কে যাবতীয় হাদীস থেকে ইমাম শাওকানীর মতে এ কথাই প্রমাণিত হয় ঃ

اِنَّهُ يَجُوْزُ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تُنْفِقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِ.

স্বামীর ঘর থেকে তার অনুমতি ব্যতীতই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা স্ত্রীর পক্ষে সম্পূর্ণ জায়িয।

অনেক ব্যক্তি এমনও আছে যারা তাদের স্ত্রী সন্তানের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজন মতো টাকা-পয়সা দেয় না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি স্বামীর অজ্ঞাতসারে তার কিছু টাকা-পয়সা প্রয়োজন মতো গ্রহণ করে তবে এতে কোন গুনাহ নেই। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ اِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

একদা হিন্দা বিনতু 'উত্বাহ্ বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (আমার স্বামী) আবূ সুফ্ইয়ান বড় বখিল ব্যক্তি। আমি তাঁর অগোচরে যা গ্রহণ করি তা ব্যতীত তিনি আমার এবং আমার সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হয় এমন খরচপাতি দেন না। তিনি বললেন ঃ তোমার ও তোমার সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হয় এরূপ (সম্পদ তার অগোচরে) ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করতে পারো। (বুখারী; মুসলিম)

বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ পোষণ ওয়াজিব। স্বামী সীমিত সম্পদের অধিকারী হলেও স্ত্রী যদি নিজেকে স্বামীর নিকট অর্পণ করে দেয় এবং স্বামীর ঘরেই থাকে কিংবা কোন কারণবশতঃ স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকে এসব অবস্থায়ও স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ﴾

"তিনিই তো আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে ব্যক্তি থেকেই তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে, অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হয় তখন সে মহিলাটি এক গোপন ও লঘু গর্ভ ধারণ করে আর (এ অবস্থায় সেদিন কাটাতে থাকে) এবং ওটা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে, যখন তার গর্ভ গুরুভার হয় তখন তারা উভয়েই তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে, যদি আপনি আমাদেরকে সৎ সন্তান দান করেন তবে আমার আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হব।" (সূরাহ্ আল-আরাফ– ১৮৯)

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও মায়া-মহব্বত সৃষ্টির সংবাদ প্রদান করেছেন। আয়াতে لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا-এর অর্থ হচ্ছে যেন সে (পুরুষ) তার স্ত্রীর নিকট প্রশান্তি লাভ করে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার সৃষ্টি করেছেন। এ দু' আত্মার মধ্যে যে প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি হয়, এর চেয়ে অধিক ভালবাসা আর কোথাও হতে পারে না। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যাদুকর তার যাদুর মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় যে, কি করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে।" ফলকথা, স্বামী যখন তার প্রকৃতিগত প্রেমের ভিত্তিতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করে তখন তার স্ত্রী প্রথমতঃ তার গর্ভাশয়ে একটা হালকা বোঝার অস্তিত্ব অনুভব করে। সেটা হলো গর্ভে সূচনার সময়। এ সময় নারীর কোন কষ্ট হয় না। কেননা, এ গর্ভ তো এখন সবেমাত্র নুৎফা বা মাংসপিণ্ড। ওটা এখন হালকা পাতলা অবস্থায়

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

রয়েছে। এরপর নারী তার পেটের গর্ভ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন পিতা মাতা দু'জনকে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ কামনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে নিখুঁত ও সুন্দর সন্তান দান করেন তবে এটা তার জন্য বড়ই ইহসান হবে।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ "মা বাপের এ ভয় থাকে যে, আল্লাহ না করুক যদি পশুর আকৃতি বিশিষ্ট অথবা কোন বিকলাঙ্গ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। যেমন কোন কোন সময় এমনটি হয়েও থাকে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা স্থায়িত্ব ও গভীরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজন হচ্ছে একে অপরের মধ্যে উপকার উপঢৌকন বিনিময় করা। স্বামীর করণীয় হলো, মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক দ্রব্যসামগ্রী দেয়া। অমনিভাবে স্ত্রীরও তার সাধ্যানুযায়ী তাই করা উচিত। অর্থাৎ– যার যেমন সামর্থ্য আদান প্রদান করে তবে এর ফলে উভয়ের পারস্পরিক আকর্ষণ-অনুরাগ বৃদ্ধি পাব। প্রত্যেকেই থাকবে অপরের প্রতি সদা সন্তুষ্ট।

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি উপদেশ স্মরণ রাখতে হবে। তা হলো ঃ

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرُ الصَّدْرِ.

তোমরা পরস্পরে হাদিয়া-তোহফার আদান-প্রদান করো, কেননা হাদিয়া তোহফা অন্তরের কালিমাহ্, হিংসাদ্বেষ দূরীভূত করে। (অর্থাৎ– পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি করে)। (আত্-তিরমিযী)

এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মানুষের মনে ধন-সম্পদের মায়া খুবই তীব্র ও গভীর। তা যদি কেউ অন্য কারো কাছ থেকে অর্জন করে, তবে স্বাভাবিকভাবেই তার মন তার দিকে আকৃষ্ট হয়, ঝুঁকে পড়ে এবং মাল-সম্পদ দানকারীর মনও ঝুঁকে পড়ে তার দিকে যাকে সে তা দান করলো।

মনীষী ইব্রাহীম ইবনু ইয়াযীদ নাখঈ বলেছেন :

هِبَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَهِبَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا جَائِزَةٌ.

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীকে উপহার-সামগ্রী প্রদান করা বৈধ কাজ। তবে এ ব্যাপারে শারী'আতের বিধান হলো যে, কেউ অপরের দেয়া উপহার ফেরত দিতে পারবে না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন ঃ

لَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَا الزَّوْجَةُ عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ.

স্বামী-স্ত্রীকে এবং স্ত্রী-স্বামীকে যা কিছু একবার দিয়ে দিয়েছে, তা ফেরত নেয়া কারো পক্ষেই বৈধ নয়। (উমদাতুল কারী)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মান-অভিমান অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এমনকি অনেক সময় তা সীমাতিক্রম করে ফেলে। আবার কয়েক সময় এ মান-অভিমান কথা কাটাকাটি ও তর্ক-বিতর্কেও পরিণত হয়ে পড়ে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনেও তা দেখা গেছে। একদিন 'উমার (রাযিঃ)-এর স্ত্রী তাঁকে বললেন ঃ

فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ.

আল্লাহর কসম! নাবীর স্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁর কথার উপর কথা বলে থাকেন। এমনকি তাদের এক-একজন রাসূল ﷺ-কে দিনের বেলায় ত্যাগ করে রাত্রি অবধি অভিমান করে থাকেন। (বুখারী)

এতদশ্রবণে 'উমার (রাযিঃ) চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তার কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং এর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হাফসাহ্ (রহঃ) বিষয়টি সত্য বলে স্বীকার করলেন। অতঃপর 'উমার (রাযিঃ)-এর পরিণাম ভয়াবহ মনে করে কন্যাকে সাবধান করে দিলেন এবং বললেন ঃ

لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ.

সাবধান! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বেশী বেশী জিনিস পেতে চাইবে না। তাঁর কথায় মুখের উপর কোন জবাব দেবে না, রাগ করে কখনও তাঁকে ত্যাগ করবে না। আর তোমরা কোন কিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে আমার নিকট তা চাইবে। (বুখারী)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴾

"আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গীনীদেরকে– যাতে তোমরা তাদের থেকে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল জাতির জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরাহ্ আর্-রূম ঃ ২১)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তাঁর বহু ক্ষমতার নিদর্শন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে থেকে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি মানব জাতির জনক আদম ('আঃ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার সঙ্গিনী হিসেবে তার বাম দিকের ক্ষুদ্র বক্ষের অংশ হতে হাওয়া ('আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। অতএব এটা অতীব চিন্তার বিষয় যে, যদি রাব্বুল 'আলামীন মানুষের সঙ্গিনী মানুষ হতে সৃষ্টি না করে অন্য প্রাণী থেকে সৃষ্টি করতেন তাহলে মানুষ এখন যেমন স্ত্রী নিয়ে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করে থাকে তা কখনো লাভ করতে পারতো না। প্রেম ও ভালবাসা কেবলমাত্র একই প্রকারের মৌলিক বস্তু থেকেই অর্জন করা সম্ভব।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। স্বামী তো ভালবাসার কারণেই স্ত্রীর দেখাশোনা করে থাকে, তার প্রতি দয়া করে এবং সর্বদা লক্ষ্য রাখে। এজন্য যে, তার থেকে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের উভয়ের গভীর প্রেমের ফসল সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব তাদের উভয়েরই। অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে অনেক কারণ এনে দিয়েছেন যার জন্য তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির ভাব গভীর ও দৃঢ় হয়েছে। এর ফলেই মানুষ নিজ নিজ জীবন-সঙ্গিনী নিয়ে আরাম ও সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করছে। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী এবং তার সার্বভৌম ক্ষমতার একটা বড় নিদর্শন। চিন্তা করলেই আল্লাহ্ তা'আলার এসব মহান কর্মকাণ্ড মানুষের জ্ঞানের চরম মূলে পৌঁছে যায়।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার উপর একটি অধিকার রয়েছে।

এর অর্থ শুধুমাত্র স্ত্রীর অধিকার যে স্বামীর উপর রয়েছে সে কথা নয়; বরং স্বামীরও স্ত্রীর উপর অধিকার রয়েছে। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا كَسَيْتَ.

তোমার স্ত্রীকে খাবার দিবে যখন তুমি নিজে খাবে এবং তার পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দিবে যেমন মান সম্পন্ন কাপড় তুমি নিজে পরবে। (আবূ দাউদ)

আল্লামা আল খাত্তাবী বলেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্ত হাদীস স্ত্রীর খাদ্য-বস্ত্রের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। প্রচলন মতোই তা করতে হবে। আর তা অবশ্যই স্বামীর সামর্থ্যের আওতায় হতে হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এটাকে 'অধিকার' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তখন তা স্বামীর অবশ্যই আদায় করতে হবে সে উপস্থিত থাক বা না থাক। সময়মত তা আদায় না করলে অবশ্যই স্বামীর উপর তা দেয় ঋণ হবে। যেমন অন্যান্য হক-অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে।

তাছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়াও স্বামীর উপর স্ত্রীর একটি অধিকার এবং তা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য। স্বামী যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট আসে, তবে এতে করে স্ত্রীর মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মন জয় করার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং পূর্ণ প্রস্তুতির সাথেই সে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়েছে। অপরিষ্কার ও মলিন দেহ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

ও পোষাক নিয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়া স্বামীর জন্য একেবারেই উচিত নয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সে অবস্থায়ই স্বামীর নিকট যাওয়া। এজন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, সাবান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রসাধন সামগ্রী সংগ্রহ করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর সম্পর্কে মতামত হলো ঃ

إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي.

আমি স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা করা খুবই পছন্দ করি, তেমন যেমনভাবে পছন্দ করি আমার জন্য আমার স্ত্রী সাজসজ্জা করুক। (ইবনু মাজাহ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا﴾

"বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযীকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।" (সূরাহ্ আত্-তালাক্ব ঃ ৭)

স্ত্রীর ব্যয় ভারের কোন পরিমাণ শারী'আতে নির্দিষ্ট নেই, বরং তা বিচার বিবেচনার উপরই রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থা বিবেচ্য। সচ্ছল অবস্থার স্ত্রীর জন্যে সচ্ছল অবস্থার স্বামী সচ্ছল লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে। অনুরূপভাবে অভাবগ্রস্ত স্ত্রীর জন্যে অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরণ-পোষণের নিম্ন দায়িত্ব পালন করবে। সচ্ছল অবস্থার স্বামী যেমন স্ত্রীর জন্যে ব্যয় করবে তেমনি নিজের জন্যেও সচ্ছল লোকদের উপযোগী হয়ে চলা-ফেরা করবে। কেননা সহীহ হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে ঃ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

عَنْ اَبِيْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ فَقَالَ لِي اَلَكَ مَالٌ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ اَيِّ الْمَالِ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِيَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَ.

আবুল আহওয়াস (রাযিঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হলাম। আমার পোশাক অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। নাবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট ধন-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম হ্যাঁ, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ধরনের সম্পদ আছে? জবাবে আমি বললাম, সব ধরনের সম্পদ আছে। উট, গাভী, বাক্‌রী, দাস-দাসী এসব আছে। আল্লাহ্ আমাকে সব ধরনের সম্পদ দান করেছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন তখন তাঁর নি'আমাতের নিদর্শন তোমার শরীরে প্রকাশ পাওয়া উচিত। (আহ্‌মাদ; নাসায়ী)

আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু দান করেন। সুতরাং অবস্থা অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পোষাক পরা উচিত। মানুষের নিকট সব কিছু থাকা সত্ত্বেও ফকীরী বেশে চলবে কেন? এতে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। অনেক মানুষ এ ধরনের দরবেশী করে নিজেদেরকে পরহিজগারীরূপে প্রকাশ করতে চায়। কথা হচ্ছে, তারা সত্যিকার পরহিজগার হলে তাদের সম্পদগুলো আল্লাহর পথে খরচ করে দেয় না কেন?

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাত প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, কেউ যদি তার পোশাক পরিচ্ছদ জুতা এসব উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটাও কি অহঙ্কার?) রাসূল ﷺ-এর জবাবে বললেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহঙ্কারতো আল্লাহর গোলামী থেকে বেপরোয়া হওয়া, মানুষকে তুচ্ছ মনে করে। (মুসলিম)

উপরে উল্লিখিত হাদীসে রাসূল ﷺ অহঙ্কার ও সৌন্দর্যবোধের পার্থক্য সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একজন মানুষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তথা সুন্দর পোশাক ও জুতা পরা অহঙ্কার নয়। বরং অহঙ্কার হলো মনের এক বিশেষ অবস্থা। যার ফলে ব্যক্তি নিজেকে উত্তম মনে করে এবং অন্যদেরকে অধম মনে করে। পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার কথাও রাসূল ﷺ বলেছেন। কেননা আল্লাহ পবিত্রতম সত্তা। তিনি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার

স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান করো, তাদের সাথে যেমন চাও যে, তোমাদের স্ত্রীরা উত্তম সাজে সুসজ্জিত থাকুক, অনুরূপভাবে তোমরাও তাদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদেরকে সুন্দর সাজে সজ্জিত রাখো।"

যেমন অন্যস্থানে তিনি বলেছেন ঃ

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"সদ্ব্যবহারে যেমন তাদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপর তাদেরও অধিকার রয়েছে।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২২৮)

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আপন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে উত্তম ব্যবহার করে। আমি আপন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে উত্তম আচরণ করি। আর তোমাদের উপর আমার অনুসরণ জরুরী।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্নীদের সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করতেন, তাঁদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন, তাঁদেরকে সদা-সর্বদা খুশি রাখতেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলতেন, তাদের অন্তর জয় করে নিতেন। তাদের জন্য উত্তম খাদ্যবস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন, প্রশান্ত মনে তাদের উপর খরচ করতেন আর মাঝে মাঝে তিনি এমনও কথা বলতেন যে, তাঁরা হেসে উঠতেন। এমন হয়েছে যে, তিনি মা 'আয়িশাহ্ (রহঃ)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। সে দৌড়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর অগ্রগামী হয়ে যান। কিছু দিন পর আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হলে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) পিছে পড়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পূর্বের হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ হয়ে গেল। আবশ্য এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে সন্তুষ্ট রাখা।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মোটকথা তিনি স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে রাখতেন। এ থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য শিক্ষণীয় হলো তাদের স্ত্রীদের সাথে প্রেম-প্রীতি বজায় রাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার নাবী ﷺ-এর অনুসরণেই তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"স্ত্রীদের সাথে যথাযথভাবে ভাল ব্যবহার করবে।"

তাফসীরকারদের মতে এ আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি ঘরের কাজ কর্ম করতে অক্ষম হয় বা তাতে অভ্যস্ত না হয়, তাহলে স্বামী তার যাবতীয় কাজ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে।

(রূহুল মা'আনী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ.

যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম ও নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভাল। (আত্-তিরমিযী)

উক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও ভাল চরিত্রের লক্ষণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ لَّا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

যে লোক নিজে অপরের জন্য দয়ার্দ্র হয় না, সে কখনো অপরের দয়া ও সহানুভূতি লাভ করতে পারে না। (রিয়াদুস সালিহীন)

স্ত্রীর বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে তার প্রতি সহানুভূতি প্রর্দশন করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া স্বামীর দায়িত্ব। বস্তুত স্ত্রী সবচেয়ে বেশী দুঃখ পায় তখন, যখন তার

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিপদে-শোকে তার স্বামীকে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও সহানুভূতি দেখতে পায় না; অথবা স্ত্রীর যখন কোন রোগ হয়, শোক হয় কিংবা বিপদ হয়, তখন স্বামীর মন মৌমাছির মত অন্য ফুলের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়। তখন বাস্তবিকই স্ত্রীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কোন সীমা থাকে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ.

যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন ঃ

اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ. اَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ.

আমি কি তোমাদের জানাবো না কোন লোক দোযখের আগুনের জন্য হারাম, অথবা (বলেছেন) কার জন্য দোযখের আগুন হারাম? (তাহলে শোন) ঃ দোযখের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের নিকটে বা তাদের সাথে মিলে মিশে থাকে যে কোমলমতি, নরম মেজাজ ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট। (আত্-তিরমিযী)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চাল-চলনে, সুখে-দুঃখে কঠোরতার পরিবর্তে নরম ও কোমল আচরণ করাই সচ্চরিত্রের দাবী। কথাবার্তা আচার-আচরণে স্ত্রীকে কিছু বোঝাতে এবং স্ত্রীর কাছ থেকে কোন কাজ নিতে সর্বক্ষেত্রে নরম ও কোমল নীতি অনুসরণ করা একান্ত বাঞ্চনীয়।

স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ কার্যতঃ তাদের প্রতি ইনসাফ করা। তাদের সাথে কথাবার্তায় ও আলাপ ব্যবহারে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ঈমানী স্বভাবের লক্ষণ। আর তাদের খারাপ ব্যবহারের কিংবা কুশ্রীতার কারণে যদি তারা স্বামীর অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাদের না বিচ্ছিন্ন করে দেবে, না তাদের কষ্ট দেবে, না তাদের কোন ক্ষতি করবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَّرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ.

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সব সময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্য আমার এ নাসীহাত কবুল করো। কেননা নারীরা জন্মগতভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোরপূর্বক তাকে সোজা করতে যাও, তবে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। (অর্থাৎ– বিচ্ছেদ ঘটে যাবে) আর যদি তাকে অমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার স্বার্থে আমার এ উপদেশ অবশ্যই গ্রহণ করবে। (বুখারী)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে ঃ স্বামীদেরকে এক অতি মূল্যবান উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যাতে স্বামীদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা স্ত্রীর প্রতি সব সময়ই খুব ভাল ব্যবহার করবে, তাদের অধিকার পূর্ণমাত্রায় আদায় করবে। আর যদি স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাও যার কারণে তার প্রতি তোমার মনে প্রেম-ভালবাসার বদলে ঘৃণা জেগে উঠে, তাহলেই তুমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَهُ.

কোন মু'মিন যেন কোন মু'মিনাহ্ মহিলার প্রতি রাগ ও শত্রুতা পোষণ না করে। কেননা তার কোন একটি দিন তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে। (অর্থাৎ– দোষ থাকলে গুণও আছে অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন)। (মুসলিম)

বুদ্ধির স্থিরতা ও ধৈর্য সহকারে শান্ত থাকতে ও পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করতে হবে। স্বামীকে বুঝতে হবে যে, কোন বিশেষ কারণে স্ত্রীর প্রতি যদি মনে ঘৃণা জেগে থাকে, তবে এখানেই চূড়ান্ত চিরবিচ্ছেদের

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কারণ হয়ে গেলো না। কেননা হতে পারে স্বামী সমগ্র মন দিয়ে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারেনি। তার ফলেই এ ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। কিংবা স্বামী হয়তো একটি দিক দিয়েই তাকে বিচার করেছে এবং সেদিক দিয়ে তাকে মন মতো না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে। অথচ স্বামীর বুঝা উচিত যে, সে বিশেষ দিক ছাড়া আরো বহু দিক এমন থাকতে পারে, যার জন্যে স্বামীর মনের ঘৃণা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং স্বামীর সমগ্র অন্তর দিয়ে তাকে আপন করে নিতে পারবে। সে সঙ্গে এ কথাও বোঝা উচিত যে, কোন স্ত্রী সমগ্রভাবে ঘৃণার্হ হয় না। যার একটি দিক দোষণীয় তার আরো সহস্র গুণ থাকতে পারে, যা এখনো স্বামীর সামনে উদঘাটিত হতে পারেনি।

কোন নারীই সম্পূর্ণরূপে খারাবীর প্রতিমূর্তি হয় না। কিছু দোষ থাকলে অনেকগুলো গুণও তার থাকতে পারে। সে কারণে স্ত্রীর কোন দিক খারাপ লাগলে অমনি অস্থির চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার অপরাপর ভাল দিকের বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া এবং সেজন্যে অপেক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য।

আল্লামা শাওকানী উপরোল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন ঃ

فِيهِ الْاِرْشَادُ إِلَى حُسْنِ الْعُشْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْبُغْضِ لِلزَّوْجَةِ بِمُجَرَّدِ كَرَاهَةِ خُلُقٍ مِنْ اَخْلَاقِهَا فَاِنَّهَا لَا تَخْلُوْ مَعَ ذَالِكَ عَنْ اَمْرٍ يَرْضَاهُ مِنْهَا.

এ হাদীসে স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার ও ভালভাবে সংসার করার যেমন নির্দেশ আছে তেমনি তার কোন এক অভ্যাস বা স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধও করা হয়েছে। কেননা তার মধ্যে অবশ্যই এমন কোন গুণ থাকবে, যার দরুন সে তার প্রতি খুশী হতে পারবে। **(নাইলুল আওতার– হা. ৩৫৯)**

এখান থেকে জানা গেল যে, কোন স্বামীর উচিত নয় তার স্ত্রী সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় ঘৃণা পোষণ করা। যার ফলে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিতে পারে। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীর ভাল গুণের খাতিরে দোষ ও অন্যায় ক্ষমা করে দেয়া আর তার মধ্যে দোষণীয় যা আছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তার প্রতি ভালবাসা জাগাতে চেষ্টা করা।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সঙ্গম না করার কসম করা

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যারা তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার শপথ করে, তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে; অতঃপর তারা যদি ফিরে আসে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু। পক্ষান্তরে তারা যদি তালাক্ব দিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তবে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

যদি কোন ব্যক্তি কিছু দিন পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে মিলিত হবে না বলে কসম করে তবে ইসলামী শারী'আতে একে ايلاء। 'ঈলা' বলে। তখন এ কসম পূর্ণ করার জন্য তার চার মাস সহবাস থেকে অপেক্ষা করতে হবে। এর দু'টি রূপ রয়েছে।

১. এ কসমের সময় চার মাসের কম হবে;

২. অথবা চার মাস বা তার বেশী হবে।

যদি কম হয় তবে মেয়াদ পুরা করতে হবে এবং এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এর মধ্যে সে স্বামীর নিকট আবেদন জানাতে পারবে না। মেয়াদ পুরা হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। আর যদি চার মাস বা তার বেশী সময়ের জন্য কসম করে থাকে তবে চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর স্বামীর নিকট আবেদন জানা বার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে যে, হয় মিলিত হবে নয়তো তালাক্ব দিয়ে দেবে। রাষ্ট্রের শাসনকর্তা এ দু'-এর যে কোন একটি করতে স্বামীকে বাধ্য করবে যেন স্ত্রী কষ্ট না পায়। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে যে, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম না করার কসম করবে অর্থাৎ– তাদের স্ত্রীদের সাথে ايلاء। 'ঈলা' করবে তাদের জন্য চার মাস সময় রয়েছে। চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদেরকে বাধ্য করা হবে যে, হয় তারা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবে আর না হয় তাদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেবে। আর এ ايلاء। 'ঈলা' শুধুমাত্র স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে– দাসীদের জন্য নয়।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

কোন স্বামীর জন্যে বৈধ নয় যে, চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও সে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকবে। যদি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশে ফিরে আসে তবে তার পক্ষ থেকে স্ত্রীর যে কষ্ট হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিবেন। এতে করে অনেক 'আলিম দলীল পেশ করেন যে, এ অবস্থায় স্বামীর উপর কোন কাফ্‌ফারা নেই। কেননা কসমকারী কসম ভেঙ্গে ফেলার মধ্যেই যদি মঙ্গল বুঝতে পারে তবে তা ভেঙ্গে দেবে এবং এটাই তার কাফ্‌ফারা হবে। কিন্তু অধিকাংশ 'আলিমের মতে ঐ কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে অর্থাৎ– কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা স্বরূপ তিনটি রোযা রাখতে হবে।

এখানে যে চার মাস বিলম্বের অনুমতি দেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে মুআত্তা মালিকের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনারের বর্ণনায় 'উমার (রাযিঃ)-এর সময়কালের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। তা হচ্ছে এই যে, 'উমার (রাযিঃ) রাতে মাদীনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন আর জনগণের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করতেন। এক রাতে তিনি বের হয়ে শুনতে পান যে, একটি স্ত্রীলোক যুদ্ধে গমনরত তার স্বামীর স্মরণে একটি কবিতা পাঠ করছে –যার অর্থ হয় ঃ "হায় এ নিশীথ ও সুদীর্ঘ রাত্রিসমূহে আমার স্বামী নেই। তিনি থাকলে তার সাথে কতই না হাসি-আনন্দ আর রং-তামাশা করতাম। আল্লাহর শপথ। যদি আমার আল্লাহর ভয় না থাকতো তবে অবশ্যই এ সময়ে চৌকির পায়া নড়ে উঠতো।" এরপর 'উমার (রাযিঃ) স্বীয় কন্যা হাফসাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ স্ত্রীরা তাদের স্বামীর অনুপস্থিতিতে কতদিন ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারে। তিনি বললেন, 'চার মাস'। অতঃপর তিনি ফরমান জারি করে পাঠান যে, কোন মুসলিম সৈন্য যেন সফরে চার মাসের চেয়ে অধিক দিন অবস্থান না করে।

যদি কোন ব্যক্তি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবো না, তবে এর এর চারটি দিক রয়েছে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

১. কোন সময়ই নির্ধারণ করলো না।
২. চার মাস সময়ের শর্ত করলো না।
৩. চার মাস বেশী সময়ের শর্ত করলো না।
৪. চার মাস কম সময়ের শর্ত করলো না।

বস্তুতঃ ১ম, ২য় ও ৩য় দিকগুলোকে শারী'আতে ايلاء। 'ঈলা' বলা হয়েছে। আর তারা বিধান হচ্ছে যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর নিকট চলে আসে তবে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে।

কিন্তু বিবাহ বহাল থাকবে। অপরপক্ষে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তবে এক্ষেত্রে ঐ স্ত্রীর উপর 'তালাক্বে কাতয়ী' বা নিশ্চয় তালাক্ব পতিত হবে। এতে পুনরায় বিবাহ ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐক্যমত্যে পুনরায় বিবাহ করে নিলেই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে। আর চতুর্থ অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। (বায়ানুল কুরআন)

সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্-এর ২২৬ ও ২২৭ নং আয়াতে ايلاء। 'ঈলা' সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

'ঈলা' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ কসম করে কোন কাজ না করা, কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকা। আর শারী'আতের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে–

اَلْاِمْتِنَاعُ بِالْيَمِيْنِ مِنْ وَّطْوِالزَّوْجَةِ.

কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করা, অর্থাৎ– স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর ক্ষতি হয়– এমন কাজ বন্ধ করার উদ্দেশেই এ মেয়াদের নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইসলাম পূর্বযুগে লোকেরা এক বছর, দু' বছর কি ততোধিক কালের জন্য 'ঈলা' করত আর তাদের উদ্দেশ্য হত স্ত্রীলোককে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এসব ক্ষতির পথ বন্ধ করার এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করানোর উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাযিল করেছেন।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

নারীদের অমর্যাদা

আরব জাহিলীয়্যাতের যুগে কন্যা রূপে নারীর বড়ই অমর্যাদা ছিল। সেখানে কন্যা সন্তাকে বর্ণনাতীতভাবে ঘৃণা করা হত। তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। স্বয়ং কন্যার পিতা কন্যা-সন্তানের মুখ দেখতেও রাজী হত না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ ۞ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

"সে সমাজে কাউকে তার কন্যা-সন্তান জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে সারাদিন তার মুখ কালো হয়ে থাকত। সে ক্ষুব্ধ হত এবং মনে মনে দুঃখ অনুভব করত। এ সংবাদের লজ্জার দরুন সে অন্য লোকদের কাছে মুখ লুকিয়ে চলত। সে চিন্তা করত, অপমান সহ্য করে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবে, না তাকে মাটির তলায় প্রোথিত করে ফেলবে। কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করত।" (সূরাহ্ আন-নাহ্ল ঃ ৫৮-৫৯)

ইসলাম এ কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা-সন্তানকে পুরুষ ছেলের মতোই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। আর কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হলো ক্বিয়ামাতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, তা আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۞ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

"জীবন্ত প্রোথিত কন্যা-সন্তানকে ক্বিয়ামাতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে -কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল?" (সূরাহ্ আত্-তাক্বভীর ঃ ৮-৯)

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ জাহিলীয়্যাতের যুগে জনগণ কন্যা সন্তাদের পছন্দ করত না। তাদেরকে জীবন্ত দাফন করত।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

তাদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন প্রশ্ন করা হবে ঃ এরা কেন নিহত হয়েছে? অত্যাচারীকে প্রশ্ন করা হলে অত্যাচারী স্বভাবতই অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হবে।

খানসাহ্ বিনতু মু'আবিয়াহ্ সারীমিয়াহ্ (রাযিঃ) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিজ্ঞেস করেছেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! জান্নাতে কারা যাবে? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন ঃ নাবী, শহীদ, শিশু এবং যাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় দাফন করা হয়েছে তারা জন্নাতে যাবে।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ যারা মুশরিকদের শিশুরা জান্নাতে যাবে। যারা মুশরিকদের শিশুরা জাহান্নামে যাবে, তারা মিথ্যাবাদী। কেননা জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে ক্বিয়ামাতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে ঃ কোন্ অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? এর দ্বারা মুশরিকদের জীবন্ত প্রোথিত কন্যা-সন্তানদের বুঝানো হয়েছে। (ইবনু আবী হাতিম)

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ কাইস ইবনু 'আসিম (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!" জাহিলীয়্যাতের যুগে আমি আমার কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করেছি। এখন কি করবো? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "তুমি প্রতিটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও।" তখন কাইস (রাযিঃ) বললেন ঃ " হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি তো উটের মালিক (গোলামের মালিক তো আমি নই)। তিনি বললেন ঃ "তাহলে তুমি প্রত্যেকের বিনিময়ে একটি করে উট আল্লাহর নামে কুরবানী করে দাও।"

(মুসনাদে 'আবদুর রায্যাক)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের একজনকে রাশি রাশি ধনসম্পদ প্রদান করে থাকো, তবে তা থেকে তোমরা কিছুই গ্রহণ করো না।"

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের প্রতি অন্যায়ভাবে যুল্ম-নির্যাতন করা থেকে নিষেধ করে বলেন ঃ স্ত্রীদের বাসস্থানকে সংকীর্ণ করতঃ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে বাধ্য করো না যে, তারা যেন তাদের মুহ্‌রের অধিকার সম্পূর্ণ অথবা কিয়দংশ ছেড়ে দেয় অথবা অন্য কোন অধিকার পরিত্যাগ করে। এজন্য যে, শাসন ধমক করে তাকে এ কাজে বাধ্য করা হচ্ছে।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, স্ত্রীকে কোন কারণে পছন্দ হচ্ছে না বা তার সাথে মনোমালিন্য হচ্ছে কাজেই তাকে ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু ছেড়ে দিলে মুহর ইত্যাদি সমস্ত হক তাকে পুরোপরি দিতে হবে। এ থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছে এবং তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে যেন সে নিজেই বাধ্য হয়ে সমস্ত প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে এসব জঘন্য প্রথা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন।

ইবনু যাইদ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এ প্রথা চালু ছিল যে, কোন ব্যক্তি ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করতো এরপর তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হলে স্বামী-স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে দিত। কিন্তু শর্ত করতো যে, স্ত্রী তার অনুমতি ব্যতীত অন্য স্থানে বিয়ে করতে পারবে না। এ কথার উপর সাক্ষী নির্ধারণ করতো এবং চুক্তিপত্র লিখে নিতো। এমতাবস্থায় কোন জায়গা থেকে বিয়ের পয়গাম এলে স্ত্রী যদি সে বিয়েতে সম্মত হতো তবে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তার পূর্বের স্বামী বলতো তুমি যদি আমাকে এত টাকা দিতে পারো তবে তোমাকে বিয়ে অনুমতি প্রদান করবো। ফলে স্ত্রী যদি এতে সম্মত হত তবে সে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারতো অন্যথায় তাকে বিয়ের অনুমতি দেয়া হতো না। এর নিষিদ্ধতা ঘোষণায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ اٰخِرِ الْيَوْمِ.

তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার স্ত্রীকে কৃতদাসের মতো না মারে, আর মারধোর (যখন) করেই ফেলে তখন দিনের শেষে যেন তার সাথে সহবাস না করে। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত এ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং নীতি পালন করে গেছেন। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ امْرَأَةً لَهُ وَلَا خَادِمًا قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ قَطُّ إِلَّا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ تُنْتَهَكُ مَحَارِمُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে কিংবা কোন চাকর-খাদিমকে কখনও অথবা তাঁর নিজের হাত মারধোর করেননি। তবে আল্লাহর পথে কেউ যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলত তবে এক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (সুবুলুস সালাম)

স্ত্রীদের মারপিট করা, গালাগালি করা এবং তাদের সাথে কোনরূপ অন্যায় আচরণ করা থেকে নিষেধ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لَا تَضْرِبُوْا هُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوْهُنَّ.

তোমরা স্ত্রীদেরকে আদৌ মারপিট করবে না এবং তাদের মুখমণ্ডলকে কুশ্রী ও কদাকার করে দিবে না।

তিনি আরও বলেছেন ঃ لَا تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ.

আল্লাহর দাসীদের তোমরা মারধোর করো না।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে স্ত্রীদেরকে 'আল্লাহর দাসী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, পুরুষদের বা স্বামীদের দাসী নয়। কাজেই বিনা কারণে তাদেরকে মারধোর করা কিংবা তাদের সাথে মন্দ আচরণ করার কোন অধিকার স্বামীদের নেই।

অপর এক হাদীসে নাবী ﷺ বলেন ঃ

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِي الْبَيْتِ.

তোমাদের স্ত্রীদের মুখের উপর মারবে না, মুখমণ্ডলে কোনরূপ আঘাত দিবে না, তার মুখমণ্ডলের রূপ লাবণ্যকে বিনষ্ট করবে না, অকথ্য ভাষায় তাদেরকে গালি দিবে না এবং নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাদেরকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় ফেলে রাখবে না।

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে এ প্রশ্ন দেখা যায় যে, স্ত্রীদের মারা কি আদৌ জায়িয নয়? এ সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ "রাসূলের উক্তি 'মুখের উপর মারবে না' এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশের উপর স্ত্রীকে মারধর করার বৈধতা রয়েছে। তবে শর্ত হলো এই যে, তা মাত্রাতিরিক্ত সীমালঙ্ঘনকারী ও অমানুষিক মার হতে পারবে না। (মু'আলিমুল হাসান– ৩য় খণ্ড, ২২১ পৃঃ)

ইমাম বুখারীর মতে হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুবই হালকাভাবে স্ত্রীকে সামান্য মারধর করা জায়িয রয়েছে।

স্ত্রীকে কখন এবং কি কারণে মারধর করা সঙ্গত এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴾

"এবং তোমরা তোমাদের যেসব স্ত্রীদের ব্যাপারে অনানুগত্য ও বিদ্রোহের ভয় করো তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে বিনয়ী বানাতে চেষ্টা করো। আর পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরকে মিলন শয্যা থেকে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

(পৃথক করে) দূরে সরিয়ে রাখো আর (এতেও যদি তারা ঠিক না হয় তবে) তাদেরকে মারধর করো। (অবশেষে) এর ফলে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের উপর (শিক্ষা দেবার) আর ভিন্ন কোন পথ খোঁজ করো না। নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(সূরাহ্ আন্-নিসা ঃ ৩৩)

এ আয়াতটি সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী (রাযিঃ) বলেন ঃ আয়াতে স্বামীদেরকে প্রথমতঃ বলা হয়েছে স্ত্রীদের জন্য ভালবাসার বাহু বিছিয়ে দিতে, নানাভাবে তাদেরকে বিনয়ী বানাতে চেষ্টা করতে, আর স্বামীরা যদি স্ত্রীদের প্রতি যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতা রাখে তবে তো তোমাদেরও উচিত তোমাদের উপর স্থাপিত আল্লাহর অসীম ও অতুলনীয় ক্ষমতার কথা স্মরণ করা। এজন্য যে, তাঁর ক্ষমতাই হচ্ছে সর্বক্ষমতার উর্ধ্বে।

(ফাতহুল কাদীর- ৪২৫ পৃঃ)

আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীকে মারপিট করার ব্যাপারে যতদূর সম্ভব সংযত ভাব রক্ষা করতে হবে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ওয়ায নাসীহাতের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝানোর নির্দেশ দিয়েছেন সর্বপ্রথম। এরপরে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে মিলন শয্যা থেকে পৃথক করে দেয়া; এমনকি সবশেষে শাস্তি দেয়ার কথা পর্যন্ত বলেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী এ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন ঃ

এখানে এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা স্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয়া যে, অপেক্ষাকৃত হালকা শাসনে যদি কাজ হয়ে যায় তবে তাতেই ক্ষান্ত হয়ে যাওয়া উচিত এরপরে আর কোন কোঠর নীতি গ্রহণে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই বৈধ নয়।

স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে পৃথিবীর স্বামীকুলকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যে কোমলমতি নারীর প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার এবং অন্যায় অত্যাচার করতে সাহসী না হয়।

এরপরে বলা হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, স্বামীর সাথে মধুর সম্পর্কে বজায় রেখে তার সাথে বসবাস করতে সম্মত হয়ে যায়, আর তাই করে; তবে এক্ষেত্রে স্বামীর কোন অধিকার নেই যে,

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তার উপর কোন রূপ অত্যাচার করে, তাকে একবিন্দু কষ্ট জ্বালাতন দেয়। কেননা আয়াতের শেষের দিকে কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া যে কতটুকু অন্যায় তার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, যদিও তারা কোমলমতি ও দুর্বল, তোমাদের যুল্‌ম-নির্যাতন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার সাধ্য যদিও তাদের নেই। আর তোমাদের এ অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে যদিও তারা অক্ষম; কিন্তু তোমাদের এ কথা তো ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন মহান ক্ষমতাধর, শ্রেষ্ঠ, শক্তিমান। অবশ্যই তিনি প্রতিটি অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং সেজন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। কাজেই তোমরা শক্তিমান বলে যে স্ত্রীদের উপর অন্যায়ভাবে ও অকারণে যুল্‌ম করতে উদ্যত হবে, তা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে আবূ যুবাব (রাযিঃ)-এর বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : لَا تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ. তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে মারধর করো না।

এ কথা শুনে 'উমার ফারূক (রাযিঃ) রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আপনার এ কথা শুনে স্ত্রীরা স্বামীদের উপর বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবার তাদেরকে কিছুটা মারবার অনুমতি দিলেন। এরপরে দেখা গেল যে, অনেক মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে উপস্থিত হলো এবং স্বামীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরল। এসব শুনে নাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ.

বহু সংখ্যক নারী মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের নিকট এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ করেছে। (আমি বলে দিচ্ছি) এসব স্বামীর (কিন্তু) তোমাদের মধ্যে লোক নয়।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাটিকে এভাবে বলা যায় ঃ বরং তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক হচ্ছে তারাই যারা তাদের স্ত্রীদেরকে মারপিট করে না; বরং তাদের অনেক কিছুই তারা সহ্য করে নেয়। অথবা তাঁর কথার অর্থ এই যে, স্বামীরা তাদের প্রতি প্রেম-ভালবাসা পোষণ করে, তাদেরকে অমানুষিকভাবে মারে না আর তাদের অভাব-অভিযোগগুলোকে যথাযথভাবে দূর করে।

অনেক লোককে দেখা যায় যে, স্ত্রীকে অথবা কষ্ট দিয়ে থাকে, ঠুনকো ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলে– এমনকি এক পর্যায়ে তাকে অন্যায়ভাবে মারপিট করে। দেখা গেল স্ত্রী খুব সকাল থেকে গৃহের একটার পর একটা কাজ করেই চলেছে এতে কোন বিরতি নেই, এরপর সকাল গড়িয়ে দুপুরে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে স্বামী খেতে এসে যখন দেখে যে, রান্নাবান্নার কাজ শেষ হয়নি তখন শুরু হয়ে যায় স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার। কেউ কেউ স্ত্রীকে পিতা-মাতার সাথে যৌথ খানাপিনায় বাধ্য করে। স্ত্রী এটা সন্তুষ্টির সাথে মেনে নিলে অসুবিধার কিছু থাকে না। কিন্তু এ বিষয়ে তাকে চাপ সৃষ্টি করে বাধ্য করা জায়িয হবে না।

কেউ কেউ পিতা-মাতার কারণে স্ত্রীর উপর যুল্‌ম করে এবং তার অধিকার বিনষ্ট করে।

কোন কোন শাশুড়ী বদমেজাজী ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে, তারা কথায় কথায় পুত্রবধূর সাথে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। এমন কি বধূর কুৎসা রটিয়ে পুত্রের কান ভারি করে ফেলে যার কারণে তাদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। এতে করে হয় স্ত্রীকে নির্যাতন সহ্য করে শশুরালয়ে থাকতে হয় আর নয়তো বাপের বাড়ী ফিরে যেতে হয়। এ ব্যাপারে স্বামীর অন্যায় কার্যকলাপের দরুন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আর যদি স্ত্রীর মধ্যে দোষাবলী থেকেই থাকে তবে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় তাকে বুঝাতে হবে। আর যদি তার থেকে পৃথক থাকতে হয় তবে এক্ষেত্রে তার বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ঘর

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

থেকে বের করে দেয়া যাবে না এবং নিজেরও ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া সঙ্গত নয়। বরং একই ঘরে ভিন্ন ভিন্ন বিছানায় শয়ন করবে।

'ফাতাওয়ায়ে কাযীখান' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মুসলিম স্বামী আপন স্ত্রীকে চারটি কারণে প্রহার করতে পারে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. স্বামী চায় যে, স্ত্রী সেজে থাকুক, ভাল কাপড়-চোপড় পরুক কিন্তু স্ত্রী তা না করে হেয়ালি করে উস্কখুস্ক অবস্থায় থাকে।

২. স্বামী সহবাস করার জন্য স্ত্রীকে ডাকে কিন্তু স্বামীর ঐ আহ্বানে সে সাড়া দেয় না।

৩. হায়িয ও জানাবাতের গোসল না করে এমনিভাবে নাপাক অবস্থায় ঘুরাফিরা করা।

৪. নামায ছেড়ে দেয়ার অভ্যস্ত।

কেউ যদি খাবার তৈরী করতে ক্রটি হওয়ার কারণে, বাড়ীঘর অপরিচ্ছন্ন রাখার কারণে অথবা অন্য কোন সামান্য ক্ষতি করার কারণে স্ত্রীকে প্রহার করে তবে সে গুনাহগার হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সেও আল্লাহর সৃষ্টি। সেও সেরা মানুষ। থাক সে নারী; তাকে কষ্ট দিলে আল্লাহর নিকট জাওয়াবদিহি করতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, একটি ছাগল যদি অপর একটি ছাগলকে শিং দ্বারা আঘাত করে তবে ক্বিয়ামাত দিবসে তারও বিচার আল্লাহ তা'আলা করবেন।

অতএব প্রত্যক মুসলিম স্বামীর একান্ত কর্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশিত পন্থায় স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ করা।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিয়ে ও তালাক্বকে খেলায় পরিণত করা নিষিদ্ধ

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

অজ্ঞতার যুগে লোকেরা স্ত্রীকে তালাক্ব দিত আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হলেই ফিরিয়ে নিত। আবার তালাক্ব দিতো পুনরায় ফিরিয়ে নিতো। এভাবে স্ত্রীদের জীবনকে তারা ধ্বংস করে দিতো। অতঃপর অজ্ঞতার যুগের এ প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দাও, আর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌছে যায়, তখন তাদেরকে নিয়মিতভাবে রাখতে পার অথবা নিয়মিতভাবে পরিত্যাগ করতে পারে; তাদেরকে কষ্ট দেবার উদ্দেশে আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে। আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অবিচার করে থাকে; এবং তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপাচ্ছলে গ্রহণ করো না আর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং উপদেশ দানের জন্যে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা স্মরণ কর আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"

(সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্– ২৩১)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যে তালাক্বের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে সে তালাক্ব প্রদানের পর যখন ইদ্দত শেষ হতে চলবে তখন হয় তাদেরকে সৎভাবে ফিরিয়ে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

নেবে, ফিরিয়ে নেবার উপর সাক্ষী রাখবে এবং সদ্ভাবে বসবাস করার নিয়্যাত করবে অথবা সদ্ভাবে পরিত্যাগ করবে। পক্ষান্তরে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর কোন ঝগড়া-বিবাদ, মতবিরোধ এবং শত্রুতা না করেই বিদায় করে নিবে।

আয়াতে إِمْسَاكٌ এর সাথে بِمَعْرُوْفٍ শব্দের শর্তারোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তালাক্ব প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম প্রন্থায় ফিরিয়ে রাখা হোক। অনুরূপভাবে تَسْرِيْحٌ এর সাথে إِحْسَانٍ শব্দের শর্তারোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তালাক্ব হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎলোকের কর্মপদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তা তারা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায় তবে তা রাগান্বিত হয়ে ঝগড়া বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত হবে না; ইহসান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করতে হবে। বিদায়ের সময় তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপঢৌকন হিসেবে কিছু টাকা-পয়সা ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾

"তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে বিদায় করা উচিত।"

"আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাশায় পরিণত করো না" এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিয়ে ও তালাক্ব সম্পর্কে যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

আবূ দারদাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহিলীয়াতের যুগে প্রথা ছিল যে, কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক্ব দিতো এবং পরে ফিরিয়ে নিয়ে বলতো যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক্ব দেবার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে করে এ ফায়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাক্বকে কেউ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

যদি খেল-তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়্যাতের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হবে না।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তিনটি এমন বিষয় রয়েছে, যা খেল-তামাশাচ্ছলে করা এবং বাস্তবে করা দু'ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক্ব, দ্বিতীয়টি দাস মুক্তি এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বিবাহ।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ "তিনটি বিষয় রয়েছে এমন যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান– (১) বিবাহ, (২) তালাক্ব, (৩) রাজ'আত বা তালাক্ব প্রত্যাহার।

এ তিনটি বিষয়ে শারী'আতের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন নারী ও পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের ইজাব ও কবূল করে নেয় তবে তাতেও বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনি তালাক্ব প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তি দানের ক্ষেত্রে শারী'আতের এ বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোন ওজরবরূপে গণ্য হবে না।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ'আরী গোত্রের উপর অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর আবূ মূসা আশ'আরী (রহঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "এ লোকগুলো কেন বলে যে, আমি তালাক্ব দিয়েছি আবার ফিরিয়ে নিয়েছি? শুনে রাখো এগুলো আসলে তালাক্ব নয়। অর্থাৎ– এগুলো হচ্ছে আল্লাহর বিধানের সাথে খেল-তামাশা করা।"

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, লোকেরা তালাক্ব দিতো, আযাদ করতো এবং বিয়ে করতো আর বলতো– "আমি হাসি তামাশা করে এটা করেছিলাম।" অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে তালাক্ব দেয়, গোলাম আযাদ করে, বিয়ে করে বা করিয়ে দেয়, তা অন্তরের সাথেই করুক বা হাসি তামাশা করেই করুক, সর্বাবস্থায় তা সংঘটিত হয়ে যাবে। (মুসনাদ ইবনু আবি হাতিম)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আবূ দাঊদ, জামিউত আত্-তিরমিযী এবং সুনানে ইবনু মাজাহ্র হাদীসে রয়েছে যে, তিনটি জিনিস এমন রয়েছে যা মনের ইচ্ছার সাথেই হোক বা হাসি রহস্য করেই হোক তা সংঘটিত হয়ে যায়। ঐ তিনটি জিনিস হচ্ছে বিবাহ, তালাক্ব ও রাজ'আত অর্থাৎ– তালাক্ব প্রত্যাহার।

ইসলামের পূর্বে এ রীতি-নীতি চালু ছিল যে, স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক্ব প্রদান করতো আবার ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতো। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পরে যেত। স্বামী-স্ত্রীকে ইচ্ছামত তালাক্ব দিত আবার ইদ্দত নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ফিরিয়ে নিত। পুনরায় তালাক্ব দিতো। যার কারণে স্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। অতঃপর এ তালাক্ব নিয়ে খেল-তামাশার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইসলাম সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, তোমাদের ইচ্ছামত তালাক্ব দেয়া আবার ফিরিয়ে নেয়া যাবে না; বরং এভাবে মাত্র দু'টি তালাক্ব দিতে পারবে। আর তৃতীয় তালাক্বের পর কোন মতেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তোমাদের থাকবে না। আবূ দাঊদের মধ্যে তালাক্বের অধ্যায়ে রয়েছে তিন তালাক্বের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে গেছে।

মুসনাদ আবি হাতীমে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে ঃ "আমি তোমাকে তালাক্ব দিয়ে দেব আবার ইদ্দত শেষ হবার সময় হলে ফিরিয়ে নেব। আবার তালাক্ব দিব আবার ফিরিয়ে নেব। এ রকম করতেই থাকবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে স্ত্রীলোকটি তার এ দুঃখের কথা তুলে ধরে। কখন আল্লাহ তা'আলা তালাক্ব নিয়ে খেল-তামাশা করা থেকে নিষেধ করে আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(ইবনু কাসীর)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক্ব

আভিধানিক অর্থে তালাক্ব হলো বন্ধন খুলে দেয়া। আর শারী'আতের পরিভাষায় তালাক্ব অর্থ বিয়ের বন্ধন খুলে দেয়া।

তালাক্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মিসরীয় পণ্ডিত আল খাওলী বলেছন ঃ

هُوَ انْفِصَالُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ.

স্বামীর তার স্ত্রীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া। অথবা ঃ

فَصْمُ الرِّبَاطِ الَّذِيْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ.

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একত্রিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে ছিন্ন করা হচ্ছে তালাক্ব।" ফিকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে তালাক্ব হলো ঃ

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ .

বিবাহের বন্ধনকে তুলে ফেলা আর বন্ধন তুলে ফেলার অর্থ হলো বিবাহের বাধ্যবাধকতা শেষ করে দেয়া। কিন্তু ইসলাম কেবল সে পর্যায়ে গিয়ে তালাক্বের কথা বলেছে– যখন স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এতদূর খারাপ হয়ে যায় যে, তারা পারস্পরিক মিলে মিশে ও ঐক্য সৌহার্দের সাথে জীবন-যাপনের কোন সম্ভাবনাই দেখতে পায় না, এমনকি এরূপ অবস্থায় সংশোধন বা পরিবর্তনের শেষ আশাও বিলীন হয়ে গেছে– যার জন্য বিয়ের আসল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। আর এ অবস্থায় উভয়ের ভবিষ্যৎ বিবাদ-বিসংবাদ, তিক্ততা ও বিরক্তির বিষাক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশে তালাক্ব উভয়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়।

তাই বলে তালাক্ব বা বিচ্ছেদকে ইসলাম পছন্দ করেনি। এ কাজের জন্য কোন দিক দিয়ে সামান্যতম উৎসাহিত করেনি; বরং তা অনুমোদন করা হয়েছে একান্ত যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন এ ব্যবস্থার সাহায্যে উভয়ের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ইসলাম তালাক্বকে অনুমোদন করেছে।

তালাক্ব যে ইসলামে আদৌ কোন পছন্দনীয় কাজ নয়, এ কথা নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الطَّلَاقُ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আল্লাহর নিকট সমস্ত হালাল বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট (ঘৃণ্য) ও ক্রোধ সঞ্চারকারী বিষয় হচ্ছে তালাক্ব।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা খাত্তাবী বলেন ঃ তালাক্ব ঘৃণ্য হওয়ার অর্থ আসলে সে মূল কারণটির ঘৃণ্য হওয়া, যার কারণে একজন তালাক্ব দিতে বাধ্য হয়। আর তা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হওয়া পারস্পরিক প্রেম-প্রীতির অভাব হওয়া। মূল তালাক্ব বিষয়টি ঘৃণ্য নয়। কেননা এ কাজটিকে তো আল্লাহ তা'আলা মুবাহ্ করে দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে 'রাজয়ী' তালাক্ব দিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়েছেন বলে প্রমাণিত রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল কাহলানী উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হালাল বিষয়ের মধ্যেও কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য। আর এসব বিষয়ের মধ্যে 'তালাক্ব' হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য।

অনেক ইসলামী মনীষীর মতে তালাক্ব মূলত নিষিদ্ধ। তবে তালাক্ব না দিয়ে যদি কোন উপায়ই না থাকে, তবে তা অবশ্যই জায়িয হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব যদি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, একত্র জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, একত্র জীবনে আল্লাহর নিয়ম-নীতি পালন করা সম্ভবপর না হয়, তবেই তালাক্বের আশ্রয় নিতে হবে।

ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের মতে তালাক্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যায়-যুল্ম ও নিদারুণ কষ্ট, জ্বালাতন ও উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়। ফিকাহের ভাষায় তালাক্বেও সৌন্দর্য হলো কষ্টকর অশান্তি থেকে মুক্ত হওয়া।

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা শারী'আত সম্মত করেছেন তবে বিনা কারণে স্ত্রীর কোন গুরুতর দোষ-ত্রুটি ছাড়াই তালাক্ব দেয়া একেবারেই অনুচিত ও মারাত্মক অপরাধ। এ ব্যাপারে ইসলামের মনীষীগণ সম্পূর্ণ একমত।

যে স্ত্রীর তরফ থেকে অবাধ্য হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে তালাক্ব দেয়ার কথা ইসলাম বলেনি। প্রথমে তাকে খুব ভাল করে বুঝাতে বলা হয়েছে, এতে যদি কোন কাজ না হয় তবে বলা হয়েছে তার শয্যা পৃথক করে দিতে। অতঃপর এতেও যদি তার পরিবর্তন না হয় তবে হালকাভাবে শিক্ষামূলক মারধর করতে বলা হয়েছে। এতসব ব্যবস্থা গ্রহণ করায় যদি স্ত্রী অনুগত যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায় তবে তাকে নিয়ে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করাই কর্তব্য।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যিহার দ্বারা স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা

যিহার বলা হয় স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে। এটা ইসলাম পূর্ব কালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি হচ্ছে এই ঃ স্বামী-স্ত্রীকে বলে أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي অর্থাৎ- "তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো" তবে ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এখানে পিঠের দ্বারা পেট বুঝানো উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপক ভঙ্গিতে পিঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

যিহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখযোগ্য। 'আউস ইবনু সামিত (রাযিঃ) একদা তাঁর স্ত্রী খাউলাকে বলেন ঃ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي অর্থাৎ- তুমি আমার মায়ের পিঠের ন্যায়, মানে হারাম। ইসলাম পূর্বকালে এ বাক্যটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্য বলা হত, যা ছিল চূড়ান্ত তালাকের চেয়েও আরো কঠোরতর। অতএব এ ঘটনার পর খাউলা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং যিহারের শারী'আত সম্মত বিধান জানতে চাইলেন। তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়নি।

কাজেই পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি খাউলা (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ مَا أَرَاكِ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ. অর্থাৎ- আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে অন্য বর্ণনায় রয়েছে; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ مَا أُمِرْتُ فِي شَأْنِكِ بِشَيْءٍ حَتَّى الْآنَ.

অর্থাৎ- তোমার মাসাআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। এ কথা শুনে খাউলা (রাযিঃ) বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার যৌবন তাঁর কাছে ফুরিয়েছি। এখন বৃদ্ধ বয়সে সে আমার সাথে এরূপ আচরণ করল। এখন আমি কোথায় যাব। আমার আর আমার বাচ্চাদের এখন কি হবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অন্য এক বর্ণনায় খাউলা (রাযিঃ)-এর উক্তিও বর্ণিত আছে ঃ আমার স্বামীতো তালাক্ব শব্দ উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক্ব কিরূপে হয়ে গেল? অর্থাৎ- কিরূপে আমি তার জন্য হারাম হয়ে গেলাম। অপর এক রিওয়ায়াতে রয়েছে, খাউলা আল্লাহ্ তা'আলা নিকট ফরিয়াদ করে বললেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْ اِلَيْكَ .

অর্থাৎ, আল্লাহ আমি তোমার কাছে অভিযোগ পেশ করছি। অতঃপর এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ আল-মুজাদালার প্রথম আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন ঃ

﴿قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ق وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۞ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ﴾

"যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বির্তক করেছে এবং আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করেছে; আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।" **(সূরাহ্ আল-মুজাদালাহ্ ঃ ১-২)**

তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদেরকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথা বলে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা খাউলা (রাযিঃ)-এর ফরিয়াদ শুনে তার জন্যে তার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। তিনি এসব আয়াতে কেবল যিহারের শারী'আত সম্মত বিধান বর্ণনা এবং খাউলা

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

(রাযিঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেননি; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য শুরুতেই বলেন ঃ "যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, তার কথা আমি শুনেছি। একবার জওয়াব দেয়া সত্ত্বেও মহিল বারবার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আয়াতে একেই مجادلة অর্থাৎ– বাদানুবাদ বলা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াবে খাউলাকে বললেন ঃ "তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি বিধানই অবতীর্ণ করেননি। অতঃপর বেচারীর মুখে এ কথা উচ্চারিত হলো ঃ আপনার প্রতি প্রত্যেক বিষয়েই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আমার ব্যাপারে কি হলো যে, ওয়াহীও বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর খাউলা (রাযিঃ) আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এরই প্রেক্ষাপটে আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মা 'আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিঃ) বলেন ঃ পবিত্র সে সত্তা যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের ফরিয়াদই শুনেন ঃ খাউলা বিনতে সা'লাবাহ্ (রাযিঃ) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার সব কথাই শুনেছেন। (বুখারী)

এ ঘটনার পর থেকে সাহাবায়ে কিরাম খাউলা (রাযিঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা 'উমার (রাযিঃ) একদল লোকের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এ মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল ঃ "আপনি এ বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকে রাখলেন।" খলীফা বললেন, "জানো ইনি কে?" "এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর শুনেছেন। অতএব আমি কি তার কথাকে এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম! যদি তিনি সেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।" (ইবনু কাসীর)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ইসলামী শারী'আত যিহারের প্রথাকে অবৈধ ও গুনাহ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক্ব। আর সেটাই অবলম্বন করা প্রয়োজন। যিহারকে এ কাজের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা স্ত্রীকে মা বলে দেয়া একটা আজগুবি ও মিথ্যা বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

﴿مَا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ﴾

"তাদের এ অসার বাক্যের কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মা-তো সে যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে"। এরপর বলা হয়েছে ঃ

﴿إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا﴾

"তাদের এ উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কেননা বাস্তবতার বিপরীত তারা স্ত্রীকে মাতা বলেছে।"

এখন যদি কোন মূর্খ-জ্ঞানহীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে তবে এ বাক্যের কারণে ইসলামী শারী'আতে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এ বাক্য বলার পর স্ত্রীকে আগের মতই ভোগ করার অধিকার তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানা স্বরূপ কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এ উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্‌ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

"যারা তাদের স্ত্রীদেরকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে তাদেরকে কাফ্ফারা স্বরূপ তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আল্লাহ তা'আলা খবর রাখেন যা তোমার করো। যার এ সামর্থ্য নেই, সে (একে অপরকে) স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে। যে এতে অক্ষম, সে ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে।"

(সূরাহ্ আল-মুজাদালাহ্ ঃ ৩-৪)

আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। এখানে যিহার কাফ্ফারার কারণ নয়; বরং যিহার করা হচ্ছে এমন একটি গুনাহ্ যার কাফ্ফারা হচ্ছে তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াতের শেষে وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর সাথে অধিকার ক্ষুণ্ন করা জায়িয হবে না। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক্ব দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী যদি স্বেচ্ছায় এরূপ না করে, তবে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

আয়াতে যিহারের কাফ্ফারা কি হবে এ সম্পর্কেও বলে দেয়া হয়েছে। **প্রথমতঃ** একজন দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোযা রাখতে সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে দু' বেলা পেট ভরে আহার করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে জনপ্রতি একজনের ফিতরাহ্ পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিত্রাহ্ পরিমাণ হচ্ছে আড়াই কেজি চাউল।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্ত্রী খোলা তালাক্ব যেভাবে নিবে

স্ত্রী কোন কারণবশতঃ যদি স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে অসম্মত হয় তবে শারী'আত তার জন্য খোলা তালাক্বের ব্যবস্থা রয়েছে, আর এর জন্যও স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে।

এ খোলা তালাক্ব বায়েনা হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। স্ত্রী-স্বামীর নিকট পৃথক হয়ে যাবার অনুমতি নেবার পর যদি পুনরায় তার (উক্ত স্বামীর) ঘর-সংসার করতে চায় তবে ইদ্দত পালন করার পূর্বেই উক্ত স্বামীর সাথে নতুন করে বিবাহের মাধ্যমে ঘর সংসার করতে পারবে। আর যদি অন্য জায়গায় বিয়ে করতে চায়, তবে এক হায়িয অতিক্রম করার পর তা করতে পারবে।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে বহু দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টি হয় এবং বড় ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এ অবস্থায় স্ত্রী নিজেকে যদি স্বামী থেকে মুক্ত করে নিতে চায় তবে স্বামীর দেয়া গয়না, মুহর ইত্যাদি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার অনুমোদন শারী'আত নারীকে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় ঃ "হাবীবাহ্ বিনতু সাহল আনসারিয়াহ্ (রাযিঃ) সাবিত বিন কাইস (রাযিঃ) স্ত্রী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের জন্য অন্ধকার থাকতেই বের হয়ে দেখলেন এক নারী দরজার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "কে তুমি?" তিনি বলেন, আমি সাহলের কন্যা হাবীবাহ্। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ খবর কি? তিনি বলেন ঃ আমি সাবিত বিন কাইস (রাযিঃ)-এর স্ত্রী রূপে থাকতে পারে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে যান। অতঃপর তার স্বামী সাবিত বিন কাইস (রাযিঃ) তথায় আগমন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ হাবীবাহ্ বিনতে সাহ্ল (রাযিঃ) কিছু দিয়েছেন তা সবই আমার নিকট রয়েছে এবং আমি তার সব কিছু তাকে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবিত (রাযিঃ)-কে ঐগুলো গ্রহণ করতে বললেন। অতঃপর সাবিত বিন কাইস (রাযিঃ) সেগুলো গ্রহণ করেন এবং হাবীবাহ্ (রাযিঃ) তার দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অপর একটি হাদীসে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীবাহ্ বিনতু কাইস (রাযিঃ) সাবিত বিন কায়েস (রাযিঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। সাবিত (রাযিঃ) তাঁকে প্রহার করেন বিধায় তাঁর কোন স্থানের একটি হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ফজরের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবিত (রাযিঃ)-কে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তোমার স্ত্রীর কিছু সম্পদ গ্রহণ কর এবং তাকে পৃথক করে দাও। সাবিত (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ "এটা কি আমার জন্য বৈধ হবে?" তিনি বলেন ঃ "হ্যাঁ।" অতঃপর সাবিত (রাযিঃ) বলেন, আমি তাকে দু'টো বাগান দিয়েছি এবং ও দু'টো তার মালিকানাধীনেই রয়েছে। তখন নাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি ঐ দু'টো গ্রহণ করে তাকে পৃথক করে দাও। তিনি তাই করেন। উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীকে খোলা তালাক্ব প্রদান করবে। কেননা স্ত্রী এ তালাক্বের ব্যাপারে আগ্রহী।

অপর এক হাদীসে রয়েছে, রাবী' বিনতু মুআওয়াহ্ বিন আফরা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমার স্বামী বিদ্যমান থাকলেও আমার সাথে আদান প্রদানে ত্রুটি করতেন আর বিদেশে চলে গেলে তো সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত করতেন। একদিন ঝগড়ার সময় আমি বলে ফেলি আমার অধিকারে যা কিছু রয়েছে সবই নিয়ে আমাকে খোলা তালাক্ব দিয়ে দিন। তিনি বলেন ঠিক আছে, এটাই ফায়সালা হয়ে গেল। অতঃপর আমার চাচা মু'আয বিন আফরা (রাযিঃ) এ ঘটনাটি 'উসমান (রাযিঃ)-এর নিকট তুলে ধরেন। 'উসমান (রাযিঃ) এ ঘটনায় যা হলো তার সমর্থন দান করেন এবং বলেন, চুলের খোপা ছাড়া সব কিছু নিয়ে নাও। কোন কোন বর্ণনায় আছে ওর চেয়ে ছোট জিনিসও। অর্থাৎ, সব কিছুই নিয়ে নাও। এসব ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীর নিকট যা কিছু রয়েছে সব দিয়েই সে 'খোলা' করতে পারে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

স্বামীর প্রদত্ত সম্পদের আরো অতিরিক্ত কিছু যদি স্ত্রী-স্বামীকে দিতে ইচ্ছুক হয় তবে দিতে পারে এবং স্বামীর তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। পূর্বেকার হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর "তাকে তার বাগান ফিরিয়ে দাও" এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হাবীবাহ্ (রাযিঃ) বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি বললে আমি তাকে আরো কিছু দিতে প্রস্তুত রয়েছি।"

অধিকাংশ 'আলিমগণের মাযহাব এই যে, 'খোলা' তালাক্বে স্বামী তার প্রদত্ত মাল থেকে বেশী নিলেও বৈধ হবে। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

"স্ত্রী মুক্তি লাভের জন্য যা কিছু বিনিময় দেয়।" (সূরাহ্ আন্-নিসা)

খোলা তালাক্ব কোন সাধারণ তালাক্বের মতো নয়। খোলা তালাক্বের ইদ্দত হচ্ছে মাত্র এক তুহুর। আল্লাহ তা'আলা সাধারণ তালাক্বকে এবং খোলা তালাক্বকে কুরআনে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। আর হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাধারণ তালাক্বের ইদ্দত হলো তিন তুহুর আর খোলা তালাক্বের ইদ্দত হলো মাত্র এক তুহুর। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ সাবিত বিন কাইস-এর স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এক তুহুর পালনের নির্দেশ দেন। 'উসমান (রাযিঃ), ইবনু 'উমার (রাযিঃ) এবং ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে খোলা তালাক্বের ইদ্দতের ব্যাপারে এক তুহুরের কথা উল্লেখ রয়েছে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়েতে বাধা দেয়া হারাম

সূরাহ্ বাক্বারাহ্-এর ২৩১-২৩২ নং আয়াতের তাফসীর থেকে জানা যায় ঃ অত্র আয়াতগুলোতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারে প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়ে থাকে। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিবাহ্ বসতে বাধা দেয়া হয়ে থাকে। প্রথম স্বামীও তার তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিবাহ্ থেকে মেয়েদের বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু মাল-সামান হাসিল করার উদ্দেশে বাধা সৃষ্টি করে।

অনেক সময় তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক্ব দেয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শারী'আত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেয়া একান্তই অন্যায়। তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক অথবা অভিভাবকের পক্ষ থেকেই হোক।

কিন্তু শর্ত হচ্ছে উক্ত বিয়েতে যখন উভয়ে স্বামী-স্ত্রী শারী'আতের নিয়মানুযায়ী রাজী হবে। কিন্তু যদি উভয়ে রাজী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। আর যদি উভয়ে রাজীও হয় আর যদি তা শারী'আতের আইন মুতাবিক না হয় যেমন বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে অথবা তিন তালাক্বের পর অন্যত্র বিয়ে না করে যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে তখন সকল মুসলিমের বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোন নারী যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফু' বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মুহরের কম মুহরে বিয়ে করতে চায় যার পরিণাম বা কুপ্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে তবে এমন ক্ষেত্রে তারা বাধা দিতে পারেন। তবে إِذَا تَرَاضَوْا বলে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যায় না। ইমাম শাওকানী বলেন ঃ

إِذَا طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ أَوْمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ وَتَتَصَنَّعَ وَتَعَرَّضَ لِلتَّزْوِيجِ.

যখন কোন নারী তালাক্বপ্রাপ্তা হবে, কিংবা তার স্বামী মারা যাওয়ার কারণে বিধবা হবে, তখন ইদ্দত উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি সাজগোজ করে, দেহে রং আর বিয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে ও কথাবার্তা চালায়, তবে তাতে তার কোন দোষ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্-এর ২৩২ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾

"আর যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক্ব প্রদান করো অতঃপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা আপন স্বামীদেরকে বিবাহ করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২৩২)

আলোচ্য আয়াতে স্ত্রীলোকদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীদেরকে বলা হচ্ছে যে, যখন কোন স্ত্রীলোক তালাক্বপ্রাপ্তা হয় আর ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সম্মত হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে ইচ্ছা করে তবে যেন তারা তাদেরকে বাধা প্রদান না করে।

আয়াতটি মা'কাল বিন ইয়াসার (রাযিঃ) এবং তাঁর বোনের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সহীহুল বুখারীতে অত্র আয়াতের তাফসীরে রয়েছে যে, মা'কাল বিন ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, আমার নিকট আমার বোনের বিয়ের তালাক্ব আসলে আমি তার বিয়ে দিয়ে দেই। কিছুদিন পর তার স্বামী তাকে তালাক্ব দিয়ে দেয়। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেয়। অতঃপর আমি তা প্রত্যাখ্যান করি তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব শুনে মা'কাল আল্লাহর নামে শপথ করেন যে, তিনি তার (ঐ ব্যক্তির) সাথে তার বোনের বিয়ে দেবেন না। কিন্তু এ শপথ সত্ত্বেও যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ পান তখন তা মেনে নেন। অতঃপর তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে ডেকে এনে পুনরায় তার সাথে তাঁর বোনের বিয়ে দেন এবং নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তিন তালাক্ব দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা যেভাবে জায়িয

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ এক ব্যক্তি একজন স্ত্রীকে বিয়ে করলো এবং সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক্ব দিয়ে দিল। অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা হলো, এবং সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দিয়ে দিল। এখন কি তাকে বিয়ে করা তার পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, হবে না। যে পর্যন্ত না তারা (দ্বিতীয় স্বামী ও স্ত্রী) একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করে। **(মুসনাদ আহ্মাদ, ইবনু মাজাহ্)**

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসিত হন, একটি লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়েছিল। অতঃপর সে অন্যের সাথে বিবাহিতা হলো। অতঃপর দরজা বন্ধ করে এবং পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে যৌন মিলন না করেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক্ব দিয়ে দিল। এখন কি স্ত্রীটি তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "না, যে পর্যন্ত না মধুর স্বাদ গ্রহণ করে।" **(বুখারী; মুসলিম)**

অপর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে রিফা'আ কারাযী (রাযিঃ) তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়ে দেন। এরপর 'আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিঃ)-এর সাথে ঐ স্ত্রীর বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করেন যে, তিনি ('আবদুল্লাহ বিন যুবাইর) স্ত্রীর কামনা-বাসনা পূরণে সক্ষম নন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "সম্ভবত তুমি রিফা'আর (তাঁর পূর্বের স্বামী) নিকট ফিরে যেতে চাও। এটা হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তার ('আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের) মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এ হাদীসগুলোর বহু সনদ রয়েছে এবং বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত রয়েছে।" **(ইবনু কাসীর)**

উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিন তালাক্ব পর্যন্ত হয়ে গেলে প্রথম স্বামীর তালাক্বের পর ইদ্দত অতিক্রম হয়ে গেলেও নতুনভাবে উক্ত স্বামীর সাথে বিবাহ বসলেও সে বিবাহ হলে জায়িয হবে না। পরিত্যক্ত এ নারীর ইদ্দত পালন শেষে ইচ্ছামত অন্যত্র বিবাহ হলে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এবং দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা মিলন হওয়ার পর স্বাভবিক অবস্থায় যদি নারী তালাকপ্রাপ্তা হয় তবে ইদ্দত পালনের পর উক্ত নারী প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তখন বিবাহ বৈধ হবে।

প্রথম ব্যক্তি যখন তিন তালাক্ব দিয়েই দিল তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা এ অবস্থায় ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক্ব দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়ে পুণঃবিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারবে না। শারী'আত তাদের পুনর্বিবাহের জন্য এ শর্তারোপ করেছে যে স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এ দ্বিতীয় স্বামী তালাক্ব দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ভাবার্থ হচ্ছে ঐ স্ত্রীর প্রতি দ্বিতীয় স্বামীর আগ্রহ থাকতে হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে তাকে স্ত্রীরূপে রাখার উদ্দেশে হতে হবে। শুধুমাত্র প্রথম স্বামীর জন্য তাকে হালাল করার উদ্দেশে নয়।

যদি এ বিয়ের দ্বারা প্রথম স্বামীর জন্যে ঐ স্ত্রীকে হালাল করাই দ্বিতীয় স্বামীর উদ্দেশে হয় তবে এরূপ লোক যে কত বড় নিন্দিত; এমনকি অভিশপ্ত তা হাদীসসমূহে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মুসনাদ আহ্‌মাদের মধ্যে রয়েছে, যে স্ত্রীলোক উলকী (দেহে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূচীবিদ্ধ করে রচিত চিত্র) করে এবং যে স্ত্রী লোক উলকী করিয়ে নেয়, যে স্ত্রীলোক চুল মিলিয়ে দেয় এবং যে মিলিয়ে নেয়, হে হালালা (প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে জায়িয করার উদ্দেশে বিয়ে) করে এবং যার জন্য 'হালালা' করা হয়, যে সুদ প্রদান করে এবং যে সুদ গ্রহণ করে এদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন। ইমাম আত্-তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, সাহাবীদের 'আমাল এর উপরেই ছিল। (মুসনাদ আহ্‌মাদ)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ধার করা ষাঁড় কে, তা-কি আমি তোমাদেরকে বলবো? জনতা বলেন ঃ "হ্যাঁ বলুন।" তিনি বলেন ঃ "যে 'হালালা' করে অর্থাৎ, যে তালাক্বপ্রাপ্তা নারীকে এজন্য বিয়ে করে যেন সে তার পূর্ব স্বামীর জন্যে হালাল হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তার উপরও আল্লাহর লা'নাত এবং যে ব্যক্তি নিজের জন্য তা করিয়ে নেয় সেও অভিশপ্ত।" (ইবনু মাজাহ)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বিয়ে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, এটা বিয়েই নয় যাতে উদ্দেশ্য থাকে এক আর বাহ্যিক হয় অন্য এবং যাতে আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে খেল-তামাশা করা হয়। বিয়ে তো শুধুমাত্র সেটাই হবে যা আগ্রহের সাথে হয়ে থাকে।

মুসতাদরাক হাকিমের মধ্যে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ বিন 'উমারকে জিজ্ঞেস করেন ঃ একটি লোক তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক্ব দিয়ে দেয়। এরপর তার ভাই ঐ স্ত্রীকে এ উদ্দেশে বিয়ে করে যে, সে যেন তার ভাইয়ের জন্য হালাল হয়ে যায়।

এ বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ "কক্ষনও নয়। আমরা এটাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য করতাম। বিয়েতো হবে সেটাই যাতে আগ্রহ থাকে।" এমনকি অন্য এক বর্ণনায় 'আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ফারূক (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "যদি কেউ এ কাজ করে বা করায় তবে আমি তাদের উভয়কে শাস্তি দেব অর্থাৎ– রজম করে দেব।"

দ্বিতীয় স্বামী যদি বিয়ে ও সহবাসের পর তালাক্ব দিয়ে দেয় তবে পূর্ব স্বামী পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করলে কোন পাপ নেই, যদি তারা সদ্ভাবে বসবাস করে এবং এটাও জেনে নেয় যে, ঐ দ্বিতীয় বিবাহ শুধু প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ছিল না; বরং প্রকৃতই ছিল। এসব নিয়ম বিধান সব আল্লাহ তা'আলার যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

"যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ না করে তালাক্ব প্রদান কর তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দেবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার অবস্থানুসারে বিহিত সংস্থা (করে দেবে), সংকর্মশীল লোকদের উপর এ কর্তব্য।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ঃ ২৩৬)

আলোচ্য আয়াতে বিবাহ বন্ধনের পর সহবাসের পূর্বেও তালাক্ব প্রদানের বৈধতার কথা বলা হচ্ছে। সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া এমনকি মুহর নির্ধারিত না থাকলেও তালাক্ব দেয়া বৈধ। তবে এতে করে স্ত্রীদের খুবই মনোকষ্ট হবে স্বামীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের অবস্থা অনুপাতে তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে কিছু অর্থ সাহায্য করে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, ওর সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে একটি গোলাম ও নিম্নে বাঁদী এবং সর্ব নিম্নে হচ্ছে কাপড়। অর্থাৎ– ধনী হলে গোলাম ইত্যাদি তাকে প্রদান করবে। আর যদি গরীব হয় তবে কমপক্ষে তিনখানা কাপড় দিবে।

ইমাম আবূ হানীফার উক্তি এই যে, যদি এ উপকারী বস্তুর পরিমাণ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বির্তকের সৃষ্টি হয় তবে তার বংশের নারীদের যে মুহর রয়েছে তার অর্ধেক প্রদান করবে।

মুহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহাবাসের প্রেক্ষিতে তালাক্বের ১২(বার)টি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই, যদি মুহর ধার্য করা না

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

হয়। দ্বিতীয়তঃ মুহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মুহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কুরআন মাজীদে অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত। চতুর্থতঃ মুহর ধার্য করা হয়নি অথচ সহবাসের পর তালাক্ব দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মুহর পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অপর এক আয়াতে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দু'টি অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে মুহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। ন্যূনতম তাকে এক জোড়া কাপড় দিবে। কুরআন মাজীদে প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। অবশ্য এ কথা বলা হয়েছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদানুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে করে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এ ধরনের ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হাসান (রাযিঃ) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাযী শুরাইহ পাঁচশত দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছিলেন। ইবনু 'আব্বাস বলেছেন ঃ নিম্নতর পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়। (কুরতুবী)

দ্বিতীয় অবস্থার হুকুম হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর মুহর যদি বিয়ের সময় ধার্য করা হয় এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মুহরের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মুহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন, আয়াতে বলা হয়েছে–

﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾

"যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ে বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ– স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে স্বতন্ত্র কথা।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ)

পুরুষের পূর্ণ মুহর দিয়ে দেয়াকেও হয়তো এজন্য মাফ করা বলা হয়েছে যে, আরবের সাধারণ প্রথা অনুসারে বিয়ের সাথে সাথেই মুহরের

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অর্থ দিয়ে দেয়া হত। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দিলে অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেতো। যদি সে বদান্যতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা, তালাক্বটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ক্ষমাই তার নিদর্শন– যা শারী'আতের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সাওয়াবের কাজ। কাজেই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে, স্বামীর পক্ষ থেকেও হতে পারে।

এ ব্যাপারটি আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

সূরাহ্ আল-আহ্যাব-এর ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনাহ্ নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দিয়ে তোমাদের জন্যে তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।"

(সূরাহ্ আল-আহ্যাব ঃ ৪৯)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, শুধু বিবাহ্ বন্ধনের পরও তালাক্ব দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে বিবাহ্ কি ইজাব কবূলের নাম নাকি শুধুমাত্র সহবাসের জন্যই বিবাহ? কুরআন মাজীদে বন্ধন ও সহবাস উভয় কাজের জন্য তা প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু অত্র আয়াতে বিবাহ্ শুধু বন্ধনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সহবাসের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক্ব দিতে পারে। এ আয়াতে বিবাহের পরে তালাক্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহের পূর্বে তালাক্ব সহীহ নয় এবং তা প্রযোজ্যও হয় না।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, যদি কেউ বলে ঃ "আমি যে নারীকে বিবাহ করবো সে তালাক্বপ্রাপ্তা হয়ে যাবে, এর হুকুম কি? উত্তরে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ "এ অবস্থায় তো তালাক্বই হবে না। কেননা, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বিবাহের পরে তালাক্বের কথা বলেছেন। কাজেই বিবাহের পূর্বে তালাক্ব হতেই পারে না।"

'আম্‌র ইবনু শু'আইব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইবনু আদম যার মালিক নয় তাতে তালাক্ব নেই।

(আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ, আত্-তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্)

অপর এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "বিবাহের পূর্বে তালাক্ব নেই।" **(ইবনু মাজাহ্)**

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা মু'মিনাহ্ নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে।"

এ ব্যাপারে 'আলিমগণ একমত যে, যদি কোন নারীকে সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়া হয় তবে তার জন্য পালনীয় কোন ইদ্দত নেই। সুতরাং এ অবস্থায় সে যথা ইচ্ছা বিবাহ বসতে পারবে। তবে হ্যাঁ যদি এ অবস্থায় তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে এ হুকুম আর প্রযোজ্য হবে না; বরং তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। সুতরাং বিবাহের পরেই এবং স্পর্শ করার পূর্বেই যদি স্বামী-স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে দেয়, আর যদি এ বিবাহের মুহরও ধার্য হয়ে থাকে তবে স্ত্রী অর্ধেক মুহর পাবে। কিন্তু কোন মুহরই যদি নির্ধারিত না হয়ে থাকে তবে অল্প কিছু স্ত্রীকে দিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ইদ্দত কাল

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তারা (বিধবাগণ) চারমাস ও দশদিন প্রতীক্ষা করবে। অতঃপর তারা যখন স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয় তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে যা ভাল মনে করে তা করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; এবং তোমরা যা করছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২৩৪)

অত্র আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের মৃত্যুর পর যেন চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে। তাদের সাথে সহবাস হয়ে থাক আর না থাক। এর উপরে 'আলিমগণের ইজমা রয়েছে। এর একটি দলীল হচ্ছে এ আয়াত।

আর দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ আহ্মাদ ও সুনানের মধ্যে রয়েছে এবং ইমাম আত্-তিরমিযী (রহঃ)-ও ওটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হাদীসটি এই যে– 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) জিজ্ঞাসিত হন ঃ "একটি লোক একটি স্ত্রী লোককে বিয়ে করেছিল এবং সে তার সাথে সহবাস করেনি। তার জন্য কোন মুহরও ধার্য ছিল না। আর এ অবস্থায় লোকটি মারা যায়। তাহলে বলুন এর ফাতাওয়া কি হবে? তারা কয়েকবার তার নিকট যাতায়াত করলে তিনি বলেন, 'আমি নিজের মতানুসারে ফাতাওয়া দিচ্ছি। যদি আমার ফাতাওয়া ঠিক হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে। আর যদি ভুল হয় তবে জানবে যে, এটা আমার ও শাইতানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আমার ফাতাওয়া এই যে, ঐ স্ত্রীকে পূর্ণ মুহর দিতে হবে। এটা তার মৃত স্বামীর আর্থিক অবস্থার অনুপাতে হবে। এতে কমবেশী করা চলবে না। আর স্ত্রীকে পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে মীরাসও পাবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এ কথা শুনে মা'কাল বিন ইয়াসার আশযাঈ (রাযিঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ বিরওয়া' বিনতু ওয়াসিক (রাযিঃ)-এর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ফায়সালাই করেছিলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) এ কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হন।

গর্ভবতীদের ইদ্দত ঃ তবে স্বামীর মৃত্যুর সময় যে গর্ভবতী থাকবে তার ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যেমন কুরআন মাজীদে সূরাহ্ আত্-তালাক্-এর মধ্যে রয়েছে ঃ

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"গর্ভবতীদের ইদ্দত হচ্ছে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।"

(সূরাহ্ আত্-তালাক্ ঃ৪)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে ঃ যার মধ্যে রয়েছে, সুবাই'আহ্ আসলামিয়াহ্ (রাযিঃ)-এর স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, স্বামীর ইন্তিকালের কয়েকদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে ভাল পোষাক পরিধান করেন। এটা দেখে আবুস সানাবিল বিন বালাবাক্কা (রাযিঃ) তাঁকে বলেন, "তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর কসম চারমাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পার না।" এ কথা শুনে সুবাই'আহ্ (রাযিঃ) নীরব হয়ে যান এবং সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, "সন্তান প্রসবের পর থেকেই তুমি ইদ্দত হতে বেরিয়ে গেছ। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পার।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কোন গর্ভবতী স্ত্রীর-স্বামী মারা গেলে ঐ গর্ভবতীর ইদ্দত হবে তার সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। অতঃপর সে যথা ইচ্ছা বিয়ে বসতে পারে।

উম্মু সালমাহ্ থেকে আরও বর্ণিত আছে ঃ পূর্বে কোন স্ত্রী লোকের স্বামী মারা গেলে তাকে কুঁড়ে ঘরে রেখে দেয়া হত। সে জঘন্যতম সব কাপড় পড়ত এবং সুগন্ধিজাত দ্রব্য থেকে দূরে থাকতো। সারা বছর ধরে এ ধরনের নিকৃষ্ট অবস্থায় কাটাতো। এক বছর পর বের হতো এবং উটের বিষ্ঠা নিয়ে নিক্ষেপ করতো। অতঃপর কোন প্রাণী যেমন গাধা-ছাগল ইত্যাদির শরীরকে ঘষতো কোন কোন সময় সে মরেই যেতো। আর

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এভাবেই তার শোক পালন পর্ব শেষ হতো। হাদীসে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে তুলনায় এ পরিমাণ সময় কিছুই নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لاتحد إمرأة على ميت فوق ثلث الا على زوج اربعة اشهر وعشراولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل.

"কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃতের জন্য তিনদিনের অধিক শোক পালন না করে, স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন ব্যতীত তাতে সে যেন রং করা সুতার কাপড় ব্যতীত কোন রঙ্গিন কাপড় না পড়ে এবং সুর্মা না লাগায়।" (মিশকাত- ২য় খণ্ড, ইদ্দাত অধ্যায়)

ইদ্দতের মধ্যে নারীদের নিকট থেকে গোপন বিবাহের অঙ্গীকার গ্রহণ করা নিষেধ। এ কথা তাদের বলা নিষেধ আমি তোমরা প্রতি আসক্ত। সুতরাং তুমি অঙ্গীকার করো যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকেও স্বামীরূপে গ্রহণ করবে না। ইদ্দতের মধ্যে গোপনে বিয়ে করে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তা প্রকাশ করাও বৈধ নয়।

যে পর্যন্ত ইদ্দতকাল শেষ না হবে সে পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। 'আলিমগণের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ শুদ্ধ নয়। যদি কেউ ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করে নেয় এবং সহবাসও হয়ে যায় তথাপি তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾

"আর তালাক্বপ্রাপ্তাদের জন্যে বিহিতভাবে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা আল্লাহ্ ভীরুগণের কর্তব্য।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্- ২৪১)

এখানে তালাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বলা হয়েছে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ পূর্বে তো এ নির্দেশই ছিল- এক বছর ধরে ঐ বিধবা স্ত্রীদেরকে তাদের মৃত স্বামীদের সম্পদ হতে ভাত-কাপড় দিতে হবে এবং তাদেরকে ঐ বাড়ীতেই রাখতে হবে। এরপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত এটাকে রহিত করে এবং স্বামীর সন্তান থাকলে এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করা হয়। আর স্ত্রীর ইদ্দতকাল নির্ধারণ করা হয় চারমাস ও দশদিন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এক বছরের মধ্যে চারমাস দশদিন তো হচ্ছে মূল ইদ্দতকাল এবং এটা অতিবাহিত করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট সাতমাস ও বিশদিন স্ত্রী তার মৃত স্বামীর বাড়ীতে থাকতেও পারে আবার চলেও যেতে পারে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্ত্রীরা যদি পুরো এক বছর তাদের মৃত স্বামীদের বাড়ীতেই থাকে তবে তাদেরকে বের করে দেয়া যাবে না। আর যদি তারা ইদ্দতকাল কাটিয়ে স্বেচ্ছায় চলে যায় তবে তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ)-ও এ উক্তিকে পছন্দ করেন। আরও বহু লোক এটাকেই গ্রহণ করে থাকেন।

স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর গৃহে ইদ্দতকাল কাটাতে হবে। কেননা এ সংক্রান্ত একটি হাদীস রয়েছে ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর ভগ্নী ফারীআ বিনতু মালিক (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন ঃ আমাদের ক্রীতদাসেরা পালিয়ে গিয়েছিল। আমার স্বামী তাদের খোঁজে বেরিয়ে ছিলেন। 'কুদুম' নামক স্থানে তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তারা হত্যা করে ফেলে। তাঁর কোন ঘর-বাড়ী নেই যেখানে আমি তার ইদ্দতকাল কাটাই আমার কোন পানাহারের জিনিসও নেই। সুতরাং আপনার অনুমতি হলে আমি আমার বাপের বাড়ীতে চলে গিয়ে সেখানে আমার ইদ্দতকাল অতিবাহিত করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ অনুমতি দেয়া হলো। আমি ফিরে যেতে প্রস্তুতি নিয়েছি এবং তখনও কক্ষেই রয়েছি এমন সময় তিনি আমাকে ডেকে পাঠান বা নিজেই ডাক দেন এবং বলেন ঃ তুমি যেন কি বলেছিলে? আমি পুনরায় ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ তোমার ইদ্দতকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বাড়ীতেই থাক। কাজেই আমি সেখানেই আমার ইদ্দতকাল চারমাস দশদিন অতিবাহিত করি।

'উসমান (রাযিঃ) তাঁর খিলাফাতকালে আমাকে ডেকে পাঠান এবং মাসাআলাটি জিজ্ঞেস করেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করেন এবং এ ফায়সালা প্রদান করেন। ইমাম আত্-তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

যে সাবালিকা নারীদের সাথে তাদের স্বামীদের মিলন ঘটেছে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তালাক্বপ্রাপ্তির পর তিন ঋতু পর্যন্ত তাদের ইদ্দত পালন করে। অতঃপর ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। তবে চার ইমাম এটা থেকে দাসীদের আলাদা করেছেন। তাঁদের মতে দাসীদেরকে দু' ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা, এসব ব্যাপারে দাসীরা স্বাধীন নারীদের অর্ধেকের উপরে রয়েছে। কিন্তু ঋতুর মেয়াদের অর্ধেক ঠিক হয় না বলে তাদেরকে দু' ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। এক হাদীসে রয়েছে যে, দাসীদের তালাক্বও দু'টি এবং ইদ্দতও তাদের দু' ঋতু। **(তাফসীর ইবনু কাসীর)**

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিধবার শোক পালন করা ওয়াজিব

ইদ্দতকালে মৃত স্বামীর জন্যে শোক পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। সহীহুল বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ “যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে তার পক্ষে কোন মৃতের উপর তিনদিনের বেশী বিলাপ করা জায়িয নয়; হ্যাঁ তবে স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করবে।”

উম্মু সালমাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি স্ত্রী লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চক্ষু এখন দুঃখ প্রকাশ করেছে। আমি তার.চোখে সুরমা লাগিয়ে দেব কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ‘না’। দু’-তিনবার তিনি একই উত্তর প্রদান করেন। অবশেষে তিনি বলেন ঃ “এটাতো মাত্র চারমাস দশদিন (এর ব্যাপার)। জাহিলী যুগে তোমরা তো বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করতে।”

তাতে সে যেন কোন রঙ্গীন কাপড় না পড়ে; রং করা সুতার কাপড় ছাড়া। আর যেন সুর্মা না লাগায়।

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, স্বামী মারা গেলে বিধবা নারীদের জন্য উত্তম কাপড় পরা, সৌন্দর্য জাতীয় কোন কিছু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আর শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব। অতঃপর এ শোক প্রকাশের ইদ্দতকাল পালনের পর যদি নারীরা সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত হয় বা বিয়ে করে তবে অভিভাবকদের কোন পাপ নেই। আর এগুলো তখন তাদের জন্য বৈধ হবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্ত্রীর প্রতি অপবাদ

যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত সন্তান নয়। অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে বলে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত করা হোক। তখন স্বামীকে তার নিজস্ব দাবীর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। অতঃপর সে যদি যথাবিহীত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে (لعان) লি'আন করানো হবে।

এ লি'আনের পদ্ধতি হচ্ছে এই ঃ প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনের উল্লেখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে তার উত্থাপিত অভিযোগের ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম অস্বীকার করে তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লি'আন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। কিন্তু পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালে শাস্তি ভোগ করবে।

এদিকে দুনিয়াতে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লি'আন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক্ব দিয়ে মুক্ত করে দেয়া। সে তালাক্ব না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাক্বেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না।

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত অবতরণের অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিঃ) 'ইশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষনে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শারী'আতের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিঃ)-কে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান হবে। কিন্তু হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিঃ) জোর দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

বুখারীর রিওয়ায়াতে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিঃ)-কে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিঃ)-কে জোর দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

বুখারীর রিওয়ায়াতে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলালের ব্যাপার শুনে কুরআনের বিধান মুতাবিক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে আরয করলেন ঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্য এমন কোন আয়াত নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এ কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরাঈল ('আঃ) লি'আনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; অর্থাৎ- ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾

আবূ ইয়ালা এ রিওয়ায়াতটি আনাস (রাযিঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লি'আনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ (রাযিঃ)-কে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল (রাযিঃ) আরয করলেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এ আশাই পোষণ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বলল ঃ আমার স্বামী হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর 'আযাবের ভয়ে তাওবাহ্ করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হিলাল (রাযিঃ) আরয করলেন ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লি'আন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলাল (রাযিঃ)-কে বলা হলো যে, তুমি কুরআনের বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ- আমি আল্লাহকে হাজির ও নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনী ভাষা এরূপ ঃ "যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।" এ সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলালকে বললেন ঃ "দেখো হিলাল আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হালকা। আল্লাহর 'আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এ পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফায়সালা হবে।" কিন্তু হিলাল (রাযিঃ) আরয করলেন ঃ "আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ সাক্ষ্যের শব্দগুলোও 'উচ্চারণ করিয়ে দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ একটু থামো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর 'আযাব মানুষের 'আযাব অর্থাৎ- ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনকে কঠোর। এ কথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল ঃ আল্লাহর কসম আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যতে এ কথা বলে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গজব হবে। এভাবে লি'আনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ, তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফায়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে- পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। (মাযহারী)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অভিভাবকের মাধ্যমে মেয়ে মানুষের বিবাহ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা আন্-নূরের ৩২ নং আয়াতে বলেন :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। (সূরা আন্-নূর ৩২ নং আয়াত)

এভাবে ايامى। শব্দটি أَيِّمٌ শব্দের বহুবচন أَيِّمٌ। অর্থ এমন নর ও নারী; যে বিবাহে আবদ্ধ নয়। সত্যিকারার্থে বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাক্বের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্যে তাদের অভিভাবকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কোন নারী বা পুরুষের প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেবার পরিবর্তে অভিভাবকের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মাসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা রয়েছে। বিশেষতঃ মেয়েরা তাদের বিবাহ নিজেরাই সম্পাদন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ; তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধা দেয়া হয়েছে।

এ বিধানটি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ সুন্নাত এবং শারী'আতে এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত থেকে অধিকতরভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়।

অধিকাংশ ওলামার দলীলভিত্তিক স্থির সিদ্ধান্ত হল, কোন মহিলা তাদের নিজের অথবা অন্য কারো বিবাহ দিতে পারবে না এবং মহিলার

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কথা দ্বারা আক্দ্ বা বিবাহ বন্ধন কার্য অনুষ্ঠিতও হবে না। কেননা, আক্দ্ সহীহ্ (শুদ্ধ) হওয়ার ব্যাপারে 'ওলীর' প্রয়োজন। কনের অনুমতি নিয়ে ওলী বিবাহ সম্পন্ন করে দিবেন।

নিম্নে তাদের দলীলসমূহ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন কর।

(সূরা আন্-নূর, আয়াত- ৩২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَلَاتُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ـ

অর্থাৎ, তোমরা মুশরিকদের সাথে তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দিও না যাবৎ না তারা ঈমান আনে। (সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত- ২২১)

উক্ত আয়াত দু'টির মধ্যে আল্লাহ أَنْكِحُوْا ও وَلَا تَنْكِحُوْا ব্যবহার করেছেন। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দ দু'টি পুংলিঙ্গ উদ্দেশ্যবোধক।

উক্ত দু'টি আয়াতের মধ্যে বিবাহ দেয়া না দেয়ার ব্যাপারটি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যা বুঝা যায় যথাক্রমে أَنْكِحُوْا এবং لَا تَنْكِحُوْا পুংলিঙ্গ অর্থজ্ঞাপক দু'টি শব্দ ব্যবহার দ্বারা।

অনুরূপভাবে অন্য এক আয়াতে বলেন :

فَلَا تَعْضُلُوْا هُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ـ

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা তাদেরকে (মহিলাদের) বাধা দিও না তাদের পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে।

(সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত- ২৩২)

ইমাম বুখারী (রহঃ) হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মাকাল ইবনু ইয়াসার সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত আয়াতটি তার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তিনি তার বোনকে কোন এক লোকের সাথে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিবাহ দেন কিন্তু লোকটি কোন কারণে তার বোনকে তালাক দিয়ে দেন পরে অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন : 'আমি তো তোমার নিকট আমার বোনকে বিবাহ দিয়েছিলাম, তাকে তোমার শয্যাসঙ্গিনী বানিয়েছিলাম, তোমাকে সম্মান দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এসবের মূল্য রাখনি। আল্লাহর কসম! আমার বোন আর তোমার নিকট ফিরে যাবে না (অর্থাৎ, আর বিবাহ দিব না)।" লোকটি কিন্তু অসৎ লোক ছিল না, তার বোন চাচ্ছিল ফিরে যেতে (পুনরায় বিবাহ বসতে) তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। **(সহীহ্ আল-বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা: ৪৫২৯; আবূ দাউদ হা: ২০৮৭; তিরমিযী হা: ২৯৮১; তাফসীর ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড ৬১৬ পৃষ্ঠা)**

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন : অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কিত দলীলসমূহের অন্যতম দলীল এটি। অনুরূপভাবে হাদীসটি বিবাহে ওলীর আবশ্যকতার ব্যাপারে উজ্জ্বল স্পষ্টতম প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য। কারণ, ওলী ছাড়া মহিলা যদি নিজেই নিজের বিবাহ দিতে পারতো তবে ঐ মহিলার তার ভাইয়ের কি প্রয়োজন ছিল? যে ব্যাপারে কারও নিজেরই ক্ষমতা আছে অন্যে কিভাবে তাকে বাধা দিবে?

অনেকে সূরা আল-বাক্বারাহ্-এর ২৩০ নং আয়াত তথা :

حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

(যাবৎ মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ না করে) স্বামী গ্রহণ বা বিবাহ করা কথাটিকে মহিলার দিকে সম্বন্ধ করা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে বলেন : এ তো মহিলাকে একাকী বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে অথচ তারা খেয়াল করে দেখেন না যে, পরবর্তীতে এক আয়াত পরেই ঐরূপ শব্দ (يَنْكِحْنَ) ব্যবহৃত হওয়ার পরও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (হে মু'মিনগণ!) তোমরা তাদের বারণ করো না বিবাহ করতে। এর কারণ কী? অনুমতি নয় কী? তাহলে কোথায় মহিলাকে অবাধ অনুমতি দেয়া হল? সুতরাং প্রমাণ স্পষ্ট হওয়ার পরও نِكَاحْ শব্দের নিসবাত (সম্বন্ধ) প্রকৃত ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

হাদীস থেকে প্রমাণ :

আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ–

ওলী ব্যতিরেকে কোন বিবাহ শুদ্ধ নয়। **(সহীহ্ আবূ দাউদ হা: ২০৮৫; আহমাদ, তিরমিযী হা: ১১০১; ইবনু মাজাহ্ হা: ১৮৮১)**

উল্লেখ্য যে, لَا نِكَاحَ-এর শাব্দিক অর্থ হল, 'বিবাহই নেই', এর সবচেয়ে নিকটবর্তী রূপক অর্থ 'কোন বিবাহই সহীহ্ হয় না', নেয়াই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন কুটিল অর্থ গ্রহণ করার কোন অবকাশই নেই।

এ হাদীসের অর্থকে স্পষ্ট করে তুলে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মহিলা (এখানে কাউকে বাদ দেয়া হয়নি, কুমারী ও বিধবা সবাই এ ব্যাপক কথার মাঝে শামিল) ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। যদি এরূপ বিবাহের পর সহবাস হয়ে থাকে তবে মহিলাকে তার অঙ্গ ব্যবহারের কারণে মুহর দিতে হবে (এরপর বাতিল হয়ে যাবে) হ্যাঁ, কোন মহিলার ওলী না থাকার ফলে তার ওলী ও গ্রহণে ঝগড়া সৃষ্টি হলে দেশের শাসক হবে তার ওলী। **(সহীহ্ আহমাদ; ইবনু মাজাহ্; আবূ দাউদ হা: ২০৮৩; তিরমিযী হা: ১১০২)**

হাকিম বলেন, ওলীর আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে সহীহ্ সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে নাবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের নিকট থেকে। যেমন 'আয়িশাহ্, উম্মু সালামাহ্, যাইনাব (রাযিঃ) থেকে। তারপর একজন সাহাবী থেকে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত পাওয়া যায় না। ইমাম তিরমিযী বলেন, ওলী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ নয়। এ অধ্যায়ের হাদীসগুলোর উপর নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে বিজ্ঞ আলিমদের যেমন– 'উমার (রাযিঃ), 'আলী (রাযিঃ), 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ), আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ), ইবনু 'উমার (রাযিঃ), ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) ও 'আয়িশাহ্ (রা)-এর নিকট 'আমল করা শুদ্ধ।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ফকীহ্ তাবি'ঈগণের মতে যারা এ মতের সমর্থনে তাদের মধ্যে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান বাস্‌রী, শুরাইহ্, ইব্‌রাহীম নাখয়ী, 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয (রহঃ) ও আরও অনেকে রয়েছে এবং এ ফাতাওয়াই দিয়ে থাকেন সুফ্‌ইয়ান সাওরী, আওযা'ঈ, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক, শাফি'ঈ, ইসহাক (রহঃ), ইবনু হাযাম, ইবনু আবী লাইলা, তাবারী ও আরও অনেকে।

শুধু আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ মনে করেন, বালেগা জ্ঞান সম্পন্না মহিলার স্বয়ং তার অধিকার আছে। মহিলা চাই কুমারী হোক চাই বিধবা হোক। দলীল শুধু কতিপয় যুক্তি কিয়াস। তার মধ্যে একটি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো– حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ-এর মধ্যে تنكح শব্দের ব্যবহার এবং فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ-এর মধ্যে ينكحن-এর ব্যবহার তাঁদের মতে এ দু'টির নিসবাত হাকীকী।

এর উত্তরে আমরা বলে এসেছি যে, এর নিসবাত হাকীকী নয় বরং মাজাযী। যার প্রমাণ তাঁদের উল্লেখিত দ্বিতীয় আয়াতের– فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ থেকে বুঝা যায়।

আর একটি হাদীসের অপব্যাখ্যা হলো :

اَلْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ـ

বিধবা নারী/জ্ঞান সম্পন্না বালিগা কুমারী তার নাফ্‌সের ব্যাপারে তার ওলীর চেয়ে বেশি হকদার। এ হাদীসটির ব্যাখ্যা হলো, জ্ঞান সম্পন্না বালিগা কুমারী/বিধবা তার বিবাহে রাজি হওয়ার ব্যাপারে তার ওলীর চেয়ে বেশি হকদার। আর এ ব্যাখ্যা করলে অন্য সকল হাদীসের ন্যায় এর সামঞ্জস্য হয়ে যায়। অথচ তারা এরূপ ব্যাখ্যা না করে অন্য সকল হাদীস বিরোধী ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেন, বিধবা/জ্ঞান সম্পন্না বালিগা কুমারী তার নিজের বিবাহ নিজে দেয়ার ব্যাপারে বেশি হকদার।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্বামীর আনুগত্য করা

হাদীস শরীফে এসেছে :

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى وَافِدَةُ النِّسَاءِ اِلَيْكَ هٰذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَاِنْ اُصِيْبُوْا اُجِرُوْا، وَاِنْ قُتِلُوْا كَانُوْا اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ـ وَنَحْنُ مَعْشَرُ النِّسَاءِ نَقُوْمُ عَلَيْهِمْ، فَمَا لَنَا مِنْ ذَالِكَ؟ قَالَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَبْلِغِىْ مَنْ لَقِيْتِ مِنَ النِّسَاءِ اَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهٖ يَعْدِلُ ذَالِكَ وَقَلِيْلٌ مِّنْكُنَّ مَنْ يَّفْعَلُهٗ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ هٰكَذَا مُخْتَصَرًا وَالطَّبْرَانِىْ فِىْ حَدِيْثٍ قَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ ثُمَّ جَاءَتْهُ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ :

اِنِّى رَسُوْلُ النِّسَاءِ اِلَيْكَ، وَمَا مِنْهُنَّ اِمْرَاَةٌ عَلِمَتْ اَوْلَمْ تَعْلَمْ اِلاَّ وَهِىَ تَهْوَى مَخْرَجِىْ اِلَيْكَ، اللّٰهُ رَبُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كَتَبَ اللّٰهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَاِنْ اَصَابُوْا اُجِرُوْا وَاِنْ اُسْتُشْهِدُوْا كَانُوْا اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ـ فَمَا يَعْدِلُ ذَالِكَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ؟ قَالَ : طَاعَةُ اَزْوَاجِهِنَّ وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوْقِهِمْ، وَقَلِيْلٌ مِّنْكُنَّ مَنْ يَّفْعَلُهٗ ـ (ترغيب و ترهيب)

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত। এক স্ত্রীলোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মেয়েরা তাদের প্রতিনিধি করে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। (আমার বলবার বিষয় হচ্ছে,)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

জিহাদ মাত্র পুরুষদের উপর ফরয করা হয়েছে। যদি তারা জিহাদে আহত হয় তবে এজন্য তারা পুরস্কার পাবে। যদি শহীদ হয় তবে আল্লাহর সান্নিধ্যে তারা জীবিত অবস্থায় থাকবে এবং তাঁর নি'আমাতসমূহ ভোগ করতে থাকবে। কিন্তু আমরা মেয়েরা তাদের পিছনে তাদের ঘর ও সন্তানের দেখাশোনা করি, এর জন্য আমাদের কী পুরস্কার দেয়া হবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যেসব মেয়েদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ ঘটে তাদের এ কথা জানিয়ে দিও যে, স্বামীর আনুগত্য করা ও স্বামীর হক আদায় করা জিহাদের সমান মর্যাদা রাখে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কম সংখ্যক মেয়েলোকই তা করে।

তাবারানীও এ একই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যার মর্মার্থ হলো, প্রতিনিধি স্ত্রী লোকটি এসে নাবী ﷺ-কে বললেন : মেয়েরা আমাকে তাদের পক্ষ থেকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আর প্রতিটি স্ত্রীলোকের আপনার কাছে আমার এ আসার ব্যাপারটি জানা থাক বা না থাক আমার এ আগমনকে তারা পছন্দ করে। (দেখুন) আল্লাহ তা'আলা মেয়েদের ও পুরুষদের উভয়েরই প্রভু ও মা'বূদ (এবং আপনি নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতিই পয়গম্বররূপে প্রেরিত হয়েছেন)। পুরুষদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে (মেয়েদের প্রতি নয়)। তারা শত্রুদের হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তার জন্য তারা পুরস্কার পায় (আর গনীমতও লাভ করে)। আর যদি শহীদ হয় তবে আল্লাহর সান্নিধ্যে তারা উচ্চ জীবন লাভ করে এবং নি'আমাতসমূহ ভোগ করতে থাকে। তবে আমরা কী ধরনের কাজ করবো, যাতে পুরুষদের জিহাদের সমতুল্য হয়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দলেন : স্ত্রীলোকদের পক্ষে স্বামীর আনুগত্য করা ও স্বামীর হাক্ব আদায় করা পুরুষদের জিহাদের সমান। কিন্তু তোমাদের কম মহিলাই এরূপ করে। আল্লাহর প্রিয় রাসূল ﷺ বলেন :

ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَوٰةٌ وَلاَ تَصْعَدُلَهُمْ حَسَنَةٌ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَالْمَرْاَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ *

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, তিনি প্রকার ব্যক্তির নামায কবূল হয় না এবং তাদের নেক আমল উপরে উঠানো হয় না– (১) পলাতক গোলাম যতক্ষণ পর্যন্ত মনিবের কাছে ফিরে না আসে এবং তার হাতে ধরা না দেয়। (২) ঐ মহিলা যার প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট। (৩) নেশাগ্রস্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত নেশা থেকে মুক্ত না হয়। **(বাইহাকী; মিশকাত হা: ৩২৭১)**

কত বড় চিন্তার বিষয় যে, স্ত্রী তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট করল তার প্রতি আল্লাহও নারাজ হয়ে যান। ফলে তার নামায ও অন্যান্য নেক আমল কবূল হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রা) বলেন :

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِىْ نَفَرٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَلَهُ فَقَالَ اَصْحَابُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ اَمَرَهَا اَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ اَسْوَدَ اِلٰى جَبَلٍ اَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تَنْقُلَهُ ـ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে নিয়ে কোন এক মজলিসে ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশু ও বৃক্ষ আপনাকে সিজদা করে তাহলে আমরা তো আপনাকে সিজদা করার অধিক হকদার। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের প্রভুর 'ইবাদাত কর আর তোমাদের ভাইয়ের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) সম্মান কর। আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে আপনার স্বামীকে সিজদা করার আদেশ দিতাম। (স্ত্রীর উপর স্বামীর এত অধিকার রয়েছে যে,) স্বামী যদি স্ত্রীকে কালো পাহাড় থেকে পাথর স্থানান্তর করে সাদা পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় তবে তাও স্ত্রীর জন্য পালন করা উচিত হবে।

অর্থাৎ, এ কাজ যদিও নিষ্প্রয়োজন ও নিস্ফল তথাপি স্বামীর আদেশ পালনার্থে তার জন্য সে কাজ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এখন বুঝে নিন স্বামীর আদেশ পালন করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মেয়ে মানুষের অসদাচরণ

স্ত্রীর প্রথম গুণ হওয়া আবশ্যক সচ্চরিত্র এবং দ্বীনদারী। আর এটাই হচ্ছে স্ত্রীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গুণ। স্ত্রী যদি সতী-সাধ্বী ও দ্বীনদার না হয় তবে অবৈধ সম্পর্ক গড়ায় লিপ্ত হবে। স্বামীর সম্পদ আত্মসাৎ করবে। স্বামী যদি এতে নীরব থাকে তাহলে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে তাকে কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। আর যদি কিছু বলতে যায় তবে দাম্পত্য জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তালাক দিতে গেলে ক্ষতির শেষ নেই। অতএব বিবাহ করার আগেই দ্বীনদারী ও সাধ্বীত্বের গুণের প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করা উচিত। নচেৎ এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

দুশ্চরিত্রা ও বদকার মহিলা যতই সুন্দরী ও পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় হোক না কেন; সে স্বামীর ও সংসারের জন্য বিরাট বিপদের কারণ। এমন স্ত্রীকে তালাক দেয়াই শ্রেয়। তবে হ্যাঁ, তার ভালোবাসা যদি অন্তরে গেঁথে যায় তাহলে তালাক না দেয়াই ভাল।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে তাঁর স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ অভিযোগ শুনে বললেন, তাহলে তাকে তালাক্ব দিয়ে দাও। তখন সে বলল, হুযুর! তার সাথে তো আমার গভীর ভালোবাসা হয়ে গেছে; এখন কিভাবে তালাক্ব দিব? এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমনি হলে আর তালাক্ব দিতে যেয়ো না। কেননা তালাক্বের পর আবার তার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে।

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সৌন্দর্য অথবা সম্পদের দিকে লক্ষ্য করে বিবাহ করে সে উভয়টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর যে দ্বীনদারীর দিকে লক্ষ্য রেখে বিবাহ করে সে উভয়টি পেয়ে যায়।

স্বার্থবাদী স্ত্রী তারাই যারা সুবিধাভোগী, অলস অথচ খাওয়া-পরায় সুখ সুবিধা ভোগে নিজের ভাগ অন্যান্য হতে কিভাবে বেশি পাওয়া যায় সে চিন্তাই মগ্ন থাকে। সরলতা সততা পরিহার করে মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

কোন্ প্রকারের দামি কাপড় পরে আরাম পাওয়া যায় এবং থাকা-খাওয়ার বেলায় কিভাবে অগ্রাধিকার লাভ করা যায় তা যারা ষোল

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আনাই বুঝে। বিশেষ করে ভাল খাবারের প্রতি যাদের বড় নেশা। তাছাড়া স্বামীর ভাই-বোনদের উপর নিজের মাতব্বরী দেখানো, শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে বিনয়ী না হয়ে নিজের আভিজাত্যের ভাব প্রদর্শন করা। বাড়ীর পরিবেশের উপর কটাক্ষমূলক ভাষা প্রয়োগ করা, কর্মে ফাঁকি দেয়া, ভোগের বেলায় সকলের আগে, কথায় কথায় নিজের মর্যাদা দেখিয়ে শ্বশুরবাড়ীর সদস্যদের খাটো করা যাদের অভ্যাস। ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল থাকার মধ্যে ফাটল ধরিয়ে নিজের সুখ ভোগের ভাগ নিজের দিকে টেনে রাখার পরিণতি কি হবে তা যারা একটুও চিন্তা করে না। যারা স্বামীর পৈত্রিক স্বচ্ছলতাকে মনে করে নিজেরই কৃতিত্ব। ভুলে যায় ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের দায়-দায়িত্বের কথা। কিভাবে নিজের ভুলের সংশোধন হবে সে কথার চিন্তা মোটেও সে করে না। এ সকল স্ত্রীলোকেরা জীবনে যতই সুখ-ভোগের চেষ্টা করুক, পরিণতিতে দেখা যায় তারা সুখ-ভোগ কামনার ফলাফলে লাভ করে জ্বালা-যন্ত্রণা। ন্যায়ের পরিপন্থী চলা যেমন পাপ, তেমনি আসে তাদেরই শেষ জীবনে দুঃখ ও অনুতাপ। ধ্বনিত হয় তাদেরই মুখে তাদের ব্যর্থতার করুণ কাহিনী।

কোন স্ত্রী এমন আছে যে, তার আত্মম্ভরিতার ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তার স্বামী অপেক্ষা সে নিজেকে বড় মনে করে। তাকে সম্মান দিলে মনে করে যে, তা তার স্বামীর নিকট প্রাপ্য। স্বামীর ভালবাসার কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। লজ্জা-শরমের আভাস তার চেহারায় প্রকাশ পায় না। অযৌক্তিক বা অপ্রিয় কথা বলতে মোটেই লজ্জাবোধ করে না। কথায় কথায় রাগ দেখায়। স্বামী আর সংসারের দিকে তার কোন লক্ষ্যই থাকে না। তার কারণে স্বামী সব সময় মনমরা হয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততির কারণে স্বামী তাকে দূরে নিক্ষেপ করতেও পারে না। স্বামী বাড়িতে এসে পায় না শান্তি, খেতে বসে পায় না তৃপ্তি, মুখে থাকে না স্নিগ্ধ হাসি, তার দিন যায় দুঃখে, রাত কাটে অশান্তিতে। প্রায় সব কথা ও কাজে স্বামীর বিরোধিতা। স্বামী কোন কিছু আগ্রহ করলে সে আগ্রহ করবে না। স্বামীর আত্মীয়-স্বজন ভাই-বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতির ব্যাপারে সে চলে বিপরীত পথে। আবার স্বামী যাদের সাথে মেলামেশা, উঠা-বসা অপছন্দ করে সেখানে সে ঐসব আচরণই পছন্দ করে। স্বামীর ব্যবহারের প্রতি উপহাস করে। তার গৃহে যা আছে তার

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

চাইতে অপেক্ষাকৃত উঁচু পরিবারের অবস্থা দেখে স্বামীকে তাচ্ছিল্য করে, সন্তান-সন্ততির নিকট স্বামীকে নীচু করে দেখায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা মায়ের দেখাদেখি পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারায়।

মাঝে মধ্যে স্ত্রীর কারণে যে তৃপ্তি আসে তা ক্ষণস্থায়ী হয়। কিন্তু তার তুলনায় হয়রানি অনেক বেশি। ঐ সমস্ত স্ত্রীরা নিজেদের দোস অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করে। কথায় কথায় মিথ্যা কসম খায়। নিজের মনে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপরে না সূচকভাব দেখায়। পূর্বযুগে রাজা-বাদশা, নবাবদের স্ত্রীদের মত স্বামী গৃহে এসে 'আদুরে' থাকার উদ্দেশে অভিনয় দেখায়। ভদ্রতা ও আভিজাত্যের বহর দেখিয়ে কথায়-কথায় নিজের মূল্য যাহির করে। নিজের সংসারের কাজ অপরের উপর ন্যস্ত করে আরাম করার তালে থাকে। বাধ্য হয়ে স্বামী দাসীর ব্যবস্থা করে। আর এভাবেই স্বামীর খরচ বেড়ে যায়। স্বামীর আয়ের সাথে বৌ-এর ব্যয়ের গরমিল হওয়ায় কথায় কথায় বিরোধ বাধে।

আদুরে মায়ের সন্তান স্বামীর গৃহে এসে রোগ-যন্ত্রণা লেগেই থাকে। বয়স্কা শাশুড়ী অপেক্ষা যুবতী বৌ-ই যেন বেশি অসুস্থ। এভাবে স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবী পুত্রের বৌ গোটা পরিবারের অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে থাকে। এসব মেয়েরা মুসলিম সমাজে মুসলিম রমণী নয়; যেন হিন্দু সমাজের মাটির দ্বারা হাতের তৈরি দেবীমূর্তি। তাদের ঘাড়ে করে বইতে হয়, পূজো দিতে হয়, নচেৎ দেবীর কোপদৃষ্টিতে গোটা পরিবারই কষ্টে পড়ে।

এ ধরনের স্ত্রীলোকদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, জিদ ও হঠকারিতা। এ দোষ থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। দেখা যায়, কোন সামান্য ব্যাপারও তাদের ইচ্ছা ও মন মেজাজের বিপরীত ঘটলেই তারা আগুনের মত জ্বলে উঠে। তখন তারা কোন বিপর্যয় ঘটাতে ত্রুটি করে না। এসবে স্বামীর মন তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠে।

স্বামী যখন চাকুরী, ব্যবসা অথবা হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরে তখন স্ত্রী-স্বামীর নিকট গোমরা মুখে থাকে। প্রাণ খুলে কথা বলে না। স্বামীকে উদার মনে অভ্যর্থনা জানায় না। এভাবে তারা নিজেরই নিজেদের ঘর, পরিবার এবং নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে তিক্ত ও অশান্ত করে তোলে। বিষাক্ত করে তোলে গোটা পরিবেশকে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মেয়ে মানুষের বক্রতা

নারীদের বক্রতা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা স্ত্রীদের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করার জন্য আমার এ নসীহত কবূল কর। কেননা, নারীরা জন্মগতভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। যদি তাকে সোজা করতে যাও জোর জবরদস্তি করে তবে তাকে তুমি চূর্ণ করে দেবে। আর যদি তাকে অমনি (তার নিজের উপর) ছেড়ে দাও তবে সে বাঁকা হয়েই থেকে যাবে। অতএব বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার ব্যাপারে আমার এ উপদেশ অবশ্যই গ্রহণ করবে।

(বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী হা: ৫১৮৬)

উপরোক্ত হাদীস থেকে নারীদেরকে সৃষ্টিগতভাবে বাঁকা স্বভাবের করে তৈরী করা হয়েছে এ সম্পর্কে জানা যায়। এ হাদীসের অর্থ মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় নিম্নরূপ :

আমি নারীদের ব্যাপারে সদ্ব্যবহার করার জন্য তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। তাদের সম্পর্কে দেয়া আমার এ নসীহত তোমরা অবশ্যই গ্রহণ করবে। কেননা তাদের গঠনই করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে।

নারীদেরকে 'পাঁজরের হাড়' থেকে সৃষ্টি করার অর্থ কী? এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস বদরুদ্দীন আইনী বলেন : 'পাঁজর থেকে সৃষ্টি' কথাটি বক্রতা বুঝানোর জন্য রূপকভাবে বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে এই যে, মেয়েদের এমন এক ধরনের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে বক্রতা অর্থাৎ বাঁকা হওয়া। কেননা, মেয়েদেরকে এক বাঁকা মূল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই তাদের মাধ্যমে কোনরূপ উপকারিতা লাভ করা কেবল তখনই সম্ভব যখন তাদের মেজাজ মর্জির প্রতি পূর্ণভাবে সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য রেখে কাজ করা হয় এবং তাদের বাঁকা স্বভাবের দরুন কখনও ধৈর্য হারানো না হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায় :

اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا
اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ -

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

নারীরা পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। তাকে সোজা করতে চাইলে তাকে চূর্ণ করে (ভেঙ্গে) ফেলবে, আর তার দ্বারা উপকৃত হতে চাইলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই উপকার অর্জন করবে। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী হা: ৫১৮৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীস থেকেও এটা প্রমাণিত হল যে, নারীদের স্বভাবে বক্রতা স্বভাবগত ও জন্মগত। এ বক্রতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা কখনও সম্ভব হবে না। তবে তাদের আসল প্রকৃতিকে বজায় রেখেই এবং তাদের স্বভাবকে স্বাভাবিকভাবে থাকতে দিয়েই তাদের নিয়ে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের সহযোগিতায়ই সম্ভব কল্যাণময় সমাজ গড়া। আর তা হবে, তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে এবং তদের সাথে নরম-কোমল, দরদমাখা ও সদিচ্ছাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা অর্থাৎ তাদের মন রক্ষার্থে অতি ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন : নারীদেরকে পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করার পেছনে উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো যে–

إِنَّهَا مُعَوَّجَةُ الْأَخْلَاقِ لَا تَسْتَقِيْمُ أَبَدًا ـ

অর্থাৎ, নারীরা স্বভাবতই বাঁকা, তাদের সোজা ও ঋজু করা সম্ভবপর নয়।

যদি কেউ তাকে সোজা করতে চেষ্টা করে তবে সে তাকে ভঙ্গে বা চূর্ণ করে ফেলবে, নষ্ট করে ফেলবে। আর যে তাকে তার নিজের মতো করে থাকতে দেবে সে তার দ্বারা অশেষ কল্যাণ হাসিল করতে পারবে। ঠিক যেমন পাঁজরের হাড়ের মতো। আর এ হাড়কে বানানোই হয়েছে বাঁকা করে। তাকে সোজা করতে যাওয়া তা ভেঙ্গে ফেলারই নামান্তর। আর তাকে যদি বাঁকাই থাকতে দেয়া হয়, তবে তা দেহকে সঠিক কাজে সাহায্য করতে পারে।

নারীদের সাথে সবসময় ভাল ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। তাদের স্বভাব-চরিত্রে যদি বক্রতা থেকে থাকে তবে এ ব্যাপারে অসীম ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। আর এও সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, নারীরা

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

এমন এক স্বভাবের সৃষ্টি যাকে আদব-কায়দা শিখিয়ে অন্য রকম কিছু বানানো যাবে না। স্বভাব বিরোধী উপদেশ-নসীহতও সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য থাকে। কাজেই ধৈর্যধারণ না করে তার সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাকে ভর্ৎসনা করা এবং তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা এগুলো সম্পূর্ণ বর্জন করা ছাড়া পুরুষের জন্য আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে নাবী ﷺ-এর এ উক্তিতে তাদের অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হবার কোন কারণ নেই। এ কথা বলে তাদেরকে না কোন অপমান করা হয়েছে আর না তাদের প্রতি কোন খারাপ কটাক্ষ করা হয়েছে। এ ধরনের কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী সমাজের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পুরুষ সমাজকে অত্যধিক সতর্ক ও সাবধান করে তোলা। এ কথার ফলে পুরুষরা নারীদেরকে খাতির করে চলবে, তাদের মন-মানসিকতার প্রতি সবসময় খেয়াল রেখেই তাদের সাথে ভাল আচরণ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে। আর এ কারণে নারীরা পুরুষদের কাছে অধিক আদরণীয় হবে। এতে তাদের দাম বৃদ্ধি পেল বৈ কমলো না একটুও।

আল্লামা ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহঃ) উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন : নারীদের এ বক্র স্বভাব দেখে তাদেরকে তাদের উপর ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। বরং তাদেরকে ভাল ব্যবহার ও অনুকূল পরিবেশে সংশোধন করতে চেষ্টা করাই পুরুষদের দায়িত্ব। দ্বিতীয়তঃ নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য সব সময়ই কর্তব্য। এতে করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন মজবুত থাকে। সাথে সাথে নারীদের অনেক 'দোষ' ক্ষমা করে দেয়ার গুণও অর্জন করতে হবে। পুরুষদের খুঁটিনাটি ও ছোট খাটো দোষ দেখেই চটে যাওয়া কোন স্বামীরই উচিত নয়।

নারীরা সাধারণতঃ একটু জেদি হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে খুঁতখুঁতে স্বভাবের হতে দেখা যায়। কাজেই পুরুষ যদি কথায় কথায় দোষ ধরে, আর একবার কোন দোষ পাওয়া গেলে তা শক্ত করে ধরে রাখে, ভুলে যেতে না চায় তবে দাম্পত্য জীবনের মর্যাদাটুকুই শুধু নষ্ট হবে না, তার স্থায়িত্ব নিয়েও সন্দেহ দেখা দিবে।

নারীদের এ স্বভাবগত দোষের দিক ছাড়া তার অনেক ভাল ও মহৎ গুণের দিকও রয়েছে। তারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, অল্পে তুষ্ট, স্বামীর জন্য জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করতে তারা সদা প্রস্তুত। সন্তান গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ও তার লালন-পালনের কাজে নারীদের যে কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয় তা পুরুষদের পক্ষে সহজে অনুমান করা সম্ভব নয়। আর এ কাজ একমাত্র তাদের দ্বারাই করা সম্ভব। ঘর-সংসারের কাজ করায় ও ব্যবস্থাপনায় তারা একেবারে সিদ্ধহস্ত। তারা একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাই বলা যায়, তাদের মধ্যে দোষের দিকের তুলনায় গুণের দিক অনেকাংশে বেশি।

এ প্রসঙ্গে পুরুষদের উদ্দেশ্য করে জনৈক চিন্তাবিদ বলেছেন :

গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবজনিত দুঃসহ যন্ত্রণার কথা একবার চিন্তা করে দেখো নারী জাতি দুনিয়ায় কত কষ্ট বেদনা ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জীবনে বেঁচে থাকে। তারা যদি পুরুষদের মতো ধৈর্যহীন হত, তবে এত সব কষ্টসহ্য করে তারা কি বেঁচে থাকতে পারত? প্রকৃতপক্ষে বিশ্বমানবতার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, মায়ের জাতি স্বভাবতই কষ্ট সহিষ্ণু, তাদের অনুভূতি পুরুষদের মত এত নাজুক ও স্পর্শকাতর নয়। পক্ষান্তরে পুরুষদের জন্য এসব কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْئٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ تَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ـ

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও তবে বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী হা: ৫১৮৬; মুসলিম)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মহিলাদের মূলেই বক্রতা রয়েছে। এটা গায়ের বলে পরিবর্তন করা যাবে না। জোর খাটিয়ে, ধমক দিয়ে তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে না। তাদের দ্বারা উপকৃত হতে হলে সুন্দর ব্যবহার আর সহনশীলতার সাথে বক্রতার অবস্থায়ই উপকার ভোগ করতে হবে। নচেৎ গায়ের জোরে সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে যাবে অর্থাৎ তালাকের মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে তাদের বক্রতা, জেদী মনোভাব ও মর্জি মোতাবেক যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম সহ্য করতেই হবে। একজন ঈমানদার ব্যক্তি পারে না বা বলপূর্বক তার স্ত্রী থেকে কাজকর্ম আদায় করে নিতে। পারে না অশ্লীল ভাষায় নিজ স্ত্রীকে বকা-ঝকা করতে। তার ইচ্ছামত সাংসারিক বা অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্মের ফলাফল নিতে। বরং ঈমানদার ব্যক্তির উচিত হবে, যথাসম্ভব তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তাদের বক্রতা সহ্য করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়া।

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا ـ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারী জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা; সে কখনই এবং কিছুতেই তোমার জন্য সোজা হবে না। যদি তুমি তার থেকে কাজ আদায় করতে চাও, তবে এ বাঁকা অবস্থায়ই কাজ আদায় কর। যদি সোজা করতে যাও ভেঙ্গে ফেলবে, আর এ ভেঙ্গে ফেলার অর্থ তালাক্ব দেয়া। (মুসলিম- ইস: সেন্টার হা: ৩৫১০)

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল, যেহেতু রাব্বুল 'আলামীন নারীদের মূলেই বাঁকা করে দিয়েছেন সেহেতু তাদের আচরণ কখনও আপনার মনঃপূত হবে কখনও মনঃপূত হবে না। এমনিভাবে কখনও আপনার আনুগত্য করবে, কখনও করবে না। কখনও অল্পে তুষ্ট থাকবে কখনও আবার অধিক ভরণ-পোষণের দাবী করবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে :

اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ .

মেয়েরা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সমতুল্য, তুমি যদি তা সোজা করতে যাও ভেঙ্গে ফেলবে। অতএব তুমি যদি তার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে চাও তবে তার এ বাঁকা অবস্থায়ই কাজ আদায় কর।

(বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী হা: ৫১৮৪; মুসলিম- ইস: সেন্টার হা: ৩৫০৮)

যেমনভাবে সাংসারিক কাজকর্মে নারীদের কাছ থেকে সুন্দর আচরণ ও মিষ্টি কথার মাধ্যমে কাজ আদায় করে নেয়া উচিত। তেমনিভাবে নারীদের সাথে যৌনমিলনে ও ভালোবাসার বিনিময়ে পারস্পরিক বুঝাপড়ার মধ্য দিয়ে তৃপ্তি লাভ করাই কল্যাণকর।

পুরুষদের লক্ষ্য রাখতে হবে, তার প্রিয়স্ত্রী কিভাবে যৌনতৃপ্তি লাভ করতে পছন্দ করেন। কারণ, অনেক নারী আছেন যারা যৌনবিষয়ে বেশি স্পর্শকাতর। তারা চান তাদের পুরুষ সঙ্গীটি যেন যৌনক্রিয়ার সময় তাদের শরীরের আকাঙ্ক্ষিত স্থান স্পর্শ করেন। আকাঙ্ক্ষিত স্থান স্পর্শ না করলে তারা মনঃক্ষুণ্ন হন। আবার অনেকে আছেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি বা রগমোচন না হলে তারা স্বামীর ভালোবাসার সম্পর্কে ছায়াপাত ঘটায়। কেউ কেউ রাগমোচন ছাড়াই আনন্দ পান। তারা চান, শুধু তার সঙ্গীটি তার কাছে থাকুক, আদর করুক এবং প্রাণ ভরে ভালোবাসুক।

স্বামীর উপর স্ত্রীর হকের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অমীয় ফরমান বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ :

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ـ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি আমি কাউকেও অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। (সহীহ্ তিরমিযী হা: ১১৫৯)

শারী'আত সিদ্ধ কাজে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার মধ্যেই রয়েছে স্ত্রীর সাফল্যের সোপান। হাদীসে এ মর্মে বর্ণনা এসেছে যে, উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ্ তিরমিযী, হা: ১১৬১)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মানুষ ও মেয়ে মানুষের পারস্পরিক সমঝোতা

পবিত্র কুরআন মাজীদে সূরা আন্-নিসার ১২৯-১৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের অবস্থানসমূহ এবং তাদের নির্দেশাবলীর নির্দেশ দিচ্ছেন :

স্বামীরা কখনও কখনও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তারা কখনও স্ত্রীদেরকে চায় আবার কখনও পৃথক করে দেয়। কাজেই স্ত্রী তার স্বামীর অসন্তুষ্টির কথা উপলব্ধি করে সে তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যদি তার সমস্ত প্রাপ্য অথবা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তবে সে তা করতে পারে। যেমন সে তার খাদ্য ও বস্ত্র ছেড়ে দেয় বা রাত্রি যাপনের হক ছেড়ে দেয় তবে উভয়ের জন্য এটা বৈধ হবে।

নবীপত্নী সাওদা (রাযিঃ) যখন বুঝতে পারেন যে, রাসূল ﷺ তাঁকে পরিত্যাগ করার (ছেড়ে দেয়ার) ইচ্ছা পোষণ করেছেন তখন তিনি চিন্তা করেন যে, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর সাথে তাঁর গভীর ভালোবাসা রয়েছে। কাজেই তিনি (সাওদা) যদি তাঁর (রাসূলের সাথে রাত্রি যাপনের) পালা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে দিয়ে দেন তবে এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মত হতে পারেন। তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই এবং তিনি তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী হয়েই থেকে যাবেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রি যাপনের ব্যাপারে তাঁর সমস্ত স্ত্রীকে সমান অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। সাধারণতঃ প্রত্যহ তিনি সকল স্ত্রীর নিকট যেতেন পার্শ্বে বসতেন, গল্প করতেন কিন্তু কাউকে স্পর্শ করতেন না। অবশেষে যাঁর পালা থাকতো তাঁর ওখানেই রাত্রি যাপন করতেন। (সুনান-ই আবূ দাউদ হা: ২১৩৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওদা (রাযিঃ)-এর নিকট তালাক্বের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তিনি [সাওদা (রাযিঃ)] 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে আগমন করলে সাওদা (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, "যে আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর তাঁর বাণী অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় সৃষ্টজীবের মধ্যে আপনাকে তাঁর মনোনীত করেছেন তাঁর শপথ! আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিন। আমার বয়স খুব বেশি হয়ে গেছে। পুরুষের প্রতি আমার আর কোন আসক্তি নেই। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাকে যেন ক্বিয়ামাতের দিন আপনার স্ত্রীর মধ্যে উঠানো হয়।" অতঃপর

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মত হন এবং তাঁকে ফিরিয়ে নেন। এরপর সাওদা (রাযিঃ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি আমার (রাত্রি যাপনের) পালা আপনার প্রিয় পত্নী 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে দান করলাম। **(মুজাম আবুল আব্বাস হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেন।)**

কোন বৃদ্ধ স্ত্রী যদি তার স্বামীকে দেখে যে, সে তাকে ভালোবাসে না বরং পৃথক করে দিতে চায়, তখন যেন সে তাকে বলে, আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না। **(বুখারী)**

যখন কারো দু'জন স্ত্রী থাকবে এবং স্বামী তাদের একজনকে কোন কারণে ভালো না বাসবে; অধিকন্তু তাকে তালাক দেয়ার সংকল্প করবে, কিন্তু স্ত্রী যদি তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটাকে অপছন্দ করে তবে স্ত্রীর জন্য কর্তব্য হবে যে, তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয়া। আর এতে যদি স্বামী সম্মত হয় তবে তার কর্তব্য হবে, স্ত্রীকে তালাক্ব না দেয়া।

'আলী (রাযিঃ) এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, এর দ্বারা ঐ স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে যে তার বার্ধক্যের কারণে বা বিশ্রী হওয়ার কারণে তার স্বামীর কাছে দৃষ্টিকটু হয়ে গেছে, কিন্তু সে কামনা করে যে, তার স্বামী যেন তাকে তালাক্ব না দেয়। এ অবস্থায় যদি সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে তার স্বামীর সাথে সমঝোতা করে নেয় তবে সে তা করতে পারে। **(ইবনু কাসীর)**

রাফি' ইবনু খাদীজ আনসারী (রাযিঃ)-এর স্ত্রী যখন বৃদ্ধা হয়ে যান তখন তিনি এক নব যুবতীকে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি ঐ নববিবাহিতা স্ত্রীকে পূর্বের স্ত্রীর উপর বেশি গুরুত্ব দিতে থাকেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁর পূর্বের স্ত্রী তালাক্ব কামনা করেন। রাফি' (রাযিঃ) তাঁকে তালাক্ব দিয়ে দেন। কিন্তু ইদ্দত শেষ হবার সময় নিকটবর্তী হলে তাঁকে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু এবারেও ঐ একই অবস্থায় হয়, তিনি নববধূকেই গুরুত্ব দিতে থাকেন। ফলে পূর্ব স্ত্রী আবার তালাক্ব প্রার্থনা করেন। তিনি এরপরও তাঁকে তালাক্ব দিয়ে দেন। কিন্তু পুনরায় ফিরিয়ে নেন। কিন্তু এবারও অনুরূপ ঘটে। অতঃপর পূর্ব স্ত্রী শপথ দিয়ে তালাক্ব প্রার্থনা করেন। তখন তিনি তাঁর

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে বলেন, চিন্তা করে দেখ, এটা কিন্তু শেষ তালাক্ব। যদি তুমি চাও তবে আমি তালাক্ব দিয়ে দেই। নতুবা এ অবস্থায় থাকায়ই স্বীকার করে নাও। সুতরাং তিনি স্বীয় অধিকার ছেড়ে দিয়ে ঐভাবেই বসবাস করতে থাকেন। (ইবনু কাসীর)

স্ত্রী তার আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেবে ফলে স্বামী তাকে তালাক্ব দেবে না; বরং পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। এটি তালাক্ব দেয়া অপেক্ষা উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওদা বিনতু জামাআ'কে (রাযিঃ) স্বীয় স্ত্রীরূপেই রেখে দেন এবং তাঁর [সাওদা (রাযিঃ)] হক 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে দান করে দেন– (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী হা: ২৫৯৩)। তার এ কার্যের মাঝে তাঁর উম্মাতের জন্য একটি উত্তম নমুনা রয়েছে, মনোমালিন্যের অবস্থাতেও তালাক্বের প্রশ্ন উঠবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নিকট বিচ্ছেদের চেয়ে সন্ধি উত্তম সেহেতু বলেছেন যে, সন্ধিই মঙ্গলজনক। এমন কি সুনানই ইবনু মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে তালাক্ব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমাদের অনুগ্রহ ও পরহেযগারিতা প্রদর্শন করা অর্থাৎ স্ত্রীর অন্যায়কে ক্ষমা করা এবং তাকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার পূর্ণপ্রাপ্য তাকে দিয়ে দেয়া এবং পালা ও লেন-দেনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা খুবই উত্তম কাজ। যা আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো জানেন। আর এর বিনিময়ে দেবেন তিনি উত্তম প্রতিদান।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ এমন, তোমরা যদিও কামনা কর যে, তোমাদের কয়েকটি স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রকারের ন্যায় সমতা বজায় রাখবে, তবুও তোমরা তা পারবে না। কেননা, তোমরা হয়তো একটি এটি করে রাত্রির পালা করে দিতে পার, কিন্তু প্রেম, চাহিদা, সঙ্গম ইত্যাদি কিভাবে করবে?

আল্লাহ তা'আলা এরপর আরও বলেন : একদিকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে পড় যার ফলে অপর স্ত্রী দোদুল্যমান অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। কেননা, সে সময় তার স্ত্রী বন্ধনেই আবদ্ধ থাকবে। তুমি তাকে তালাক্ব দিচ্ছ না যাতে, সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে, আবার তুমি তার সে হক আদায় করছ না যে হক প্রত্যেক স্ত্রীর তার স্বামীর উপর রয়েছে। (ইবনু কাসীর)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যার দু'টি স্ত্রী রয়েছে কিন্তু একজনের দিকেই সে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে সে কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের অর্ধাংশ গোশ্‌ত খসে পড়বে।

(সহীহ্ মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী হা: ৯১৪১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমরা যদি তোমাদের কার্যের সংশোধন করে নাও এবং যতদূর তোমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় ও সমতা রক্ষা কর ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে চল তবে কারও দিকে কোন সময় কিছু আসক্ত হয়ে পড়লে, সেটা তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আন্-নিসার ১২৮-১৩০ নং আয়াতে বলেন :

যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার ভয় করে তবে এমতাবস্থায় তারা পরস্পরে কোন সমঝোতা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ্ নেই। সমঝোতাই উত্তম। মনের সামনে তো লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা সৎ কাজ কর এবং আল্লাহ্ভীরু হও তবে আল্লাহ্ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন।

আলোচ্য আয়াত তিনটিতে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে আল্লাহ মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন এক জটিল বিষয়ে পথ নির্দেশ দিয়েছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে প্রতিটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। আর তা হলো, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। এটা এমনই একটি সমস্যা সময়মত যার সমাধান না হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। আর এ অবস্থা চলতে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে এ পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত বিবাদ-বিসম্বাদে অবশেষে হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কুরআন মাজীদ স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত অনুভূতি ও প্রেরণার দিকে খেয়াল রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক জীবন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যার ফলে মানুসের জীবন সুখময় এবং আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠে। যার পন্থা বাস্তবায়নে পারস্পরিক তিক্ততা, বিবাদ-কলহ, প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা ও অনাবিল প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কারণবশতঃ সম্পর্কচ্ছেদ করতেই হয় তবে তা করতে হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন তার পেছনে শত্রুতা বিদ্বেষ বা উত্যক্ত করার মনোভাব না থাকে।

আলোচ্য ১২৮ নং আয়াতটিতে এমনই একটি সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপার বলা হয়েছে যে, ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চীর ধরে। নিজ নিজ হিসাব মতে উভয়ে নিরাপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল খুঁজে না পাওয়ার কারণে উভয়ে আপন আপন ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা। আবার অধিক বয়স্কা বা সুশ্রী না হবার কারণে স্ত্রী স্বামীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর পক্ষে সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে কোন প্রকার দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। অপরপক্ষে স্বামীকেও নিরাপরাধ বলে আখ্যা দিতে হয়।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে এ ধরনের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কুরআন মাজীদের সাধারণ নীতি হচ্ছে :

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ـ

অর্থাৎ, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার সমস্ত ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করতে হবে। আর যদি তা সম্ভবপর হয়ে না ওঠে তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলকভাবে তাকে বিদায় দিতে হবে। অপরদিকে স্ত্রী যদি সন্তান-সন্ততির খাতিরে অথবা নিজের কোন সহায়-সম্বল না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত না হয় তবে তার জন্য করণীয় এই যে, নিজের প্রাপ্য মুহর বা ভরণ-পোষণের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরাপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধনে অটুট রাখার ব্যাপারে সম্মত করার দায়দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার জন্য স্বামীও এ ধরনের অধিকার থেকে মুক্ত হওয়ায় এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। আর এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

কেননা কুরআন মাজীদে আলোচ্য আয়াতেই এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ـ

অর্থাৎ, "প্রতিটি অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" ফলে স্ত্রী মনে করবে যে, আমাকে বিদায় দিয়ে দিলে সন্তানগুলোর কী হবে? তাদের অনাগত জীবনের দিকে তাকিয়ে এবং নিজের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে যে অন্যত্র তার জীবন আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে, তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই অধিক কল্যাণকর। এদিকে স্বামী হয়তো মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব থেকে যখন অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া গেল তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রেখে দিলে মন্দ হয় না। কাজেই এভাবেই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের এক জায়গায় বর্ণিত আছে–

اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ـ

অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা করে নেবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখিত হয়েছে যে, দাম্পত্য কলহের মাঝে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। আয়াতে بينهما শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-ফ্যাসাদ অথবা সন্ধি সমঝোতার মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির অহেতুক নাকগলানো ঠিক নয়। বরং তাদেরকেই আপোসে সমঝোতায় উপনীত হবার সুযোগ দিতে হবে। কেননা তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়া সাব্যস্ত হয়। যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাজনক ও স্বার্থের পরিপন্থী। সর্বোপরি তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপের কারণে সন্ধি সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র কিছু নয়। আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং আল্লাহভীরু হও তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবগত আছেন।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা ঐ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অনিবার্য কারণবশতঃ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্তরে যদি কোন আকর্ষণ সৃষ্টি না

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

হয় এবং তার ন্যায্য অধিকার আদায় করা অসম্ভব বলে মনে করে তাকে বিদায় দিতে চায় তবে শারী'আতে এ ব্যাপারে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, আবার এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও শারী'আতে জায়িয। কিন্তু এমতাবস্থায়ও স্বামী যদি ধৈর্য ও আল্লাহভীরুতার পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে নম্র ও সহানুভূতিপূর্ব ব্যবহার করে মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে তবে তার এ ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক ভালো জানেন। ফলে তিনি এ ধরনের সবর, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভতার এমন প্রতিদান দেবন যা কেউ কল্পনা করতে পারে না। ফলকথা, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্বামী-স্ত্রী উভয়পক্ষকে একদিকে নিজ নিজ অভাব-অভিযোগ দূর করা এবং ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত অধিকার দিয়েছেন। অপরদিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবার ব্যাপারেও উপদেশ দান করেছন।

আলোচ্য আয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকাই মঙ্গলজনক। সর্বোপরি উভয়ের পক্ষ থেকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে নিয়ে সমঝোতায় এসে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখাই কল্যাণকর।

স্বামী-স্ত্রী অকৃত্রিম প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার মাঝে যারা দ্বন্দ-কলহের বিষ প্রয়োগ করে তাদের সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়, তাদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ـ

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মাতের মধ্যে শামিল নয় যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদের সৃষ্টি করে দেয় (এবং তাদের সুমধুর সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়)।

উপরোক্ত হাদীসটি নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাধারণতঃ অনেক নারীর মধ্যেই এ ঘৃণ্য অভ্যাস দেখা যায়। এসব নারীদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্বীয় উম্মাতের দলভুক্ত হওয়া থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই সকল মা-বোনের নিকট আবেদন তাঁরা যেন এ নিকৃষ্ট স্বভাব পরিহার করেন।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা

সূরা আন্-নিসার ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

আর যদি তোমরা উভয়ের (স্বামী-স্ত্রী) মাঝে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর, তবে তার (স্বামীর) বংশ থেকে একজন বিচারক এবং ওর (স্ত্রীর) বংশ থেকে একজন বিচারক নির্দিষ্ট কর। যদি তারা মীমাংসা আকাঙ্ক্ষা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও অভিজ্ঞ।

পূর্বোল্লেখিত আয়াতে ঐ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অবাধ্যতা ও বক্রতা যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়। আর এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের প্রতি বিরূপ মত পোষণ করে তবে কী করতে হবে? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম বলেন– এরূপ অবস্থায় শাসনকর্তা একজন নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান বিচারক নিয়োগ করবেন। যিনি দেখবেন যে, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি কার পক্ষ থেকে হচ্ছে। এরপর তিনি অত্যাচারীকে অত্যাচার থেকে বাধা দান করবেন। যদি এ বিচারকের দ্বারা সন্তোষজনক কোন ফলাফল পাওয়া না যায় তবে শাসনকর্তা স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন এবং স্বামীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক নির্ধারণ করবেন এবং তাঁরা মিলিতভাবে বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন। অতঃপর যাতে তারা মঙ্গল বিবেচনা করবেন সে মীমাংসাই করবেন। অর্থাৎ হয় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করবেন আর নয়তো মিলন ঘটিয়ে দিবেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তো ঐ কাজের দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরা যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটাবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিচারকদ্বয়ের যাচাইয়ে যদি স্বামীর দিক থেকে অন্যায় প্রমাণিত হয় তবে তাঁরা স্ত্রীকে তার স্বামী থেকে পৃথক করে রাখবেন এবং স্বামীকে বাধ্য করবেন যে, সে যেন তার চরিত্র ভালো না করা পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রী হতে আলাদা থাকে এবং তার খরচ বহন করে। আর যদি অন্যায় স্ত্রীর দিক থেকে প্রমাণিত হয়, তবে তাঁরা তার স্বামীকে স্ত্রীর খরচ বহন করতে বাধ্য করবেন না; বরং স্ত্রী তার নিজের খরচ বহন করতে বাধ্য থাকবে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আর যদি তাঁরা তাদের পরস্পরের বসবাসের ব্যাপারে রায় দেন তবে সেটাও তাদেরকে মেনে নিতে হবে। এমন কি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, বিচারক যদি উভয়কে একত্রিতকরণের ব্যাপারে রায় দেন। আর এ রায় যদি তাদের মধ্য থেকে একজন মানে আর অপরজন না মানে, আর এ অবস্থায় তাদের একজনের মৃত্যু হয়ে যায়; তবে যে সম্মত ছিল সে অসম্মত ব্যক্তির উত্তারাধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে অসম্মত ছিল সে সম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না। (তাফসীর ইবনু জারীর)

এ ধরনের একটি বিবাদে খলীফা 'উসমান (রাযিঃ) ইবনু 'আব্বাস এবং মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ)-কে সালিস নিযুক্ত করেন এবং তাঁদেরকে বলেন : তোমরা যদি তাদের মাঝে সংযোগ স্থাপন করতে চাও তবে সংযোগ স্থাপিত হয়ে যাবে। আর যদি বিচ্ছেদ আনয়নের চেষ্টা কর তবে বিচ্ছেদই হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিধানটি এ উদ্দেশে যেন ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না। বাইরে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং একে অপরের প্রতি দোষারোপ করে বেড়ায়। যার ফলে উভয়পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক কলহের রূপ ধারণ করে।

পবিত্র কুরআন মাজীদে এ ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশে সমসাময়িক শাসকবর্গ, উভয়পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বনকারী এবং মুসলিম দলকে সম্বোধন করে এমন এক পূত ও পবিত্র পন্থা বলে দেয়া হয়েছে, যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সাথে পারস্পরিক দোষারোপ অপবাদ আরোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে আপোষ-মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আর ঘরের বিবাদ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ঘরে মীমাংসা না হতে পারলেও অন্তত পরিবারের মধ্যে তা যেন সীমাবদ্ধ থাকে। আদালতে মামলা-মোকদ্দমা রুজু করার ফলে যেন বিষয়টি হাটে-ঘাটে বিস্তার লাভ না করে।

আর তা হল এই যে, উভয়পক্ষের মুরুব্বী/অভিভাবক অথবা মুসলিমদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। একজন পুরুষের পরিবার থেকে আর আরেকজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয়ের ক্ষেত্রে সালিস অর্থে 'হাকাম' শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণ বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এ গুণটির অধিকারী একমাত্র তিনিই হতে পারেন যিনি একাধারে বিজ্ঞ, দ্বীনদার এবং বিশ্বস্ত।

মোটকথা, একজন সালিস পুরুষের (স্বামীর) পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে। সেখানে গিয়ে সালিসদ্বয় কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িত্বই বা কী হবে কুরআনে কারীমে তা স্থির করে দেয়া হয়নি। অবশ্য বর্ণনা শেষে–

إِنْ يُّرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ـ

অর্থাৎ, যদি সালিসদ্বয় সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেবেন।

উপরোক্ত আয়াতটি দ্বারা দু'টি বিষয় বুঝা যায় যে–

১. আপোষ-মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর গায়িবী সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশে কৃতকার্য হবেন। আর তাতে করে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ্ তা'আলা সম্প্রীতি ও

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মুহাব্বাত সৃষ্টি করে দেবেন। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয়, যদি কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে, সালিসদ্বয়ের যে কোন একজনের মনে হয়তো সদিচ্ছার অভাব ছিল।

২. ঐ আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, দু'পক্ষের সালিসকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হ'ল স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য এ কথা স্বতন্ত্র যে, উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকীল, প্রতিনিধি অথবা সালিস নির্ধারণ করবে এবং এ 'কথা স্বীকার করে নিবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নিবে তাই মেনে নেব। এক্ষেত্রে এ সালিসদ্বয় সম্পূর্ণরূপে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দু'জনে তালাক্বের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাক্বই হয়ে যাবে। আবার তা 'খোলা' প্রভৃতি যে কোন সিদ্ধান্তে একমত হবে, তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে দেয়, তবুও তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হাসান বাস্‌রী এবং আবূ হানীফা (রহঃ) প্রমুখের একই মত। (রূহুল মা'আনী)

ইসলামের চতুর্থ খলীফা 'আলী (রাযিঃ)-এর সামনে এমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র আপোষ-মীমাংসা ছাড়া উল্লেখিত সালিসদ্বয়ের অন্য কোন অধিকার থাকে না, যতক্ষণ না উভয়পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। উক্ত ঘটনাটি সুনানে বাইহাকী গ্রন্থে 'উবাইদা সালমানীর রিওয়ায়াতক্রমে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা 'আলী (রাযিঃ)-এর খিদমাতে উপস্থিত হল। তাদের উভয়ের সাথে ছিল বহু লোকের এক এক দল। 'আলী (রাযিঃ) নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস নির্ধারণ করে দেয়া হোক। অতঃপর সালিস নির্ধারণ করা হয়ে গেলে তিনি সালিসদ্বয়কে সম্বোধন করে বললেন : তোমরা কী তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর তোমাদের কী

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

করতে হবে সে সম্পর্কে কী অবগত আছ? শোন। তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসার ব্যাপারে যদি একমত হতে পার, তবে তাই করো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মাঝে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া সম্ভব নয় বা করে দিয়েও তা টিকে থাকবে না এবং তাদেরকে বিচ্ছেদ করে দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমরা একমত থাক এবং এ বিচ্ছেদ করে দেয়াটা যদি মঙ্গলজনক মনে কর তবে তাই করবে। এ কথা শুনে মহিলাটি বলল, এটা আমি স্বীকার করি সালিসদ্বয় আল্লাহ তা'আলার আইন অনুসারে যে ফায়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মানব।

কিন্তু পুরুষটি বলল : পৃথক হয়ে যাওয়া বা তালাক হয়ে যাওয়া আমি কোনক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদ্বয়কে এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোন ধরনের জরিমানা করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারেন।

'আলী (রাযিঃ) বললেন : না, তা হয় না। তোমারও সালিসদের তেমনি অধিকার দেয়া উচিত যেমন তোমার স্ত্রী দিয়েছে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মেয়ে মানুষের পারস্পরিক হিংসা

সূরা তাহ্‌রীমের ১ থেকে ৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তাওবাহ্ কর, তাওবাহ্ ভাল কথা। আর যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ, জিব্‌রাঈল ও সৎকর্মশীল মু'মিনগণ তাঁর সহায়।

উপরোক্ত আয়াতটি নবীপত্নী 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এবং হাফ্‌সাহ্ (রাযিঃ)-কে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে 'আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য যেতেন। একদিন যাইনাব (রাযিঃ)-এর কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার ['আয়িশাহ্ (রাযিঃ)] মনে ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তিনি বলেন, আমি হাফসাহ্ (রাযিঃ)-এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মাঝে যার কাছেই আসবেন সে বলবে, আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়) সে মতে পরিকল্পনা মতো কাজ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, না। আমি তো মধু পান করেছি। সেই স্ত্রী বললেন, সম্ভবতঃ কোন মৌমাছি, 'মাগাফীর বৃক্ষে বসে রস চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। ফলে আর কখনও মধু খাবেন না বলে শপথ করলেন। অতঃপর তাঁর ঐ স্ত্রী অর্থাৎ যাইনাব (রাযিঃ) মনক্ষুণ্ন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যও বলে দিলেন। কিন্তু সে স্ত্রীর ব্যাপারটি অন্য স্ত্রীর নিকট জানিয়ে দিলেন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, হাফসাহ্ (রাযিঃ) মদু পান করিয়েছিলেন এবং 'আয়িশাহ্, সাওদা ও সাফীয়্যাহ্ (রাযিঃ) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রিওয়ায়াতে ঘটনাটি অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। **(বয়ানুল কুরআন)**

উক্ত আয়াত দ্বারা যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে : কতিপয় স্ত্রীর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ মধুকে শপথের মাধ্যমে

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

নিজের জন্য হারাম করে নেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন সাপেক্ষে হলে জায়িয; গুনাহ নয়। কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল-না যে, এর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট স্বীকার করে নেবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা এ কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য করেছিলেন। স্ত্রীদেরকে খুশি করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সহানুভূতিস্থলে বলেছেন :

হে নাবী! আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য তা কেন নিজের জন্য হারাম করেছেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

এ আয়াতে নাবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিনি নিজের জন্য একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন?

উল্লেখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ শপথ করেছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এ শপথ ভঙ্গ করেন এবং কাফ্ফারা আদায় করেন। দুর্‌রে মানসূরের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফ্ফারা হিসেবে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন।

যেসব ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ করা জরুরী অথবা উত্তম বলে বিবেচিত হয়, আল্লাহ তা'আলা সেক্ষেত্রে তোমাদের শপথ ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আয়াতে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

নাবী ﷺ যখন তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্ ও অধিকাংশ রিওয়ায়াত মতে এ গোপন কথা ছিল এই যে, যাইনাব (রাযিঃ)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য স্ত্রীগণ যখন অসন্তুষ্ট হলেন, তখন তাদেরকে খুশি করার জন্য মধু পান না করার শপথ করলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য বলে দিলেন। যাতে যাইনাব (রাযিঃ) মনে মনে কষ্ট অনুভব না করেন। কিন্তু সে স্ত্রী এ গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এ গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য আরো রিওয়ায়াতে কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে।

ঐ স্ত্রী যখন গোপন কথাটি অন্য স্ত্রীর নিকট অবহিত করলেন তখন এ ব্যাপারটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জানিয়ে দেয়া হলো। তখন তিনি সে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্ত্রীর কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার অভিযোগ করলেন কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভদ্রতা। তিনি দেখলেন যে, সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন্ স্ত্রীর কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল? আর তা কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল? কুরআন মাজীদে সে ব্যাপারে বলা হয়নি। অধিকাংশ রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হাফসাহ্ (রাযিঃ)-এর কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট তা ফাঁস করে দেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসাহ্ (রাযিঃ)-কে তালাক্ব দেয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জিব্রাঈল 'আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক্ব থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসাহ্ (রাযিঃ) অনেক সালাত আদায় করেন এবং অনেক সিয়াম পালন করেন। তার নাম জান্নাতে আপনার স্ত্রীদের তালিকা লিখিত আছে। (মাযহারী)

اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ـ

উল্লেখিত ঘটনার পেছনে যে দু'জন স্ত্রী সক্রিয় ছিলেন তাঁরা কে? এ ব্যাপারে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। এতে তিনি বলেন : যে দু'জন নারী সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আলোকপাত করা হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে 'উমার (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনের ভেতরে লুকায়িত ছিল। অবশেষে একদিন হাজ্জের উদ্দেশে তিনি যাত্রা করলে সুযোগ মত আমিও তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওযূ করছিলেন এবং আমি তাঁর জন্য পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। সে সময় জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন মাজীদে যে দু'জন নারী সম্পর্কে- اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁরা কারা? 'উমার (রাযিঃ) বললেন, কি আশ্চর্যের কথা! অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটা দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করলেন। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, ২য় খণ্ড হা: ২৪৬৮)

এতে এ ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। তাফসীর মাযহারীতে এর বিষদ বিবরণ রয়েছে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ ـ

এ আয়াতে ঐ দু'জন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যদি তোমরা তাওবাহ্ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশি না কর, তবে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা, জিব্রাঈল ও সমস্ত সৎকর্মশীল মুসলিম তাঁর সহায়। সকল ফেরেশ্তা তাঁর সেবায় উন্মুখ। অতএব তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি তো যা হবার তোমাদেরই হবে। এরপর তাঁদের দু'জনের সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে :

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ ـ

এ আয়াতে স্ত্রীদের এ ধারণার জবাব দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক্ব দিয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মতই নয়; বরং তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী তাঁকে দান করবেন। অবশ্য এতে আবশ্যক হয় না যে, তাঁদের চেয়েও উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন। উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের কর্ম ও চরিত্র সংশোধন এবং তাদেরকে শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনগণকে এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ـ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও; যার ইন্ধন হবে মানব এবং পাথর। যাতে নিয়োজিত থাকবে কঠিন ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী ফেরেশতাগণ।" **(সূরা আত্-তাহরীম- ৫ আয়াত)**

উল্লেখিত আয়াতে সাধারণ মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদর পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম যাদের প্রকৃত প্রাপ্য হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা উৎকোচ বদৌলতে জাহান্নামে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

নিয়োগকৃত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। আর এ ফেরেশতাদের নাম 'যাবানিয়া'।

আলোচ্য আয়াতে اهليكم শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-বাকর সবই শামিল। এক রিওয়ায়াতে আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর 'উমার (রাযিঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি বুঝতে পারলাম (অর্থাৎ, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো এবং আল্লাহর বিধি বিধান পালন করবো) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে কিভাবে আমরা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বল এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন তাদেরকে সেসব পালন করতে বল। এ কর্মপন্থায় তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে। (রুহুল মা'আনী)

মেয়ে মানুষের দুর্বলতা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রতিনিধি স্বরূপ সর্বপ্রথম আদম 'আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন। এরপর আদম 'আলাইহিস সালাম যখন সঙ্গী-সাথীহীন অবস্থায় জীবন যাপনের ফলে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে করলেন তখনই তার এ নিঃসঙ্গতাকে ঘুচাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা সঙ্গিনী হিসেবে তারই দেহের এক অংশ থেকে নারী সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টিগত দিক থেকেই নারী দুর্বল এবং অবলা। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِيْنٍ -

অর্থাৎ, বিচার বুদ্ধি ও ধর্ম পালনের দিক দিয়ে (নারী) অসম্পূর্ণ।

(বুখারী, আলমাদানী প্রকাশনী ১ম খণ্ড, হা: ১৩০৭)

উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা চিন্তাশক্তি ও দৈহিক শক্তি এ দু'দিক দিয়েই পুরুষদের তুলনায় কম যোগ্যতার অধিকারী। শারীরিক দিক থেকেও নারীরা পুরুষদের তুলনায় দুর্বল। এ কারণে ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন :

اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَرْأَةِ -

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যোগ্যতা ও ক্ষমতার দিক দিয়ে পুরুষ নারীদের তুলনায় অগ্রগামী। ইসলামী শারী'আত নারীদের এ দুর্বলতার কথা স্বীকার করেই বসে থাকেনি; বরং জীবনের সকল ব্যাপারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই দায়িত্ব বন্টনও করেছে। সে দুর্বলতাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব নারীদেহের এক বিশেষ সমস্যা। পক্ষান্তরে পুরুষেরা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। এ সময়ে নারীদের দৈহিক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই শুধু বিলুপ্ত হয়ে যায় না, তাদের দেহ-মনেও দেখা দেয় অসুস্থতা ও অক্ষমতা, যার দরুন অধিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ তাদের দ্বারা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ কারণে এ সময়ে সালাত আদায়ের দায়িত্বও তাদের উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। দ্বীনের দিক দিয়ে নারীদের যে অসম্পূর্ণতার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা তার একটা প্রমাণ।

২. স্বামী-স্ত্রীর যৌনসঙ্গমের ফল প্রায় দশ মাস দশ দিন শুধুমাত্র স্ত্রীকেই বহন করতে হয়। পুরুষদের তা বহন করতে হয় না। উপরন্তু সন্তান প্রসবকালীন যাতনা কেবলমাত্র স্ত্রীকেই সহ্য করতে হয়। স্বামী এ কষ্ট অনুভব করতে পারে না। প্রসবকালীন এ কষ্টের দরুনই সম্পূর্ণ নিফাসকালীন সময় পর্যন্ত স্ত্রীদের সালাত আদায় করার প্রয়োজন হয় না। এমনকি তাদের এ সময়ের আদায় না করা সালাত কাযা আদায় করারও প্রয়োজন হয় না। ঋতুর সাথে সাথে নারীদের বিভিন্ন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঋতুসংক্রান্ত কারণে নারীর সাধারণতঃ যে সকল সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে।

খ. জ্বরভাবের অনুভূত হয়। এমনকি জ্বরও হতে পারে।

গ. কারো মাথাব্যথা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা এবং বমি বমি ভাব দেখা দেয় এমনকি ক্ষুধা কমে যায়।

ঘ. কেউ কেউ খেতেই পারেন না। সাথে সাথে কোষ্ঠ কাঠিন্যের সৃষ্টি হয়।

ঙ. অনেকের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে।

চ. কখনও কখনও নার্ভে গণ্ডগোল দেখা দেয়।

ছ. দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে।

জ. তলপেটে ব্যথা সৃষ্টি করে বা তীব্র কন কনে ব্যথার অনুভত হয়।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

ঝ. ঋতুকাল শেষ হলে ব্যথা কমে যায়, দেহ ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসে।
ঞ. অনেক সময় দুর্বলতার জন্য অত্যধিক ঋতুস্রাবের ফলে পেটে চাপ, ব্যথা ও মূর্ছা পর্যন্ত দেখা যায়।

৩. ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবকালীন অপবিত্রতার সময় নারীকে ফরয রোযাও পালন করতে হয় না। অবশ্য তা পরে কাযা করে নেবার নিয়ম আছে যখন সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এমনকি সন্তানকে স্তন্যপান করানো কালীন সময়ে রোযার মাস এসে গেলে সে রোযা তখন পালন না করে অন্য সময়ে পালন করার বিধান রয়েছে ইসলামী শারী'আতে।

৪. যুদ্ধ-জিহাদের কঠিন বিভীষিকাময় অবস্থায় দুঃসহ দায়িত্ব পারন থেঁকেও নারী সমাজকে মুক্ত রাখা হয়েছে। বৃদ্ধ ও বালকদের ন্যায় তাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

৫. হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রেও পুরুষ হাজ্জ যাত্রীদের তুলনায় মহিলা হাজ্জ যাত্রীদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে। আর তা নারীদের শারীরিক দুর্বলতার কারণেই শারী'আতের এ বিশেষ ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ এগার-বারো বছর বয়সে মেয়েদের ঋতুমতী হতে দেখা যায়। এটাই এদেশের মেয়েদের যৌবন সূচনার বয়স। এ ঋতুস্রাব প্রতিমাসে ২৮ দিন পরপর হয়ে থাকে ও ৪৫-৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত চলে। এক সময় তা বন্ধ হয়ে পড়ে। একে মেনোপোজ বলে। কোন কোন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। যথা প্রতি মাসে মাসিক স্রাব না হয়ে বিলম্ব ঘটে। এরূপ রোগকে এমেনোরিয়া বলে। এটি মূলতঃ মর্মোনের গণ্ডগোল। ঋতু হবার পূর্ব থেকে ডিম্বকোষে ডিম্বানু জন্মায় ও পরিপুষ্ট হয়ে জরায়ু দেহে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং পুং শুক্রকীটের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। জরায়ুতে সঞ্চরণশীল চাপ সৃষ্টিকারী ডিম্বানুগুলো নড়াচড়া করাতে নারীদেহে অত্যন্ত রতি বাসনা জেগে ওঠে। জরায়ুতে অধির আগ্রহে অপেক্ষা শেষে উক্ত পুষ্ট ডিম্বানুগুলোর মৃত্যু হয়ে ঋতুস্রাব আকারে ৪-৫ দিন পর্যন্ত বের হয়ে আসতে থাকে। এরপর ৯-১০ দিন পর্যন্ত চরে ডিম্বানু স্ফোটনের কাজ। উক্ত ডিম্ব স্ফোটনের কাজ সমাপ্ত হলে জরায়ুর পথে নেমে এসে অপেক্ষা করতে থাকে শুক্রকীটের সাথে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায়। বলা বাহুল্য, এ সময় সঙ্গম ক্রিয়ার ফলে পুং বীর্যস্খলন ঘটলেই পুষ্ট শুক্রকীটের পুষ্ট ডিম্বের মিলনে গর্ব সঞ্চার

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় পুষ্ট ডিম্বের মৃত্যু ঘটে পুনরায় ঋতুস্রাব আকারে জরায়ু পথে নেমে আসতে পারে। এভাবে মাসিক স্রাব বা ঋতুচক্রের আবর্তন হতে দেখা যায়।

ঋতু হলে দৈহিক ও মানসিক যা কিছু এভাবে ঘটে চলে, তা হয়ে থাকে বিভিন্ন গ্ল্যান্ডের আভ্যন্তরীণ রস বা হর্মোনের ক্রিয়ার দ্বারা। হর্মোনের ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়ে থাকে। তলপেটের ভিতর তখন ডিম্বাশয় থেকে স্ত্রীবীজ জন্মায়। সে বীজকে ঘিরে আবরণের সৃষ্টি হয়। সে আবরণ ফেটে গিয়ে সঙ্গমের উপযোগী পাকা বীজকে মাঝে মাঝে মুক্ত করে দেয়।

সাথে সাথে ডিম্বাশয় থেকে অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রসও জন্মায়। এগুলো যথারীতি আপন আপন কাজ করে যায়। এরই ফলে ধীরে ধীরে বালিকা হয়ে ওঠে যুবতী। কিন্তু তখনও কাঁচা অবস্থা, ভাল করে পাকেনি।

বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে এ সময়টাই হলো নর-নারী উভয় পক্ষের বিশেষ বিবেচনা করে চলবার সময়। এ সময় মেয়েদেরও সাহস করে নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। পুরুষদেরও নারীদের তৈরী করে নিতে হবে। শারী'আতের দৃষ্টিতে নারীর তুলনায় পুরুষদের বিচার বুদ্ধি অধিক নির্ভরযোগ্য। নারীদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ -

অর্থাৎ, নারীদের সাক্ষ্য পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক।

কুরআন মাজীদে লেন-দেনের ক্ষেত্রে প্রথমে দু'জন পুরুষ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। এরপর পরই বলা হয়েছে যে, দু'জন পুরুষ সাক্ষী একসাথে পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী মানা যাবে। এখানে দু'জন নারীকে একজন পুরুষের বিকল্প হিসেবে নেয়া হয়েছে।

(সূরা আল-বাক্বারাহ, ২৮২ নং আয়াত)

অনেক এমনও ব্যাপার আছে, যাতে নারীদের বিচার-বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি বা স্মরণশক্তি ভুল করে ফেলতে পারে। তার আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। বাস্তবতার ক্ষেত্রে শারী'আত এ নীতিই গ্রহণ করেছে। শারী'আত নেতৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে নারীদের নিষ্কৃতি দিয়ে কঠিন ও দুঃসহ বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সমাজ সমষ্টির নেতৃত্বের জন্য যে বিশেষ গুণাবলী ও যোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার একান্তই

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

প্রয়োজন, তা নারীদের মধ্যে অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ

অর্থাৎ, নারী তার স্বামীর ঘরের লোকজন ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। কাজেই এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে তাদের প্রতি কতটা কর্তব্য পালন করেছে, তাদের অধিকার কতটা আদায় করেছে, সে বিষয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হাদীস নং ৭১৩৮)

কিন্তু নারীকে শুধুমাত্র ঘরের দায়িত্বশীল বানানো হল কেন? এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন :

اِنَّمَا قُيِّدَ لِبَيْتٍ لِاَنَّهَا لَا تَصِلُ اِلٰى مَاسِوَاهُ غَالِبًا اِلَّا بِاِذْنٍ خَاصٍّ

নারীদেরকে ঘরের ভেতরের দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কেননা, ঘরের অভ্যন্তর ব্যতীত অন্য কোন অবস্থানে তাঁদের অবাধে বিচরণ করা সম্ভব নয়। তবে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে বা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গৃহের বহির্দেশে কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পেলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। (ফাতহুল বারী)

অর্থাৎ নারীদের প্রকৃত স্থান ও অবস্থানকেন্দ্র হল তাদের ঘর। ঘরের সমস্যাবলী নিয়েই তারা সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকবে। এ কারণে ঘরের বাইরে কোন কিছুর জন্য তাদের দায়িত্বশীল বানানোর প্রশ্নই আসে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ ـ

স্বামী যদি স্ত্রীর কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে হোক অথবা বিদেশে সফরের কারণে দূরে চলে যায় তবে স্ত্রীই তার নিজের সতীত্ব রক্ষা করবে এবং তার স্বামীর রেখে যাওয়া ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। (ইবনু মাজাহ হা: ১৮৫৭)

ঘরের ভেতরের সকল দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর উপর তুলে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) ও 'আলী (রাযিঃ)-কে পারিবারিক ও বাড়ির অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম স্পষ্টতঃ ভাগ করে দিয়েছিলেন। ফাতিমাহ্ (রাযিঃ)-কে বাড়ীর অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্বশীল

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

বানিয়েছিলেন এবং 'আলী (রাযিঃ)-এর উপর বাইরের সকল কাজের দায়-দায়িত্ব অর্পিত ছিল।

ইসলাম স্ত্রীকে ঘরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে শুধুমাত্র কর্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং এ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা অনুযায়ী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার জন্য যে স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক ইসলাম তাও তাকে দিয়েছে পুরাপুরিভাবে। এমনকি ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানো এবং সন্তানাদি লালন-পালন সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে তাঁর অজ্ঞাতসারেই কোন কিছু ব্যয় করতে হয় তবে ইসলাম সে অধিকারও তাকে দিয়েছে। একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, ২য় খণ্ড হা: ২২১১)

মূলতঃ পারিবারিক জীবনে নারীর যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও কর্মক্ষমতার উপর ইসলাম এক বিরাট আস্থা ও নির্ভরতা পোষণ করে। তার বড় প্রমাণ এই যে, সন্তানরা পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে পিতার পরিবর্তে মায়ের উপরেই এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালা মতে। ইতিহাসে বা হাদীস গ্রন্থসমূহে এ ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ উল্লেখ করে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বলেন :

لِاَنَّـهُنَّ اَشْفَقُ وَاَرْفَقُ وَاَهْدَى اِلٰى تَرْبِيَةِ الصِّغَارِ ـ

অর্থাৎ, সন্তান পালনের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের সর্বাধিক অধিকার দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা পুরুষদের তুলনায় অধিক দয়ালু হৃদয়, কোমলমতি ও অধিক অনুগ্রহশীল হয়ে থাকে।

ছোট ছোট শিশু-সন্তানদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণের যোগ্যতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রবণতা তাদের মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয়।

নারী নেতৃত্বের ব্যাপারে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ইসলাম নারীকে জাতীয় নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শক হওয়ার মতো কোন দায়িত্ব অর্পণ করে না। এটা এজন্য নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের তুলনায় হীন বা নীচ। এর প্রকৃত কারণ হল, জাতীয় নেতৃত্ব দানের জন্য যে সমস্ত গুণাবলীর একান্তই প্রয়োজন তা নারীদের মধ্যে সাধারণতঃ অনুপস্থিত। আর ইসলাম

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

যেহেতু যে কাজের মধ্যে যার যোগ্যতা নেই, তাকে সে কাজের দায়িত্ব দেয় না। আর তাই ইসলাম জাতীয় নেতৃত্বের পর্যায়ের যোগ্যতার অধিকারী পুরুষকেই করেছে নারীকে নয়। যেসব ক্ষেত্রে কাজ করার যোগ্যতা নারীকে দেয়া হয়নি সেসব ক্ষেত্রে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা নিতান্তই অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে। আর এক অযৌক্তিক কাজ সমাজে বাস্তবায়নের ফলে অর্থাৎ নারীকে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের আসনে বসালে জন জীবনে বিপর্যয় হবে এবং অচলাবস্থা ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসা ছাড়া অন্য কোন পরিণতি হতে পারে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِيْنَ اَطَاعَتِ النِّسَاءَ ـ

পুরুষরা যখন নারী নেতৃত্ব মেনে নেয়, তখন তার পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। (মুসতাদরাক হাকিম)

এর চেয়েও সুস্পষ্ট ভাষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً ـ

অর্থাৎ, যে জাতি তাদের জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়াদি সমর্পণ করে তাদের নারীদের উপর, সে জাতি কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না।

(বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী হা: ৪৪২৫)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেছেন : "এ হাদীস থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, নারীরা জাতীয় নেতৃত্ব ও সরকারী দায়িত্ব পালনের যোগ্য নয়। নারীকে কোন জাতির নেত্রী বানিয়ে দেয়া জায়িয নয়। কেননা, অকল্যাণ ও ক্ষতি হয় যে কাজে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (নাইলুল আওতার)

ইসলামে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। কোন মুসলিমই এ ব্যাপারে ভিন্নমত গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। আল্লামা ইবনু হাজম এ পর্যায়ে যাবতীয় হাদীসের ভিত্তিতে মতামত ব্যক্ত করেছেন– "মুসলিমদের মধ্যে যতগুলোই দল-উপদল থাকুক না কেন তাদের কেউ-ই নারী নেতৃত্বের যথার্থতায় বিশ্বাসী নয়।"

বস্তুতঃ নারীদের স্বাভাবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাই জাতীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়ার এবং এ পদের জন্য

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ার প্রকৃত কারণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিমদের নেতা হওয়ার যোগ্য এমন ব্যক্তি, দ্বীন ইসলামের মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ে যার যোগ্যতা ও প্রতিভা রয়েছে এবং যিনি সমস্ত জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়াদি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা, যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত জটিল বিষয়াদিতে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগ এবং অতি সাহসিকতার সাথে সম্মুখবর্তী যাবতীয় সমস্যার মুকাবিলা করার যোগ্যতার অধিকারী। আর এ ক্ষেত্রে জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী যে আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র পুরুষদেরই দিয়েছেন; নারীদের দেননি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ যোগ্যতা নির্বিশেষে সকল পুরুষের মধ্যেই রয়েছে এমন কথাও ইসলাম কখনও বলেনি।

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, নারী স্বভাবতই যে কাজ করতে সমর্থ নয় তাকে সে ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা আদৌ উচিত নয়। তাতে একদিকে যেমন সে কাজের ক্ষতি হবে তেমনি নারীর জীবনে আসবে চরম অশান্তি ও ভয়ানক বিপর্যয়।

নারীর উপর সমাজের কোন দায়িত্ব দেয়া হলে কয়েকটি মৌলনীতি অবশ্য পালন করতে হবে। কেননা শারী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর ব্যক্তি সত্তার নিরাপত্তা ও বিকাশ এবং সমাজের সাফল্য ও কল্যাণ এ নীতিসমূহের প্রতিপালনের উপরই নির্ভরশীল।

১. নারীকে সব সময় নিজের আসল অবস্থান কেন্দ্রের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। আসলে নারী প্রকৃতগতভাবেই সাংসারিক জীবনের নির্বাহী এবং তার ভলো-মন্দের জন্য দায়ী। তার এ মর্যাদা বিনষ্ট করে তার উপর অন্য কোন কাজের দায়িত্ব দেয়ার অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্রের কারো নেই। তার নিজেরও অধিকার নেই এ মৌল দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষতিকর কোন কাজের ভার নিজের মাথায় তুলে নেয়ার। নারীর মেধা ও কর্মশক্তি যদি অফিসে কলম পেশায় বা কারখানার চাকা ঘুরানোয় ব্যয়িত না হয়, তাহলে যে ক্ষতির আশঙ্কা করা যায়, তার চেয়ে মানবতার অনেক বেশি ক্ষতি সাধিত হবে যদি তার মেধা ও কর্মক্ষমতা সংসার জীবন নির্বাহে নিয়োজিত না হয়। অফিস পরিচালনায় তার সময় ব্যয়িত হতে গিয়ে যদি পরিবারের দায়-দায়িত্ব ও সন্তান লালন-পালনের কাজ ব্যাহত হয়, তবে তা হবে বিশ্ব মানবতার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং সভ্যতা বিনাশক।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

২. স্বামীর অধীনতা ও আনুগত্য। ইসলাম যে সমাজ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে তাতে পরিবার হচ্ছে প্রথম ইউনিট। শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এ পরিবার ইউনিটের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে স্বামীর উপর। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ـ

অর্থাৎ, পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সম্পন্ন।

সুতরাং স্বামী স্ত্রীকে যেসব সীমার মধ্যে রাখতে চাইবে তা যদি শারী'আতের পরিপন্থী না হয়, তবে তাতে রাখার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার মেনে নেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। আর পুরুষের জন্য সে ধরনের স্ত্রীই আল্লাহ অতি বড় নি'আমাতের নিদর্শন। যে ধরনের স্ত্রীর গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : إِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ ـ

অর্থাৎ, স্বামী তাকে যে আদেশ করবে তা সে পালন করবে। (ইবনু মাজাহ হা: ১৮৫৭)

ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে গৃহ হল স্ত্রীর প্রধান কর্মক্ষেত্র এবং তার দ্বীন এবং নীতি-নৈতিকতার আশ্রয়স্থল। ঘরের বাইরের তৎপরতায় অবাধে অংশগ্রহণের বিভিন্নভাবে তার বিপন্ন হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"নারীকে গোপন করে রাখার জিনিস। যখন সে বাইরে যায় তখন শায়ত্বান তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।" (সহীহ্ তিরমিযী হা: ১১৭৩)

'উমার ফারূক (রাযিঃ) বলেন, নারী হল লুকিয়ে রাখার বস্তু। তাকে তোমরা লুকিয়েই রাখবে। (উয়ূনুল আখবার)

এ সব কথার পেছনে অবশ্যই যুক্তি রয়েছে। ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে দৃঢ়বদ্ধ দেখতে চায়। কিন্তু এ বন্ধন এতই নাজুক ও ঠুনকো যে, যে কোন ধাক্কায় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এ বন্ধনের নিরাপত্তার জন্যই কোন সচেতন ও বুদ্ধিমান স্বামী তার স্ত্রীর যথেচ্ছা বিচরণ ও যখন তখন বাইরে যাতায়াত সহ্য করতে পারে না। কেননা, তাতে স্ত্রীর পক্ষে নানা প্রকার বিপদ-আপদ ও জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্ত্রী যদি যুবতী হয় এবং দেখতে শুনতে সুন্দরী ও আকর্ষণীয় হয়, উপরন্তু স্বামী হয় ভদ্র চরিত্র সম্পন্ন, তবে তো স্ত্রীর এরূপ আচরণ মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। (ফাতহুল কাদীর)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

গর্ভ সঞ্চার

ডা: এস.এন. পান্ডে তার গ্রন্থে বলেন : যৌনমিলনের সময় পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ফার্টিলাইজ্‌ড ডিম্ব একত্রে মিলিত হলে গর্ভ সঞ্চার হয়। পুরুষ-নারী সহবাসকালে নারীর চরম রতিতৃপ্তি না হওয়া অবধি বীর্য ধারণ করে রাখলে ও পরিশেষে তাতে উভয়ের সার্থক রতিতৃপ্তি ঘটলেই যে গর্ভ সঞ্চার হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

রতি মিলনের চরম সুখ হোক বা না হোক জরায়ুর মধ্যে একটি সফল শুক্রকীট একটি সফল ডিম্বের সাথে মিলিত হলেই গর্ভ সঞ্চার হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের একত্রে রতিতৃপ্তি হলে অধিকাংশ শুক্রকীটই নষ্ট হয়। এ নষ্ট হবার প্রকৃত কারণ নারীর যৌনী থেকে উদ্ভূত নিসৃত ক্ষার জাতীয় স্রাব। উক্ত স্রাব নিসৃত হয়ে শুক্রকীটগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। গর্ভ সঞ্চার হলেই নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ স্বরূপ শরীরের আলস্যভাব, বমি বমি ভাব, খেতে অরুচি, নির্লিপ্ত ভাব ইত্যাদি দেখা যায়। ভ্রূণ বেড়ে ওঠার সাথে সাথে জরায়ু ও জরায়ু গ্রীবার পরিবর্তন শুরু হয় যৌন সঙ্গমকালে পুরুষের বীর্য গিয়ে জরায়ু মুখে নিক্ষিপ্ত হয়। অসংখ্য শুক্রকীট তখন চলা শুরু করে ও অধিকাংশ কীট অধঃপথে মারা যায়। উক্ত শুক্রকীট জরায়ুর মধ্য দিয়ে ডিম্বাশয়ের দিকে যেতে এগিয়ে আসা কোন ডিম্বের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে মিলিত হয়। উভয়ের স্বার্থক মিলনের শেষে তাদের চারদিকে শক্ত আবরণ গড়ে ওঠে, এরপর শুরু হয় ভ্রূণ জীবন। অনেক নারী দীর্ঘদিন গর্ভ নিরোধক ট্যাবলেট ব্যবহার করে হঠাৎ উক্ত ট্যাবলেট ছেড়ে দিলেও ঋতু বন্ধ হতে দেখা যায়। আমাদের দেশে বন্ধ্যা নারীদের ক্ষেত্রে ৪৫-৫০ বৎসর হলেই আপনা থেকে এ মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া জরায়ুর অন্যান্য রোগেও ঋতুস্রাব বন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে।

সহবাসে পুরুষের কোন বিশেষ দায়িত্ব নেই। তবে নারীর উপর তার একটা বিরাট দায়িত্ব– সে হলো গর্ভধারণ।

পুরুষের শুক্র কোন মতে নারীর যোনীতে পড়লে তার থেকে নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিয়ে থাকে এ হলো প্রকৃতির বিধান।

কিন্তু প্রত্যেক সঙ্গমে গর্ভ হয় না। আবার যে কোন সঙ্গমে হয়। ডিম্ববাহী নারীতে ডিম্ব থাকে ও শুক্রকীট ঠিক তার সাথে গিয়ে মিলিত হয়। কোন্ সময় যে এটি হবে তা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

এমনও হতে পারে যে, প্রথমবারের সঙ্গমেই গর্ভধারণ হলো বা হাজার বারেও হলো না। তাছাড়া আরো নানান প্রশ্ন ও সমস্যা গর্ভের সাথে জড়িত যা নর-নারীর অবশ্যই জানা উচিত। এবারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে : নর-নারীর মিলনের সময় অনেকগুলো শুক্রকীট এসে পড়ে যোনীর জরায়ুর মুখে। তা নারীর ডিম্বের সাথে মিলিত হয়ে গর্ভ সঞ্চার করে।

গর্ভধারণ কিভাবে ঘটে তা জানতে হবে। এটি একটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা।

এক একবারে সঙ্গমে বিশ থেকে পঁচিশ কোটি শুক্রকীট যোনীর মধ্যে ছাড়া পেয়ে যায়। ঐ বিশ-পঁচিশ কোটি শুক্রকীট প্রত্যেকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আরার অসীম কুদরতে তাদের লেজ নেড়ে নিজস্ব গতিবেগে ধীরে ধীরে স্ত্রীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে ও উপরে ডিম্ববাহী নালীর দিকে এগিয়ে চলে। এদের গতি তখন হয় প্রতি মিনিটে এক ইঞ্চির দশভাগের একভাগ। অথচ যাত্রা পথে বাধা পায় যথেষ্ট। অধিকাংশ হয়ত জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করতেই পারে না।

সময়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তাদের জীবন লীলা শেষ হয়। কিন্তু তবুও অবশিষ্ট শুক্রকীট দফায় দফায় যোনীপথে জলায়ুর মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। তার মধ্যে মাত্র কিছু সংখ্যক বলশালী কীট জরায়ু অতিক্রম করে ডিম্ববাহী নালীর রাস্তা ধরতে সক্ষম হয়। ডিম্বনালীর মধ্যে যেখানে ডিম্বটি অবস্থান করে আছে প্রায় একসাথে কতকগুলো শুক্রকীট হয়ত তার কাছে পৌঁছে গেল।

তখন তাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট শুক্রকীটটি সবার চেয়ে শক্তিশালী ও গতিশীল সে সবচেয়ে অগ্রগামী হয়ে তার মাথা দিয়ে ডিম্বকোষের আবরণটি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। গর্ভফুল আর ভ্রূণকে অন্তরাল করে যে একটি থলি বা আবরণ থাকে তা জলীয় তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। ভ্রূণটি যাতে কঠিন ধাক্কা না পায় সেজন্যে এ থলির তরল পদার্থের মধ্যে ভ্রূণটি ভাসতে থাকে। শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনের পর তা জরায়ুর ঝিল্লীতে প্রোথিত হয়। এরপর ভ্রূণের বিকাশ হয়।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর মন সর্বদা আনন্দিত ও প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য কতগুলো কার্য সম্পাদন করতে হবে। যথা–

১. এ সময় মাঝে মাঝে আনন্দ ফূর্তি করতে হবে।

২. ধর্মীয় আলোচনা (নবী-রাসূলগণের জীবনী ও ইসলামী বই-পুস্তক পড়তে হবে।)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

৩. গর্ভকালে কঠিন শোক, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ প্রভৃতি না দেয়া অভিভাবকদের কর্তব্য। তখন কোন উপদেশ তিক্ত ভাষায় দিতে নেই।

৪. গর্ভকারে গর্ভিণী অতিরিক্ত ম্রিয়মাণ থাকলে তাকে সন্তানের নার্ভগুলো দুর্বল হয়, এ কথা মনে রাখা উচিত। তাই অভিভাবকদের এ সময়ে গর্ভিণীর মনের দিকে অবশ্য লক্ষ্য রাখা উচিত।

গর্ভবতী মায়ের করণীয় হিসেবে ডাঃ বেগম হোসনে আরা তাঁর রোগীদের যে নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন

১. **খাবার :** ❑ মাছ, মাংস, ডিম, শাক-সব্জী, ফল বেশি পরিমাণে খেতে হবে। ❑ প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ (ফুটানো বা টিউবওয়েলের) পানি পান করতে হবে। ❑ ভাজা পোড়া ও বাইরের খাবার না খাওয়াই ভাল। সব সময় টাটকা খাবার খাওয়া উচিত।

২. **কাজকর্ম ও বিশ্রাম :** ❑ গর্ভাবস্থার প্রথম ২-৩ মাস ও শেষের ৩ মাস অতিরিক্ত পরিশ্রম করা উচিত নয়। স্বাভাবিক কাজকর্মের মাধ্যমে শরীরকে সচল রাখা ভাল। তবে অতিরিক্ত রৌদ্রে বা ভীড়ের মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়। ❑ ভারী কিছু তোলা যাবে না এবং সিঁড়িতে ওঠানামায় সতর্ক হতে হবে।

৩. **ঘুম :** ❑ রাতে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঘুমানো দরকার। ❑ দিনের বেলায় ঘণ্টা দু'য়েক বিশ্রাম করা ভাল। ❑ ঘুমানো বা শুয়ে বিশ্রামের সময় বাম কাতে শোয়া ভাল।

৪. **পোষাক-আশাক :** ❑ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক, সহজে পরিধানযোগ্য এবং ঢিলে ঢালা পোষাক পরা উচিত। ❑ জুতা সঠিক মাপের এবং নরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাই হিলের জুতা পরিহার করে চলতে হবে।

৫. **ভ্রমণ :** ❑ প্রথম ৩ মাস ও শেষ ৩ মাস দীর্ঘ ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। ❑ উঁচু-নীচু পথে বা ঝুঁকি হয় এমন যানবাহনে ভ্রমণ করা ঠিক নয়। ❑ সকালে এবং বিকালে কিছু সময় ভ্রমণ (হাঁটাহাটি) করা গর্ভবতী মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

৬. **শরীরের যত্ন নেয়া ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ :** ❑ নিয়মিত গোসল ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পরিষ্কার রাখা এবং দাঁত ও মাড়ির বিশেষ যত্ন নেয়া উচিত।

৭. **ভ্রমণ :** ❑ বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত রোগী হতে দূরে থাকতে হবে। ❑ সহবাসের ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য রাখা ও বেশ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। ❑ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধ খাওয়া উচিত নয়। ❑ অতিরিক্ত আবেগ, মানসিক উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা, রাগ, শোক, ভয় ইত্যাদি বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে। ❑ সৎ চিন্তা করা ও মনকে সদা প্রফুল্ল রাখা উচিত। ❑ নিয়মিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চেক-আপে থাকা উচিত।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

মানুষ ও মেয়ে মানুষের মর্যাদার পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ .

অর্থাৎ, পুরুষদের নিকট নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের উপর। (সূরা আল-বাক্বারাহ- ২২৮)

এখানে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

কুরআন মাজীদে "বিল মা'রূফ" শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় ন্যায় নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ, "মা'রূফ" শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শারী'আত অনুযায়ী না-জায়িয নয় এবং সেটাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .

এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশি মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট মাহাত্ম্য রয়েছে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফলতীও হয়ে যায় তবুও তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا .

অর্থাৎ, এবং নারী তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, পরিচালিকা।
(বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, ১ম খণ্ড হা: ৮৯৩)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

নারী-পুরুষের চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক আকারের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্ম বন্টনের নিয়ম পূর্ণ মাত্রায় করা হয়েছে। স্বামীদের করা হয়েছে কামাই-রোজগার ও শ্রম মেহনতের জন্যে দায়িত্বশীল। পুরুষের কর্মক্ষেত্র হচ্ছে বাইরে আর স্ত্রীদের কর্মক্ষেত্র ঘরে। নারী ঘরে থেকে একদিকে করবে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অপরদিকে করবে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও সন্তানদের ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কাজ।

উমদাতুল ক্বারী থেকে প্রমাণিত হয় :

وَرِعَايَةُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّدْبِيْرِ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَالنُّصْحُ لَهٗ وَالْاَمَانَةُ فِىْ مَالِهٖ وَفِىْ نَفْسِهَا ـ

স্ত্রী-স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা হওয়া মানে স্বামীর ঘরের সুন্দর ও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করা, স্বামীর মঙ্গল কামনা করা ও তাকে ভালো কাজের পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া এবং স্বামীর ধনমাল ও তার নিজের ব্যাপারে পূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করা। (উমদাতুল ক্বারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَآءِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَآءِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَآءِكُمْ فَلَايُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَّنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَاْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلَا وَاِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ـ

তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের উপর নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যেও রয়েছে তোমাদের উপর অধিকার। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককেও প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না, যাদের প্রবেশ করা তোমরা পছন্দ করো না। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ খুবই উত্তমভাবে বহন করবে।

(হাসান– তিরমিযী হা: ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা: ১৮৫১)

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মেয়ে মানুষের প্রতি শাসন

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ، فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا *

অর্থাৎ, পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং যেহেতু তারা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে। সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত বিষয় গোপনে সংরক্ষণ করে এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশংকা হয়, তবে তাদেরকে সৎ উপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক কর ও তাদেরকে প্রহার কর, অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্যে অন্য পন্থা অবলম্বন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত মহীয়ান। (সূরা আন্-নিসা– ৩৪ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর কর্তা। সে স্ত্রীকে সোজা ও সংশোধনকারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নাবূওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শারী'আতের নির্দেশ অনুসারে খালীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঐসব লোক কখনও মুক্তি পেতে পারে না, যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্ত্রী বানিয়ে নেয়। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা: ৪৪২৫)

এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যেও শুধুমাত্র পুরুষরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের কারণ এই যে, পুরুষরাই নেতৃত্ব

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

দেয়ার যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষরা নারীদের জন্য তাদের মাল খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ্ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মুহরের খরচ, খাওয়া-পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। সুতরাং জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এজন্যেই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে।

অন্য জায়গায় রয়েছে- وللرجال عليهن درجة, অর্থাৎ, তাদের (স্ত্রীদের) উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২২৮ নং আয়াত)

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন : এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে। তাদের কাজ হচ্ছে, সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মালের হিফাযাত করা ইত্যাদি।

হাসান বাস্‌রী (রহঃ) বলেন : একটি স্ত্রীলোক নাবী ﷺ-এর সামনে স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তার স্বামী তাকে থাপ্পড় (চড়) মেরেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিশোধ নেয়ার হুকুম প্রায় দিয়েই ফেলেছিলেন এমন সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণ হতে বিরত রাখা হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাযিঃ) তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হন। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার স্বামী আমাকে চড় মেরেছে। ওর চিহ্ন এখনও আমার চেহারায় বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন, তার এ অধিকার ছিল না। সেখানেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি চেয়েছিলাম এক রকম এবং আল্লাহ তা'আরা চাইলেন অন্য রকম। (ইবনু কাসীর)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয় : স্ত্রীর তার স্বামীর উপর কী হক রয়েছে? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে। তার চেহারায় মেরো না, গালি দিও না। তাকে ঘর হতে পৃথক করো না। ক্রোধের সময় যদি শাস্তি দেয়ার উদ্দেশে কথা বন্ধ কর তথাপি তাকে ঘর হতে বের করো না। অতঃপর বললেন,

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তাতেও যদি ঠিক না হয় তবে তাকে শাসন-গর্জন করো এবং মেরে-পিটেও সরল পথে আনয়ন কর।

কিন্তু তোমরা তাদেরকে কঠিনভাবে প্রহর করতে পার না, যে প্রহারের চিহ্ন প্রকাশ পায়। তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে এবং এমন প্রহার করা উচিত নয় যার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে।

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন : এরপরও যদি তারা বিরত না হয় তবে ক্ষতিপূরণ নিয়ে তালাক্ব দিয়ে দাও। একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না। এরপর একদিন 'উমার ফারূক (রাযিঃ) এসে আরয করলেন, হে আল্লাহ রাসূল ﷺ! নারীরা আপনার নির্দেশ শুনে তাদের স্বামীদের উপর বীরত্বপনা দেখানো আরম্ভ করেছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মারার অনুমতি দেন। তখন পুরুষদের পক্ষ হতে বেদম মারপিট শুরু হয়ে যায়। বহু নারী অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জেনে রেখ যে, আমার নিকট নারীদের অভিযোগ পৌঁছেছে। মনে রেখ, যারা স্ত্রীদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে তারা ভাল মানুষ নয়।

(সহীহ, সুনান আবী দাউদ হা: ২১৪৬)

আশ'আস (রাযিঃ) বলেন : একদিন আমি 'উমার (রাযিঃ)-এর আতিথ্য গ্রহণ করি। ঘটনাক্রমে সেদিন তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়। 'উমার (রাযিঃ) স্বীয় পত্নীকে প্রহার করেন। অতঃপর আমাকে বলেন, হে আশ'আস (রাযিঃ)! তিনটি কথা স্মরণ রেখ, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে স্মরণ রেখেছি। একটি তো এই যে, স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে হবে না যে, তিনি স্বীয় স্ত্রীকে কেন মেরেছেন? দ্বিতীয় এই যে, বিত্‌রের সালাত আদায় না করে শোয়া যাবে না। তৃতীয় কথাটি বর্ণনাকারীর মনে নেই- **(সুনান ইবনু মাজাহ, হা: ১৯৮৬)**। অতঃপর বলেন, তখন যদি নারীরা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তবে তোমরা তাদের প্রতি কোন কঠোরতা অবলম্বন করো না, মারপিট করো না এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশও করো না।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

'আল্লাহ্ সমুন্নত ও মহীয়ান' অর্থাৎ যদি নারীদের পক্ষ হতে দোষ ত্রুটি প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই বা দোষত্রুটি করার পর সংশোধিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে শাসন-গর্জন কর, তবে জেনে রেখ যে, তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

যেসব স্ত্রীলোক স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, কুরআন মাজীদ তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে–

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوْهُنَّ –

অর্থাৎ, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যাদের নাফারমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধনী হলো যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এ পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে فِى الْمَضَاجِع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে 'আলিমগণ এ মর্মোদ্ধার করেছন যে, পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ী বা থাকার ঘর পৃথক করবে না– তাহলে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। তাতে তার দুঃখও বেশি হবে এবং এতে কোন রকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও সম্ভাবনা অধিক। তৃতীয় পর্যায়ে তাদেরকে চেহারা ব্যতীত হালকা প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(সূরা আন-নিসা, ৩৪ নং আয়াত)

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে যে, এ তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও, সাধারণ কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেরিয়ো না। আর জেনে রেখো, আল্লাহ্র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা বলে দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের ভেতরেই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে– তৃতীয় কোন লোকের প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নারীদের অবাধ্যতা কিংবা আনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বাগ্রে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদেরকে মানসিকভাবে সংশোধন কর। এতেই যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। আর পুরুষও মানসিক যাতনা থেকে রেহাই পেল। এভাবে উভয়ে দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্তি পেল। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এটা একটা মামুলি শাস্তি এবং উত্তম সতর্কীকরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধোর করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধোরের প্রকাশ কিংবা জখম না হয়। কিন্তু এ পর্যায়ের শাস্তি দানকেও স্বাভাবিকভাবে রাসূল ﷺ পছন্দ করেননি।

যা হোক, এ সাধারণ মারধোরের মাধ্যমে যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে–

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ـ

অর্থাৎ, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষানুসন্ধান করতে যেও না। বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর এ কথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

কোন বিষয়ে স্ত্রীদের পীড়াপীড়ি ও বাড়াবাড়িতে ধৈর্যধারণ করা, তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি বেশি গুরুত্ব না দেয়া এবং স্বামীর অধিকারের পর্যায়ে তাদের যা কিছু অপরাধ হয়, তা ক্ষমা করে দেয়া স্বামীর একান্তই কর্তব্য।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্যে অত্যন্ত অপরিহার্য। যে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরণ, যার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি নেই কোন মায়া-মমতা, তার পক্ষে কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গী করে শান্তির জীবন যাপন করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ, যদি তাদেরকে মার্জনা কর অথবা (তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি) উপেক্ষা কর কিংবা যদি ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা আত্-তাগাবুন, ১৪ নং আয়াত)

অর্থাৎ, যদিও স্ত্রী এবং সন্তানরা তোমাদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবুও তাদের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব রাখতে পার না। তাদের সাথে কঠিন আচরণ করতে পার না। তাদের সাথে নির্দয় ব্যবহার না করে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের দোষত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবে। তাদের অসঙ্গত আচরণকে পারতপক্ষে উপেক্ষা করবে। এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাস হল, ক্ষমা করা এবং দয়া করা।

গুনাহ্গার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং বিদ্বেষ রাখা নিষেধ। 'আলিমগণ আলোচ্য আয়াতের মর্মানুযায়ী মনে করেন যে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউ শারী'আত বিরোধী কোন গুনাহর কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা এবং তাকে বদদু'আ দেয়া উচিত নয়। (রূহুল মা'আনী)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

আদর্শ মেয়ে মানুষ

সূরা আল-আহযাবের ২৮-২৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

হে নাবী (ﷺ)! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (ﷺ) ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নাবী ﷺ-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর সহধর্মিণীদেরকে দু'টি জিনিসের একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেন। যদি তারা পার্থিব জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, সৌন্দর্য ও জাক-জমক পছন্দ করে তবে তিনি যেন তাঁদেরকে তাঁর বিবাহ সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আর যদি দুনিয়ার অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সুখ-শান্তি কামনা করে তবে যেন তারা তাঁর সাথে ধৈর্যধারণ করে জীবন-যাপন করে। আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নি'আমাত দ্বারা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবেন। অতঃপর (এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর) তাঁরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলা এবং আখিরাতকেই পছন্দ করে নেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সবার উপর খুশি হন। এরপর তিনি তাঁদেরকে আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়ার আনন্দ ও সুখ-শান্তিও দান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাবী ﷺ তাঁর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। তুমি তাড়াহুড়া করে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করো না। বরং পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দিবে। তিনি বলেন, তিনি তো অবশ্যই জানেন যে, আমার পিতা-মাতা যে তাঁর বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হবার পরামর্শ আমাকে দেবেন এটা অসম্ভব। অতঃপর তিনি আমাকে এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। আমি উত্তরে

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

তাঁকে বললাম, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার কিছুই নেই। আমার, আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং আখিরাতই কাম্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরাপর স্ত্রীগণও তদ্রূপ মত দিলেন যেমন আমি দিলাম।

(বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা: ৪৭৮৬)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মা 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন : তিনবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, দেখো, তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করা ছাড়া তুমি নিজে থেকে কোন কিছু করে ফেল না। অতঃপর তিনি আমার জবাব শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে যান এবং হেসে উঠেন। এরপর তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে যান এবং তাদেরকে বলেন যে, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এ জবাব দিয়েছে। তারা তখন বলেন, তাদেরও ঐ একই জবাব।

(ইবনু কাসীর)

উল্লেখিত আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেক্কার স্ত্রীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁদের কোন কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনরূপ দুঃখ কষ্ট না আসে। এ ব্যাপারটির প্রতি যেন তারা বিশেষ গুরুত্ব দেন। আর সেটা তখনই হতে পারে যখন তাঁরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবেন। এ প্রসঙ্গেই পুণ্যবতী নবীপত্নীগণকে (রাযিঃ) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জাবির (রাযিঃ) থেকে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ (রাযিঃ) একত্রিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে তাদের জীবিকা এবং অন্যান্য খরচপাতির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি জানান। বিশিষ্ট মুফাস্সির আবূ হাইয়ান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর বানু নাযীর ও বানু কুরাইযার বিজয় এবং গনীমাতের মাল বণ্টনের ফলে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে খানিকটা দরিদ্রতা দূরিভূত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী নবী স্ত্রীগণ ভাবলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব গনীমাতের মাল থেকে নিজস্ব কিছু অংশ রেখে দিয়েছেন। কাজেই তারা সমবেতভাবে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী। আমাদের দারিদ্র্য পীড়িত দৈন্যদশা তো স্বয়ং আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। কাজেই এসব কিছু বিবেচনা করে আপনি আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বাড়িয়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাযিঃ) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজা-বাদশাহদের বিলাসিতা ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবিতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভেবে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা প্রতিদিনের দেখা-সাক্ষাৎ এবং প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবীগৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে নাবী যে দুঃখিত হবেন তারা তা ধারণা করতে পারেনি। মূলতঃ সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল।

কুরআন মাজীদে পরিবারকে দূর্গের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে এবং পারিবারিক জীবন যাপনকারী নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়েকে বলা হয়েছে দূর্গের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত (مُحْصِنِيْنَ) লোকগণ। আল্লামা শাওকানী কুরআনের উদ্ধৃত حصن শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

اَصْلُ التَّحَصُّنِ التَّمَنُّعُ ـ

অর্থাৎ, দূর্গবাসী হওয়ার আসল অর্থ হল প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন হওয়া। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ـ

অর্থাৎ, যেমন তোমরা তোমাদের ভয়-ভীতি থেকে সুরক্ষিত থাকতে পার।

আর এ কারণেই حصان বলা হয় :

اَلْمَرْاَةُ الْعَفِيْفَةُ لِمَنْعِهَا نَفْسَهَا ـ

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

পবিত্র চরিত্রসম্পন্না নারী কেননা সে নিজেকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে।

কুরআনে বিবাহিত মহিলাকে এ কারণেই বলা হয়েছে, محصنات অর্থাৎ পরিবারের দূর্গস্থিত সুরক্ষিত মহিলাগণ।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেছেন : কুরআন মাজীদে বর্ণিত محصنات (মুহসানাত) মানে বিবাহিতা নারীগণ। স্বামীসম্পন্না মেয়ে লোক। এমন মেয়েলোক যাদের স্বামী রয়েছে। এজন্য যে,

لِأَنَّهُنَّ أَحْصَنَّ فُرُوجَهُنَّ مِنْ غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ ـ

অর্থাৎ, তারা তাদের যৌনাঙ্গকে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষদের থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ـ

দুনিয়াবী (জীবনের) সবকিছুই ভোগ ও ব্যবহারের সামগ্রী। আর সবচেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট সামগ্রী হচ্ছে নেক চরিত্রের স্ত্রী। (মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, হা: ৩৫০৭)

কেননা নেক চরিত্রের স্ত্রী স্বামীকে সব ধরনের পাপের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং দুনিয়া ও দ্বীনের কাজে তাকে পূর্ণ সাহয্য ও তার সাথে আন্তরিক সহযোগিতা করে থাকে। এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে–

স্ত্রী যদি নেক চরিত্রের না হয়, তাহলে সে হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বেশি খারাপ সামগ্রী।

আর নেক চরিত্র স্ত্রী বলতে বুঝায় :

التقية المصلحة لحال زوجها فى بيته المطيعة لأمره ـ

নেককার পরহেযগার, আল্লাহভীরু ও পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী সে যে তার স্বামীর জন্য সর্বাবস্থায় কল্যাণকামী, তার ঘরের রাণী এবং তার আদেশানুগামী, তাকেই নেক চরিত্রের স্ত্রী মনে করতে হবে। কাজেই

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

দ্বীনদার ও চরিত্রবতী মেয়েই বিয়ে বাজারে সর্বাগ্রগণ্য বিশেষতঃ মুসলিম পরিবারে তা-ই হওয়া উচিত। দ্বীনদার কনে বাছাই ও বিয়ে করার জন্য ইসলামে বলা হয়েছে।

পুণ্যবতী স্ত্রী সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে আছে :

اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ـ

যে মেয়েলোকই এমনভাবে মৃত্যুবরণ করবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (যঈফ তিরমিযী, হা: ১১৬১)

স্বামীর সন্তোষ বিধানের জন্যই তার আনুগত্য করাও স্ত্রীর কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَائَتْ ـ

স্ত্রী যদি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাযানের সিয়াম পালন করে, স্বীয় গুপ্তাঙ্গের পূর্ণ মাত্রায় হিফাযাত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তবে জান্নাতের (আটটি দরজার মধ্যে থেকে) যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে সে অবশ্যই প্রবেশ করবে।

(হাসান, মিশকাত হা: ৩২৫৪)

উপরোক্ত হাদীস থেকে স্বামীর আনুগত্য করাকে সালাত, সিয়াম, সতীত্ব রক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একেও সেসব কাজের মতই গুরুত্বপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। স্বামীর কথা শোনা, তার আনুগত্য করা, স্বামীর যাবতীয় অধিকার পূরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। স্বামীর হক্ব বা অধিকার আদায় না করলে স্ত্রীর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনাদি পূরণ হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার হক্ব আদায় না করে সফল হতে পারে না কারো নৈতিক ও পরকালীন জীবন। শুধু তাই নয়, স্বামীর অধিকার আদায় না করলে আল্লাহ তা'আলার হক্বও আদায় হয় না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই জোরালো ভাষায় বলেছেন :

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّىْ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلٰى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ ـ

যে সত্তার হাতে (আমি) মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর হাক্ব না আদায় করবে ততক্ষণ পযৃন্ত সে আল্লাহ তা'আলার হাক্বও আদায় করতে পারবে না। স্বামী যদি স্ত্রীকে পেতে চায় (এমতাবস্থায়) যখন সে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে, তবে তখনও সে স্বামীকে নিষেধ করতে পারবে না। (ইবনু মাজাহ, হা: ১৮৫৩)

বস্তুত স্বামীর হাক্ব আদায় করার জন্য দরকার তার আনুগত্য করা, তার কথা বা দাবী অনুযায়ী কাজ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য যেমন কর্তব্য তেমনি এটা একটা বিরাট মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের ব্যাপারও বটে। নিম্নের হাদীস দ্বারা এ মর্যাদার কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

مَا اسْتَغَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ ـ

ঈমানদারগণের জন্যে আল্লাহভীরুতার (পরহেযগারিতা) পর সবচেয়ে উত্তম জিনিস হচ্ছে নেক্‌কার চরিত্রবতী স্ত্রী এমন স্ত্রী যে স্বামীর আশে মেনে চলে, স্বামী তার প্রতি তাকালে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং স্বামী কোন বিষয়ে শপথ দিলে সে তা পূরণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজের এবং স্বামীর ধনমালের ব্যাপারে স্বামীর কল্যাণকামী হয়।(ইবনু মাজাহ, হা: ১৮৫৭)

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথাই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার পর সব মু'মিন পুরুষের জন্যই সর্বোত্তম সৌভাগ্যের সম্পদ হচ্ছে সতীস্বাধ্বী, সুদর্শনা ও অনুগতা স্ত্রী। প্রিয়তম স্বামীর সে একান্ত প্রিয়তমা, স্বামীর প্রতিটি কথায় সে উৎসর্গকৃতা, সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে সে অতন্দ্র প্রহরী। আর এ রকম স্ত্রী যেমন একজন স্বামীর পক্ষে গৌরব ও মাহাত্ম্যের ব্যাপার তেমনি এ ধরনের স্ত্রীও অত্যন্ত ভাগ্যবতী।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

পারিবারিক জীবনে স্ত্রী যদি স্বামীর প্রাধান্য স্বীকার না করে, স্বামীকে মেনে না চলে, স্বামীর উপস্থিতি অনুপস্থিতি উভয় সময়ই যদি স্বামীর কল্যাণ বিধানে প্রস্তুত না থাকে তাহলে দাম্পত্য জীবন কখনও মধুর হয়ে উঠতে পারে না।

স্বামীর অন্যায় জিদ বা শারী'আতের পরিপন্থী কোন কাজের আদেশ বা আবদার পালন করার ক্ষেত্রে স্ত্রী বাধ্য নয়। শুধু তা-ই নয়, স্বামীর শারী'আত বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে তা অমান্য করাই ঈমানদার স্ত্রীর কর্তব্য। সহীহুল বুখারীর এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে–

بَابٌ : لاَتُطِيْعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِىْ مَعْصِيَّةٍ

পাপের কাজে স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ পালন করবে না– এ সম্পর্কিত হাদীসের অধ্যায়।

এর পরেই যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক আনসারী মহিলা তার কন্যাকে বিয়ে দেয়। বিয়ের পর কন্যার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করে। তখন মহিলাটির কন্যার স্বামী তাকে বলল, তার স্ত্রীর মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দিতে। তখন মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হয়ে বললেন :

اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِىْ اَنْ اَصِلَ فِىْ شَعرِهَا ـ

আমার মেয়ের স্বামী আমাকে আদেশ করেছে যে, আমি যেন মেয়ের মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দেই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

لاَ اِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمَوْصُوْلاَتُ ـ

না, তা করবে না। কেননা, যেসব মেয়েলোক পরচুলা লাগায় তাদের উপর লা'নাত করা হয়েছে। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা: ৫২০৫)

অর্থাৎ, পরচুলা লাগানো যেহেতু হারাম, অতএব এ হারাম কাজের জন্য স্বামীর নির্দেশ মানা যেতে পারে না।

পুণ্যবতী, সৎকর্মশীল উত্তম স্ত্রী সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে :

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَّهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ

فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ ـ ابن ماجہ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তির জন্য তাকওয়া বা পরহেযগারিতার পর সাধবী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কোন জিনিস নেই। তাকে কোন আদেশ করলে সে তা পালন করে। তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে চক্ষু জুড়ায়। তার সম্বন্ধে কোন বিষয়ের শপথ করলে তা সে পূরণ করে। (চাই সেটা তার পছন্দনীয় হোক বা না হোক।) সর্বাবস্থায় স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। স্বামীর অবর্তমানে নিজেকে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং স্বামীর ধনসম্পদের হিফাযাত করে। কোন প্রকার খিয়ানাত করে না। (ইবনু মাজাহ, হা: ১৮৫৭)

কারো স্ত্রীর মধ্যে এ ধরনের গুণের সমাবেশ ঘটলে তার মত ভাগ্যবান পুরুষ আর কে বা হতে পারে? অপর হাদীসে উত্তম নারী সম্পর্কে এসেছে:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِىْ تَسُرُّ زَوْجَهَا اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهٗ اِذَا اَمَرَ وَلَا

تُخَالِفُهٗ فِىْ نَفْسِهَا وَلَا فِىْ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ـ

অর্থাৎ, সর্বোত্তম নারী হচ্ছে সে, যার দিকে স্বামী তাকালে স্বামীকে সে সন্তুষ্ট রাখে। স্বামী কোন নির্দেশ দিলে তা পালন করে এবং নিজের ব্যাপারে ও মালের ক্ষেত্রে স্বামীর অপছন্দনীয় কোন কাজ করে না। অর্থাৎ সবসময় একজন আদর্শবান ও উত্তম নারীর এরূপ গুণ থাকা আবশ্যক যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَاتُبَاشِرُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهٗ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ـ

কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর সাথে উঠাবসা ও কথোপকথন করার পর স্বামীর কাছে তার বর্ণনা এভাবে না দেয় যেন স্বামী তাকে দেখছে। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা: ৫২৪০)

অর্থাৎ, এক মহিলা অপর কোন মহিলার সাথে মিলা-মিশা করার পর আপন স্বামীর কাছে গিয়ে এরূপ বর্ণনা দিল যে, উমুক মহিলার চেহারা এমন, নাক এমন, কাপড় এমন, তার দেহের গঠন প্রকৃতি এমন, শরীর এমন মোলায়েম। মোটকথা তার পূর্ণ চিত্র তুলে ধরল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ঐ মহিলার প্রতি স্বামী আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। অবশেষে পরিতাপ করে ফিরবে।

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

মেয়ে মানুষের গুণের স্বীকৃতি

একজন সৎ চরিত্রা স্ত্রী অন্তরে ত্যাগ শিকার করা, বিশেষ করে খাওয়া পরায় সংযমী, বিলাসিতা পরিহার, নিজস্ব জীবনের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা, ন্যায়-নীতি ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সততা ও আমানতদারীর দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর। শশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর ছোট ভাই বোনদের যত্ন নেয়া, নিজের খাওয়া পরার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সকলের খাওয়া শেষে যা থাকে তাই খেয়ে সে তৃপ্তি পায়, নিজ অপেক্ষা অপরকে অগ্রগণ্য করা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় কাজে মনোযোগী, সত্য বলা, সততার নীতি ধরে থাকা তার জীবনের বড় গুণ। পোষাক পরিচ্ছদের প্রতিযোগিতা পরিহার করে পরিশ্রমমুখী হওয়া, নিজের পক্ষ হতে অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি নযর রাখা, কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে অপরকে খুশি রাখা তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। সে সর্বদা চিন্তাধারার ভুল ও চলার নীতির গলদ অনুধাবনে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সংশোধন করতে তৎপর হয়ে উঠে, ন্যায় ও সততার দরুন তাদের জীবন হয় সফলকাম, পূর্ণ হয় তাদের জীবনের মনষ্কাম।

স্বামীর আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে স্বামীর বাড়ির মানুষের প্রতি সে মমতাময়ী, স্নেহশীলা। তার কাজে ও ব্যবহারে পাওয়া যায় বারাকাত। সর্বদাই বাড়ির দোষগুলো চেপে রাখতে চেষ্টা করে। প্রতিবেশীরা তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকে। তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার হয় অতি স্বচ্ছ। স্ত্রীর ব্যবহারে স্বামীর দাম্পত্য জীবন হয় মর্যাদাপূর্ণ, স্বামীর জীবনের জন্য সে স্ত্রী হয় সুখের আধার।

স্বামী যখন চাকুরী, ব্যবসা অথবা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরে তখন শত ঝামেলায় থাকলেও স্ত্রী হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানায়, স্বামীর খেদমতে লিপ্ত হয়। পাখা দ্বারা বাতাস করে এবং মধুর স্বরে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সারাদিন কীভাবে কাটলো? কী খেয়েছ? ইত্যাদি। তাছাড়া কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই খাবার সময় হয়ে থাকলে তার ব্যবস্থা করে এবং বিছানা পরিষ্কার করে দেয় যাতে স্বামী একটু আরাম করতে পারে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

স্ত্রীর এ মধুর ব্যবহারে স্বামীর সমস্ত ক্লান্তি সহসাই দূরীভূত হয়ে যায়। স্বামী যতই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসুক না কেন এবং তার অন্তরে যত বড়ই দুঃখ-কষ্ট, ব্যর্থতা থাকুক না কেন, স্ত্রীর মুখে অকৃত্রিম ভালোবাসাপূর্ণ হাসি দেখতে পেলে সে তার সব কিছুই নিমিষে ভুলে যেতে পারে।

স্বামীর অন্য কিছুর প্রয়োজন না হলে স্ত্রী সংসারের অন্য কাজ করে। অতঃপর স্ত্রী তার কাজ-কর্ম সেরে আসে এবং স্বামী যখন একটু বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তিমুক্ত হয় তখন স্ত্রী সংসারের যাবতীয় ভাল-মন্দের বিষয় আলাপ আলোচনা করে।

তাছাড়া স্ত্রী সকল কল্যাণময় কাজে-কর্মে স্বামীর সাহায্যকারী হবে। তার খানা-পিনা ও কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারে সে পূর্ণ খেয়াল রাখবে। তার মাল-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তানদের লালন-পালন করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে ঘরের দায়িত্বশীলা হবে।

বাড়ীর অভ্যন্তরের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে স্ত্রী নিয়োজিত থাকে। তারই কর্তৃত্বে যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হয়। স্বামীর জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ স্ত্রীর হিফাযাতে থাকে। সে হয় তার আমানতদার।

জটিল কোন সমস্যা হলে স্ত্রী ধৈর্য সহকারে স্বামীকে বুঝাবে, প্রেম-ভালোবাসার অমৃত ধারায় স্বামীর মনের সব কষ্ট ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। স্ত্রী কখনই রাগ করে, মুখ ভার করে, তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটি করে গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলবে না। স্বামীকে অসন্তুষ্ট দেখতে পেলে যথাসম্ভব শান্ত ও নরম হয়ে যাওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। বিশেষ করে স্বামীর বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্ত্রীর খুব সতর্কতার সাথেই কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্ত্রীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে ফেটে পড়া কোনমতেই বুদ্ধিমতির কাজ হতে পারে না। স্বামীর কাছে ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা যায়, তবে স্ত্রীর তাই করা কর্তব্য।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই স্ত্রীর অন্যতম একটি গুণের কথায় বলেন :

وَاِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ -

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়। (ইবনু মাজাহ)

আবূ সাওর বলেন :

عَلَيْهَا اَنْ تَخْدُمَهُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ -

যদিও কোন কোন ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন : বিয়ের আক্দ হয়েছে স্ত্রীর সাথে যৌন ব্যবহারের সুখ ভোগ করার জন্য। অতএব স্বামী তার কাছ থেকে অপর কোন ফায়দা লাভ করার অধিকারী হতে পারে না।

কোন কাজ মূলতঃ কর্তব্যভুক্ত না হলেও অনেক সময় তা না করে উপায় থাকে না। তাছাড়া রান্নার আয়োজন, ঘর পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ করা কী স্ত্রীর কর্তব্য নয়? এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কার ইসলামী সমাজে দেখতে পাই, স্ত্রীরা ঘরের যাবতীয় কাজ-কর্ম রীতিমত করে যাচ্ছে। ঘরের কাজ-কর্ম করতে গিয়ে নিদারুন কষ্ট স্বীকার করছে। আসমা (রাযিঃ) তাঁর স্বামীর সব রকমের খিদমাত করতেন। হাদীসে আরো স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে-

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى عَلٰى اِبْنَتِهٖ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ وَعَلٰى عَلِىٍّ مَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْعَمَلِ -

নাবী ﷺ তাঁর কন্যা ফাতিমার উপর ঘরের মধ্যেকার যাবতীয় কাজ আ াম দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং ফাতিমার স্বামী আলী (রাযিঃ)-এর উপর দিয়েছিলেন বাইরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব। ফাতিমাহ্ নিজ হাতে যাঁতা চালিয়ে আটা তৈরী করতেন। আটা পিষে রুটি তৈরী করতেন ও আগুনের তাপ সহ্য করে রুটি তৈরি করতেন।

ফাতিমাহ্ একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, বাবা! যাঁতাকল পিষতে পিষতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। আপনি

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

আমাকে একটা বাঁদী এনে দিন। কন্যার এ আবেদনের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, ফাতিমাহ্! আসহাবে সুফ্ফার মুসলিমবৃন্দ অন্নভাবে মারা যাবে, আর আমি তোমাকে বাঁদি এনে দিব এটা কি ন্যায়সঙ্গত? রাসূলুল্লাহ ﷺ তো এক ফাতিমার পিতা ছিলেন না। প্রত্যেক দুস্থ অভাবগ্রস্ত মুসলিম নর-নারীর, প্রত্যেক ব্যথিত মানব হৃদয়ের সকল দুঃখ ও সকল বেদনা দূর করাই যে ছিল সে মহামানবের স্বভাব ধর্ম।

আপন ঘরের কাজ কোন স্ত্রীর অপমান কিংবা লজ্জার কারণ হতে পারে না। এমনকি স্বামী দরিদ্র হলে স্ত্রীর কর্তব্য তার ঘরের যাবতীয় কাজ-কর্ম যতদূর সম্ভব নিজের হাতে করে ফেলা। সে স্ত্রী যত বড় ধনী বা অভিজাত ঘরের মেয়ে হোক না কেন।

স্বামী যেমন স্ত্রীর জন্য কষ্ট করে, স্ত্রীরও তেমন কর্তব্য স্বামীর জন্য কষ্ট স্বীকার করা। তাছাড়া স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সাধ্যানুযায়ী সুখ-শান্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং স্বামীর উপহার উপঢৌকন পেয়ে শুকরিয়া আদায় করে। এ শুকরিয়া যে সব সময় মুখেই কেবল জ্ঞাপন করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কাজে-কর্মে, আলাপ-ব্যবহারে স্বামীকে বরণ করে নেয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর মনের কৃতজ্ঞতা ও উৎফুল্লতা প্রকাশ পেরেও স্বামীকে বুঝে নিতে হবে যে, তার ব্যবহারে তার স্ত্রী তার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট এবং সে তার জন্যে যে ভালোবাসা প্রকাশ করেছে তা সে অন্তর দিয়ে স্বীকার করে।

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

জাহান্নামীদের অধিকাংশই মেয়ে মানুষ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاَطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ ـ

ইবনু 'আব্বাস ও 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : আমি জান্নাতের অবস্থা অবগত হলাম। আমি দেখি তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামের অবস্থা অবহিত হলাম। দেখি যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রী জাতি। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা: ৬৫৪৬; মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِى قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ اَضْحًى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ ـ

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন : একদিন ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিত্‌রের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং মহিলাদের নিকট পৌঁছে বললেন, হে নারী সমাজ! দান-খায়রাত কর। কেননা, আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ অপরাধের কারণে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা অন্যরে প্রতি বেশি মাত্রায় অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা: ৩০৪; মুসলিম)

অভিশাপের উপযুক্ত নয় এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ দেয়া হলে সে অভিশাপ অভিশাপকারীর প্রতিই ফিরে আসে বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। অথচ নারীরা অন্যের প্রতি অভিশাপ করতে বড়ই ওস্তাদ। "তোর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ! তুই ধ্বংস বা নিপাত হয়ে যাবি! তোর উপর আল্লাহর গজব পড়বে!" ইত্যাদি বাক্য তারাই বেশির ভাগ বলে থাকে। সুতরাং

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

অধিকাংশ অভিশাপই যে, তাদের প্রতি ফিরে আসে এবং তাদের জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয় তাতে আর সন্দেহ কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً، فَإِذَالَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِذَالِكَ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا -

বান্দাহ যখন কোন কিছুর উপর অভিশাপ করে তখন তা আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু আসমানের দরজা সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তখন তা পৃথিবীতে ফিরে আসে। কিন্তু সাথে সাথে পৃথিবীর দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তা আবার ডানে বামে ছুটাছুটি করে। কিন্তু সেখানেও যদি তা কোন স্থান না পায় তাহলে যার প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে সেখানে ফিরে যায়। যদি সে অভিশাপের উপযোগী হয় তবে তার উপর পতিত হয়। অন্যথায় অভিশাপকারীর কাছেই ফিরে আসে। (হাসান, আবূ দাউদ, হা: ৪৯০৫)

নারীদের মধ্যে অভিশাপ বর্ষণের প্রবণতা বেশি। আর অভিশাপ হল, অধৈর্য ও অসহিষ্ণুতার প্রমাণ। আল্লাহর পছন্দ নয় যে, মানুষ অধৈর্য বা বেসবর হয়ে অভিশাপ বর্ষণ করুক যে অভিশাপ উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া পতিত হয় না।

যারা অভিশাপ দেয় তারা অধৈর্য বা বেসবরির কারণেই তা দিয়ে থাকে। ফলতঃ এতে অভিশাপদাতা বা অভিশাপদাত্রীর ধৈর্যহীনতাই প্রমাণিত হয়। আর ধৈর্যহীনতা আল্লাহ তা'আলার এতই অপছন্দনীয় যে, আল্লাহ এদের সাথে তাঁর নিজের সম্পর্কের কথা বলেননি। আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন। (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৫৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ সব সময় ধৈর্যশীলদের কল্যাণ করে থাকেন। বেসবরকে পছন্দ করেন না। তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে পছন্দ করে না। আবার আল্লাহর সিদ্ধান্ত পছন্দ না করার মূলে থাকে আল্লাহর প্রতি

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

অমনোযোগ এবং তাকওয়াহীন জীবন যাপন। আর এ প্রবণতাগুলো নারীর মধ্যেই বেশি বলে নারীরা বেশি বেশি অভিশাপ বর্ষণকারী।

অভিশাপ বর্ষণ করা এবং বেপর্দা ও যিনা-ব্যভিচারে সহায়তা নারীদের দিক থেকেই বেশি ঘটে থাকে। এ কারণেই নারীদেরকে অধিক সংখ্যায় জাহান্নামে দেখা গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন ও তাঁর সুন্নাত রেখে গেছেন কিন্তু ঐ দুই কল্যাণকারী সম্পদের মুকাবিলায় নারীদের বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা এবং আল্লাহদ্রোহীতা তো চিরকালই থাকবে। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন :

مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ـ

অর্থাৎ, আমার পর আমি তোমাদের জন্য নারীদের চাইতে বেশি ক্ষতিকর কিছু রেখে যাচ্ছি না। **(বুখারী, আল-মাদানী প্রকাশনী, হা: ৫০৯৬)**

অর্থাৎ, মানব সমাজে অনিয়ম ও অবিচার প্রসারে নারী প্রধানতম সহায়ক। তাদের রূপ-সৌন্দর্য ও দেহযৌবনকে তারা প্রকাশ করে ব্যভিচার ছড়াতে সহায়ক হয়। আবার তারা আমাদের দুষ্ট লোকদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে সমাজে আল্লাহমুখী জন-সমষ্টির তুলনায় বেশি সংখ্যায় দুনিয়াদার, ফ্যাসাদবাজ ও ফিৎনাবাজ লোক তৈরি হয়। তাই বলা যায়, সকল ফিৎনার মূলে রয়েছে মানুষের কেবল দুনিয়ামুখি চিন্তা-ভাবনা।

দুনিয়াদারীর প্রতি মানুষকে সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও অব্যর্থভাবে টানার জন্যে শয়তানের প্রধানতম অস্ত্র হিসেবে নারী ব্যবহৃত হয়। নারীরা সাধারণত নানারূপ যৌক্তিকতা দেখিয়ে বেপর্দায় এসে রূপযৌবন প্রদর্শনকারিণী হয়ে পড়ে। তারপর তাদের মাধ্যমে মানুষ প্রলুব্ধ হয় এবং ক্রমান্বয়ে সমাজ থেকে সদাচার প্রভৃতি উঠে যেতে থাকে।

সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এবং সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি ও তার কারণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান যারা রাখেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমনতর সত্য বিষয়ের প্রতি ইশারা করে গেছেন।

মানব সমাজে যখনই দুনিয়াদারীকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করে নেয়া হয়েছে তখনই বিপর্যয় নেমে এসেছে। আর এ বিপর্যয়ের মূলে আছে নারীর যৌনতা ও বেপর্দা। এ কারণেই জাহান্নামবাসীদের মধ্যে নারীরা

www.boimate.com
Scanned by CamScanner

সংখ্যায় অধিক হবে। নারীদের প্রকাশ্য শরীর প্রদর্শন, সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা এবং অন্যান্য উপায়ে যৌনতা প্রকাশ করতে কেউ বাধ্য করে না। নারীরা নিজেরাই সৌন্দর্য প্রভৃতির ছুতা ধরে এ জঘন্য মনোবৃত্তি পোষণ ও আচরণ করে থাকে।

মূলতঃ নারীদের এ নিষিদ্ধ আচরণে নারীরা যথেষ্ট গর্ব ও আনন্দবোধ করে থাকে। যার মাধ্যমে তাদের সমগ্র নারীদের উপর নেমে আসে বিপর্যয়। সমাজে ধর্ষণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা, শিশুধর্ষণ এসব বেড়ে যায়। ফলে বাংলাদেশ ও পর্দাহীন বিশ্বে নারী ও শিশু ধর্ষণের অভাবনীয় উৎপাত কে না জানে!

নারীদের বেপর্দার কারণেই এসব ঘটেছে। এর পরিণতি হিসেবে মানব সমাজে আরো অনেক রকমের জঘন্য ব্যভিচারের প্রচলন হবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। উপরোক্ত কারণেই হাদীসের বাণীর বাস্তব প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজের নারী ও পুরুষকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার বিষয় হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ صَبَاحٍ اِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

প্রত্যেক ভোরের দু'জন ফেরেশতা এ মর্মে ঘোষণা করে যে, পুরুষদের জন্য নারীরা এবং নারীদের জন্য পুরুষরা ধ্বংসাত্মক। (ইবনু মাজাহ)

উপরোক্ত পবিত্র বাণীর মর্মানুযায়ী নারী পুরুষ পরস্পরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। নারীরা নিজেদের যৌবন নিয়ে পুরুষের পরীক্ষার সামগ্রী বিশেষ। আবার পুরুষদের প্রতি নারীদের নানাবিধ চাহিদা ভিত্তিক আসক্তি নারীদের জন্য পুরুষরা পরীক্ষা স্বরূপ। নারীর বেসবরি এবং প্রকাশ্য যৌনতার আসক্তি নারীর জন্য ভয়াবহ পরিণামকে অনিবার্য করে তোলে। মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নারীরা বিপজ্জনক পরিণামের মুখোমুখি হয়ে রয়েছে। তারা বেসবরি, বেপর্দা, প্রকাশ্য যৌনতার আসক্তি প্রভৃতি কারণে বেশি সংখ্যায় জাহান্নামী হবে।

❊ ❊ ❊

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে "স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ" বইটি প্রকাশিত হওয়ায় তাঁরই রাসূল ﷺ-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করছি এবং সে রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।– *আল-হামদুলিল্লাহ*

www.boimate.com

Scanned by CamScanner

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহী-ম

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করুন।

সংকলনেঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব)
৩৮ নং, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা- ১১০০।
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮, মোবা ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩
মোবা ঃ ০১৯৩০-০০৯০৩২

ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান
মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত (অনুবাদ)
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি
স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ (১ম-২য় খণ্ড ও ৩য়-৪র্থ খণ্ড)
পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি (অনুবাদ)
আল-মাদানী সহীহ্ নামায, দু'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা
বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী
মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (ﷺ)
রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামাযের নিয়মাবলী [মূলঃ আলবানী]
আক্বীক্বাহ্ ও শিশুদের ইসলামী আনকমন নাম
ফেরেশ্‌তা, জ্বিন ও শয়তানের বিস্ময়কর ঘটনা
সাহাবীদের ঈমানী চেতনা ও মুনাফিক্বের পরিচয়
আহ্‌কামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন (অনুবাদ)
আল-মাদানী সহীহ্ খুৎবা ও জুমু'আর দিনের 'আমল
রিয়াদুস সালেহীন [১ম-৪র্থ খণ্ড, তাহ্ঃ আলবানী]
রিয়াদুস সালেহীন (১-৪) বাংলা
রিয়াদুস সালেহীন(১-৪) আরবী বাংলা
তাফসীর আল-মাদানী [১ম-১১তম খণ্ডে পূর্ণ ৩০ পারা]
সহীহ্ আত্-তিরমিযী (১-৬ খণ্ড)
যঈফ আত্-তিরমিযী (১-২ খণ্ড)
সহীহ্ হাদীসের আলোকে আল-কুরআন নাযিল হওয়ার কারণসমূহ
কাসাসুল আম্বিয়া (আঃ) [নাবীদের জীবনী]
পরকালে শাফা'আত ও মুক্তি পাবে যারা
তাকভিয়াতুল ঈমান (অনুবাদ)
নির্বাচিত ৮ (আট)টি সূরার তাফসীর
সুন্নাত ও বিদ'আত প্রসঙ্গ
সহীহ্ হাদীসের সন্ধ্যানে
কিতাবুত তাওহীদ (অনুবাদ)
ইসলামী আক্বীদাহ্ (অনুবাদ)
আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান (অনুবাদ)
সূরাঃ ইয়াসীন ও সূরাঃ আর-রাহ্‌মান [তাফসীর]
তাওবাহ্ ও ক্ষমা
পরকালের ভয়ংকর অবস্থা
সত্যের সন্ধ্যানে
রামাযানের সাধনা
কাজের মেয়ে
মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ
ভিক্ষুক ও ভিক্ষা
পর্দা ও ব্যভিচার
ঘটে গেল বিস্ময়কর মিরাজ
প্রিয় নাবীর কন্যাগণ (রাযিঃ)
প্রিয় নাবীর বিবিগণ (রাযিঃ)
ক্বিয়ামাতের পূর্বে যা ঘটবে
মরণ যখন আসবে
জান্নাত পাবার সহজ উপায়
রক্তে ভেজা যুদ্ধের ময়দান
মীলাদ জায়িয ও নাজায়িযের সীমারেখা
হাদীস আল-মাদানী (১ম ও ২য় খণ্ড)
বুলূগুল মারাম (মূল ঃ আসক্বালানী)
প্রশ্নোত্তরে মাসিক আল-মাদানী (১ম ও ২য় খণ্ড)
রাসূলের বাণী থেকে সকাল সন্ধ্যার পঠিতব্য দু'আ
নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ
বদরের ময়দানে ৩১৩ জন (রাযিঃ)
আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা
আল-কুরআন একমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রন্থ
আল-মাদানী পাঞ্জে সূরা ও সহীহ্ দু'আ শিক্ষা
কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি
তাজরীদুল বুখারী (১ম খণ্ড)
আল-মাদানী সহীহ্ হাজ্জ্ব শিক্ষা
জুমু'আর দিনে করণীয় ও বর্জনীয়
সহীহ্ ফাযায়িলে দরূদ ও দু'আ
আল-মাদানী সহীহ্ মুহাম্মাদী ক্বায়দা
আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (মূল আরবী, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ)
সহীহ আল-বুখারী (১-৬ খণ্ড)
সহীহ আল-বুখারী (১-৬ খণ্ড) আরবী+বাংলা একত্রে
আল-মাদানী সুনান আন নাসাঈ (১-৩)
আল-মাদানী সুনান ইবনু মাজাহ্ (১-৩)

www.boimate.com
Scanned by CamScanner